NAMO SAKYAMUNI BUDDHA

May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

সদ্ধর্ম্ম-রত্ন-চৈত্য

SADDHARMA-RATNA-CHYTTYA

Printed for free distribution by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

11F, No. 55, Sec. 1, Hang Chow South Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415

Email: overseas@budaedu.org

Website:http://www.budaedu.org

Mobile Web: m.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not to be sold.

এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

এই পুস্তক চীন প্রজাতন্ত্র, তাইওয়ান এর "বুদ্ধ এডুকেশানেল ফাউন্ডেশান" ১১ আর, ডি, ফ্লোর, ৫৫নং হাংচাও এস, রোড, সেকশান নং ১, তাইপেই, তাইওয়ান, কর্তৃক বাংলাদেশে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পুনঃ মুদ্রিত হইল।

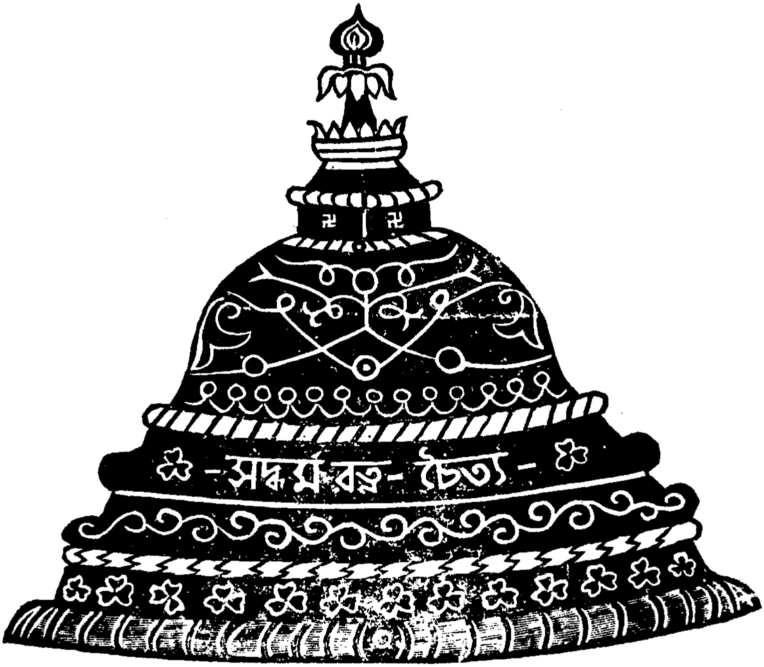

স্বর্গীয় পিতা **হরিশ্চন্দ্র** বড়ুয়া ও স্বর্গীয়া মাতা শ্রীমতি **কাজল কুমারী** বড়ুয়ার
পুণ্য-স্মৃতি স্মরণার্থ—

—ঃ উৎসর্গ-পত্র ঃ—

ওহে মম সুধা-ধারা জনক জননী—অনুপম উপকারী স্নেহ নির্ঝরিণী।
আশৈশব তোমাদের স্নেহ-ক্রোড়ে সুখে—বাড়িয়াছি ক্রমে ক্রমে না ভোগিয়া দুখে।
কিন্তু আমি তোমাদের কোন উপকার—কোনদিন করি নাই এভব-মাঝার।
স্মৃতি-পথে জাগে যবে সেদিনের কথা—অশ্রুসংবরিতে নারি আর মর্ম-ব্যথা।
মর্ম-ব্যথা লঘু হেতু করিয়া যতন—কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই পুণ্য-নিদর্শন,
এ সদ্ধর্ম-রত্ন-চৈত্য আনন্দে গ্রথিয়া— সর্বজীবের হিত-সুখ কামনা করিয়া—
স্থাপিলাম তোমাদের স্মৃতি-রক্ষা তরে—এ পুণ্য গ্রহণ দোঁহে করহ সাদরে।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা।
২৫০৩ বুদ্ধাব্দ।
১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।

ইতি—
তোমাদেরই প্রথম পুত্র—
জিনবংশ মহাস্থবির।

-নিবেদন-

বহু চিন্তা ও শ্রমের পর এই বৃহদায়তন **সদ্ধর্ম-রত্ন চৈত্য** গ্রন্থখানি সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। এই গ্রন্থ সঙ্কলন-কালে বহু মনিষী-কৃত গ্রন্থসমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তন্মধ্যে গৃহী-কর্ত্তব্য, ভিক্ষু-কর্ত্তব্য, ধর্মসংহিতা, রত্নমালা, সদ্ধর্ম-রত্নাকর, ধর্মোপদেশ, হস্তসার, বৌদ্ধবন্দনা, বৌদ্ধ-নীতি-মালা, সুত্তসংগহো, মহাবগ্‌গো, বিসুদ্ধিমগ্‌গো, সারসংগহো, সংযুত্তনিকায়ো, জাতকপণ্ণাসো, খুদ্দকপাঠো, ভক্তিশতকম্, সুত্তদেশনা, মজ্ঝিমনিকায়ো ও গৃহী-নীতি প্রভৃতি গ্রন্থের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার নিমিত্ত এই গ্রন্থখানি ষড়বিংশতি পর্বে ভাগ করিয়া লিখা হইয়াছে। প্রত্যেক পর্বের বিষয়-বস্তুগুলি নাতিবিস্তৃতভাবেই সংস্থাপন করা হইয়াছে। বিষয়গুলি যাহাতে সুষ্ঠুরূপে পরিস্ফুট হয় এবং সহজে বোধগম্য হয়, ইহার কোন অংশে ত্রুটি করি নাই। বিস্তার-বাহুল্যে পাঠকের বিরক্তির সঞ্চার হয়, এটা স্বাভাবিক। তদ্ধেতু প্রত্যেক বিষয় যথাসম্ভব সংক্ষেপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। বর্ত্তমান কাগজের মূল্য ও মুদ্রণ-ব্যয় অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেকস্থলে **পালি** বাদ দিয়া কেবল সঠিক বঙ্গানুবাদই দিয়াছি। সর্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে অতি সরল ভাষাই প্রয়োগ করিয়াছি।

সদ্ধর্ম-রত্ন-চৈত্য নামের কারণ—বুদ্ধের শ্রীমুখ নিসৃতঃ ৮৪০০০ চুরাশী হাজার ধর্মস্কন্ধের নাম **সদ্ধর্ম-রত্ন**। **চৈত্য** অর্থে মন্দির বা স্তূপ বুঝায়। সুতরাং এই পুস্তকটি সদ্ধর্মের মন্দির বা স্তূপ। কালগত পূর্বপুরুষদের স্মৃতি রক্ষার্থ স্তূপ-মন্দির অথবা স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা চিরন্তন রীতি—অবশ্য সমর্থবানদের পক্ষে। সুতরাং আমিও আমার পিতা-মাতার পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা-মানসে এই **সদ্ধর্ম** রূপ **রত্ন চৈত্যের** প্রতিষ্ঠা করিলাম।

বলাবাহুল্য—ইতিপূর্বে আমার পিতা-মাতার স্মৃতিরক্ষা-কল্পে স্বীয় জন্মভূমি কটিকছড়ি থানার অন্তর্গত **ছিলনীয়া** গ্রামের বিহার-প্রাঙ্গণে প্রায় অষ্টাদশ হস্ত উচ্চ একটা স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। স্বগ্রামের শ্রীমান মনোরঞ্জন সাধুর সদিচ্ছায় ও প্রচেষ্টায় উক্ত মন্দির-নির্মাণ-কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়াছিল। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা পিতা-মাতার মহদোপকারের সঙ্গে তুলনা করিলে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তদ্ধেতু ইহা হইতেও মহৎ কিছু করিবার উদগ্র বাসনা অন্তরে জাগ্রত হইল। বহু চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিলাম—দানোত্তম ধর্মদানেই পিতা-মাতার পারলৌকিক মহদোপকার সাধন করিব। যেহেতুঃ—**সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি**। বুদ্ধের এ অমোঘবাণী অনুসরণ করিয়া পিতা-মাতাকে পুণ্যদান, এবং ধর্মদানে বঙ্গীয় বৌদ্ধদের উপকার সাধন-মানসে গৃহীদের প্রাথমিক যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়-সম্ভারে পরিপূর্ণ এই বৃহদায়তন গ্রন্থ প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করি। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, তাহা শ্রদ্ধাবান

অভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদেরই বিচারাধীন। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎমাত্রও জ্ঞানার্জ্জন বা উপকার হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

ধর্মপদার্থকথা, অজাতশত্রু, রাহুলচরিত ও বিনানবথ্থু প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত প্রবর **শ্রীমৎ শীলালঙ্কার** মহাস্থবির মহোদয় এই পুস্তকের সমগ্র পাণ্ডুলিপিখানি অতি পরিশ্রম ও যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আমার প্রতি তাঁহার এই অকৃত্রিম সস্নেহ-মহদুপকার জীবনে ভুলিবার নহে। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরঋণ-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

পরিশেষে ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে—এই গ্রন্থ সঙ্কলন-কালে যেই সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, সেই সকল গ্রন্থকারের নিকটও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বহু চেষ্টাসত্ত্বেও মুদ্রাকর-ত্রুটি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি নাই। এতদ্বিধায় সুদীর্ঘ শুদ্ধিপত্র সংযোজন করা হইল। বিজ্ঞজন মাত্রেই সুবিদিত যে—প্রথম সংস্করণ পুস্তক নির্দ্দোষভাবে বাহির করা সম্ভবপর নহে। বহুস্থানে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং সুধীজন কর্ত্তৃক ইহাতে কোনও ত্রুটি দৃষ্ট হইলে দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন। তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিব।

সূত্র পর্বটি আদ্যন্ত পালি। বাংলা অক্ষরে ক্‌খ, গ্‌গ, ঞ্‌ঞ, ট্‌ঠ, স্‌স, ণ্‌হ, ল্‌হ, য্‌হ ইত্যাদি যুক্তাক্ষর নাই। উক্ত অক্ষর সমূহে এই (্) **হসন্ত** চিহ্ন যোগ করিয়াই পালিতে যুক্তাক্ষরের কাজ সারিতে হয়। উক্ত সূত্র পর্বেও আমি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি বটে, কিন্তু অনেকস্থলে **হসন্ত** চিহ্ন বাদও পড়িয়াছে। কারণ ছাপাখানায় এত অধিক হসন্ত চিহ্ন নাই।

শাকপুরা নিবাসী সদ্ধর্ম মামক শ্রদ্ধাবান শ্রীযুত বুদ্ধানন্দ বড়ুয়া মহোদয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া, তাহা মুদ্রণের জন্য সানন্দে ১০৲, প্রেত-কাহিনীর প্রকাশক মধ্যমবীণাজুরী গ্রামজাত শ্রীমৎ শ্রদ্ধানন্দ স্থবির ১০৲, এবং আব্দুল্লাপুর নিবাসী শ্রদ্ধাবান শ্রীযুত মনোরঞ্জন বড়ুয়া ও তদ্দেশবাসী উপাসক-উপাসিকাগণ ২২৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই ধর্মদান-কার্য্যে উক্ত অর্থ সাহায্যকারিগণকে অন্তরের সহিত আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সত্যদর্শন প্রণেতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের শিষ্য আব্দুল্লাপুর গ্রামজাত প্রিয়শীল শ্রদ্ধাবান স্নেহাস্পদ শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ভিক্ষু এগ্রন্থ প্রনয়ন-কালে আমাকে সোৎসাহে কায়িক-বাচনিক ও মানসিক বহুলরূপে সহানুভূতি করিয়া উপকৃত করিয়াছে। তাহার উদ্যোগ একান্তই প্রশংসার্হ। তজ্জন্য তাহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ প্রদান করিয়া নিরাপদময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছি। ইতি—

নিবেদক—

২৫০৩ বুদ্ধাব্দ।
১৩৬৬ বঙ্গাব্দ।
আষাঢ়ী পূর্ণিমা।

শ্রী জিনবংশ মহাস্থবির।
মহানন্দ সঙ্ঘরাজ বিহার।
মহামুনি, পাহাড়তলী।

—শুদ্ধি পত্র—

(সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা ও পঙ্‌তি বোধক)

১৬—১৭ সম্মাসম্বুদ্ধো বত সো ভগবা, ১৮—৪ নমস্কার, ৮ সম্মাসম্বুদ্ধতে, ১৯—২১ নমস্কার, ২৭—১১ চম্পকা. ৩১—২৩ একটি বেঠদ্বীপে, ৩৬—৩ মহিয়ঙ্গণ, ৪০—১৯ গুণযুক্ত, ৪১—১৪ মনোরঞ্জনকারী, ৫০—১১ উপোসথং, ৫১—১১ সামণের, ৫৩—২ অনুমোদনান্তর, ৫৬—১০ জন্মজন্মান্তরে, ৬৬—১৯ উপোসথিক ২৩ উপোসথিকের, ৬৭—১৫ ব্রহ্মবিহারী, ১৬ পরিষ্কার, ৭৪—১৬ অচিরে, ৭৫—৮ সকলে, ৩১ তাপসদের, ৮১—১৫ বদেথা, ১৬ তসৃস, ৮২—৭ লোকামিশ, ২৫ খলুপচ্ছভত্তিকঙ্গং, ৮৩—২৪ স্নান, ১০২—১৩ অপ্রিয়, ১০৩—১ ষায়, ৩ প্রণিধান, ৪ আমার ৫ সমাধিতে, হোক, ১১ ঋদ্ধিবান, ১৩ অপরকে, ১৫ বসি, ১৮ জ্ঞানী, ১৯ থাকুক, ১০৪—৩ প্রভাস্বর, ৫ প্রভু, ১৯ অষ্টদিকে ১০৫—৭ নাহি, ১২ দ্বারে, ১০৭—২ সরোবরে, ১১৩—২১ অরহতকে, ১২৪—১১ কঠিন কৃথন্ধকে, ২৩ নাগিত, ১৩১—১৪ মরকত, ১৩৩—৩ পরিসাবণঞ্চ ; ১৮ কণ্ডখাচ্ছেদো, সুচিদানসৃসিদং, ১৪৬—১১ নরামথং, ১৮ সমাধি. ১৪৮—৯ নিসীদিস্সমি, ১৬ অবলোকন, ১৪৯—২৮ সুপং বা, ১৫০—২২ (৮) সিখাবকারকং ভুঞ্জিস্সামি'তি...।, ১৫১—১৭ অব্রধারী. ১৫২—৭ পাদুকায়, ১৫৯—২১ বুদ্ধগুণ, ২৮ সংঘানুস্মৃতি, ১৬২—১০ সজ্ঞানে, ১৩ উত্তমরূপে, ১৬৮—১২ পযুক্ত্ত, ১৭৭—৮ অবীচিও, ১৮২—৯ আলস্য, ১৮৩—২৪ বন্দনার, ১৮৪—১৬ সপ্তাত, ১৮৭—১৭ বুদ্ধ শাসনের, ১৯০—২২ মহাবর্গ, ১৯১—৪ মহাবর্গ. ৬ অর্থ কথার, ১৯২—১৬ ধাতুকথা, ১৯৪ পৃষ্ঠার মানচিত্রে সুদস্‌সীর নিম্নে ও আতপ্পের উপরে সুদস্‌স ব্রহ্মলোক একটি হইবে। ২০৮—১৭ অনুমোদনচ্ছলে, ২০৯—২৪ আকস্মিক, ২৫ কৃত সদ্‌সৎ, ২১০—৬ কিন্তু, ২১৯—৮ নাই।, ২২৫—৭ যাহারা, ২১ দুর্বিবহ, ২২৬—৮ নিয়ে, ২৫২— কণ্টকে, ২৩৩—২৪ অভিরমিত, ২৩৪—৭ করিয়াছি, ২৩৮—১২ চেষ্টার, ২৩৯—৯দুক্খং, ২৪১—১৮ চীৎকার, ২৪৬—২৯ প্রমত্ত, ২৫৪—২৭ থাকিবে, ২৫৫—৫ সামর্থ্যানুযায়ী, ২৫৬—৩ সদাদর্শ, ২৫৭—১৮ নির্মমভাবে, ২৬৬—২৯ সুশৃঙ্খলভাবে, ২৭২—১০ আষাঢ়ী, ২৭৩—১২ পটিকরিস্সামি, ২৭৪—১১ চীবরাদিতে, ২৭৫—১৭ পুপ্ফনানি, ২৭৭—১৬ ব্রহ্ম্যুগতো, ২৭৮—১২ জননেন্দ্রিয়, ২৮৩—৯ করিব, ১৪ পার্বতী, ২৮৫—৯ নবগুণে, ১৯ সঙ্ঘ, ২৮৯—১ বন্দি, ২৯০—৬ ষড়াভিজ্ঞ, ২৯১—১৭ নিরয়েতে, ২৯২—২৪ চন্দ্রোদয়ে, ২৯৪—৫ প্রভাবেতে, ১৬ না ইচ্ছে. ২৫ অসি, ২৯৬—৬ আক্রান্ত, ২১ পরধনে, ২৯৯—৮ অত্তমানা, ২২ পণিধি, সুসিক্‌খিতো, ২৪ কম্মন্তা, ৩০০—১৬ তথাগতেন, ১৯ পণীতং, ৩০১—৩ রতনং, ২২ রত্নং. ৩০২—৫ যথা, ৩০৩—১৫ একাদসানিসংসা, ২৬ পস্‌সতি, ৩০৪—১০ রাজধানিয়ো, ৩০৭—২৫ অনুস্‌সরেয়্যাথ, ৩০৮—২৩ রাজগহে, ৩১০ পৃঃ **মহাচুন্দথের বোজ্‌ঝঙ্গের নিদান**—ভগবা লোকনাথো যং চুন্দথেরস্‌সসন্তিকা, সুত্বা তস্মিং খনেয়েব অহোসি নিরুপদ্দবো ; বোজ্‌ঝঙ্গ বলসংযুত্তং পরিত্তং তংভণামহে!, ৩১৫—১২ পোনোব্‌ভবিকা, ২৭ সম্মাদিট্‌ঠি, ৩১৭—১৪ লোকস্মিন্তি, ৩২০—১৯ "কসিং নো কসিনো পুচ্ছিতো ব্রুহি" স্থলে "কসিনো পুচ্ছিতো ব্রূহি" হইবে, ৩২৫—১০ ব্রতি, ৩২৬—১৪ ব্রহ্মলোকূপগো, ৩৩৪—২৭ পব্বজি, জিন শাসনে, ৩৪২—২৪ জয়মঙ্গলং, ৩৪৫—২ পিচাসেন, ৩৪৯—১৫ মুচ্চিংসু, ৩৫০—৬ ভগবন্তং, ৩৫২—২২ এবন্নং, ৩৬২—৭ রে চক্রে, ৩৭৫—২৬ দান উপপাৱমী, ৩৭৮—১৮ নিরুব্যাধি।

—সূচী-পত্র—

১। কৃত্য পর্ব

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রাতরুত্থান	১
প্রাতঃকৃত্য	২
পূজা	৩
বন্দনা	,,
স্নান	৪
আহার	,,
সান্ধ্য ভ্রমণ ও পূজা	৫

২। ত্রিশরণ-পর্ব

ত্রিশরণ গ্রহণ	৭
ত্রিশরণের উৎপত্তি	,,
ত্রিশরণ গ্রহণের ফল	৯
ত্রিশরণ গ্রহণের ২য় ফল বর্ণনা	১০

৩। বন্দনা-পর্ব

সংক্ষেপে ত্রিরত্ন-বন্দনা	১১
সংক্ষেপে বুদ্ধ নমস্কার	,,
এই নমস্কার উৎপত্তির ইতিবৃত্ত	,,
নবগুণ সম্পন্ন বুদ্ধ বন্দনা	১২
ছয়গুণ সম্পন্ন ধর্ম বন্দনা	১৩
নবগুণ সম্পন্ন সঙ্ঘ বন্দনা	১৪
বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ, আচার্য, উপাধ্যায় ও সর্বচৈত্য বন্দনা এবং স্তুতি-গাথা	১৫
বুদ্ধের নবগুণের শরণ গ্রহণ ও বন্দনা গাথা	১৬
বুদ্ধের নবগুণ বন্দনা গাথা	১৮
অষ্টবিংশতি বুদ্ধ বন্দনা গাথা	১৯
অষ্টবিংশতি বুদ্ধ-সমীপে সুখ ও রক্ষা প্রার্থনা গাথা	২০
অষ্টবিংশতি বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত	২১
ত্রিশরণ গীতিকা	২৮
ত্রিরত্ন বন্দনা গীতি	২৯
একত্রে ত্রিরত্ন ও সর্বচৈত্য বন্দনা গাথা	,,

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দন্তধাতু বন্দনা গাথা	৩০
বুদ্ধের শ্রীপাদ বন্দনা গাথা	৩১
দশ মহাস্তূপ বন্দনা গাথা	,,
সপ্ত মহাস্থান বন্দনা গাথা	৩২
বোধি বন্দনা গাথা	,,
ষোড়শ মহাচৈত্য বন্দনা গাথা	৩৩
চুরাশী সহস্র চৈত্য বন্দনা গাথা	,,
বুদ্ধের ব্যবহার্য্য অষ্টবস্তু বন্দনা গাথা	৩৪
বুদ্ধের পূতাস্থি বিভাগ ও বন্দনা গাথা	,,
পোতনগর চৈত্য বন্দনা গাথা	৩৫
মহিয়ঙ্গন চৈত্য বন্দনা গাথা	৩৬
কল্যাণী চৈত্য বন্দনা গাথা	,,
অভয় গিরি চৈত্য বন্দনা গাথা	৩৭
জেতবন চৈত্য বন্দনা গাথা	,,
শৈল চৈত্য বন্দনা গাথা	৩৮
দিবাগুহা চৈত্য বন্দনা গাথা	,,
বুদ্ধের ললাট ধাতু বন্দনা গাথা	,,
মহাবোধির দক্ষিণশাখা বন্দনা গাথা	,,
চুলমণি চৈত্য বন্দনা গাথা	৩৯
সালমণি চৈত্য বন্দনা গাথা	,,
রেঙ্গুন মহাচৈত্য বন্দনা গাথা	,,
বুদ্ধ বর্ণিত চারি মহাচৈত্য বন্দনা গাথা	৪০
চট্টগ্রামের মহামুনি বন্দনা গাথা	,,
চক্রশালা চৈত্য বন্দনা গাথা	৪১
বুড়া গোঁসাই বন্দনা গাথা	,,
চিত্‌মরম্‌ বন্দনা গাথা	,,
চট্টগ্রামে বিভিন্ন চৈত্য বন্দনা	৪২
সংক্ষেপে সঙ্ঘ বন্দনা	,,
ভিক্ষু বন্দনা	,,
পিতা বন্দনা গাথা	,,
মাতা বন্দনা গাথা	৪৩

৪। পূজা-দান পর্ব

পুষ্প পূজা-গাথা	৪৪
জল পূজা-গাথা	,,

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
আহার পূজা-গাথা	৪৪
হস্ত প্রক্ষালণের জল পূজা-গাথা	৪৫
তাম্বুল পূজা-গাথা	,,
প্রদীপ পূজা-গাথা	,,
ধূপ পূজা-গাথা	,,
সুগন্ধি পূজা-গাথা	৪৬
বৃক্ষে প্রস্ফুটিত পুষ্প চয়ন না করিয়া আকাশে পূজা করার গাথা	,,
গিলান প্রত্যয় পূজা-গাথা	,,
অষ্ট পরিক্খার দান	,,
তৈয়ারী কঠিন চীবর দান	৪৭
কঠিন চীবরের জন্য সাদা বস্ত্র দান	,,
সঙ্ঘ দান	,,
পুদ্গলিকভাবে ভিক্ষুকে দান	,,
বিহার দান	,,
বুদ্ধমূর্ত্তি দান ও প্রতিষ্ঠা	৪৮
জ্ঞাতি প্রেত উদ্দেশ্যে দান	,,

৫। প্রার্থনা পর্ব

ক্ষমা প্রার্থনা গাথা	৪৯
ক্ষমা প্রার্থনার পদ্যানুবাদ	,,
পঞ্চশীল প্রার্থনা	,,
অষ্টশীল প্রার্থনা	,,
অষ্টশীল অধিষ্ঠান	,,
উপোসথ অধিষ্ঠান	,,
উপোসথশীল ত্যাগ	৫১
আজীবাষ্টমক শীল প্রার্থনা	,,
দশসুচরিত শীল প্রার্থনা	,,
গৃহী দশশীল প্রার্থনা	,,
প্রব্রজ্যা দশশীল প্রার্থনা	,,
পরিত্রাণ প্রার্থনা	,,
দেবতা আহ্বান	৫২
বিশেষ দেবতা আহ্বান	,,
দেবতাদিগকে পুণ্যদান ও রক্ষা প্রার্থনা	,,
বুদ্ধশাসনের উন্নতি ও রক্ষা প্রার্থনা	৫৩
সকলের প্রতি সুখ কামনা	,,

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দেবগণের নিকট রক্ষা প্রার্থনা	৫৩
প্রার্থনা গাথা	৫৪
মাতৃভাষায় প্রার্থনা	,,
অষ্ট পরিকৃখার [উপকরণ] দানের পর প্রার্থনা	৫৫
নারীদের পুরুষত্ব প্রার্থনা	৫৬

৬ শীল পর্ব

শীল	৫৭
শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা	,,
পঞ্চশীল	৫৮
পঞ্চশীল রক্ষার সংক্ষিপ্ত ফল বর্ণনা	৫৯
অষ্টাঙ্গ উপোসথ	৬১
অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল	৬৩
উপোসথ পালনের সংক্ষিপ্ত ফল বর্ণনা	৬৪
প্রতিজাগর উপোসথ	৬৫
প্রতিহার্য্য উপোসথ	৬৬
উপোসথিকের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ বর্ণনা	,,
আর্য্য উপোসথ	৬৭
উপোসথের ফল বর্ণনা	৭০
ধার্মিক উপাসক	,,
দরিদ্র ভৃত্য	৭২
বৃক্ষ দেবতা	৭৪
মিথ্যাজীব সমথ অষ্টশীল ও দশ সুচরিতশীল পালনের প্রয়োজনীয়তা	৭৭
মিথ্যাজীব শমথ অষ্টশীল	,,
দশ সুচরিতশীল	৭৮
গৃহী দশশীল	,,
প্রব্রজ্যা দশশীল	,,
চারি পরিশুদ্ধিশীল	৭৯
প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল	,,
ইন্দ্রিয় সংবরশীল	৮০
আজীব পারিশুদ্ধিশীল	,,
প্রত্যয় সন্নিশ্রিতশীল	,,
দশকুশল কর্মপথ	৮১
শীল গ্রহণ ও দানের বিধান	,,

ধুতাঙ্গশীল ৮২
ধুতাঙ্গশীল গ্রহণের বিধান ,,
ধুতাঙ্গশীল রক্ষার বিধান ও অর্থ ৮৩

৭। শীলানিশংস পর্ব

পাটলী গ্রামে বুদ্ধ কর্তৃক শীলফল বর্ণনা ৯৩
শীলানিশংস গাথা ,,

৮। স্তোত্র পর্ব

বুদ্ধানুস্মৃতি স্তোত্র ৯৬
বুদ্ধ বন্দনা স্তোত্র ৯৮
ধর্ম বন্দনা স্তোত্র ৯৯
সঙ্ঘবন্দনা স্তোত্র ,,
মরণানুস্মৃতি স্তোত্র ,,
প্রার্থনা স্তোত্র ১০২
রক্ষা বন্দন স্তোত্র ১০৩
অশুভ ভাবনা স্তোত্র ১০৫
প্রভাত সঙ্কল্প স্তোত্র ১০৬
মধু পূর্ণিমা স্তোত্র ১০৭
বৈশাখী পূর্ণিমা স্তোত্র ,,
বিদর্শন ভাবনার প্রাথমিক উপদেশ ১০৮
সম্প্রজ্ঞান স্মৃতি ভাবনার বিধান ,,
চারি ঈর্য্যাপথে স্মৃতি ভাবনার বিধান ১০৯

৯। দান পর্ব

পদ্যে দশবিধ দানের সংক্ষিপ্ত ফল বর্ণনা ১১০
দান ১১১
বচ্ছ গোত্রের প্রশ্ন ,,
পুদ্‌গলিক দান ১১২
নির্বাচন করিয়া দান দেওয়ার নির্দ্দেশ ,,
সঙ্ঘ দান ১১৩
পাঁচ প্রকার সঙ্ঘ ১১৪
কর্ম্ম বিশেষে সংঙ্ঘের অধিকার ,,
সংঘদান বিধি ১১৫
পাপ উৎপাদক পঞ্চদান ১১

অসৎ পুরুষের পঞ্চবিধ দান	১১৭
পঞ্চবিধ সৎপুরুষ দান	,,
অল্পদানে মহাফল লাভের উপায়	১১৮
সপ্তব্রতে স্রোতাপন্ন	,,
দানভেদে দৈহিক অবস্থা	,,
বিহার দানের উপকারিতা	১১৯
বিহার দানের ফল	,,
যাগু দানের ফল	১২০
অবিরাম পুণ্যবর্দ্ধন শীল দান	১২১
কঠিন চীবর দান	,,
কঠিন চীবর দানের বিধান	১২২
কঠিন চীবরে বিনয় বিধান	১২৩
কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা	১২৪
সিখীবুদ্ধের ভাষণ	১৩০
অষ্ট পরিকৃথার দান	১৩২
কল্পতরু দান	১৩৫
কল্পতরু দানের ফল বর্ণনা	১৩৬
বুদ্ধশাসনে পুত্র দান	,,
পুত্র দানের ফল	১৩৭
দানের পঞ্চফল	১৪০

১০। প্রব্রজ্যা পর্ব

প্রাথমিক অনুষ্ঠান	১৪১
প্রব্রজ্যা দাতা ও গ্রহীতার করণীয়	,,
প্রব্রজ্যা প্রার্থনা	১৪২
কাষায় বস্ত্র দান	,,
কাষায় বস্ত্র প্রার্থনা	,,
অশুভ কর্মস্থান দান	,,
প্রব্রজ্যা দশশীল প্রার্থনা	১৪৩
উপাধ্যায় গ্রহণ	,,
প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা	,,
বর্ত্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ	,,
বর্ত্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ	১৪৪
বর্ত্তমান শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ	,,
বর্ত্তমান গিলান প্রত্যবেক্ষণ	১৪৫
অতীত চীবর প্রত্যবেক্ষণ	,,

অতীত পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ ,,
অতীত শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ ১৪৬
অতীত গিলান প্রত্যবেক্ষণ ,,
উক্ত প্রত্যবেক্ষণ সম্বন্ধে ভিক্ষু শ্রামণেদের কর্ত্তব্য ১৪৭
শ্রামণের শিক্ষা ,,
শেখিয়া ,,
পরিমণ্ডল বর্গ ১৪৮
উজ্জগ্ঘিক বর্গ ,,
খম্ভকত বর্গ ১৪৯
সক্কচ্চ বর্গ ,,
কবল বর্গ ১৫০
সুরু সুরু বর্গ ১৫১
পাদুকা বর্গ ,,
কুমার প্রশ্ন ১৫২
প্রশ্ন-উত্তর ১৫৩

১১। ভাবনা পর্ব

ভাবনা ১৫৫
মৈত্রী ভাবনা ,,
সংক্ষেপে মৈত্রী ভাবনার বিধান ১৫৭
মৈত্রী ভাবনার ফল ১৫৮
বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা ,,
বুদ্ধানুস্মৃতি বনার ফল ১৫৯
শীলানুস্মৃতি ভাবনা ১৬০
ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা ,,
দেবতানুস্মৃতি ভাবনা ১৬১
মরণানুস্মৃতি ভাবনা ,,
কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা ১৬২
আনাপানস্মৃতি ভাবনা ১৬৩

১২। উৎসর্গ পর্ব

বুদ্ধ পূজোপলক্ষে দীপ, ধূপ, পুষ্প, জল ও আহার ইত্যাদি উৎসর্গ ১৬৭
কালগত জ্ঞাতীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ ,,
বুদ্ধ পূজা উৎসর্গ ,,
জ্ঞাতীদের উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণ উৎসর্গ ১৬৮
উৎসর্গ [প্রকারান্তর] ১৬৯

সানুবাদ উৎসর্গ ,,
সীবলী পূজা উৎসর্গ ১৭১
স্মৃতিমন্দির বা স্তম্ভ উৎসর্গ ,,
প্রকারান্তর ,,

১৩। উপদেশ পর্ব

গৃহীদের প্রতি বিধুর পণ্ডিতের উপদেশ ১৭২
গৃহীপ্রতিপদা সূত্র ,,
ব্যগ্‌ঘপজ্জ সূত্র ১৭৩
উৎসাহ ,,
সংরক্ষণ ,,
কল্যাণমিত্রের সংশ্রব ,,
শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন ,,
শ্রদ্ধাগুণ ১৭৪
শীলগুণ ,,
দানগুণ ,,
প্রজ্ঞাগুণ ,,
পুনঃপুনঃ সূত্র ১৭৫
দুর্লভ বচন ,,
উপাসকের দশগুণ ১৭৯
সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম ১৮০
সপ্ত অপরিহানীয় মূলক ধর্ম ,,
ভোগ সম্পত্তি পরিহীনের হেতু ১৮২
চারিপ্রকার মানব ,,
ভদ্রিয় সূত্র ১৮৩
বিভঙ্গ সূত্র ১৮৪
নন্দীরতি সূত্র ১৮৫
দেবতার প্রশ্ন ,,
বুদ্ধের উত্তর ,,

১৪। ত্রিপিটক পর্ব

ধর্ম ১৮৭
শাসন বিশোধন ,,
ত্রিপিটক ১৮৮
নবাঙ্গ শাস্তা শাসন ১৮৯
বিনয় পিটক ,,

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বিনয় শীলের সংখ্যা	১৯০
সূত্র পিটক	,,
অভিধর্ম পিটক	১৯২
ধর্মস্কন্ধের পরিচয়	১৯৩
ত্রিপিটকে অক্ষরের সংখ্যা	,,

১৫। লোক পর্ব

অরূপ ব্রহ্মভূমি	১৯৪
রূপ ব্রহ্মলোক	,,
কাম সুগতি ভূমি	,,
কাম দুর্গতি ভূমি	,,
কাম সুগতি লোক	১৯৫
রূপ ব্রহ্মলোক	১৯৭
অরূপ ব্রহ্মলোক	১৯৯
লোক সম্বন্ধে উপসংহার	২০০

১৬। কর্মবিভঙ্গ পর্ব

দৃষ্ট-ধর্ম বেদনীয় কর্ম	২০১
উপপজ্জ বেদনীয় কর্ম	২০৪
অপরাপরিয় বেদনীয় কর্ম	,,
য়গ্‌গরুক [গুরু] কর্ম	,,
য়ব্বহুল কর্ম	২০৫
য়দাসন্ন [আসন্ন] কর্ম	,,
কটত্তবাপন কর্ম	২০৭
জনক কর্ম	,,
উপস্তম্ভক কর্ম	,,
উপপীড়ক কর্ম	,,
উপঘাতক কর্ম	২০৯
কৃত সদসৎ কর্মের বিপাক দানের স্থান	,,
কুশল ফল	২১০
নারকীয় সত্ত্বার	,,
ক্ষমা প্রার্থনা কর্ম	২১১
দোষ স্বীকার	২১২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

চেতনানুসারে	২১২
পরুষ বাক্যের তারতম্য	,,
সম্প্রলাপ	২১৩
অভিধ্যা	,,
ব্যাপাদ	২১৪
মিথ্যাদৃষ্টি	,,

১৭। নিরয় পর্ব

নিরয় সমূহের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ বর্ণনা	২১৫
উস্সদ নিরয় সমূহের নাম	,,
দেবদূত সূত্র	২১৬
নারকীদের দেহের প্রমাণ	২১৯
মহানিরয়ের স্বরূপ	২২০
নরকে দেবদত্তের অবস্থা	,,
মহানিরয় বর্ণনা	২২৩
সঞ্জীব মহানিরয়	,,
কালসুত্ত মহানিরয়	,,
সঙ্ঘাত ,,	২২৪
রোরুব ,,	,,
মহারোরুব ,,	২২৫
তাপন ,,	,,
মহাতাপন ,,	২২৬
অবীচি ,,	,,
অন্তর কল্পের পরিমাণ	২২৭
ষোড়শ উস্সদ্ নিরয়ের সংক্ষিপ্ত কাহিনী	,,
বৈতরণী উস্সদ্ নিরয়	,,
পচ্চন সুণখ ,, ,,	২২৮
সজ্যোতি ,, ,,	,,
অঙ্গারকাসু ,, ,,	,,
১ম লোহকুম্ভী ,, ,,	২২৯
২য় ,, ,,	,,
পহুত সলীলা নদী উস্সদ্ নিরয়	,,
সেলময় উস্সদ্ নিরয়	২৩০
সুণাপণ ,, ,,	,,
মিলুহপিণ্ড ,, ,,	,,

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

অস্বুচিরহ্রদ উস্‌সদ্ নিরয়	২৩০
বলিসবিষ্ম ,, ,,	২৩১
অয়পব্বত ,, ,,	,,
অয়মুদ্‌গর ,, ,,	,,
সিম্বলী ,, ,,	,,
পচ্চনক ,, ,,	২৩২
আর্য্য নিন্দুকদের দশবিধ নিরয়	,,
উক্ত নিরয় সমূহের আয়ুর পরিমাণ	২৩৩
পরলোকে আয়ুর হ্রাস-বৃদ্ধির হেতু	,,
পহাস নিরয়	২৩৪
লোকান্তরিক নিরয়	২৩৫
অহঙ্কারীদের পরিণাম	,,

১৮। প্রেত পর্ব

প্রেত	২৩৬
ঋতুপজীবী প্রেত	২৩৭
ক্ষুৎপিপাসিক প্রেত	,,
নিজ্ঝাম তৃষ্ণিক প্রেত	,,
কালকঞ্জিক প্রেত	,,
পাংশুপিচাশ প্রেত	,,
পরদত্তোপজীবী প্রেত	২৩৮
প্রেতদের স্বরূপ বর্ণনা	,,
মিথ্যাশপথকারী প্রেত	২৩৯
প্রেতদের দেহের প্রমাণ	,,
কয়েকটি প্রেতদের সংক্ষিপ্ত দুঃখ বর্ণনা	২৪০

১৯। গৃহী-বিনয়-পর্ব

গৃহীদের প্রতি বুদ্ধের অনুজ্ঞাবলী	২৪৪

২০। গৃহী-নীতি-পর্ব

প্রাতঃকৃত্য	২৪৮
আহার প্রণালী	২৪৯
তাম্বুল সেবনের বিধান	২৫০
বস্ত্র পরিধানের বিধান	,,

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পায়খানার বিধান	২৫১
পথ চলার বিধান	,,
সভায় আচরণ বিধি	,,
নারীদের কর্ত্তব্য	২৫২
বালক বালিকাগণের কর্ত্তব্য	২৫৪
ভিক্ষুদের প্রতি দায়কদের কর্ত্তব্য	২৫৫
গ্রামবাসীদের কর্ত্তব্য	,,
রোগী দেখিতে যাওয়ার বিধান	২৫৬
মৃত দর্শনের বিধান	,,
চাষীদিগের কর্ত্তব্য	২৫৭
ধর্ম্মানুমোদিত জাতীয় নামের তালিকা	,,
শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য	২৫৮
শ্রমিকগণের করণীয়	২৫৯
পর্বানুষ্ঠান	,,
উপাসক উপাসিকাগণের বিহার ব্রত	২৬০
পিতা মাতার প্রতি ছেলে মেয়েদের কর্ত্তব্য	২৬১
আনুষ্ঠানিক পর্বদিন	,,

২১। বৌদ্ধ পরিণয় পর্ব

পরিণয় পদ্ধতি	২৬২
সম্প্রদাতার উপদেশ	২৬৫
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য	২৬৬
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য	,,
বিবাহ মন্ত্র	২৬৭
মন্ত্রদাতার উপদ্রব বন্ধ করা	,,
বর কন্যার উপদ্রব বন্ধ করা	,,
মন্ত্রদাতার গুরু প্রণাম ও শরণ গমন	,,
বরকন্যার আসন রক্ষা করা	,,
বরকে কন্যা সম্প্রদান	২৬৮
বরের হস্তে কন্যার হস্ত স্থাপন	,,
বর ও কন্যার পদ সংযুক্ত করা	,,
মন্ত্রদাতা কর্ত্তৃক বর ও কন্যার মঙ্গল কামনা	,,
আবাহ বিবাহ মঙ্গল কামনা	,,
বরকন্যাকে আশীর্বাদ করা	২৬৯

২২। ভিক্ষু কর্ত্তব্য পর্ব

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
আপত্তি দেশনা	২৭০
উপোসথ বিধান	,,
অঞ্ঞমঞ্ঞ উপোসথ বিধান	২৭১
পরিসুদ্ধি উপোসথ কর্মবাক্য	,,
অধিষ্ঠানোপসথ কর্মবাক্য	,,
ছন্দ পরিসুদ্ধি	,,
ছন্দ পরিসুদ্ধি দান ও আনয়নের বিধান	২৭২
বর্ষাব্রতাধিষ্ঠান কর্মবাক্য	,,
স্নান চীবর অধিষ্ঠান কর্মবাক্য	,,
সপ্তাহ করণীয় কর্মবাক্য	,,
আচার্য্য গ্রহণ কর্মবাক্য	২৭৩
প্রবারণ কর্মবাক্য	,,
দুইজন ভিক্ষুর প্রবারণা	,,
তিনজন ,, ,,	,,
চারিজন ,, ,,	,
পাঁচ কিম্বা ততোধিক ভিক্ষুর প্রবারণা	,,
বিকালে গ্রামে যাওয়ার বিধান	২৭৪
চীবরাদিতে বিনয়-কর্ম-বিধান	,,
সংঘাটি অধিষ্ঠান	,,
উত্তরাসঙ্গ ,,	,,
অন্তর্বাস ,,	,,
গামছা ,,	,,
চীবর পরিক্খার অধিষ্ঠান	,,
বহু চীবর ,,	,,
বহু শ্বেতবস্ত্র ,,	,,
পাত্র ,,	,,
প্রত্যুদ্ধার কর্ম	২৭৫
নিস্সগ্গিয় দেশনা-বিধান	,,
চীবরে রাত্রি বিপ্রযুক্ত নিস্সগ্গিয়ের প্রতিবিধান	,,
প্রবারিতের প্রতিবিধান	২৭৬

২৩। বুদ্ধের লক্ষণ-পর্ব

বুদ্ধের বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ	২৭৭
বুদ্ধের অশীতি অনুব্যঞ্জন লক্ষণ	২৮০

২৪। ভক্তি পর্ব

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভক্তি পর্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে	২৮২
ভক্তি গাথা	২৮৩

২৫। সুত্ত পর্ব

দসধম্ম সুত্ত	(১)	২৯৮
মহামঙ্গল সুত্ত	(২)	২৯৯
রতন সুত্ত	(৩)	৩০০
করণীয় মেত্তসুত্ত	(৪)	৩০১
খন্ধ পরিত্ত	(৫)	৩০২
মেত্তসুত্ত	(৬)	৩০৩
মেত্তানিসংস	(৭)	৩০৪
মোরপরিত্ত	(৮)	,,
চন্দ পরিত্ত	(৯)	৩০৫
সুরিয় পরিত্ত	(১০)	,,
ধজগ্গ পরিত্ত	(১১)	৩০৬
মহাকস্সপথের বোজ্ঝঙ্গ	(১২)	৩০৮
মহামোগ্গল্লানথের বোজ্ঝঙ্গ	(১৩)	৩০৯
মহাচুন্দথের বোজ্ঝঙ্গ	(১৪)	৩১০
গিরিমানন্দ সুত্ত	(১৫)	৩১১
ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্ত	(১৬)	৩১৪
আলবক সুত্ত	(১৭)	৩১৮
কসিভারদ্বাজ সুত্ত	(১৮)	৩২০
পরাভব সুত্ত	(১৯)	৩২২
বসল সুত্ত	(২০)	৩২৪
সচ্চবিভঙ্গ সুত্ত	(২১)	৩২৭
আটানাটিয় সুত্তং (ছোট)	(২২)	৩৩১
অঙ্গুলিমাল পরিত্তং	(২৩)	৩৩৩
সীবলী পরিত্তং	(২৪)	,,
জয়মঙ্গলট্ঠ গাথা	(২৫)	৩৩৫
মহাজয়মঙ্গল গাথা	(২৬)	৩৩৬
জিনপঞ্জর গাথা	(২৭)	৩৩৭
সুপুব্বণ্হ সুত্ত	(২৮)	৩৩৯
জয়মঙ্গল গাথা	(২৯)	৩৪০

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
২য় জয়মঙ্গল গাথা	(৩০)	৩৪১
অট্‌ঠবিসতি প'রিত্ত	(৩১)	৩৪৪
ভূমি সুত্ত	(৩২)	,,
রতন উল্লাস পরিত্ত	(৩৩)	৩৪৫
তিরোকুড্‌ড সুত্তং	(৩৪)	৩৪৬
নিধিকণ্ড সুত্তং	(৩৫)	৩৪৭
বোজ্ঝঙ্গ পরিত্তং	(৩৬)	৩৪৯
আটানাটিয় সুত্তং	(৩৭)	৩৫০
মহাসময় সুত্তং	(৩৮)	৩৫৭

২৬। প্রকীর্ণক পর্ব

ধর্ম বিনয়ের স্বরূপ	৩৬৩
ত্রিপিটক শাস্ত্র লিখার ফল বর্ণনা	,,
ত্রিবিধ দায়ক	৩৬৫
প্রভূত খাদ্য ভোজ্য ও পুত্র-কন্যা লাভের উপায়	৩৬৬
ভিক্ষু দর্শনের ফল	,,
শ্রদ্ধা	৩৬৭
ত্রিবিধ পুণ্যকর্ম	,,
অজ্ঞানবশে কৃতকর্মের ফল	৩৬৮
দানযজ্ঞের ত্রিবিধ চেতনা	,,
দানযজ্ঞের সম্পদ	৩৬৯
শ্রদ্ধাভেদে কুশল কর্মের তারতম্যতা	,,
সল্লদানে বহু ফল	,,
পুদ্‌গলিক দান-ফলের তারতম্যতা	,,
সপ্তবিধ সংঘ	৩৭০
প্রব্রজ্যা পর্বে লিখিত কুমার প্রশ্ন-উত্তরের নাতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা	৩৭১
সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় ধর্ম	৩৭৩
বুদ্ধবর্ষের নাম	৩৭৪
বুদ্ধবর্ষ গণনা	,,
বুদ্ধের দোকান	৩৭৫
ভুক্তানুমোদন	৩৭৬
বুদ্ধের নিকট সুভমানবের চতুর্দ্দশ প্রশ্ন	,,
বুদ্ধমূর্ত্তির জীবন্যাস	৩৭৭
পব্বাজনীয় কম্মবাচা	৩৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পুকুরের জল তর্পণ	৩৭৯
ক্ষমা প্রার্থনার পর আশীর্বাদ দান	,,
সীবলী মন্ত্র	,,
সীবলী কবচ	৩৮০
হেতুপচ্চয়ো	৩৮১
সপ্তস্মৃতি বিজড়িত গাথা	,,
কঠিনথার কম্মবাচা	৩৮২
শবদেহ দর্শনে ভাবনার বিষয়	,,
আয়তন সুত্ত	,,
মচ্ছরাজ পরিত্ত	৩৮৩
চক্রবর্ত্তী রাজার সপ্তরত্ন ও তাহাদের প্রভাব	,,
চক্রবর্ত্তী রাজার চতুর্বিধ ঋদ্ধি	৩৮৫
অনাগত দশবুদ্ধ বন্দনা গাথা	,,
অনাগত দশবুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বন্দার্থ	,,

সদ্ধর্ম্ম-রত্ন-চৈত্য

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

১। কৃত্য-পর্ব্ব

প্রাতরুত্থান

অতি প্রত্যুষে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই "নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স" এই বাক্য জপিতে জপিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে ১। শান্তমনে মনোযোগের সহিত বিছানাপত্র সুন্দররূপে ভাঁজ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিবে। তৎপর সাবধানতার সহিত পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাহ্য-প্রস্রাব ত্যাগের জন্য বাহিরে যাইবে ২। পথে কোন কাঁটা-কাঁকরাদি দ্বারা যাহাতে পায়ে আঘাত না লাগে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। যেখানে বাহ্য-প্রস্রাব করিলে লোকেরা ভর্ৎসনা করিবে, অথবা লোকের দৃষ্টি-পথে পড়িবে, তেমন স্থানে বাহ্য-প্রস্রাব করিবে না। পানীয় পুকুরে ও অপরের বিষ্টা-প্রস্রাবের উপরেও বাহ্য-প্রস্রাব করা উচিত নহে। ইহাতে নানাপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। শৌচক্রিয়ার পর পরিষ্কার মাটি, ছাই কিম্বা সাবান দ্বারা ভালরূপে

---

১ ইহা একান্তই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শয্যা ত্যাগের সময় দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হওয়াই বিধেয়। যদি বাম নাসারন্ধ্রেই প্রবাহিত হয়, তখন বামপার্শ্বে শয়ন করিতে হইবে। যতক্ষণ যাবৎ দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস-প্রশ্বাস নিরাপদ চলাচল না হইবে, ততক্ষণ শয্যাত্যাগ করা উচিত নহে যেই সময় দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় তখনই শয্যা ত্যাগ করা উচিত।

২ পরিষ্কার রূপে বাহ্য প্রস্রাব হইয়া শারীরিক শান্তি অনুভব করা শ্বাস প্রশ্বাসের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

হস্ত ধৌত করিবে। অতঃপর অন্ততঃ ১৫ হইতে ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত খোলা স্থানে, খোলা দেহে এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া স্নিগ্ধ প্রভাত বায়ু সেবন করিবে। ইহাতে স্বাস্থ্য ও মস্তিষ্কের মহাউপকার হয়।

—প্রাতঃ কৃত্য—

প্রাতঃভ্রমণের পর দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্ত ধাবন করিবে। আবাল বৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেকে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করা একান্তই প্রয়োজন। দাঁতের গোড়ায় যেই ময়লা জমিয়া থাকে, উহা দাঁতের গোড়ায় রোগ এবং উদরে পীড়া জন্মায়। কালে ঐ রোগ এতই ভীষণাকার ধারণ করে যে—বহু চিকিৎসায়ও আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হয় না। ছেলেবেলা হইতে দাঁতের যত্ন করিলে, দন্তরোগ ও উদর পীড়া হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাওয়া যায়। অন্ন আহারের পর প্রত্যেক বার দন্তকাষ্ঠে দন্ত ধাবন করিলে দন্তরোগ ও উদরাময়ে কষ্ট পাইতে হয় না। এই জন্যই ভগবান বুদ্ধ বৃক্ষ ডাল বা শিকড় দ্বারা দন্ত ধাবন করিবার জন্য বিনয়পিটকে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন

নিমের ডাল, কেরং এর ডাল ও শিকড় এবং এরণ্ডগাছের ডালই দন্তকাষ্ঠের জন্য প্রশস্ত। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে কাঁচা ডালই চিবাইয়া দাঁত মাজিতে হয়। সময়ে উক্ত দন্তকাষ্ঠের অভাবে পরিষ্কার মাটি, কয়লা বা ঘুঁটের ছাই দিয়া দাঁত মাজিবে। তথাপি শক্ত আঁশ সম্পন্ন কোন ডাল দ্বারা দন্ত ধাবন করিতে নাই।

দাঁতের গোড়া ও ফাঁক হইতে যাহাতে ময়লা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়, সেইরূপভাবে দাতন করিবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে দন্তকাষ্ঠ এলোমেলো ভাবে ঘর্ষণ করিয়া দাঁতের মাড়ি হইতে রক্ত উৎপাদন করিবে না। উত্তমরূপে দাঁত মাজিয়া পরিষ্কার জলে ভালমতে কুল্‌কুচা করিয়া মুখ ধুইবে। সহ্য হইলে শীতল জলে মাথা ধৌত করিয়া লইবে। ইহাতে মানসিক যথেষ্ট শান্তি আনয়ন করে। এতদ্‌সঙ্গে উভয় হাতের কনুইর নিম্নভাগ এবং

পাদদ্বয়ের জানুর নিম্নভাগ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া মুখ-প্রক্ষালণ কার্য্য শেষ করিবে।

—পূজা—

প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের পর শান্তমনে বুদ্ধ-গুণ স্মরণ করিতে করিতে পুষ্প চয়ন করিয়া বিহারে যাইবে। বুদ্ধের সম্মুখস্থ পূজার ঘটাদি নামাইয়া তাহা শ্রদ্ধার সহিত উত্তমরূপে মাজিবে। পরিস্কৃত ঘটে জল ছাঁকিয়া পূর্ণ করিবে এবং জল-পূজার মন্ত্রটি বলিতে বলিতে জীবন্ত বুদ্ধের স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাহা পূজা করিবে। তৎপর ফুলগুলি থালায় সুন্দররূপে সাজাইবে। পূজার বেদী যত্নের সহিত পরিষ্কার করিবে। অতঃপর ফুল-পূজার মন্ত্রটি বলিতে বলিতে সজ্জিত থালাগুলি শৃঙ্খলার সহিত বসাইয়া দিবে।

বিহারবাসী ভিক্ষু বা শ্রমণকে বুদ্ধ পূজার উদ্দেশ্যে সজ্জিত ফুলের থালা ও ঘট প্রদান করিলে, তাতেও পুণ্য লাভ হয়। বাড়ীর নিকট যদি বিহার না থাকে, তাহা হইলে স্বীয় গৃহের কোন এক মনোনীত সুন্দর স্থানে বুদ্ধের অথবা বৌদ্ধমন্দিরের ছবি রাখিয়া সেখানে উক্ত নিয়মে জল ও ফুল পূজা করিবে।

— বন্দনা—

পূজার কাজ শেষ করিয়া শান্ত-সরল মনে বুদ্ধের সম্মুখে উৎকুটিক আসনে বসিয়া করযোড়ে শ্রদ্ধার সহিত বন্দনা করিবে ত্রিশরণ পর্ব্বে প্রদত্ত শরণ-গুণাদি উচ্চারণ করিয়া বন্দনা করাই সমীচীন। বন্দনার পর ভাবনা-পর্ব্বে প্রদত্ত মৈত্রী ভাবনাদি বলিবে। সময়ের সঙ্কুলান হইলে, সূত্রপর্ব্বে প্রদত্ত সূত্র হইতেও যে কয়টি ইচ্ছা হয়, বলিতে পারিলে উত্তম। এইরূপে বন্দনার কাজ শেষ করিয়া বিহারস্থ ভিক্ষুকে অথবা সংঘ উপস্থিত থাকিলে সংঘকে বন্দনা করিবে। তৎপর বিহারের ভিক্ষুর কিম্বা সংঘের দুই একটা

কাজ শ্রদ্ধার সহিত করিয়া দিবে। গৃহে যাইয়া পিতা-মাতা প্রভৃতি পূজনীয়দিগকে প্রনাম করিবে। তৎপর স্বীয় কাজে মনোনিবেশ করিবে।

—স্নান—

স্নানের সময় হইলে তৎপূর্বে অসম্পন্ন কাজ শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিবে, বাড়ী ভিটার আবর্জ্জনাদি পরিষ্কার করিয়া দিবে। তরীতরকারী ও ফলমূলের গাছ বা চারাগাছ থাকিলে, তাহার যে-কয়টি পারা যায়, মেরামত করিয়া দিবে। ইহাতে মনের প্রফুল্লতা আনয়ন করে, অধিকন্তু লাভবানও হওয়া যায়। এসব কার্য্য সম্পাদনের পর মাথায় ও গায়ে ভালতৈল মালিশ করিয়া পরিষ্কার জলে কমপক্ষে ১৫ মিনিট কাল স্নান করিবে। স্নানের পূর্ব্বে প্রথম নাভি-মূলে তৎপর মাথায় ৫।৬ ঘটি করিয়া জল ঢালিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়।

—আহার—

স্নানান্তে ন্যূনকল্পে ২০।৩০ মিনিট পরে আহার করিবে। আহারের পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে একখানা থালায় প্রত্যেক আহার্য্য বস্তু হইতে প্রমাণ অনুযায়ী গ্রহণ করিয়া বিহার বা গৃহে বুদ্ধের পূজা বেদীতে জীবিত বুদ্ধকে দেওয়ার ন্যায় অতি শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিবে এবং পূজা-পর্ব্বের "আহার পূজা-গাথা" তিনবার বলিবে। এতদ্‌সঙ্গে হস্ত ধৌত করিবার জন্যও একগ্লাস পরিষ্কার জল পূজা পর্ব্বোক্ত "হস্ত ধৌত জল পূজা" বলিতে বলিতে প্রদান করিবে। ইচ্ছা করিলে তৎসঙ্গে তাম্বুল ও (পান সুপারী) পূজা করিতে পার। তদনন্তর নিজের আহার কার্য্য সম্পাদন করিবে সুখাসনে (পদ্মাসনে) উপবিষ্ট হইয়া প্রফুল্লমনে আহার করা বিধেয়। চারি পাঁচ গ্রাস কম খাইয়া আহার শেষ করিবে। সেই উনস্থান জলপানে পূর্ণ

করিবে। এই নিয়মে আহার করিলে, ভুক্ত-দ্রব্য সুষ্ঠু পরিপাক হয় ২। আহারের পর অন্ততঃ আধঘণ্টা যাবৎ সুখাসনে উপবিষ্ট থাকিবে। তৎপর বিশ্রাম বা শয়নের প্রয়োজন মনে করিলে কিছুক্ষণ শয়ন করিবে। শয়নের সময় প্রথমে উত্তানাবস্থায় ৩) ৫।৭ মিনিট শুইবে, তৎপর বামপার্শ্বে (৪) অন্ততঃ ১৫ মিনিট শয়ন করিবে তৎপর দক্ষিণ পার্শ্বে ৫) শুইবে।

দিবা বিশ্রামের পর উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিজকে নিয়োজিত করিবে। সারাদিনের মধ্যে এমন একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, সেই সময়ের মধ্যে যেন নিরিবিলিভাবে ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিতে পারা যায়। ধর্ম গ্রন্থই মানবের কল্যানমিত্র স্বরূপ।

স্কুল-ছাত্রগণ রীতিমত পাঠাভ্যাস এবং স্কুল ছুটির পর প্রত্যহ কিছুক্ষণ করিয়া স্বীয় বাস্তুভিটায় ফল-ফুলের ও শাক-শব্জীর কাজ করিবে। যথাসময়ে কোদালী, ঘাস অগাছা উৎপাটন, সার প্রদান, জল সেচন ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে। ইহাতে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দিক দিয়া লাভবান হওয়া যায়। ফুটবল, বেটবল ইত্যাদি ক্রীড়া কৌতুক হইতেও বাগানের কাজে শারীরিক ব্যায়াম ভাল হয়।

—সান্ধ্য ভ্রমণ ও পূজা—

সন্ধ্যা হইলে প্রত্যেকে পরিষ্কার জলে ভালরূপে মুখ হাত ধুইবে, প্রয়োজন হইলে স্নান করিবে। অল্পক্ষণ খোলা স্থানে সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিবে। তৎপর বিহারে যাইয়া তদাভাবে বাড়ীতে) দীপ-ধূপাদি

২। আহারের সময় দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকিলে, সেই ভুক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক হয়। যদি আহারের পূর্ব্বক্ষণে বাম নাসারন্ধ্রেই শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় তখন বাম পার্শ্বে হেলান দিয়া অথবা শয়ন করিয়া অল্পক্ষণ থাকিলে, দক্ষিণ নাসারন্ধ্রেই শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইবে। ৩। উত্তম ভাবে শয়ন করিলে, ভুক্ত দ্রব্য যথাস্থানে অবস্থিত হয়। ৪। বাম পার্শ্বে শয়নের কারণ এই যে পরিপাক যন্ত্র বাম পার্শ্বেই অবস্থিত। ৫। ইহা বুদ্ধের প্রশংসিত উত্তম সিংহ শয্যা ও ব্রহ্মচারীর শয়ন।

দ্বারা ত্রিরত্নের পূজা করিবে। তৎপর বন্দনা ও ভাবনা করিবে। বন্দনার কাজ শেষ করিয়া ভিক্ষু সংঘকে বন্দনা করিবে। গৃহে যাইয়া পিতা-মাতা প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ পূজনীয়দিগকে প্রণাম করিবে রাত্রে আহারান্তে শয়নের সময় শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া সারাদিনের পুণ্যকর্মসমূহ স্মরণ করিবে। বুদ্ধ-পূজা, বন্দনা, দান, শীল, ও ভাবনাদি কুশল কর্মের মধ্যে কোন কোন্ কুশল কর্ম সম্পাদন করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক কুশল কর্মের ফল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া নিজকে এই বলিয়া সৌভাগ্যবান মনে করিবে যে, "আমি এতদূর পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছি। দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা বজায় রাখিয়াছি।" এই "অপর চেতনা" দ্বারা পুণ্য বৃদ্ধি হয়, মনও আনন্দ ভরপুর হয়। তৎপর ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করিয়া মৈত্রী ভাবনা অথবা অন্য যে কোন ভাবনায় মনোনিবেশ করিবে। ভাবনা করিতে করিতে যখন নিদ্রায় আক্রান্ত হইবে, তখন শুইয়া নিদ্রা যাইবে। এই প্রণালীতে প্রত্যেকেরই জীবন পুণ্যময় জীবনে পরিণত করা একান্তই বাঞ্ছনীয়। যেই পরিবারের লোক উক্ত নীতি অনুসরণ করিয়া চলে, সেই পরিবার সূচি পরিবার বা ধার্মিক পরিবার নামে অভিহিত হয়। সেই পরিবারেই মধুময় শান্তি বিরাজ করে। লোকপাল সম্যক্‌দৃষ্টি দেবতাগণ সেই ধার্মিকদের রক্ষায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের ইহকালেও মঙ্গল, পরকালেও মঙ্গল।

প্রাণীমাত্রেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে। ভগবান বুদ্ধ প্রাণীদের দুঃখ নিরসন কল্পে লৌকিক-লোকোত্তর ভেদে দ্বিবিধ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। লৌকিক পূজা-বন্দনাদি প্রাণীদের জন্মান্তরের সুখ-শান্তি আনয়ন করে এবং লোকোত্তর সম্পত্তি লাভেরও হেতু হয়।

বর্ত্তমানকালে কোন কোন একাঙ্গদর্শী পণ্ডিতগণ দান পূজা, বন্দনা প্রার্থনা ইত্যাদি মিথ্যাদৃষ্টির পর্য্যায়ে নিক্ষেপ করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করেন বটে, কিন্তু ইহাতে যে বহুলোকের অহিত সাধন হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। বুদ্ধ দেশিত "সুমনা" সূত্র পাঠ করিলে পূজা, বন্দনা ও দানের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যায়।

২। ত্রিশরণ-পর্ব্ব

—ত্রিশরণ গ্রহণ—

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি,। দুতিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, দুতিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি, দুতিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি। ততিয়ম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ততিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি, ততিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি।

বঙ্গার্থ—আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। দ্বিতীয়বারও, তৃতীয়বারও বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

—ত্রিশরণের উৎপত্তি—

এই ত্রিশরণ গ্রহণ, বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণের একটি "বীজ-মন্ত্র" স্বরূপ। এই ত্রিশরণ গ্রহণ দ্বারাই বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তিই পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার হইয়া আর্য্য-সত্যের সন্ধান লাভ করিতে পারে। তজ্জেতু কথিত হইয়াছে—

১। যো চ বুদ্ধঞ্চ, ধম্মঞ্চ, সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো,
চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতি।

২। দুক্খং, দুক্খ-সমুপ্পাদং, দুক্খস্স চ অতিক্কমং,
অরিয়ঞ্চট্ঠাঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসম গামিনং।

৩। এতং খো সরণং খেমং এতং সরণ মুত্তমং,
এতং সরণ মাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।

যে ব্যক্তি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হয়, দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ; এই চারি-আর্য্য-সত্য সম্যক্ জ্ঞানের সহিত দর্শন করে, ইহাই তাহার পক্ষে নিরাপদ আশ্রয়, উত্তম আশ্রয়। এই আশ্রয় অবলম্বন করিলে, সকল দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হয়।

এই ত্রিশরণ কোন শ্রাবক, ঋষি অথবা দেবতা দ্বারা ভাষিত হয় নাই। ইহা স্বয়ং বুদ্ধেরই ভাষিত বাণী। একদা ইনি বারাণসীর ঋষিপতন মিগদায়ে যশ প্রমুখ ষাট জন অরহত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেব-মানবের হিত সুখার্থ এই নির্বাণ-প্রদ ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে দেশ-দেশান্তরে বিচরণ কর। এক পথে দুইজন গমন করিও না। যাহারা প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভের ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে এইরূপে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবে:

প্রথমে প্রব্রজ্যা ইচ্ছুকের কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান ও পারুপণ করাইবে। উৎকুটিক আসনে বসাইয়া বন্দনা করাইবে। তৎপর এইরূপ বলিতে বলিবে: "বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি; দুতিয়ম্পি, ততিয়ম্পি।" এই প্রকারে শরণ গ্রহণে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লব্ধ হইবে। এই প্রণালীতে উপসম্পদা দেওয়ার বিধান বুদ্ধের প্রথমাবস্থাতেই প্রচলিত ছিল মাত্র। পরে ভিক্ষুর প্রাচুর্য্যে ও অবস্থাভেদে অচিরেই বুদ্ধ উক্ত বিধান রহিত করিয়া বর্ত্তমান প্রচলিত বিধানের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বুদ্ধ-শাসনে অবতরণ, অধিকন্তু উপাসকত্ব লাভ ও প্রব্রজ্যা গ্রহণের একমাত্র পথ হইল "ত্রিশরণ।" এই ত্রিশরণ লৌকিক ও লোকোত্তর-ভেদে দ্বিবিধ। পৃথকজন বা সাধারণ লোকের শরণ গ্রহণ লৌকিক এবং মার্গলাভীদের শরণ গ্রহণ লোকোত্তর। লৌকিক শরণ গ্রহণ চতুর্বিধ। যথা:—(১) অত্ত সন্নিয়্যাতেন [আত্ম-সমর্পণ দ্বারা] (২) তপ্পরায়ণতায় [তৎপরায়ণতা দ্বারা] (৩) সিস্সভাবুপগমনেন [শিষ্যত্ব গ্রহণ দ্বারা] (৪) পণিপাতেন'তি [প্রণিপাত দ্বারা।]

(১) "এসাহং ভগবন্তং গোতমং শরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্খু-সঙ্ঘঞ্চ। উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণংগতন্তি।" "আমি ভগবান গোতমের, ধর্ম্মের ও ভিক্ষু-সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ভবৎ গৌতম আমাকে উপাসক বলিয়া ধারণা করুন; অদ্য হইতে জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আপনার শরণাপন্ন

হইতেছি।" এইরূপে শরণ গ্রহণ করাকে "আত্ম সমর্পণ দ্বারা" শরণ গ্রহণ বলে।

(২) 'অদ্য হইতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ পরায়ণ হইলাম। রত্ন ত্রয়কেই আমার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিলাম।" এইরূপে শরণ গ্রহণ করাকে "তৎপরায়ণতা দ্বারা" শরণ গ্রহণ বলে।

(৩) "আমি অদ্য হইতে বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম। আমাকে একান্তই শরণাপন্ন শিষ্য বলিয়া ধারণা করুন।" এইরূপে শরণ গ্রহণ করাকে "শিষ্যত্ব দ্বারা" শরণ গ্রহণ বলে।

(৪) "আমি অদ্য হইতে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘকেই অভিবাদন ও সেবা-শুশ্রূষাদি করিব। আমাকে আপনার সেবক ও দায়করূপে গ্রহণ করুন।" এইরূপে শরণ গ্রহণ করাকে 'প্রণিপাত দ্বারা" শরণ গ্রহণ বলে।

এই চারি প্রকার শরণ-গ্রহণ-বিধানের মধ্যে যে কোন বিধানমতে ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হওয়া অতি উত্তম। ইহাতে মানবগণ সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

—ত্রিশরণ গ্রহণের ফল—

যে কেচি বুদ্ধং ধম্মং সঙ্ঘং সরণং গতাসে—
নতে গমিস্‌সন্তি অপায় ভূমিং।
পহায় মানুসং দেহং দেবকায়ং পরিপুরেস্‌সন্তি।

যে কেহ বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘের শরণাপন্ন হয়, তাহারা অপায়ে গমন করে না। মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিয়া তাহারা দেবলোক পরিপূর্ণ করে। বুদ্ধের শরণাপন্ন ব্যক্তিগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা অন্যান্য দেবতাগণকে দিব্য আয়ু-বর্ণ-সুখ-যশঃ—আধিপত্য রূপ শব্দ-গন্ধ-রস ও স্পর্শের দ্বারা পরাজয় করিয়া বিরোচিত হন, অর্থাৎ তাঁহারা দিব্যৈশ্বর্য্য অন্যান্য দেবতাদের চেয়ে অত্যধিক পরিমাণে লাভ করেন ইহলোকে ভূত প্রেত যক্ষ-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি যত প্রকার উপদ্রব ও ভয় আছে, শরণাপন্ন ব্যক্তির তৎসমুদয় সমূলে বিনষ্ট হইয়া সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল সাধিত হয়।

—ত্রিশরণ গ্রহণের দ্বিতীয় ফল বর্ণনা—

ত্রিশরণ গ্রহণের গুরুত্ব সম্বন্ধে অঙ্গুত্তর নিকায়ের বেলাম সূত্রে ও দীর্ঘনিকায়ের কূটদন্ত সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—জম্বুদ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যদি আর্য্যপুদ্গলদিগকে বসান হয়, তথায় থাকিবেন স্রোতাপন্ন দশ লাইন, সকৃদাগামী পাঁচ লাইন, অনাগামী সাড়ে তিন লাইন, অরহত আড়াই লাইন, পচ্চেক বুদ্ধ এক লাইন এবং একজন সম্যক্ সম্বুদ্ধ।

একজন অরহতকে দান দেওয়ার চেয়ে একজন সম্যক্-সম্বুদ্ধকে দান দেওয়া অত্যধিক পুণ্য। সম্যক্-সম্বুদ্ধকে প্রদত্ত দানের পুণ্য হইতে উপরোক্ত সম্যক্-সম্বুদ্ধ প্রমুখ আর্য্যপুদ্গল ভিক্ষু সঙ্ঘকে দান দিলে, সেই দানের ফল মহাফলদায়ক। তার চেয়ে একটি ধাতু-চৈত্য নির্ম্মাণ করিলে মহাফলতর। ধর্ম্ম শ্রবণে আরও অধিক ফল, তার চেয়েও অধিক ফল—চতুর্দিকস্থ আগতানাগত ভিক্ষু-সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে অন্ততঃ চারিহাত পরিমিত একখানা পর্ণশালা বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দান করিলে।

ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ বিহার দান হইতেও অধিক ফলতর। শরণাগমন ও শীলের মধ্যে শরণাগমনই উত্তম বা শ্রেষ্ঠ। কারণ, শরণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই শীল পালন করিতে হয়। তদ্ধেতু শীল হইতে শরণাগমন শ্রেষ্ঠ। সেই শরণ কিরূপ হইতে হইবে? ত্রিরত্নকে জীবন সমর্পণ করিয়া শরণাপন্ন হওয়াই উত্তম শরণ। তাই বুদ্ধ বন্দনায় বলা হইয়াছে—"বুদ্ধং জীবিত য়েব মহাপরিনিব্বান পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামী। নত্থিমে সরণং অঞ্ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং। ধম্মং.........সঙ্ঘং......"

ইহা শরণ গমনের সংক্ষিপ্ত ফল বর্ণনা।

৩। বন্দনা পর্ব্ব।

—সংক্ষেপে ত্রিরত্ন-বন্দনা—

বুদ্ধং নমামি, ধম্মং নমামি, সংঘং নমামি
অহং বন্দামি সব্বদা। দুতিয়ম্পি…ততিয়ম্পি…।

আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘকে [করযোড়ে] নমস্কার করিতেছি এবং সর্ব্বদা করিব। দ্বিতীয়বার…তৃতীয়বার…।

— সংক্ষেপে বুদ্ধ নমস্কার —

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স। ৩ ॥
সেই ভগবান অরহত সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে নমস্কার। ৩ ॥

—এই নমস্কার উৎপত্তির ইতিবৃত্ত—

বোধিসত্ত্বগণের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অবিচলিত স্থান বোধগয়ার মহাবোধি-দ্রুম-মূলে আমাদের শাক্যসিংহ সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের পর দিবস "সাতগিরি" নামক যক্ষ, অসুরগণের অধিপতি রাহু, চারিদিক্‌পাল মহারাজ, দেবরাজ ইন্দ্র এবং সহম্পতি মহাব্রহ্মা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকে এক একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন। এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেওয়া হইল।

(১) নরকগামী প্রাণিগণকে নরকের পথ হইতে ফিরাইয়া নির্ব্বাণের দিকে অগ্রসর করান, এই অর্থে নরকের 'ন' এবং ত্রিলোক বাসীকে ভয়হীন মোক্ষপুরে প্রবেশ করাইয়া অমিত সুখের ভাগী করান, এই অর্থে মোক্ষের 'মো' এই অক্ষরদ্বয়ের সংযোগে 'নমো' শব্দ উচ্চারণ করিয়া সাতগির যক্ষ প্রথম বুদ্ধকে বন্দনা করেন।

(২) দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে সুমেধ তাপসের বুদ্ধত্ব প্রার্থনার পর হইতে সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ অবধি লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্প যাবৎ তণ্‌হা [তৃষ্ণা] সমূহ বিনাশ করিতে করিতে আসিয়াছেন, এই অর্থে তণ্‌হার আদি অক্ষর "ত" এবং অসত্য ত্যাগ করিয়া সত্যপ্রিয়,

সত্যবাদী, সারবাদী এবং সারভাষী হেতু, এই অর্থে 'সুস' এই অক্ষরদ্বয়ের সংযোগে "তস্‌স" শব্দ উচ্চারণ করিয়া রাহু বুদ্ধকে বন্দনা করিয়াছিলেন।

(৩) বুদ্ধ কাম, ক্রোধ, মোহ ও তৃষ্ণাদি সর্ববিধ পাপ ভগ্ন করিয়াছেন। এই অর্থে বুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি "ভগবান"। তদ্ধেতু চারিদিক্‌পাল মহারাজ তথাগতকে "ভগবতো বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন।

(৪) বুদ্ধ লোভ, দ্বেষ, অজ্ঞানতা অহঙ্কার, ভ্রান্ত ধারণা, সন্দেহ, আলস্য চঞ্চলতা পাপে নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা এই দশবিধ অরিকে হত অর্থাৎ বিনাশ করিয়াছেন। এই অর্থে দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধকে "অরহতো" বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন।

(৫) বুদ্ধ নিজেই সকল ধর্ম ও সকল বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইয়াছিলেন। এই অর্থে সহম্পতি মহাব্রহ্ম ভগবানকে "সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন।

—নব গুণ সম্পন্ন বুদ্ধ বন্দনা—

ইতিপি সো ভগবা—অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণ সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদূ, অনুত্তরো, পুরিসদম্ম সারথি, সত্থা দেবমনুস্সানং, বুদ্ধো ভগবা'তি। বুদ্ধাং যাব মহাপরিনিব্বান পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

যে চ বুদ্ধা অতীতা চ, যে চ বুদ্ধা অনাগতা
পচ্চুপন্না চ যে বুদ্ধা, অহং বন্দামি সব্বদা॥
নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, বুদ্ধো মে সরণং বরং।
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।
উত্তমঙ্গেন বন্দেহং, পাদপংসু বরুত্তমং।
বুদ্ধেয়ো খলিতো দোসো, বুদ্ধো খমতু তং মমং।

বঙ্গার্থ-সেই ভগবান অর্হত, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুপথে গমনকারী, সমস্ত জড়-অজড় জগত জ্ঞাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ দেব-ব্রহ্মা-নর যক্ষ-তির্য্যক প্রভৃতির অদম্য পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যদের শিক্ষক, বুদ্ধ

ভগবান॥ যতদিন যাবৎ আমার মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ না হয়, ততদিনের জন্য আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যেই বুদ্ধগণ অতীত হইয়াছেন, যেই বুদ্ধগণ ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবেন এবং বর্ত্তমান ভদ্রকল্পে যেই চারিজন বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা বন্দনা করিতেছি। আমার অন্য কোন শরণ বা আশ্রয় নাই। বুদ্ধই আমার একমাত্র শ্রেষ্ঠ শরণ বা আশ্রয় এই সত্যবাক্য দ্বারা আমার জয়মঙ্গল হউক। আমার উত্তমাঙ্গ (মস্তক) দ্বারা বুদ্ধের উত্তম পবিত্র শ্রীপাদ-রেণু বন্দনা করিতেছি। আমার অজ্ঞানতা বশতঃ বুদ্ধের প্রতি যেই দোষ কৃত হইয়াছে, বুদ্ধ! তাহা আমাকে ক্ষমা করুন॥

—ছয় গুণ সম্পন্ন ধর্ম্ম বন্দনা—

স্বাক্খাতো ভগবতো ধম্মো. সন্দিট্‌ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্‌সিকো, ওপনায়িকো, পচ্চত্তং, বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহীতি। ধম্মং যাব মহাপরিনিব্বান পরিযন্তং সরণং গচ্ছামি।

যে চ ধম্মা অতীতা চ, যে চ ধম্মা অনাগতা।
পচ্চুপ্পন্না চ যে ধম্মা, অহং বন্দামি সব্বদা।
নাত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, ধম্মো মে সরণং বরং।
এতেন সচ্চবজ্জেন, হোতু মে জয়মঙ্গলং।
উত্তমঙ্গেন বন্দেহং, ধম্মঞ্চ তিবিধং বরং।
ধম্মে যো খলিতো দোসো ধম্মো খমতু তং মমং।

বঙ্গার্থ—ভগবান কর্ত্তৃক ধর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনীয় ফল প্রদানে কালাকাল বিরহিত, 'আসিয়া দেখ' নিঃসঙ্কোচ এইরূপ বলিবার যোগ্য নির্ব্বান প্রাপক এবং বিজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ জ্ঞাতব্য। যাবৎ আমার মহাপরিনির্ব্বান লাভ না হয়, তাবৎ কালের জন্য আমি বুদ্ধ ব্যাখ্যাত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানে বুদ্ধ-দেশিত যেই ধর্ম্ম সমূহ আছে, তৎসমুদয় ধর্ম্ম আমি বন্দনা করিতেছি। আমার অন্য কোন শরণ বা আশ্রয় নাই। বুদ্ধ-ধর্ম্মই আমার শ্রেষ্ঠ শরণ। এই সত্যবাক্য দ্বারা আমার জয়মঙ্গল হউক। প্রতিপত্তি, পরিয়ত্তি ও প্রতিবেদ, এই ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে আমি সর্ব্বদা উত্তমাঙ্গ দ্বারা বন্দনা করিতেছি। ধর্ম্মের প্রতি আমার দ্বারা যাহা কিছু দোষ কৃত হইয়াছে, হে ধর্ম্ম! তাহা আমাকে ক্ষমা করুন।

—নব গুণ সম্পন্ন সঙ্ঘ বন্দনা—

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসঙ্ঘো, য়দিদং চত্তারি পুরিসয়ুগানি অট্ঠ পুরিস পুগ্গলা এস ভগবতো সাবকসঙ্ঘো; আহুণেয়্যো, পাহুনেয়্যো, দক্খিণেয়্যো, অঞ্জলি করনীয়ো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা'তি। সংঘং য়াব মহাপরি নিব্বান পরিয়ন্তং সরণং গচ্ছামি।

যে চ সঙ্ঘা অতীতা চ, যে সঙ্ঘা অনাগতা।
পচ্চুপ্পন্না চ যে সঙ্ঘা, অহং বন্দামি সব্বদা।
নাত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, সংঘো মে সরণং বরং।
এতেন সচ্চবজ্জেন, হোতু মে জয়মঙ্গলং।
উত্তমঙ্গেন বন্দেহং; সঙ্ঘঞ্চ দ্বিবিধুত্তমং।
সঙ্ঘে য়ো খলিতো দোসো, সঙ্ঘো খমতুতং মমং॥

বঙ্গার্থ:—ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্ব্বাণ-পথ প্রতিপন্ন, যথার্থ, উত্তম ও উপযুক্ত পথ প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সঙ্ঘ যুগ্ম হিসাবে চারি যুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে আট আর্য্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান— আহুতি

লাভের যোগ্য, দূর দেশ হইতে আগত অতি আদরের কুটুম্বের ন্যায় খাদ্য ভোজ্য দ্বারা পূজার যোগ্য, অঞ্জলিপুটে নতশিরে বন্দনা করিবার যোগ্য ও সমস্ত দেব-নরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য-ক্ষেত্র। যাবৎ আমার পরিনির্ব্বাণ লাভ না হয়, তাবৎ কালের জন্য আমি সঙ্ঘের শরনাপন্ন হইতেছি।

অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানে যেই সঙ্ঘ আছেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা বন্দনা করিতেছি। সঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ শরণ ব্যতীত আমার অন্য কোন শরণ নাই। এই সত্যবাক্য দ্বারা আমার জয়মঙ্গল হউক। আমি উত্তমাঙ্গ দ্বারা সম্মুতি ও পরমার্থ এই দ্বিবিধ সঙ্ঘকে বন্দনা করিতেছি। সঙ্ঘের প্রতি মৎ কর্ত্তৃক যেই দোষ কৃত হইয়াছে, হে সঙ্ঘ! তাহা আমাকে ক্ষমা করুন।

বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, আচার্য্য, উপাধ্যায় ও সর্ব্ব চৈত্য

—বন্দনা এবং স্তুতি-গাথা—

বুদ্ধা ধম্মা চ পচ্চেক, বুদ্ধা সঙ্ঘা চ সামিকা।
দাসো'ব হস্মি মে তেসং, গুণং ঠাতু সিরে সদা।
তিসরণং তিলক্‌খানুপেক্‌খং নিব্বানমন্তিমং সুখং,
সুবন্দে সিরসা নিচ্চং, লভামি তিবিধমহং।
তিসরণঞ্চ সিরে ঠাতু, সিরে ঠাতু তিলক্‌খণং।
উপেক্‌খা চ সিরে ঠাতু, নিব্বানং ঠাতু মে সিরে।
বুদ্ধে সকরুণে বন্দে, ধম্মে পচ্চেক সম্বুদ্ধে।
সঙ্ঘে চ সিরসা য়েব, তিধা নিচ্চং নমাম্যহং।
নমামি সত্থুনোবাদপ্পমাদ, বচনন্তিমং।
সব্বে পি চেতিয়ে বন্দে, উপজ্ঝাচরিয়ে মমং।
ময়হং পণাম তেজেন, চিত্তং পাপো'হ মুক্ততং'তি।

বন্দামি চেতিয়ং সব্বং, সব্বট্ঠানেসু পতিট্ঠিতং।
সারীরিক ধাতুং মহাবোধিং বুদ্ধরূপং সকলং সদা ॥

বঙ্গার্থ—সম্যক্ সম্বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ আমার প্রভু। আমি তাঁহাদের দাসানুদাস। তাহাদের গুণ সর্ব্বদা আমার শিরে স্থিত হউক। ত্রিশরণ, ত্রিলক্ষণ [অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম] উপেক্ষা ও অন্তিম সুখ নির্বাণকে নিত্য অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি। আমি যেন এই ত্রিবিধ ধর্ম লাভ করিতে পারি। মহাকারুণিক বুদ্ধ, ধর্ম পচ্চেক সম্বুদ্ধ ও সংঘকে অবনত মস্তকে কায়-বাক্য-মন এই ত্রিবিধ প্রকারে সর্বদা বন্দনা করিতেছি। শাস্তার নির্বাণপ্রদ ও অপ্রমাদ পূর্ণ অন্তিম বাক্যকে নমস্কার করিতেছি। সমস্ত চৈত্য ও আমার আচার্য্য উপধ্যায় দিগকে বন্দনা করিতেছি। আমার এই প্রণাম-তেজ-বলে আমার চিত্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হউক। সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত চৈত্য, বুদ্ধের শারিরীক অস্থি ধাতু, মহাবোধি ও সমস্ত বুদ্ধ প্রতিরূপকে আমি সর্বদা বন্দনা করিতেছি।

বুদ্ধের নবগুণের শরণ গ্রহণ ও বন্দনা গাথা

ইতি পি সো ভগবা অরহং, অরহং বত সো ভগবা,
অরহন্তং সরণং গচ্ছামি, অরহন্তং সিরসা নমামি ।১
ইতি পি সো ভগবা সম্মাসম্বুদ্ধো, বত সো ভগবা,
সম্মাসম্বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, সম্মাসম্বুদ্ধং সিরসা নমামি ।২
ইতি পি সো ভগবা বিজ্জাচরণ সম্পন্নো বিজ্জাচরণ সম্পন্নো বত সো ভগবা,
বিজ্জাচরণ সম্পন্নং সরণং গচ্ছামি, বিজ্জাচরণ সম্পন্নং সিরসা নমামি ॥৩
ইতি পি সো ভগবা সুগতো, সুগতো বত সো ভগবা,
সুগতং সরণং গচ্ছামি, সুগতং সিরসা নমামি ।৪

ইতি পি সো ভগবা লোকবিদূ, লোকবিদূ বত সো ভগবা,
লোকবিদূং সরণং গচ্ছামি, লোকবিদূং সিরসা নমামি ।৫
ইতি পি সো ভগবা অনুত্তরো, অনুত্তরো বত সো ভগবা,
অনুত্তরং সরণং গচ্ছামি, অনুত্তরং সিরসা নমামি ।৬
ইতি পি সো ভগবা পুরিসদম্ম সারথি, পুরিসদম্ম সারথি
বত সো ভগবা,
পুরিসদম্ম সারথিং সরণং গচ্ছামি, পুরিসদম্ম সারথিং
সিরসা নমামি ৭
ইতি পি সো ভগবা সত্থা দেবমনুস্সানং, সত্থা দেবমনুস্সানং
বত সো ভগবা,
সত্থা দেবমনুস্সানং সরণং গচ্ছামি, সত্থা দেবমনুস্সানং
সিরসা নমামি ৮
ইতি পি সো বুদ্ধো ভগবা, বুদ্ধো ভগবা বত সো ভগবা ;
বুদ্ধ ভগবন্তং সরণং গচ্ছামি বুদ্ধ ভগবন্তং সিরসা নমামি ।৯

বঙ্গার্থ—(১) এইসব কারণে সেই ভগবান অরহত নিশ্চয়ই অরহত সেই ভগবান, আমি সেই অরহতের শরণ গ্রহণ করিতেছি এবং তাঁহাকে অবনত মস্তকে নমস্কার করিতেছি। (২) এইসব কারণে সেই ভগবান নিশ্চয়ই সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতেছি এবং তাঁহাকে অবনত মস্তকে নমস্কার করিতেছি। (৩) সেই ভগবান নিশ্চয়ই বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং তাঁহাকে অবনত মস্তকে নমস্কার করিতেছি। (৪)····· সেই ভগবান নিশ্চয়ই উত্তম পথগামী, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং তাঁহাকে অবনত মস্তকে নমস্কার করিতেছি। (৫) সেই ভগবান নিশ্চয়ই লোকবিদ্‌, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। (৭)·· সেই ভগবান নিশ্চয়ই পুরুষ দমনকারী সারথী, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং তাঁহাকে অবনত মস্তকে নমস্কার করিতেছি। (৮)·

সেই ভগবান নিশ্চয়ই দেবনরের শিক্ষক, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং তাঁহাকে অবনত মস্তকে নমস্কার করিতেছি। (৯) সেই ভগবান নিশ্চয়ই বুদ্ধ, আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতেছি এবং তাঁহকে অবনত মস্তকে নমস্কার করিতেছি।

বুদ্ধের নবগুণ বন্দনা-গাথা

অরহং অরহোতি নামেন, অরহং পাপং ন কারয়ে,
অরহত্ত ফলং পত্তো, অরহং নামতে নমো। ১
সম্মাসম্বুদ্ধ ঞাণেন, সম্মাসম্বুদ্ধ দেসনা,
সম্মাসম্বুদ্ধ লোকস্মিং, সম্মাসম্বুদ্ধতে নমো। ২
বিজ্জাচরণ সম্পন্নো, তস্স বিজ্জা পকাসিতা,
অতীতানাগতুপন্নো, বিজ্জাচরণ তে নমো। ৩
সুগতো সুগতত্তানং, সুগতো সুন্দরং পি চ,
নিব্বানং সুগতিং য়ন্তি, সুগতো নাম তে নমো। ৪
লোকবিদূ নামেন, অতীতানগতে বিদূ,
সংসার সথমোকাসো, লোকবিদূ নাম তে নমো। ৫
অনুত্তরো ঞাণসীলেন, য়ো লোকস্স অনুত্তরো,
অনুত্তরো পুঞ্ঞ লোকস্মিং, তং নমস্সামি অনুত্তরো। ৬
সারথী সারথী দেবা, য়ো লোকস্স সুসারথী,
সারথী পুঞ্ঞ লোকস্মিং, তং নমস্সামি সারথী। ৭
দেবয়ক্খ মনুস্সানং, লোকে অগ্গ ফলং দদং.
দদন্তং দময়ন্তানং, পুরিসা জঞ্ঞতে নমো। ৮
ভগবা ভগ্গবা য়ুত্তো ভগ্গং কিলেস বা গতো,
ভগ্গং সংসারমুত্তারো, ভগবা নাম তে নমো। ৯

বঙ্গার্থ—(১) অরহত্ত মাত্রেই পাপ কর্ম্ম করেনা। অরহত্ব ফল প্রাপ্ত সেই অরহতদিগকে আমার নমস্কার। (২) সম্যক্‌সম্বুদ্ধত্ব জ্ঞান দ্বারাই বুদ্ধ ধর্ম্মদেশনা করিয়াছেন। জগতে তিনিই একমাত্র

সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। সেই সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে আমার নমস্কার। (৩) বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, তাঁহার ১১ প্রকার বিদ্যা ও ১৮ প্রকার আচরণ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বিদ্যাচরণ সম্পন্ন বুদ্ধকে আমার নমস্কার। (৪) উত্তম ও সুন্দর পথে গত হেতু সুগত। নির্ব্বাণরূপী সুগতিতে গতশীল সুগতকে আমার নমস্কার। (৫) লোকবিদ বুদ্ধ অতীত, অনাগত বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন। এই আকাশ জগতের শাস্তা লোকবিদকে আমার নমস্কার। (৬) জ্ঞান ও শীল দ্বারা যিনি জগত-শ্রেষ্ট, সেই জগত পূজ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে আমি নমস্কার করিতেছি। (৭) যিনি দেমনুষ্যলোকের উত্তম ও পূজ্য সারথি, সেই বুদ্ধসারথিকে আমি নমস্কার করিতেছি। (৮) জগতে দেব-মনুষ্য-যক্ষদিগকে শ্রেষ্ঠফল প্রদানকারী সেই সংযত পুরুষশ্রেষ্ঠকে আমার নমস্কার। (৯) ভগবান ভাগ্যবান, পাপক্লেশ ভগ্নকারী ও সংসার ভগ্ন করিয়া সুবিমুক্ত। সেই ভগবানকে আমার নমস্কার।

—অষ্ট বিংশতি বুদ্ধ-বন্দনা-গাথা—

বন্দে তণ্‌হঙ্করং বুদ্ধং, বন্দে মেধঙ্করং মুনিং,
সরণঙ্করং মুনিং বন্দে, দীপঙ্করং জিনং নমে। ১
বন্দে কোণ্ডঞ্‌ঞ সত্থারং, বন্দে মঙ্গল নায়কং,
বন্দে সুমন সম্বুদ্ধং, বন্দে রেবত নায়কং। ২
বন্দে সোভিত সম্বুদ্ধং, অনোমদস্‌সিং মুনিং নমে
বন্দে পদুম সম্বুদ্ধং বন্দে নারদ নায়কং ৩
পদুমুত্তরং মুনিং বন্দে, বন্দে সুমেধ নায়কং,
বন্দে সুজাত সম্বুদ্ধং, পিয়দস্‌সিং মুনিং নমে। ৪
অত্থদস্‌সি মুনিং বন্দে, ধম্মদস্‌সী জিনং নমে,
বন্দে সিদ্ধত্থ সত্থারং, বন্দে তিস্‌স মহামুনিং। ৫
বন্দে ফুস্‌স মহাবীরং, বন্দে বিপস্‌সী নায়কং,

সিখীং মহামুনিং বন্দে, বন্দে ভেস্সভু নায়কং। ৬
ককুসন্ধং মুনিং বন্দে, বন্দে কোণাগম নায়কং,
কস্সপং সুগতং বন্দে, বন্দে গোতম নায়কং। ৭
অট্ঠবীসতি মে বুদ্ধা, নিব্বানমত দায়কা,
নমামি সিরসা নিচ্চং, তেমে রক্খন্তু সব্বদা। ৮

(বঙ্গার্থ;—তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধ, মেধঙ্কর মুনি, শরণঙ্কর মুনি, দীপঙ্কর জিন, কোণ্ডণ্য শাস্তা, মঙ্গল নায়ক, সুমন সম্বুদ্ধ, রেবত নায়ক, সোভিত সম্বুদ্ধ, অনোমদস্সি মুনি, পদুম সম্বুদ্ধ, নারদ নায়ক, পদুমুত্তর মুনি সুমেধ নায়ক, সুজাত সম্বুদ্ধ, প্রিয়দর্শী মুনি, অর্থদর্শী মুনি, ধর্ম্ম-দর্শী জিন, সিদ্ধার্থ শাস্তা, তিষ্য মহামুনি, ফুস্য মহাবীর, বিপর্শী নায়ক, সিখি মহামুনি, বেস্যভু নায়ক, ককুসন্ধ মুনি, কোনাগমন নায়ক, কস্যপ সুগত ও নায়ক গৌতম বুদ্ধকে বন্দনা ও নমস্কার করিতেছি। নির্ব্বাণামৃত দায়ক এই অষ্ট বিংশতি বুদ্ধকে আমি সর্ব্বদা অবনত মস্তকে নমস্কার করিতেছি। তাঁহারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুক।

—অষ্টবিংশতি বুদ্ধ-সমীপে সুখ ও রক্ষা প্রার্থনা গাথা

তণ্হঙ্করো মহাবীরো, মেধঙ্করো মহায়সো,
সরণঙ্করো লোকহিতো, দীপঙ্করো জুতিন্ধরো। ১
কোণ্ডঞ্ঞো জনপামোক্খো, মঙ্গলো পুরিসাসভো,
সুমনো সুমনো ধীরো, রেবতো রতিবদ্ধনো। ২
সোভিতো গুণসম্পান্নো, অনোমদস্সী জনুত্তমো,
পদুমো লোকপজ্জোতো, নারদো বর সারথী। ৩
পদুমুত্তরো সত্তসারো, সুমেধো অগ্গপুগ্গলো,
সুজাতো সব্বলোকগ্গো, পিয়দস্সী নরাসভো। ৪
অত্থদস্সী কারুণিকো, ধম্মদস্সী তমোনুদো,
সিদ্ধত্থো অসমো লোকে, তিস্সো বরদ সংবরো। ৫

ফুস্‌সো বরদসম্বুদ্ধো বিপস্‌সী চ অনুপমো,
সিখীসব্বহিতো সখা বেস্‌সভূ সুখদায়কো। ৬
ককুসন্ধো সত্থবাহো কোণাগমনো রণঞ্জহো,
কস্‌সপো সিরিসম্পন্নো গোতমো সক্যপুঙ্গবো। ৭
অট্‌ঠবীসতি'মে বুদ্ধা নিব্বানমতদায়কো,
নমামি সিরসা নিচ্চং তে মে রক্‌খন্তু সব্বদা। ৮

বঙ্গার্থ :—মহাবীর তৃষ্ণাঙ্কর, মহাযশস্বী মেধঙ্কর, লোকহিতৈষী শরণঙ্কর, জ্যোতিঃশালী দীপঙ্কর, জনশ্রেষ্ঠ কৌণ্ডণ্য, পুরুষার্ষভ মঙ্গল, ধীর সুমন সুমন, রতিবর্দ্ধক রেবত, গুণসম্পন্ন শোভিত, জনোত্তম অনোমদর্শী, লোকরঞ্জক পদুম, বরসারথি নারদ, সত্ত্বসার পদুমুত্তর, শ্রেষ্ঠ পুদ্গল সুমেধ, সর্বলোকশ্রেষ্ঠ সুজাত, নরার্ষভ প্রিয়দর্শী, কারুণিক অর্থদর্শী, তমঃ বিনোদনকারী ধর্মদর্শী, অদ্বিতীয় সিদ্ধার্থ, সুসংযমী তিষ্য, সম্বুদ্ধশ্রেষ্ঠ ফুষ্য, অনুপম বিপশ্বী, সর্বহিতকারী শিখী, সুখদায়ক বেস্সভূ, সার্থবাহ ককুসন্ধ, রণত্যাগী কোণাগমন, শ্রীসম্পন্ন কশ্যপ ও শাক্যপুঙ্গব গৌতম, এই অষ্টবিংশতি সম্যকসম্বুদ্ধ নির্বাণামৃত প্রদানকারী। আমি অবনত মস্তকে তাঁহাদিগকে বন্দনা করিতেছি। তাঁহারা সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।

—অষ্টবিংশতি বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত—

তৃষ্ণাঙ্কর, মেধঙ্কর, শরণঙ্কর ও দীপঙ্কর এই চারিজন সম্বুদ্ধ একই কল্পে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত বুদ্ধত্রয়ের সময়ে আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্বের কোনও বিবরণ নাই। সেই হেতু উক্ত তিনজন সম্বুদ্ধের কোন বিস্তৃত বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না সুতরাং গৌতম বোধিসত্ত্ব দীপঙ্কর বুদ্ধ হইতে ২৪ জন বুদ্ধ সময়কাল পর্যন্ত লক্ষাধিক চারি অসংখ্য কল্প পারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন। এখানে উক্ত ২৪ জন বুদ্ধেরই জীবনী অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে।

১। দীপঙ্কর বুদ্ধের জন্মভূমি রম্যবতী নগর। পিতার নাম সুদেব ক্ষত্রিয়। মাতার নাম সুমেধা। সুমঙ্গল ও তিষ্য অগ্রশ্রাবক, সাগত উপস্থায়ক, নন্দা ও সুনন্দা অগ্রশ্রাবিকা, পিপ্‌ফলি বৃক্ষ বোধিদ্রুম, তাঁহার দেহ অশীতি হস্ত উচ্চ এবং আয়ু ছিল লক্ষ বৎসর। তিনি ১ম সভায় শতকোটি, ২য় সভায় লক্ষ ও ৩য় সভায় ৯০ হাজার কোটি নর-দেব-ব্রহ্মকে ধর্মামৃত পান করাইয়াছিলেন। তৎকালে গৌতম বোধিসত্ত্ব জটিল সন্ন্যাসী ছিলেন।

২। কোণ্ডণ্য বুদ্ধ রম্যবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সুনন্দ ক্ষত্রিয়, মাতার নাম সুজাতা দেবী, ভদ্র ও সুভদ্র অগ্রশ্রাবক, অনুরুদ্ধ সেবক, তিষ্যা ও উপতিষ্যা অগ্রশ্রাবিকা, শালকল্যাণী বৃক্ষ বোধি, তাঁহার দেহের

উচ্চতা ৮৮ হস্ত ও আয়ু লক্ষবৎসর ছিল। তিনি ম সভায় কোটিশত হাজার, ২য় সভায় সহস্রকোটি ও ৩য় সভায় ৯০ কোটি নর-দেব-ব্রহ্মাকে ধর্মামৃত পান করাইয়াছিলেন। তখন গৌতম বোধিসত্ত্ব 'বিজেতাবী' নামক চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন।

৩। সুমঙ্গল বুদ্ধ উত্তর নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম উত্তর ক্ষত্রিয়, মাতার নাম উত্তরা সুদেব ও ধর্মসেন অগ্রশ্রাবক, পালিত নামক ভিক্ষু সেবক, সীবলী ও অসোকা অগ্রশ্রাবিকা, নাগবৃক্ষ বোধি, দেহ ৮৮ হাত উচ্চ ও ৯০ লক্ষ বৎসর আয়ু ছিল। তাঁহার দেহ-প্রভায় জগত সর্বদা আলোকময় ছিল। দিবারাত্রির ভেদাভেদ ছিল না। তিনি ১ম সভায় কোটিশত সহস্র ভিক্ষু, ২য় সভায় সহস্রকোটি, ৩য় সভায় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দ সহ ৯০ কোটি নর-দেব-ব্রহ্মাকে ধর্মামৃত পান করাইয়াছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব সুরুচি নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

৪। সুমন বুদ্ধ খেম নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা সুদত্ত। মাতার নাম শ্রীমা, শরণ ও ভাবিত অগ্রশ্রাবক, সেবক উদেন, অগ্রশ্রাবিকা সোণা ও উপসোণা বোধি নাগবৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৯০ হস্ত এবং আয়ু ৯০ হাজার বৎসর ছিল। ১ম সভায় কোটি সহস্র, কাঞ্চণ পর্বতস্থ ২য় সভায় ৯০ কোটি হাজার, ৩য় সভায় ৮০ কোটি সহস্র ভিক্ষু-দায়ক ও দেব-ব্রহ্মাকে ধর্মামৃত পান করাইয়াছিলেন। তৎকালে বোধিসত্ত্ব অতুল নামক নাগরাজ ছিলেন।

৫। রেবত বুদ্ধ ধঞ্ঞবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বিপুল ক্ষত্রিয়, মাতার নাম বিপুলা, বরুণ ও ব্রহ্মদেব অগ্রশ্রাবক, সম্ভব সেবক, ভদ্রা ও সুভদ্রা অগ্রশ্রাবিকা, নাগবৃক্ষ বোধি, দেহের উচ্চতা ৮০ হস্ত ও আয়ু ৬০ হাজার বৎসর ছিল। ১ম সভায় সংখ্যাতীত, ২ সভায় কোটিশত সহস্র, ৩য় সভায় ৫ কোটিশত সহস্র ভিক্ষু-দায়ককে ধর্মামৃত পান করাইয়াছিলেন। তখন গৌতম বোধিসত্ত্ব অতিদেব নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

৬। সোভিত বুদ্ধের জন্মভূমি সুধর্ম নগর। তাঁহার পিতার নাম সুধর্ম ক্ষত্রিয়, মাতার নাম সুধর্মা, অসম ও সুনেত্র অগ্রশ্রাবক, অনোম সেবক, নকুলা ও সুজাতা অগ্রশ্রাবিকা, নাগবৃক্ষ বোধি, দেহের উচ্চতা ৫৮ হস্ত ও আয়ু ৯০ হাজার বৎসর ছিল। ১ম সভায় কোটিশত, ২য় সভায় ৯০ কোটি, ৩য় সভায় ৮০ কোটি ভিক্ষু-দায়ক ও দেব-ব্রহ্মার ধর্ম লাভ হইয়াছিল। তৎকালে বোধিসত্ত্ব অজিত নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

৭। অনোমদর্শী বুদ্ধ চন্দ্রবতী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা যশবা, মাতার নাম যশোধরা, নিসভ ও অনোম অগ্রশ্রাবক, বরুণ সেবক, সুন্দরী ও সুমনা অগ্রশ্রাবিকা অর্জ্জুনবৃক্ষ বোধি, দেহের উচ্চতা ৫৮ হস্ত এবং আয়ু লক্ষবৎসর ছিল। প্রথম সভায় ৮লক্ষ, দ্বিতীয় সভায় ৭লক্ষ ও তৃতীয় সভায় ৬লক্ষ ভিক্ষু-দায়ককে ধর্মামৃত পান করাইয়াছিলেন।

৮। পদুম বুদ্ধ চম্পক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রাজা পদুম, মাতা অসমা, সাল ও উপসাল অগ্রশ্রাবক, বরুণ সেবক রামা ও সুরমা অগ্রশ্রাবিকা, সোন বৃক্ষ বোধি, দেহ ৫৮ হাত উচ্চ এবং আয়ু লক্ষ বৎসর ছিল প্রথম সভায় কোটিশত সহস্র, দ্বিতীয় সভায় তিন লক্ষ, তৃতীয় সভায় দুইলক্ষ ভিক্ষু ধর্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব সিংহ জন্মে ধ্যানাবস্থায় ছিলেন।

৯। নারদ বুদ্ধ ধনবতী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সুমেধ ক্ষত্রিয়, মাতার নাম অনোমা, ভদ্রশাল ও জিতমিত্র অগ্রশ্রাবক, বাসেট্ঠ সেবক, উত্তরা ও ফল্গুনী অগ্রশ্রাবিকা মহাশোন বৃক্ষবোধি দেহের উচ্চতা ৮৮হাত ও আয়ু ৯০ হাজার বৎসর ছিল। প্রথম সভায় কোটিশত সহস্র, দ্বিতীয় সভায় ৯০ সহস্র কোটি, তৃতীয় সভায় ৮০ সহস্র কোটি নর-দেব-ব্রহ্মের ধর্ম-জ্ঞান লাভ হইয়াছিল তখন বোধিসত্ত্ব ঋষি প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত ছিলেন।

১০। পদুমুত্তর বুদ্ধ হংসবতী নামক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আনন্দ ক্ষত্রিয় মাতার নাম সুজাতা, দেবল ও সুজাত অগ্রশ্রাবক, সুমন সেবক, অমিতা ও অসমা অগ্রশ্রাবিকা, সালবৃক্ষ বোধি, দেহের উচ্চতা ৮৮হাত দেহ-প্রভা ১২যোজন ব্যাপৃত এবং আয়ু লক্ষবৎসর ছিল। প্রথম সভায় কোটিশত সহস্র, দ্বিতীয় সভায় ৯০ কোটি সহস্র ও তৃতীয় সভায় ৮০ কোটি সহস্র প্রাণীর ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব মহারাষ্ট্রিয় জটিল

সন্ন্যাসী ছিলেন। এই বুদ্ধের সময়ে তীর্থিয় সম্প্রদায় ছিলনা। সমস্ত দেব মনুষ্যই বুদ্ধের শরণে আগমন করিয়াছিলেন।

১১। সুমেধ বুদ্ধ সুদর্শন নগরে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার পিতা রাজা সুদত্ত, মাতা সুদত্তা, অগ্রশ্রাবক শরণ ও সর্বকাম, সেবক সাগর, অগ্রশ্রাবিকা রামা ও সুরামা, বোধি মহনীপ নামক বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৮৮হস্ত এবং আয়ু ৯০ হাজার বৎসর ছিল প্রথম সভায় কোটিশত অরহত, দ্বিতীয় সভায় ৯০ কোটি, তৃতীয় সভায় ৮০ কোটি প্রাণীর ধর্মাবিবোধ হয় তখন বোধিসত্ত্ব উত্তর নামক মানব ৮০ কোটি ধন ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছিলেন।

১২। সুজাত বুদ্ধ সুমঙ্গল নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা উগ্গত, মাতার নাম প্রভাবতী, অগ্রশ্রাবক সুদর্শন ও দেব, সেবক নারদ, অগ্রশ্রাবিকা নাগা ও নাগসমালা, বোধি মহাবেণু বৃক্ষ এই বৃক্ষ সুক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট। উপরে মহা-শাখা ময়ুর পিঞ্জর কলাপের ন্যায় পরিশোভিত। দেহের উচ্চতা ৫০ হস্ত ও আয়ু ৯০ হাজর বৎসর ছিল। ১ম সভায় ৬০ সহস্র ভিক্ষু, দ্বিতীয় সভায় ৫০ হাজার ও তৃতীয় সভায় ৪০ হাজার প্রাণীর ধর্ম-জ্ঞান লাভ হইয়াছিল। তখন বোধিসত্ব চক্রবর্ত্তীরাজা ছিলেন। তিনি চারি মহাদ্বীপ দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিয়া প্রব্রজিত হইয়াছিলেন।

১৩। প্রিয়দর্শী বুদ্ধ অনোম নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহর পিতা রাজা সুদিন্ন, মাতা চন্দা, অগ্রশ্রাবক পালিত ও সর্বদর্শী, সেবক সোভিত, অগ্রশ্রাবিকা সুজাতা ও ধর্মদিন্না, বোধি প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ, দেহ ৮০ হস্ত উচ্চ ও আয়ু ৯০ হাজার বৎসর ছিল। প্রথম সভায় কোটিশত সহস্র ভিক্ষু, দ্বিতীয় সভায় ৯০ কোটি ও তৃতায় সভায় ৮০কোটি লোকের ধর্ম-জ্ঞান লাভ হয় তখন বোধিসত্ব কশ্যপ নামক ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কোটিশত সহস্র ধন ব্যয়ে সঙ্ঘারাম করিয়াছিলেন।

১৪। অর্থদর্শী বুদ্ধ সোভিত নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সাগর রাজা, মাতার নাম সুদর্শনা, সন্ত ও উপসন্ত অগ্রশ্রাবক, অভয় সেবক, ধর্ম্মা ও সুধর্ম্মা অগ্রশ্রাবিকা, চম্পক-বৃক্ষ বোধি, দেহের উচ্চতা ৮০হস্ত, যোজন ব্যাপৃত দেহ-প্রভা এবং আয়ু লক্ষ বৎসর ছিল। ১ম সভায় ৯৮লক্ষ ভিক্ষু, ২য় সভায় ৮৮লক্ষ ও ৩য় সভায় ৮৮লক্ষ লোকের ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব সুসীম নামক মহাঋদ্ধিবান তাপস ছিলেন। তিনি দেবলোক হইতে ছত্র-প্রমাণ মান্দার পুষ্প আনিয়া বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলেন।

১৫। ধর্ম্মদর্শী বুদ্ধ সরণ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সরণ রাজা, মাতার নাম সুনন্দা, পদুম ও ফুস্যদেব অগ্রশ্রাবক, সুনেত্র সেবক, খেমা ও সর্ব্বনামা অগ্রশ্রাবিকা, রক্তকুরবক বৃক্ষ বোধি, [বিম্বিজাল বৃক্ষও বোধি বলিয়া কথিত হয়।] দেহ ৮০হস্ত উচ্চ ও আয়ু লক্ষ বৎসর ছিল। ১ম সভায় কোটিশত, ২য় সভায় ৭০কোটি এবং ৩য় সভায় ৮০কোটি লোকের ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন বোধিসত্ত্ব দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন।

১৬। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ বেভার নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রাজা জয়সেন, মাতা সুফর্শা, অগ্রশ্রাবক সম্বহুল ও সুমিত্র সেবক রেবত, অগ্রশ্রাবিকা সীবলী ও সুরমা, বোধি কর্ণিকার বৃক্ষ, দেহ ৬০হস্ত উচ্চ ও আয়ু লক্ষবৎসর ছিল ১ম সভায় কোটিশত সহস্র ভিক্ষু, ২য় সভায় ৯০কোটি এবং ৩য় সভায় ৮০কোটি লোকের ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব প্রভূত অভিজ্ঞা সম্পন্ন মঙ্গল নামক তাপস ছিলেন। তিনি বৃহৎ জম্বুফল দ্বারা ভগবানকে পূজা করিয়াছিলেন।

১৭। তিষ্য বুদ্ধ খেমনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জনসন্ধ ক্ষত্রিয়, মাতা পদুমা, অগ্রশ্রাবক ব্রহ্মদেব ও উদয়, সেবক সম্ভব, অগ্রশ্রাবিকা ফুস্যা ও সুদত্তা, বোধি অসনবৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৬০হস্ত ও আয়ু লক্ষবৎসর ছিল। ১ম সভায় কোটিশত, ২য় সভায় ৯০কোটি, ৩য় সভায় ৮০কোটি প্রাণীর ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

তখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন সুজাত নামক ক্ষত্রিয়। তিনি ঋষি প্রব্রজ্যায় উন্নীত হইয়া ধ্যান-অভিজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে মান্দার পদ্ম ও পারিচ্ছত্তক পুষ্প আনিয়া সুদৃশ্য বিতান নির্ম্মাণ করিয়া ভগবানকে পূজা করিয়াছিলেন।

১৮। ফুস্‌স বুদ্ধ কাশীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রাজা জয়সেন. মাতা শ্রীমা, অগ্রশ্রাবক সুরক্ষিত ও ধর্ম্মসেন, সেবক সভিয়, অগ্রশ্রাবিকা চালা ও উপচালা. বোধি আমলক বৃক্ষ, দেহ ৫৮হস্ত উচ্চ ও আয়ু ৯০হাজার বৎসর ছিল। ১ম সভায় ৬০লক্ষ ২য় সভায় ১৫লক্ষ ও ৩য় সভায় ৩২লক্ষ লোকের ধর্ম্মামৃত লাভ হইয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বিজীতাবী নামক ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করিয়া ত্রিপিটক পারদর্শী হইয়াছিলেন। সেই জন্মে তিনি শীলপারমী পূর্ণ করিয়াছিলেন।

১৯। বিপশ্বী বুদ্ধ বন্ধুমতি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রাজা বন্ধুমা, মাতা বন্ধুমতী, অগ্রশ্রাবক খণ্ড ও তিষ্য, সেবক অশোক, অগ্রশ্রাবিকা চন্দ্রা ও চন্দ্রমিত্রা, বোধি পাটলীবৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৮০হস্ত, দেহ-প্রভা নিত্য ৭যোজন ব্যাপ্ত ও আয়ু ৮০হাজার বৎসর ছিল। ১ম সভায় ৬৮লক্ষ, ২য় সভায় ১লক্ষ ও ৩য় সভায় ৮০হাজার লোকের ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব মহাঋদ্ধিবান অতুল নামক নাগরাজ ছিলেন। তিনি সপ্তরত্ন খচিত সুবর্ণময় পীঠ দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলেন।

২০। সিখীবুদ্ধ অরুণবতী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অরুণ ক্ষত্রিয়, মাতা প্রভাবতী, অগ্রশ্রাবক অভিভূ ও সম্ভব সেবক খেমঙ্কর, অগ্রশ্রাবিকা মখিলা ও পদুমা, বোধি পুণ্ডরিক বৃক্ষ, দেহ ৩৭ হস্ত উচ্চ, দেহ-প্রভা ৩ যোজন ব্যাপৃত ও আয়ু ৩৭ হাজার বৎসর ছিল। ১ম সভায় ১লক্ষ, ২য় সভায় ৮০হাজার ও ৩য় সভায় ৭০হাজার প্রাণীর ধর্ম্মামৃত লাভ হইয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব অরিন্দম নামক রাজা ছিলেন। তিনি সেই জন্ম সচীবর সপ্তরত্ন

মণ্ডিত হস্তীরত্ন ও হস্তীর উপযোগী বস্তুসমূহ দান করিয়াছিলেন।

২১। বেস্‌সভুবুদ্ধ অনুপম নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সুপ্পতীত রাজা, মাতা যশবতী, অগ্রশ্রাবক সোন ও উত্তর, সেবক উপসম্পন্ন, অগ্রশ্রাবিকা দামা ও সমালা, বোধি শালবৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৬০হস্ত ও আয়ু ৬০হাজার বৎসর ছিল। ১ম সভায় ৮০লক্ষ, ২য় সভায় ৭০লক্ষ এবং ৩য় সভায় ৬০লক্ষ লোকের ধর্ম্মামৃত লাভ হইয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব সুদর্শন নামক রাজা হইয়া সচীবর মহাদান করিয়াছিলেন।

২২। ককুসন্ধ বুদ্ধ খেমনগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অগ্নিদত্ত ব্রাহ্মণ, মাতা বিশাখা ব্রাহ্মণী, অগ্রশ্রাবক বিধুর ও সঞ্জীব, সেবক বুদ্ধিজ, অগ্রশ্রাবিকা সামা ও চম্পকা, বোধি মহা সিরিশ বৃক্ষ, দেহ ৪০হাত উচ্চ ও আয়ু ৪০হাজার বৎসর ছিল। তাঁহার ১ম সভায় ৪০হাজার প্রাণীর ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব খেম নামক রাজা ছিলেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পাত্র-চীবর ও অঞ্জন-ভৈষজ্যাদি দ্বারা পূজা করতঃ প্রব্রজিত হইয়াছিলেন।

২৩। কোণাগমন বুদ্ধ সোভাবতী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণ, মাতা উত্তরা ব্রাহ্মণী, অগ্রশ্রাবক ভিয্যোশ ও উত্তর, সেবক স্বস্তিজ, অগ্রশ্রাবিকা সমুদ্রা ও উত্তরা, বোধি উদুম্বর বৃক্ষ, দেহের উচ্চতা ৩৭হাত ও আয়ু ৩০হাজার বৎসর ছিল। তাঁহার একটিমাত্র সভায় ৩০ হাজার ভিক্ষু ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব পর্বত নামক রাজা ছিলেন। তিনি বিবিধ বস্ত্র ও সুবর্ণাদি দান করিয়াছিলেন।

২৪। কশ্যপবুদ্ধ বারাণসী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণ, মাতা ধনবতী ব্রাহ্মণী, অগ্রশ্রাবক তিষ্য ও ভরদ্বাজ, সেবক সর্বমিত্র, অগ্রশ্রাবিকা অতুলা ও উরুবেলা, বোধি নিগ্রোধ বৃক্ষ, দেহ ২০হাত উচ্চ ও আয়ু ২০হাজার বৎসর ছিল। তাঁহার একটি সভায় ২০হাজার ভিক্ষু ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব ত্রিবেদ পারদর্শী প্রসিদ্ধ জ্যোতিপাল নামক ব্রাহ্মণ

ছিলেন। তাঁহার বন্ধু ঘটিকারের সাহত বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা লাভ করেন। তিনি ত্রিপিটকে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন।

২৫। গৌতম বুদ্ধ কপিলাবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোধন রাজা, মাতা মহামায়া, অগ্রশ্রাবক সারীপুত্র ও মোগ্‌গলায়ণ, সেবক আনন্দ, অগ্রশ্রাবিকা খেমা ও উৎপলবর্ণা, বোধি অশ্বত্থ বৃক্ষ, দেহ ১২হাত উচ্চ ও আয়ু ৮০বৎসর ছিল। তাঁহার ১ম সভায় ১৮কোটি দেব-নর, ২য় ও ৩য় সভায় গণনাতীত দেবনর এবং আর এক সভায় সারে বারশত ভিক্ষু ছিলেন। [বুদ্ধগণের বিস্তৃত বিবরণ বুদ্ধবংশ ও তদট্‌ঠকথায় দ্রষ্টব্য।]

— ত্রিশরণ গীতিকা —

১

যো বদতং পবরো মনুজেসু, সক্যমুণী ভগবা কতকিচ্চো।
পারগতো বল বিরিয় সমঙ্গী, তং সুগতং সরণত্থমুপেমি ॥

২

রাগ বিরাগ মনেজমসোকং, ধম্মমসঙ্খতমপ্পটিকুলং।
মধুরমিমং পগুণং সুবিভত্তং, ধম্মমিমং সরণত্থমুপেমি ॥

৩

যত্থ চ দিন্নমহপ্‌ফলমাহু, চতুসু সুচীসু পুরিসযুগেসু।
অট্‌ঠ চ পুগ্‌গল ধম্মদসাতে, সংঘমিমং সরণত্থমুপেমি ॥

বঙ্গার্থ—এ জগতে যিনি উপদেষ্টার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শাক্যমুনি, ভাগাবান, চতুর্বিধ মার্গের দ্বারা কৃত-কৃত্য, সংসারের পরপারে [নির্ব্বাণে] গত, অসদৃশ জ্ঞান ও কায়বলে বলীয়ান এবং [সর্ব্বদা] চতুর্বিধ সম্যক্‌ চেষ্টায় বীর্য্যবান ; সেই ভগবান সুগতের শরণে গমন করিতেছি।

রাগ, তৃষ্ণা ও শোক বিধ্বংসকারী, নির্ব্বাণ প্রাপক, আচরণ ও শ্রবণে মধুরময় ইষ্টজনক, সর্ব্বজ্ঞাশ্রিত নিপুণ ভাবে প্রবর্ত্তিত, সুন্দররূপে বিভাগকৃত এবং চতুর্বিধ অপায় দুঃখে পতনকালে ধারণকারী এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

যেই ক্লেশপাপাদি বিরহিত পবিত্র স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহতভেদে চারিপ্রকার এবং মার্গ ও ফললাভীভেদে আটপ্রকার পুদ্‌গল এবং চারিআর্য্যসত্য ধর্ম্ম প্রত্যক্ষরূপে দর্শনকারী আর্য্যসংঘকে দান দিলে মহাফলদায়ক বলিয়া কথিত হয়; আমি সেই সংঘের আশ্রয়ে গমন করিতেছি।

একদা ভগবান বুদ্ধ দিব্য নেত্রে "ছত্ত" নামক এক যুবকের মৃত্যুকাল আসন্ন দেখিয়া করুণাবশে তাঁহাকে এই গীতিকাটি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই গান শ্রদ্ধাসহকারে বারম্বার আবৃত্তির ফলে 'ছত্ত' মৃত্যুর পরই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [ছত্ত বিমান বর্ণনা দ্রষ্টব্য]

—ত্রিরত্ন বন্দনা গীতি—

১। যো সন্নিসিন্নো বর বোধিমূলে, মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা।
সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্ত ঞাণো, লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং॥

২। অট্‌ঠঙ্গিকো অরিয়পথো জনানং, মোক্‌খপ্পবেসা য়ুজকোব মগ্‌গো।
ধম্মো অয়ং সন্তিকরো পণীতো, নিয়্যানকো তং পণমামি ধম্মং॥

৩। সংঘো বিসুদ্ধো বর দক্‌খিণেয়্যা, সন্তিন্দ্রিয়ো সব্বমলপ্পহীনো।
গুণেহিনেকেহি সমিদ্ধিপত্তো, অনাসবো তং পণমামি সংঘং॥

বঙ্গার্থ—যিনি শ্রেষ্ঠ বোধিদ্রুম মূলে উপবিষ্ট হইয়া মহাঋদ্ধি-বলে সসৈন্য মারকে পরাজয় করিয়া অনন্ত জ্ঞান সমন্বিত সম্বোধি লাভ করিয়াছেন, সেই লোকোত্তম বুদ্ধকে প্রণাম করিতেছি। (২) আর্য্য অষ্টাঙ্গিক পথই সজ্জনগণের নির্ব্বাণে প্রবেশ করিবার সোজাপথ। এই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ শান্তিপ্রদ। সেই নৈয়ানিক ধর্ম্মকে প্রণাম করিতেছি। (৩) যেই সংঘ বিশুদ্ধ, দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র, স্বয়ং প্রত্যক্ষকৃত, সর্ব্ববিধ পাপ বিহীন, প্রভূত গুণ-সমৃদ্ধ, সেই আসবহীন সংঘকে প্রণাম করিতেছি।

—একত্রে ত্রিরত্ন ও সর্ব্বচৈত্য বন্দনা গাথা—

বুদ্ধং ধম্মঞ্চ সংঘং, সুগত তনুভাবং, ধাতুয়ো ধাতুগব্ভং।
লঙ্কায়ং জম্বুদীপে, তিদসপুরবরে, নাগলোকে চ থূপে॥

সব্বে বুদ্ধসূস বিম্বে, সকল দস...সে, কেসলোমাদি ধাতুং।
বন্দে সব্বেপি বুদ্ধং, দসবলতনুজং, বোধিচেত্যং নমামি॥

বঙ্গার্থ—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ এবং বুদ্ধের দেহজাত নিধান-অনিধানকৃত অস্থি ধাতু সমূহ, লঙ্কা জম্বুদ্বীপ তাবতিংশ স্বর্গ ও নাগলোকের সমস্ত ধাতু-স্তূপ, সমস্ত বুদ্ধমূর্ত্তি, দশদিকে স্থাপিত দশবল দেহজ কেশ-লোমাদি ধাতু, সমস্ত বুদ্ধ এবং বোধিচৈত্যকে বন্দনা করিতেছি।

—দন্তধাতু বন্দনা গাথা—

এক দাঠা তিদস পুরে, একা নাগপুরে আহু।
একা গান্ধার বিসয়ে একাসি পুন সীহলে॥
চতস্সোতা মহাদাঠা, নিব্বান রসদীপিকা।
পূজিতা নরদেবেহি, তাপি বন্দামি ধাতুয়ো॥

২। লোকেক নাথ বদনম্বুজ রাজহংসং, যেনেষা কোমুদবনং সুবিকাসমানং।
সস্তিন্দুকার বররূপ বিরাজমানং, বন্দামি সাধু মমলং জিন দন্তধাতুং॥

৩। সর্ব্বজ্ঞ বক্ত্র সরসি রুহ রাজহংসং,
কুন্দেন্দু সুন্দর রুচিং সুরবৃন্দ বন্দ্যং।
সদ্ধর্ম চক্র সহজং জনপারিজাতং,
শ্রীদন্তধাতু মমলং প্রণমামি ভক্ত্যা॥

বঙ্গার্থ—(১) বুদ্ধের একটি দন্তধাতু তাবতিংশ স্বর্গে, একটি গান্ধার দেশেও একটি সিংহলে আছে। নর দেব পূজিত নির্ব্বান-রস প্রদায়ক সেই চারি শ্রেষ্ঠ দন্তধাতুকে বন্দনা করিতেছি।

(২) কুমুদবন বিদারণমান রাজহংস সদৃশ জগতের অববোধকারী অদ্বিতীয় প্রভু ভগবানের পদ্মাননে বিরাজিত স্নিগ্ধ-শান্তপ্রদ জ্যোৎস্না বিভাসিত পূর্ণচন্দ্র নিভ উত্তম রূপশ্রী মণ্ডিত প্রভাস্বর জিন-দন্তধাতুকে সুন্দর রূপে বন্দনা করিতেছি।

(৩) সর্ব্বজ্ঞের বদনরূপ সরসীতে রাজহংসের ন্যায় শোভমান, পুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, দেবগণের বন্দনীয়, সদ্ধর্ম-চক্রযুক্ত ও প্রাণীদের কল্পতরু সদৃশ নির্ম্মল শ্রী শ্রীদন্তধাতুকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

—বুদ্ধের শ্রীপাদ বন্দনা গাথা—

যম্মমদায় নদীয়া পুলিনে চ তীরে, যং সচ্চবদ্ধ গিরিকে সুমনাচলগ্গে।
যং তত্থ যোনকপুরে মুনিনো চ পাদং, তং পাদ লঞ্ছনবরং সিরসা নমামি॥
কল্যানিতো গগনতো মুনি যত্থ গন্ত্বা, দস্সেসি পাদবর লঞ্ছন সুপ্পতিট্ঠিতং।
লঙ্কা-মহাবীর-বধূ মকুটো পমাণং, বন্দামহে সুমনকুট সিরুচ্চয়ং তং॥

বঙ্গার্থ—(১) নর্মদা নদীর তীরে, সত্যবদ্ধ গিরিতে, সুমন পর্বতাগ্রে ও যোনকপুরে বুদ্ধমুনির যেই শ্রেষ্ঠ পদ-চিহ্ন আছে, তাহাকে অবনত শিরে নমস্কার করিতেছি।

(২) মুনি (বুদ্ধ) কল্যাণী (প্রদেশ) হইতে আকাশ পথে যাইয়া লঙ্কার প্রবরা বধূর (রাণীর) শিরোমুকুট সদৃশ সমন্তকূট পর্বত-শিখরে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যেই উত্তম শ্রীপাদ চিহ্ন দেখাইয়াছেন, আমি সেই শ্রীপাদ (পদ্ম) বন্দনা করিতেছি।

—দশ মহাস্তূপ বন্দনা গাথা—

একো থূপো রাজগহে, একো বেসালিয়া পুরে,
একো কপিলবত্থুস্মিং, একো চ অল্লকপ্পকে।
একোসি রামগামস্মিং, একো চ বেঠদীপকে,
একো পাবেয্যকে মল্লে, একো চ কুসিনারকে।
অট্ঠ সারীরিকা থূপা, নবমো কুম্ভচেতিয়ো,
দসমং অঙ্গার থূপো চ, বন্দেহং সব্ব চেতিয়ে।
দসাপি থূপা পুরিসবরুত্তমস্স, যথানুরূপ নররাজ পূজিতা,
সব্বেন লোকেন সদেবকেন, নমস্সনেয্যো সিরসা নমামি॥

বঙ্গার্থ—একটি স্তূপ রাজগৃহে, একটি বৈশালী পুরে, একটি কপিলবাস্তুতে, একটি অল্লকপ্প রাজ্যে একটি রামগামে, বেঠদ্বীপে একটী মল্লরাজ্যের পাবানগরে ও একটি কুশীনগরে, এই আটটি শারীরিক স্তূপ; নবম কুম্ভচৈত্য ও দশম অঙ্গার স্তূপ; এই সমস্ত চৈত্যকে বন্দনা করিতেছি পুরুষ শ্রেষ্ঠের এই দশস্তূপ জগতের সকল নৃপতি ও দেব-মানব পূজিত। সেই মনস্য চৈত্য সমূহকে আমি অবনত মস্তকে নমস্কার করিতেছি।

—সপ্ত মহাস্থানবন্দনা গাথা—

পঠমং বোধিপল্লঙ্কং দুতিয়ং অনিমিসম্পি চ।
ততিয়ং চঙ্কমণং সেট্‌ঠং. চতুত্থং রতনাঘরং।
পঞ্চমং অজপালঞ্চ, মুচলিন্দন ছট্‌ঠমং।
সত্তমং রাজায়তনং, বন্দেতং বোধিপাদপং॥

বঙ্গার্থ ১ম বোধিপালঙ্ক, ২য় অনিমিষ স্থান, ৩য় শ্রেষ্ঠ চংক্রমণ স্থান, ৪র্থ রত্নাগার, ৫ম অজপাল নিগ্রোধ, ৬ষ্ঠ মুচলিন্দ হ্রদ ও ৭ম রাজায়তন সহ বোধিদ্রুমকে আমি বন্দনা করিতেছি।

—বোধি বন্দনা গাথা—

১। ইন্দনীল বন্নপত্ত সেতখন্ধ ভাসুরং
সত্থুনেত্ত পঙ্কজাভি পূজিতগ্‌গ সাতদং,
অগ্‌গবোধি নাম বামদেব রুক্‌খ বণ্ণিতং
তং বিসাল বোধিপাদপং নমামি সব্বদা।

২। যস্‌সমূলে নিসিন্নোব, সব্বারি বিজয়ং অকা।
পত্তো সব্বঞ্ঞুতং সত্থা, বন্দেতং বোধিপাদপং।
ইমেহেতে মহাবোধি, লোকনাথেন পূজিতং,
অহম্পি তে নমস্‌সামি, বোধিরাজা নমত্থু তে।

৩। সত্থা সুনীলয়তা নেত্তগারি. কত্থুম্বু ধারা নিপাতেন সিঞ্চং।
পূজেসি তং সত্তদিনানি বোধি, রাজং বিরাজং সিরসা নমামি।

৪। মূলে তু মিন্দস্‌স নিসজ্জ যস্‌স, ধীরো সুবোধি চতুসচ্চ মগ্‌গং।
মারং জিনিত্বা সমারং মুনিন্দো, তং পাদপিন্দং সিরসা নমামি॥

বঙ্গার্থ – (১) ইন্দ্রনীলমণি-বর্ণপত্র, উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ কাণ্ডদেশ সমন্বিত মহাবোধি বৃক্ষকে শাস্তা তাঁহার পদ্মলোচন দ্বারা অপলক নেত্রে সপ্তাহকাল ব্যাপী পূজা করিয়াছিলেন। তাই উহা অগ্র বোধি-বামদেব বৃক্ষ নামে বর্ণিত হইয়াছে। আমি সেই বিশাল বোধিদ্রুমকে সর্বদা নমস্কার করিতেছি। (২) শাস্তা যাহার মূলে বসিয়া মারকে সর্ব-

তোভাবে পরাজয় করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই বোধিদ্রুমকে বন্দনা করিতেছি। এই মহাবোধি লোকনাথ বুদ্ধ কর্ত্তৃক পূজিত। সেই বোধিরাজকে আমিও নমস্কার করিতেছি। হে বোধিরাজ, আপনাকে আমার নমস্কার হউক। (৩) যেই বোধিরাজকে শাস্তা সুনীল আয়তনেত্র হইতে পতিত মনোহর জলধারা দ্বারা সপ্তদিন ব্যাপী পূজা করিয়াছিলেন, সেই উত্তম বোধিরাজকে আমি অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি॥ যেই বৃক্ষরাজের মূলে বসিয়া মুনীন্দ্র বুদ্ধ সসৈন্য মারকে পরাজয় করিয়া চতুরার্য্যসত্য অবগত হইয়াছিলেন, সেই পাদপ-শ্রেষ্ঠ বোধিরাজকে অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি।

—ষোড়শ মহাচৈত্য বন্দনা গাথা—

মহিয়ঙ্গণং নাগদ্বীপং কল্যাণং পাদলঞ্ছনং। দিবাগুহং দীঘবাপী চেতিয়ঞ্চ মুতিঙ্গণং॥ তিস্সমহাবিহারঞ্চ বোধিং মরিচবট্টিয়ং। সুবণ্ণমালি মহাচেতিং থূপারামভয়াগিরিং॥ জেতবনং সেলচেত্যং তথা কাচরগামকং। এতে সোলস ঠানানি অহং বন্দামি দূরতো॥ অহং বন্দামি সব্বতো অহং বন্দামি ধাতুয়ো॥

বঙ্গার্থ—মহিয়ঙ্গণ, নাগদ্বীপ, কল্যাণ বিহার চৈত্য, শ্রীপাদ চিহ্ন, দিব্যগুহা, দীর্ঘবাপী চৈত্য, মুতিয়ঙ্গণ, তিষ্যমহাবিহার, মহাবোধি, মরিচবট্টি, সুবর্ণমালী মহাচৈত্য, স্তুপারাম, অভয়গিরি, জেতবন, শৈলচৈত্য ও কাচরগ্রাম, এই ষোড়শ স্থানের চৈত্যকে আমি দূর হইতে বন্দনা করিতেছি। আমি সর্ব্বতোভাবে ধাতু সমূহকে বন্দনা করিতেছি।

—চুরাশী সহস্র চৈত্য বন্দনা গাথা—

ধম্মাসোক নরিন্দেন, গহেত্বা ধাতুয়ো ততো,
কারিতে চতুরাসীতি সহস্সে চাপি চেতিয়ে।
জম্বুদীপম্‌হি রাজুহি, বন্দে সক্কত পূজিতে,
চতুরাসীতি সহস্সেসু বিহারেসু পতিট্‌ঠিতে॥

বঙ্গার্থ—নরেন্দ্র ধর্ম্মাশোক বুদ্ধের পূতাস্থি সমূহ উদ্ধার করিয়া জম্বু্দ্বীপের নানাস্থানে ৮৪হাজার চৈত্য ও ৮৪হাজার বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া উক্ত ধাতু সমূহ প্রত্যেক চৈত্যে নিধান করিয়াছিলেন। জম্বু-দ্বীপের রাজগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, পূজিত ও সৎকার কৃত ঐ ধাতু-চৈত্য সমূহ বন্দনা করিতেছি।

—বুদ্ধের ব্যবহার্য্য অষ্ট বস্তু-বন্দনা গাথা—

পচ্চত্থরণং মুকুটপুরে, বন্ধু নামে তিচীবরং। মধুরায় পুরে পত্তং, কুরুনগরে নিসীদনং॥ পাটলিপুত্ত নগরে, করক কায়বন্ধনং। পঞ্চালে'দকসাটিং চ, চম্মখণ্ডঞ্চ কোসলে॥ মিথিলায় পুরে পত্তধারণী, পরিস্সাবনং। বাসি সূচীগরং চাপি, ইন্দপত্তে পুরুত্তমে॥ উপাহনং কুঞ্চিকা চেব, থবিকাপি চ সব্বসো। উসির ব্রাহ্মণে গামে, কতা রতন চিত্তিতা। জিনেন পরিভুত্তেন পরিক্খারে চ ধাতুয়ো। পূজিতা নরদেবেহি,: সদা বন্দামি মুদ্ধনা॥

বঙ্গার্থ—মুকুটপুরে বিছানার চাদর, বন্ধু নামক রাজ্যে ত্রিচীবর, মধুরপুরে পাত্র, কুরুনগরে আসন, পাটলীপুত্র নগরে জল-পাত্র ও কটীবন্ধনী, পঞ্চাল রাজ্যে স্নানবস্ত্র, কোশলরাজ্যে চর্ম্মখণ্ড, মিথিলাপুরে পাত্রাধার ও জল ছাঁকনী রুমাল, পুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ক্ষুর-সূচী-ভাণ্ড এবং উসীর ব্রাহ্মণ গ্রামে নানারত্নে কারুকার্য্য খচিত জুতা, যষ্টি ও পাত্রের থৈলা সযত্নে সুরক্ষিত আছে। দেব-মানব পূজিত বুদ্ধের এই ব্যবহার্য্য দ্রব্য ও ধাতু সমূহ আমি অবনত মস্তকে বন্দনা করিতেছি।

—বুদ্ধের পূতাস্থী বিভাগ ও বন্দনা গাথা—

সমত্ত বুদ্ধ কিচ্চো সো, কুসিনারায় নিব্বুতো। ধাতু ভেদমভেদঞ্চ, অধিট্ঠায় মহাদয়ে॥ উণ্হীসো চতুরো দাঠা, অক্খকাদ্ধে চ ধাতুয়ো। অসম্ভিন্না ইমা সত্তা, সেসা ভিন্নাব, ধাতুয়ো॥ মহন্তা মুগ্গমাসা চ, মজ্ঝিমা ভিন্নতণ্ডুলা। খুদ্দকা সাসপমত্তা চ, নানাবন্ন

চ ধাতুয়ো॥ মহন্তা সুবণ্ণ বণ্ণা চ, মুত্তা বণ্ণা চ মজ্ঝিমা। খুদ্দকা মকুলবণ্ণা চ সোলস দোণমত্তিকা॥ মহন্তা পঞ্চনালিয়ো, নালিয়ো পঞ্চ মজ্ঝিমা। খুদ্দকা ছনালিচেব, সব্বা বন্দামি ধাতুয়ো॥

বঙ্গার্থ—ভগবান বুদ্ধ-কৃত্যাদি সমাপনান্তে স্বীয় দেহাস্থি সমূহ বিভিন্নভাগে ভাগ হইবার জন্য অধিষ্ঠান করিয়া কুশীনগরে পরিনির্ব্বাপিত হন। বিভাজ্য সেই পূতাস্থি—ললাটাস্থি ১খানা, দন্ত ৪টি ও অক্ষাস্থি ২খানি; এই ৭খানি পূতাস্থি অভিন্ন ধাতু নামে কথিত হয়। অবশিষ্ট ধাতুগুলি সম্ভিন্ন ধাতু নামে কথিত হয়। এই সম্ভিন্ন ধাতুর মধ্যে বৃহৎগুলি মুগমাস প্রমাণ, মধ্যমগুলি ভিন্ন তণ্ডুল প্রমাণ এবং ক্ষুদ্রগুলি সর্ষপ প্রমাণে পরিণত হইয়া বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে বৃহৎ ধাতুগুলি সুবর্ণ বর্ণ, মধ্যমগুলি মুক্তাবর্ণ ও ক্ষুদ্রগুলি শ্বেতপুষ্প-মুকুল-বর্ণ হইয়া সর্বমোট ৫৬সের পূতাস্থি হইয়াছিল। এতদ্‌মধ্যে বৃহৎ ধাতুগুলির ওজন সাড়ে পনর সের, মধ্যম ধাতুগুলির ওজন সাড়ে পনর সের, ক্ষুদ্র ধাতুগুলির ওজন একুশ সের এবং অভিন্ন ধাতুগুলির ওজন চারিসের ছিল। এই সমস্ত ধাতুকে আমি বন্দনা করিতেছি।

—পোতনগর চৈত্য বন্দনা গাথা—

মহাকচ্চান থেরেন, গহেত্বা হেমদোণিয়া। সরীর ধাতুয়ো নীতা, নগরং পোত নামকং॥ দিন্নং রাজ কুমারস্স, তস্মেকং ধাতুমুত্তমং। নিধায় থূপং কারেত্বা পূজেসি কুসলত্থিকো॥ তং চ বন্দে মহাথূপং ধাতুয়ো তাব সত্থুনো। মহাকচ্চান থেরেন, বরেন চিরমণ্ডিতা॥

বঙ্গার্থ—মহাকচ্চায়ন স্থবির বুদ্ধের পূতাস্থি সুবর্ণ-পাত্রে লইয়া পোতনগরে নিয়াছিলেন। তাহা হইতে একখণ্ড উত্তম পূতাস্থি রাজকুমারকে প্রদান করেন। কুশল ইচ্ছুক রাজকুমার সেই ধাতু নিধান করেন এবং তদুপরি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। চিরযশঃ মণ্ডিত স্থবিরপ্রবর মহাকচ্চায়ন প্রদত্ত শাস্তার পূতাস্থি নিধানকৃত সেই মহাস্তূপকে বন্দনা করিতেছি।

—মহিয়ঙ্গন চৈত্য বন্দনা গাথা—

লঙ্কায় বুদ্ধ পঠমং সুগতো নিসজ্জ যক্খে দমেসি নিজ সাসন পালনায়। ঠানে তহিং নিহিত কুন্তল গীব ধাতুং, বন্দামি সাধু মহিঙ্গয়ঙ্গণ থূপরাজং॥

বঙ্গার্থ—ভগবান বুদ্ধ প্রথমে লঙ্কায় গমন করিয়া যে স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ধর্ম্ম-শাসন প্রতিষ্ঠা মানসে যক্ষ-দিগকে দমন করিয়াছিলেন, সেই মহিয়ঙ্গণ স্থানে স্তুপ নির্ম্মাণ করিয়া ভগবানের মনোহর অক্ষ ধাতু নিধান করা হইয়াছিল। আমি সেই মহিয়ঙ্গন স্তুপরাজকে কায়-মন-বাক্যে বন্দনা করিতেছি।

—কল্যাণী চৈত্য বন্দনা গাথা—

১। আয়াচনায় মণি অক্খি মহোরগস্স। যস্মিং নিসীদি ভগবা মণিমন্তপস্মিং॥ তস্সোপরিটঠিত মুপট্ঠিত বীতরাগং, কল্যাণীচেতিমহং সিরসা নমামি॥ (২) গীবধাতুং নিধায়েথ, সরভূথের নিম্মিতং। মেধবন্ন সিলায়াথ, বন্দে কঞ্চুক চেতিয়ং॥ (৩) উদ্ধং চুলাভয়েনেথ, খত্তিয়েন যসস্সিনা। কারিতং তিংস হত্থুচ্চং, বন্দে কঞ্চুক চোতয়ং॥ (৪) দুট্ঠগামিনী রঞ্ঞাথ, কারিতং চ মহারহং। অসীতি রতমুব্বেধং বন্দে কঞ্চুক চেতিয়ং॥ পঠমো সত্তহত্থো চ, দুতিয়ো দ্বাদসহত্থকো। ততিয়ো তিংস হত্থো চ, চতুত্থোসীতি হত্থকো॥ মহিয়ঙ্গন থূপোয়ং চতুচেতিয় সংগহো। এবং পতিট্ঠিতো আসি, বন্দে তং থূপমুত্তমং॥ সম্বুদ্ধে ধারমানম্হি, থূপায়েতে পতিট্ঠিতা। কেস তস্সেহি ধাতুহি, চতুরো তে নমাম্যহং॥

বঙ্গার্থ—মণি অক্ষি নামক মহানাগরাজের প্রার্থনায় বীতরাগ ভগবান যেই মণি স্তুপে উপবেশন করিয়াছিলেন, আমি সেই কল্যাণ চৈত্যকে অবনতশিরে নমস্কার করিতেছি। (২) সরভূ স্থবির কর্ত্তৃক মেধবর্ণ শিলায় নির্মিত কঞ্চুক চৈত্যে বুদ্ধের যেই গ্রীবাধাতু নিধানকৃত

আছে, সেই কঞ্চুক চৈত্যকে বন্দনা করিতেছি। (৩) তদুপরি যশস্বী চুলভয় মহারাজ নির্মিত ৩০হস্ত উচ্চ কঞ্চুক চৈত্যকে বন্দনা করিতেছি। (৪) পুনঃ তদুপরি ছটঠগামিনী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ৮০হস্ত উচ্চ মহামূল্যবান কঞ্চুক চৈত্যকে বন্দনা করিতেছি। এই মহিয়ঙ্গণ স্তূপ প্রথমবারে ৭হাত, দ্বিতীয় বারে ১২হাত, তৃতীয়বারে ৩০হাত এবং চতুর্থবারে ৮০হাত উচ্চ করা হইয়াছিল। এইরূপে প্রতিষ্ঠিত উত্তম চারিস্তূপ সংগ্রহকে বন্দনা করিতেছি এই স্তূপ ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধের কেশধাতু ও বস্ত্রধাতু ও নিধানকৃত এই চারিস্তূপ সংগ্রহকে আমি নমস্কার করিতেছি।

—অভয় গিরি চৈত্য বন্দনা গাথা—

কত নব মণিকম্মে ধাতুগবভে সুরম্মে, কনকবসভ কুচ্ছিং ধাতুনা পুরয়িত্বা।

বিহিতমভয়রঞ্‌ঞো ধঞ্‌ঞ পুঞ্‌ঞাধিবাসো, অভয় গিরিবিহারে চারুথ পং নমামি॥

বঙ্গার্থ— ধন্য-পুণ্য সুবিখ্যাত অভয় মহারাজ অভয়গিরি বিহারে অভিনব আকারে মণি-মানিক্য খচিত সুরম্য স্তূপ নির্ম্মাণ করেন এবং কনক বৃষভের উদরে বুদ্ধের পূতাস্থি স্থাপন করিয়া তাহা ঐ স্তূপে নিধান করেন। আমি সেই মনোহর স্তূপকে নমস্কার করিতেছি।

—জেতবন চৈত্য বন্দনা গাথা—

পতিট্ঠাপেত্বা জিনকায় বন্ধনং, সকেস ধাতুং সহ দেহ ধাতুয়ো।
মহামহাসেন নরিন্দ কারিতং, সুচেতিয়ং জেতবনং নমাম্যহং॥

বঙ্গার্থ—ভগবান বুদ্ধের কটীবন্ধনী, কেশ ও দেহ-ধাতু প্রতিষ্ঠা করিয়া মহাসেন রাজা জেতবনে যেই চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই উত্তম চৈত্যকে আমি নমস্কার করিতেছি।

—শৈল চৈত্য বন্দনা গাথা

মহাদয়ো দেবগণে চ নাগে, মুসাসয়ি য়ত্থ ঠিতো মুনিন্দো।
সব্ভুম্ম হেমদ্ধজ ভাসমানং, বন্দে সিলা চেতিয় মব্ভুতং তং ॥

বঙ্গার্থ—ভগবান মুনিন্দ্র যেখানে স্থিত হইয়া মহাপ্রভাবশালী দেব-নাগগণকে অনুশাসন করিয়াছিলেন, সেই হেমধ্বজোদ্ভাসিত ও বিস্ময়কর শৈল চৈত্যকে বন্দনা করিতেছি।

—দিবাগুহা চৈত্য বন্দনা গাথা—

খীনাসবেহি সহ পঞ্চসতেহি গন্ত্বা, য়স্মিং অকাসি ভগবা সদিবা বিহারং।
সংফুল্লসাল সুমনাচল পাদদেসে, বন্দে সুসীতল মহং ভগবা গুহন্তং ॥

বঙ্গার্থ—ভগবান পঞ্চশত ক্ষীনাসব ভিক্ষুসহ সুমণ পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া যে স্থানে দিবা-বিশ্রাম করিয়াছিলেন, আমি সেই পুষ্প সুশোভিত শালতরু মূলস্থ সুশীতল গুহাকে বন্দনা করিতেছি।

—বুদ্ধের ললাটধাতু বন্দনা গাথা—

নিক্‌খিত্ত সম্পুন্ন সসঙ্ক বিম্ব, সঙ্কাস ভাসন্ত ললাট ধাতুং।
অকারয়ী তিস্‌স নরিস্‌সরোয়ং, থূপং নমে তিস্‌স মহাবিহারে ॥

বঙ্গার্থ—তিষ্য মহারাজ তিষ্যমহাবিহারে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদ্ভাসিত বুদ্ধের ললাটধাতু নিধান করিয়া যেই স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই স্তূপকে নমস্কার করিতেছি।

—মহাবোধির দক্ষিণ শাখা বন্দনা গাথা—

সুপতিট্‌ঠিত রট্‌ঠমুরাধপুরে, সমধিট্‌ঠিত দক্‌খিন সাখঞ্চ্যং।
সুভ মেঘানবর মেঘনিভং, জয়বোধিমহং পণমামি বরং ॥

বঙ্গার্থ—অনুরাধাপুরে মহাবোধি বৃক্ষের যেই দক্ষিণ শাখা প্রতিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত আছে, মেঘমালা সুশোভিত অম্বরের মেঘনিভ ও সেই শ্রেষ্ঠ জয়বোধিকে প্রণাম করিতেছি।

—চুলমণি চৈত্য বন্দনা গাথা

তাবতিংসে মুনিন্দস্স তিদসিন্দেন পূজিতা,
চুলাভিয়োজনুব্বেধে মণিথূপে পতিট্‌ঠিতা।
তহিং দক্‌খিণ দাঠঞ্চ, দক্‌খিণক্‌খক মেব চ,
পরিনিব্ব্‌তস্মি সম্বুদ্ধে, বন্দে নিহিত ধাতুয়ো।

বঙ্গার্থ—তাবতিংশ স্বর্গে ত্রিযোজন উচ্চ মনিময় চৈত্যে বুদ্ধের কেশধাতু নিধান করিয়া দেবগণ সহ ইন্দ্ররাজ তাহা পূজা করিতেছেন। সেই চৈত্যের নাম 'চুলমণি চৈত্য।" বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দক্ষিণ দন্ত ও দক্ষিণ অক্ষ ধাতু সেই চৈত্য নিধান করা হয়। আমি সেই নিহিত ধাতুকে বন্দনা করিতেছি।

—সালমণি চৈত্য বন্দনা গাথা—

ব্রহ্মলোকে দুস্সবরং, বাম অক্‌খক ধাতুয়ো।
সব্বং পূজেন্তি ব্রহ্মাণো, তাপি বন্দামি সব্বদা।

বঙ্গার্থ—ব্রহ্মলোকে বুদ্ধের পরিভোগ্য চীবর ও বাম অক্ষধাতু ব্রহ্মগণ পূজা করিতেছেন। আমি তাহাও সর্ব্বদা বন্দনা করিতেছি।

—কেশুন মহাচৈত্য বন্দনা গাথা—

তপস্সু ভল্লিকানং যং কেশধাতুমদা জিনো। বোধিমূলে বসন্তোব পূজেতুং য়াচিতো তদা॥ নেত্বা সকংতে নগরং কারেত্বা চেতিয়ং তহিং। তং ধাতুং নিদহিত্বান পূজেসুং চিরমব্‌ভুতং॥ পটিহিরং বহু তস্মিং চেতিয়ে কেসধাতুয়া। ময়ূরগীব সঙ্কাস রংসিনং বহিনিগ্‌গমা॥

বন্দেতং বুদ্ধভূতস্স পঠমং থূপমুত্তমং ॥

বঙ্গার্থ—বুদ্ধ বোধিমূলে অবস্থান করিবার সময় তপস্সু ও ভল্লিক নামক বণিকদ্বয় পূজা করিবার মানসে বুদ্ধের নিকট পূজার যোগ্য কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে, তখন তিনি তাঁহাদিগকে চারিখানি স্বীয় শির-কেশ-ধাতু প্রদান করেন। তাঁহারা উহা স্বীয় নগরে নিয়া, তথায় তাঁহাদের নির্মিত এক রমনীয় চৈত্যে নিধান করিয়া দীর্ঘদিন পূজা করেন। সেই সময়ে এই কেশ-ধাতু চৈত্য ময়ূর গ্রীবার পালক রশ্মির ন্যায় আশ্চর্য্যজনক আলৌকিক ও অতুলনীয় রশ্মি নির্গত হইয়াছিল। বুদ্ধের এই প্রথম শ্রেষ্ঠ স্তূপকে আমি বন্দনা করিতেছি

—বুদ্ধ বর্ণিত চারি মহাচৈত্য বন্দনা গাথা—

যং লুম্বিনীজাত চৈত্যং বোধিপল্লঙ্ক মুত্তমং,
ইসীপতন চৈত্যং চ পরিনিব্বাণ চেতিয়ং;
বুদ্ধ বণ্ণিতানেতানি চেতিয়ানি নমাম্যহং।

বঙ্গার্থ—সিদ্ধার্থের জন্মভূমি লুম্বিনী উদ্যান চৈত্য, বোধিলাভের উত্তম স্থান বোধিপর্য্যঙ্ক-চৈত্য, প্রথম ধর্ম্মপ্রচারের স্থান বারাণসীর ঋষিপতনারাম চৈত্য এবং কুশীনগরের মহাপরিনির্ব্বাণ চৈত্য, বুদ্ধ বর্ণিত এই চারি মহাচৈত্যকে আমি নমস্কার করিতেছি।

—চট্টগ্রামের মহামুনি বন্দনা গাথা—

বঙ্গেসু পাচীন দেসে বরচেতি গামে, সদ্ধাদি বুদ্ধি গুণযুত্ত পুরাণকেহি।
আনেত্বা ধঞ্ঞবতীতো সুগতস্স সত্থু, পতিট্ঠিতং পতিরূপং মহামুনিং
নমে॥

বঙ্গার্থ—শ্রদ্ধাদি প্রজ্ঞাগুণসম্পন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী ধার্মিক ব্যক্তিগণ ধন্যবতী [অকিয়াব] হইতে আনিয়া যেই সুগত শাস্তার প্রতিরূপ

বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তে রমণীয় চৈত্যগ্রামে [চট্টগ্রামে] প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, সেই মহামুনিকে আমার নমস্কার।

—চক্রশালা চৈত্য বন্দনা গাথা—

যতিনা সীলভদ্দেন ধম্মচক্ক নিদস্সনং,
কারিতং চেতিয়ং রম্মং চক্কসালং নমামাহং।

বঙ্গার্থ—আচার্য্য যতি শীলভদ্র চক্রশালায় যেই রমণীয় চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ধর্ম্মচক্র-নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মচক্র চৈত্যকে আমি নমস্কার করিতেছি।

—বুড়া গোঁসাই বন্দনা গাথা—

মহানুভাব যুত্তো য়ো গম্ভীরভাব জোতকো,
চিত্তং পীনেন্তো সত্তানং সো নিসিন্নো তহিং মুনি ;
আসবানং খয়ং বুদ্ধং সন্তং বন্দামি গোতমং॥

বঙ্গার্থ—যিনি মহানুভাব সম্পন্ন, গম্ভীরভাব দ্যোতক ও প্রাণীদের মনোরঞ্জনকারী, তিনি ঠেগরপুণিতে সমাসীন আছেন। তৃষ্ণা বিহীন ও জ্ঞানবৃদ্ধ সেই শান্ত গৌতম বুদ্ধকে বন্দনা করিতেছি।

—চিত্তমরম বন্দনা গাথা—

য়থাপি জানমানো'ব পুগ্গলস্স সুভাসুভং
রূপং দস্সেতি নাথো য়ো তং চিত্তমরমং নমে।

বঙ্গার্থ—যেই লোকনাথ বুদ্ধ লোকের শুভাশুভ জানাইয়া যেন নানাবিধ রূপ দেখাইয়া থাকেন, সেই চৈত্তমরম বুদ্ধকে নমস্কার করিতেছি।

—চট্টগ্রামে বিভিন্ন চৈত্য বন্দনা—

মহামুনিং তথা সক্যমুনিং চ বুদ্ধ চেতিয়ং। গোতমং চ মুনিং সন্তং চিত্তঞ্চ মরমং তথা॥ পব্বতে চন্দনাথস্মিং ঠিতং সবোধি চেতিয়ং। চেতিয়ঞ্চ ঠিতং রামকোট্ঠাসে চ মনোরমে॥ রোপিতঞ্চ মহাবোধিং সিরিপাদঞ্চ নিম্মিতং। মহাটঠানানি সব্বেতে অহং বন্দামি মুদ্ধনা॥

বঙ্গার্থ—মহামুনি, শাক্যমুনি, বুদ্ধ চৈত্য [ফরাচিং] বুড়াগোঁসাই, চিত্তমরম, চন্দ্রনাথ পর্ব্বতোপরিস্থিত সবোধি চৈত্য, রামকোটের মনোরম চৈত্য, নানাস্থানে রোপিত মহাবোধি ও নির্মিত শ্রীপাদ ; এই সমস্ত মহাস্থানকে আমি নতশিরে বন্দনা করিতেছি।

—সংক্ষেপে সংঘ বন্দনা—

ওকাস বন্দামি ভন্তে সংঘং দ্বারত্তয়েন কতং সব্বং
অপরাধং খমতু তং মে ভন্তে সংঘো। দুঃ—তঃ।

বঙ্গার্থ—প্রভো সংঘ! আমাকে অবকাশ প্রদান করুন, আপনাদিগকে বন্দনা করিতেছি। প্রভো সংঘ! কায়-মন-বাক্য-দ্বারত্রয়ে কৃত সমস্ত অপরাধ আমাকে ক্ষমা করুন।

—ভিক্ষু বন্দনা—

ওকাস বন্দামি ভন্তে, দ্বারত্তয়েন কতং
সব্বং অপরাধং খমতু মে ভন্তে। দুঃ—তঃ॥

বঙ্গার্থ—প্রভো, আমাকে অবকাশ প্রদান করুন। আমি আপনার শ্রীচরণে বন্দনা করিতেছি। প্রভো, দ্বারত্রয়ে কৃত সমস্ত অপরাধ আমায় ক্ষমা করুন।

—পিতা বন্দনা গাথা—

বুদ্ধিকারো অলিঙ্গিত্বা চুম্বিত্বা পিয়পুত্তকং,
সিক্খাপেতি নানা সিপ্পং পিতুপাদং নমাম্যহং।

বঙ্গার্থ—প্রিয় পুত্রকে [সস্নেহে] চুম্বন দিয়া, ক্রোড়ে-বক্ষে রাখিয়া বর্দ্ধনকারী, বিবিধ শিল্পবিদ্যা শিক্ষাদাতা এবং আমার সর্ব্বমঙ্গল-দায়ক পিতৃপদে আমি নমস্কার করিতেছি

—মাতা বন্দনা গাথা—

দসমাসে উরে কত্বা খীরং পায়েত্বা বড্ঢেসি,
দিবারত্তিঞ্চ পোসেতি মাতুপাদং নমাম্যহং ॥

বঙ্গার্থ—দশমাস গর্ভে ধারিণী, স্তন্য দানে বর্দ্ধনকারিণী ও দিবা-রাত্রি পোষণকারিণী আমার স্নেহময়ী মাতৃপদে নমস্কার করিতেছি ॥

বন্দনা পর্ব্ব সমাপ্ত ।

৪। পূজা-দান পর্ব্ব

—পুষ্প-পূজা গাথা—

বণ্ণগন্ধগুণোপেতং এতং কুসুমসন্তিতং, পূজয়ামি মুনিন্দস্স
সিরিপাদসরোরুহে।

পূজেমি বুদ্ধং কুসুমেন তেন, পুঞ্ঞেন মে তেন চ হোতু মোক্খং।

পুপ্ফং মিলায়তি যথা ইদম্মে, কায়ো তথা যাতি বিনাসভাবং॥

বঙ্গার্থ—বর্ণ-গন্ধ গুণযুক্ত এই পুষ্প-নিচয়ে মুনীন্দ্রের শ্রীপাদ পদ্ম পূজা করিতেছি। এই পুষ্প দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিতেছি। এই পুণ্য-প্রভাবে আমার নির্ব্বাণ লাভ হউক। পুষ্প যেমন ম্লান হইয়া যায়, তদ্রূপ আমার এই দেহও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

—জল-পূজা-গাথা—

বুদ্ধস্সনেন পূজেমি মোচনত্থায় বট্টতো।

দকগ্গমগ্গ সিঞ্চন্তো লভামি পরমং সুখং॥

বঙ্গার্থ—সংসারাবর্ত্ত হইতে মুক্তির জন্য এই জল দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করিতেছি। এই সুবিশুদ্ধ জল দান বা পূজা হেতু আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে পরম সুখ লাভ করি।

—আহার পূজা গাথা—

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং।

অনুকম্পং উপাদায় পতিগণ্হাতু উত্তমং॥

বঙ্গার্থ—প্রভো, আপনার জন্য সুসজ্জিত উত্তম ভোজ্যবস্তু অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাদরে গ্রহণ করুন।

—হস্ত প্রক্ষালনের জল পূজা-গাথা—

মুদু চ তলুনে নাথ জাল চিত্তেসু লক্ষণে,
সভাব পরিসুদ্ধেতু সোধেতু করপল্লবে।
অনন্ত ঞাণো বিমলো দক্খিণেয়্যো অনুত্তরো,
পতিগণ্হাতু ভগবা দক্খিণোদকমুত্তমং॥

বঙ্গার্থ—হে প্রভো বুদ্ধ, আপনার জাললক্ষণে চিত্রিত মৃদু করতল; স্বভাবত পরিশুদ্ধ করপল্লব ধৌত করুন। হে বিমল অনন্ত জ্ঞানি, দানের যোগ্যপাত্র, অনুত্তর ভগবান, এই উত্তম পূজার জল প্রতিগ্রহণ করুন।

—তাম্বুল পূজা-গাথা—

নাগবল্লিদলুপেতং চুন্নপূগ সমাযুতং,
তাম্বুলং পতিগণহাতু সতং পূজেমি তং জিনং॥

বঙ্গার্থ—নাগলতিকায় উৎপন্ন এই তাম্বুল জিন-বুদ্ধকে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিতেছি। চুণ-সুপারী সংযুক্ত এই তাম্বুল অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন

—প্রদীপ পূজা-গাথা—

ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা।
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং॥

বঙ্গার্থ—অন্ধকার বিধ্বংসী ঘন সারতৈল যুক্ত প্রদীপ্ত দীপের দ্বারা অজ্ঞান-তমহারী ত্রিলোক-প্রদীপ সম্বুদ্ধকে পূজা করিতেছি।

—ধুপ পূজা-গাথা—

গন্ধসম্ভারযুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা,
পূজয়ে পূজানেয়্যন্তং পূজা ভাজনমুত্তমং।

বঙ্গার্থ—আমি গন্ধসম্ভারযুক্ত সুগন্ধ ধূপ দ্বারা দেবমানবের পূজ্য উত্তম পূজা-ভাজন পূজনীয় বুদ্ধকে পূজা করিতেছি।

—সুগন্ধি পূজা-গাথা—

সুগন্ধি কায়বদনমনন্ত গুণ গন্ধিনং,
সুগন্ধিনাহং গন্ধেন পূজয়ামি তথাগতং।

বঙ্গার্থ—(নিত্য) দেহ ও বদন সুগন্ধিময় ও অনন্ত গুণ সুবাসে সুবাসিত তথাগতকে আমি এই সুগন্ধি দ্বারা পূজা করিতেছি।

—বৃক্ষে প্রস্ফুটিত পুষ্প চয়ন না করিয়া— আকাশে পূজা করার গাথা—

কুসুমং ফুল্লিতং দিস্বা পগ্‌গহেত্বান অঞ্জলিং
বুদ্ধসেট্‌ঠং সরিত্বান আকাসেন পি পূজয়ে।

বঙ্গার্থ—(বৃক্ষোপরি) প্রস্ফুটিত পুষ্প দর্শনে দেব-মানবের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে স্মরণ করিয়া অঞ্জলি-পুটে আকাশেই পূজা করিতেছি।

—গিলান প্রত্যয় পূজা-গাথা—

অধিবাসেতু নো ভন্তে গিলান পচ্চয়-ভেসজ্জং পরিকপ্পিতং,
অনুকম্পং উপাদায় পতিগণ্হাতু মুত্তমং।

বঙ্গার্থ—প্রভো, আপনার জন্য আমি রোগীর পথ্য ভৈষজ্য সুসজ্জিত করিয়াছি। আমার প্রতি অনুকম্পা, করিয়া এই উত্তম ভৈষজ্য গ্রহণ করুন।

—অষ্ট পরিষ্কারের দান—

ইদম্মে অট্‌ঠ পরিক্‌খার দান অনাগতে এহি ভিক্‌খু
ভাবায় পচ্চয়ো হোতু। দুতিয়ম্পি, ততিয়ম্পি ‥ ‥॥

বঙ্গার্থ— আমার এই (ভিক্ষুর) উপকরণ দান ; ভবিষ্যতে আমার ঋদ্ধিময়ী অষ্ট উপকরণ লাভের হেতু হউক।

—তৈয়ারী কঠিন চীবর দান—

ইমং কঠিন চীবরং ভিক্খু সঙ্ঘস্স দেম,
কঠিনং অত্থরিতুং। দুঃ, ততিয়ম্পি…।

বঙ্গার্থ—এই কঠিন চীবরখানি ভিক্ষুসংঘকে দান দিতেছি, কঠিনে পরিণত করিবার জন্য।

—কঠিন চীবরের জন্য সাদা বস্ত্র দান—

ইমং কঠিন দুস্সং ভিক্খু সঙ্ঘস্স দেম,
কঠিনং অত্থারিতুং। দুঃ, ততিয়ম্পি…।

বঙ্গার্থ—এই সাদা বস্ত্রখানি কঠিনে পরিণত করিবার জন্য ভিক্ষুসংঘকে দান করিতেছি।

—সঙ্ঘদান—

ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খু সঙ্ঘস্স দেম, পূজেম। ৩।

বঙ্গার্থ—উপকরণ সহ এই খাদ্য ভোজ্য ভিক্ষুসংঘকে দান ও পূজা করিতেছি।

—পুদ্গলিক ভাবে ভিক্ষুকে দান—

ইমং খাদনীয়ং ভোজনীয়ং আয়স্মন্তস্স ভিক্খুস্স
[সামণেরস্স] দানং দেমা দুঃ ততিয়ম্পি…।

বঙ্গার্থ—এই খাদ্য ভোজ্য আয়ুষ্মাণ ভিক্ষুকে [শ্রামণেরকে] দান দিতেছি।

—বিহার দান—

ইমং বিহারং চতুদ্দিস্স আগতানগতস্স ভিক্খু সঙ্ঘস্স দেমা
সঙ্ঘো যথাসুখং পরিভুঞ্জতু। দুঃ, ততিয়ম্পি………।

বঙ্গার্থ—চতুর্দ্দিক হইতে আগত অনাগত ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে এই বিহার দান দিতেছি। সঙ্ঘ ইহা যথাসুখে পরিভোগ করুন।

- বুদ্ধমূর্ত্তি দান ও প্রতিষ্ঠা -

ইমং বুদ্ধবিম্বং সব্বেহি দেবমনুস্সেহি পূজেতুং ইমস্মিং বিহারে দানং দেমি চ পতিট্‌ঠাপেমি। ইদংমে পুঞ্ঞং বোধিঞাণং পটিলাভায় সংবত্তত্তু। দুঃ, ততিয়ম্পি...।

বঙ্গার্থ - সমস্ত দেবমনুষ্য পূজা করিবার জন্য এই বিহারে এই বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি দান দিতেছি ও প্রতিষ্ঠা করিতেছি। এই পুণ্য আমার বোধি-জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্ত্তিত হউক।

—জ্ঞাতি প্রেত উদ্দেশ্যে দান—

গন্ধং ধূপঞ্চ দীপঞ্চ পানীয়ং ভোজনম্পি চ,
পটিগণ্হন্তু সন্তুট্‌ঠা ঞাতি পেতা ইদং বলিং ৩
ইদম্মে ঞাতীনং হোতু সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো। ৭।

বঙ্গার্থ—[কালগত জ্ঞাতীদের উদ্দেশ্যে মোচা উঠাইবার সময় মোচার অন্ন, সুগন্ধি দ্রব্য, ধূপ-দীপ পানিয়াদি দ্বারা সুন্দররূপে সাজাইয়া মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া তাহা মাচায় তুলিয়া দিবে ; "সুগন্ধি ধূপ দীপ-পানীয় দ্বারা সুসজ্জিত এই ভোজন-পূজা জ্ঞাতী -প্রেতগণ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করুন। আমার এই দান দ্বারা আমার জ্ঞাতিগণ সুখী হউক। [এই বলিয়া মাচার চারিদিকে সাতবার জল ঢালিবে]

পূজা-দান পর্ব্ব সমাপ্ত।

৫। প্রার্থনা পর্ব্ব

—ক্ষমা প্রার্থনা গাথা—

তিরতনেসু কায়েন বাচায় মনসাপি চ, পমাদেন কতং ভন্তে সব্বদোসং খমন্তু মে। তেসু কতঞ্জলি কম্মস্সানুভাবেন সব্বদা, অজ্ঝত্তিকা চ বহিদ্ধা রোগা ছন্নবুতিবিধা॥ বত্তিংস কম্মকরণা পঞ্চবীসতি ভেরবা, সোলসুপদ্দবা চাপি দণ্ডং দোসা দসট্ঠ চ। পঞ্চ বেরানি চত্তারো অপায়া চ তয়োপিচ, কপ্পা চ ইতি সব্বেতে বিনস্সন্তু অসেসতো॥ ইচ্ছিতং পথিতং চাপি খিপ্পমেব সমিজ্ঝতু, দীঘং চ হোতু মে আয়ু সংসারে সব্ব জাতীসু। সংসারে সংচরন্তো চ লভিত্বা লোকিয়ং সুখং, ন চিরং মগ্‌গং লদ্ধান নিব্বানং পাপুনিস্সাহং॥ [ভিক্ষুর নিকট এইরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ভিক্ষু প্রকীর্ণক পর্ব্বে লিখিত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন।]

—ক্ষমা প্রার্থনার পদ্যানুবাদ—

ত্রিরতন কাছে কায়-বাক্য-মনে যাহা ভ্রমে করিয়াছি পাপ ক্ষম প্রভু তাহা॥
নিত্য দিনে কৃতঞ্জলি কর্ম্মের প্রভাবে, অন্তরে বাহিরে রোগ ছিয়ানব্বই হবে।
বত্রিশ কায়িক শাস্তি ভয় পঞ্চবংশ, উপদ্রব ষোল দশ দণ্ড অষ্ট দোষ।
পঞ্চ বৈরী চতুর অপায় কল্পত্রয়, এসব নিঃশেষরূপে যেন নষ্ট হয়।
মানসের আশা মম পুরুন সত্বরে, দীর্ঘ আয়ু হয় যেন জন্ম-জন্মান্তরে।
জন্ম-জন্মান্তরে যেন লভি সর্ব্ব সুখ, অচিরে লভিয়া মার্গ নাশি সর্ব্ব দুঃখ॥

—পঞ্চ শীল প্রার্থনা—

ওকাস, অহং ভন্তে তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং য়াচামি,
অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুঃ, ততিয়ম্পি ···।

বঙ্গার্থ— ভন্তে আমি আপনার অবকাশ প্রার্থনা করিয়া ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল ধর্ম্ম যাচ্ঞা করিতেছি। ভন্তে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া শীল প্রদান করুন। ২য় বার ৩য় বার প্রার্থনা করিতেছি

—অষ্ট শীল প্রার্থনা—

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেন সহ অট্ঠাঙ্গ সমন্নাগতং উপোসথসীলং ধম্মং য়াচামি। অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুঃ, তঃ...

বঙ্গার্থ—ভন্তে আমি আপনার অবকাশ প্রার্থনা করিয়া ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সংযুক্ত উপোসথ শীল ধর্ম্ম যাচ্ঞা করিতেছি। ভন্তে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শীল প্রদান করুন। দুঃ, ততিয়ম্পি...।

—অষ্টশীল অধিষ্ঠান—

উপোসথশীল গ্রহণেচ্ছুক উপাসক উপাসিকাগণ ভিক্ষুর নিকট অষ্টশীল প্রার্থনার পূর্ব্বে নিম্নোক্ত প্রকারে অধিষ্ঠান করাই উত্তম। কেবল দিনের বেলাই উপোসথ পালনের ইচ্ছা করিলে **"অহং ভন্তে অজ্জ ইমঞ্চ দিবসং উপোথং উপবসামি, অট্ঠাঙ্গ সমন্নাগতং সীলং সমাদিয়ামি"**। কেবল রাত্রিতে পালনের ইচ্ছা করিলে, **"অহং ভন্তে, অজ্জ ইমঞ্চ রত্তিং উপোসথং উপবসামি, অট্ঠাঙ্গ সমন্নাগতং সীলং সমাদিয়ামি"**। দিবা-রাত্র পালনের ইচ্ছা করিলে, **অহং ভন্তে, অজ্জ ইমঞ্চ দিবসং ইমঞ্চ রত্তিং উপোসথং উপবসামি, অট্ঠাঙ্গ সমন্নাগতং সীলং, সমাদিয়ামি"**। এইরূপে দুতিয়ম্পি...ততিয়ম্পি বলে অধিষ্ঠান করিয়া পরে অষ্টশীল প্রার্থনা করিতে হয়।

—উপোসথ অধিষ্ঠান—

উপোসাথিকগণ কোনও বিশেষ কার্য্যব্যাপদেশে বিহারস্থ ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া উপোসথশীল গ্রহণ করিতে **না** পারিলে, অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগান্তে মুখ-হাত ধুইয়া অথবা স্নানাদি করিয়া স্বীয় গৃহেই নিম্নোক্ত প্রকারে অধিষ্ঠান করিবে। **"বুদ্ধ পঞ্ঞত্তং উপোসথং অধিট্ঠামি" দুঃতঃ**। এইরূপে অধিষ্ঠান করিলে, অধিষ্ঠান-কাল হইতেই উপোসথের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তৎপর গৃহকর্ম্মাদি সম্পাদনান্তে বিহারে আসিয়া ভিক্ষুর নিকট হইতে উপোসথশীল গ্রহণ করিবে। ভিক্ষুর অভাবে উক্তরূপে অধিষ্ঠান করিয়া ও উপোসথশীল পালন করা যায়।

—উপোসথশীল ত্যাগ—

উপোসথ শীল যতক্ষণ পর্য্যন্ত পালন করিবার সঙ্কল্প করিয়া অধিষ্ঠান ও গ্রহণ করা হইয়াছিল, ততক্ষণ সময় অতীত হইলে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, **"অহং ভন্তে, অট্‌ঠাঙ্গসীলং নিক্‌খিপামি, পঞ্চাঙ্গসীলং সমাদিয়ামি"**। দুঃ,তঃ বলিয়া পঞ্চশীল গ্রহণ করিলেই উপোসথশীল ত্যাগ করা হয়।

—মিথ্যাজীব সমথশীল প্রার্থনা—

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ মিচ্ছাজীব সমথসীলং ধম্মং য়াচামি, অনুগ্‌গহন্ত কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুঃ তঃ……

—দশ সুচরিত শীল প্রার্থনা—

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেন সহ দসসুচরিত সীলং ধম্মং য়াচামি, অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুঃ, তঃ।

—গৃহী দশ শীল প্রার্থনা—

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেন সহ দসসীলং ধম্মং য়াচামি, অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুঃ, তঃ।

—প্রব্রজ্যা দশ শীল প্রার্থনা—

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণেরো দসসীলং ধম্মং য়াচামি, অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুঃ, তঃ।

—পরিত্রাণ প্রার্থনা—

বিপত্তি পটিবাহায় সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া। সব্ব দুক্‌খ বিনাসায়, সব্ব ভয় বিনাসায় সব্ব রোগ বিনাসায়, সব্ব অন্তরায় বিনাসায়, সব্ব উপদ্দবা বিনাসায় ভবে দীর্ঘায়ু দায়কং পরিত্তং ব্রূথ মঙ্গলং,। দুঃ, ততিয়ম্পি……।

বঙ্গার্থ—প্রভো, সর্বপ্রকার বিপত্তি দূর হইবার জন্য, সর্ববিধ সম্পত্তি লাভের জন্য, সর্ব্ববিধ দুঃখ-ভয়-রোগ-অন্তরায় ও উপদ্রব বিনাশের নিমিত্ত এবং সংসারে জন্ম-জন্মান্তরে দীর্ঘায়ু দায়ক শুভ পরিত্রাণ পাঠ করুন।

—দেবতা আহ্বান—

সমন্ত চক্কবালেসু অত্রাগচ্ছন্তু দেবতা। সদ্ধম্মং মুনিরাজস্স
শুণন্তু সগ্গমোক্খদং "ধম্মস্সবণকালো অয়ং ভদ্দন্তা।" ৩ ॥

বঙ্গার্থ—চতুর্দ্দিকের চক্রবালবাসী দেবতাগণ, এখানে আগমন করুন। মুনিরাজের স্বর্গ-মোক্ষদায়ক সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করুন। হে ভদ্র দেবগণ, এখন ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার উপযুক্ত সময়।

—বিশেষ দেবতা আহ্বান—

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স।
যে সন্তা সন্তচিত্তা তিসরণ-সরণা এত্থ লোকান্তরে বা,
ভুম্মা ভুম্মা চ দেবা গুণ-গণ-গহণ ব্যাবটা সব্বকালং।
এতে আয়ন্তু দেবা বরকনকময়ে মেরুরাজে বসন্তো,
সন্তো সন্তোস হেতুং মুনিবর বচনং সোতুমগ্গং সমগ্গং ॥

বঙ্গার্থ—এখানে বা লোকান্তরে, ভূমিবাসি ও আকাশবাসী এবং কনকময় শ্রেষ্ঠ সুমেরু পর্বতরাজবাসী শান্ত, শান্তচিত্ত, ত্রিশরণে শরনাপন্ন ও সর্ব্বদা পুণ্যকর্ম্মে ব্যাপৃত যে সকল দেবতা আছেন, সে সমস্ত দেবতা পরম সন্তোষ হেতু মুনি-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আগমন করুন।

—দেবতাদিগকে পুণ্যদান ও রক্ষা প্রার্থনা—

সব্বেসু চক্কবালেসু য়ক্খা দেবা চ ব্রহ্মুনো,
য়ং অম্হেহি কতং পুঞ্ঞং সব্বসম্পত্তি সাধকং।
সব্বে তং অনুমোদিত্বা সমগ্গা সাসনে রতা,
পমাদ রহিতা হোন্তু আরক্খাসু বিসেসতো।

বঙ্গার্থ—আমাদের দ্বারা সর্ব্বসম্পত্তি সাধক যেই পুণ্য কার্য্য করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত চক্রবালের যক্ষ-দেব ও ব্রহ্মগণ অনুমোদনান্তর একতাবদ্ধ হইয়া বুদ্ধশাসনে রত হউন এবং প্রমাদ বিহীন হইয়া বিশেষভাবে রক্ষা করুন।

—বুদ্ধশাসনের উন্নতি ও রক্ষা প্রার্থনা

সাসনস্‌স চ লোকস্‌স বুড্‌ঢী ভবতু সব্বদা,
সাসনম্পি চ লোকঞ্চ দেবা রক্‌খন্তু সব্বদা।

বঙ্গার্থ—সর্বদা বুদ্ধ শাসন ও জগতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হউক এবং দেবগণ সর্ব্বদা বুদ্ধ শাসন ও জগত রক্ষা করুন।

—সকলের প্রতি সুখ কামনা—

সদ্ধিং হোন্তু সুখী সব্বে পরিবারেহি অত্তনো
অনীঘা সুমনা হোন্তু সহ সব্বেহি ঞাতিভি।

বঙ্গার্থ সকলে স্বীয় স্বীয় পরিবার সহ সুখী হউক এবং জ্ঞাতিগণ সহ দুঃখহীন ও মানসিক সুখী হউক।

দেবগণের নিকট রক্ষা প্রার্থনা—

রাজতো বা, চোরতো বা, মনুস্‌সতো বা, অমনুস্‌সতো বা অগ্‌গিতো বা, উদকতো বা, পিচাসতো বা খানুকতো বা, কণ্টকতো বা, নক্‌খত্ততো বা জনপদ রোগতো বা, অসদ্ধম্মতো বা, অসন্দিট্‌ঠিতো বা, অসপ্পুরিসতো বা চণ্ডহত্থী-অস্‌স-মিগ-গোণ-কুক্কুর অহি-বিচ্ছিক-মণিসপ্প-দীপি-অচ্ছ তরচ্ছ-সূকর-মহিস-যক্‌খ-রক্‌খসাদীহি নানাভয়তোবা, নানা রোগতো বা, নানা উপদ্দবতো বা, আরক্‌খং গণহন্তু দেবতা।

বঙ্গার্থ :—রাজা চোর মনুষ্য, অমনুষ্য, অগ্নি জল, পিচাশ, গোঁজা কণ্টক, নক্ষত্র, মহামারীরোগ অসদ্ধর্ম্ম, অসৎদৃষ্টি, অসৎপুরুষ, প্রচণ্ডহস্তী-অশ্ব-মৃগ গরু কুকুর-সর্প বৃশ্চিক মণিধরসর্প ব্যাঘ্র ভল্লুক নেকড়ে বাঘ-শুকর-মহিষ যক্ষ ওরাক্ষস প্রভৃতির নানাবিধ ভয় রোগ এবং উপদ্রব হইতে দেবগণ রক্ষা করুন।

—প্রার্থনা গাথা—

(১) যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, য়ো চামনাপো সকুনস্স সদ্দো। পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং, বুদ্ধানুভাবেন……ধম্মানুভাবেন সঙ্ঘানুভাবেন বিনাসমেন্তু। (২) দুক্খপ্পত্তা চ নিদ্দুক্খা ভয়প্পত্তা চ নিব্ভয়া, সোকপ্পত্তা চ নিস্সোকা হোন্তু সব্বেপি পাণিনো। (৩) ইমিনা পুঞ্ঞকম্মেন উপজ্ঝায়া গুণুত্তরা, আচারিয়ূপকারা চ মাতা পিতা পিয়া মম। সুরিয়ো চন্দিমা রাজা গুণবন্তা নরাপি চ। ব্রহ্মামারা চ ইন্দা চ লোকপালা চ দেবতা॥ য়ামোমিত্তা মনুস্সা চ মজ্ঝাত্তা বেরিকাপি চ। সব্বে সত্তা সুখী হোন্তু পুঞ্ঞানি পকতানিমে। সুখঞ্চ তিবিধং দেন্তু খিপ্পং পাপেথ বো'মতং॥ (৪) ইমিনা পুঞ্ঞকম্মেন ইমিনা উদ্দেসেন চ। খিপ্পাহং সুলভে চেব তণ্হুপাদান ছেদনং॥ য়ে সন্তানে হীনধম্মা য়াব নিব্বানতো মমং। নস্সন্তুপদ্দবা সব্বে য়ত্থ জাতো ভবে ভবে॥ উজুচিত্তো সতিপঞ্ঞো সল্লেখো বিরিয়বা'মিনা। মারা লভন্তু নোকাসং কাতুঞ্চ বিরিয়েসু মে॥ (৫) বুদ্ধাদি পবরো নাথো ধম্মো নাথো বরুত্তমো। নাথো পচ্চেক সম্বুদ্ধো সঙ্ঘো নাথোত্তরো মমং। তেসু'ত্তমানুভাবেন মারোকাসং লভন্তুমা॥ (৬) ভবগ্গ পাদায় অবীচি হেট্ঠতো হেট্ঠন্তরে। সত্তকায়ুপপন্না রূপী অরূপী অসঞ্ঞী সঞ্ঞীনো। সব্বদুক্খা পমুঞ্চন্তু ফুসন্ত নিব্বুতিং॥ (৭) দেবো বস্সতু কালেন সস্স-সম্পত্তি হেতু চ। ফীতো ভবতু লোকো চ রাজা ভবতু ধম্মিকো॥ (৮) আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা। পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু সাসনং…দেসনং মং পরংতি॥

বঙ্গার্থ—[স্তোত্র পর্বে "প্রার্থনা" পাঠ দ্রষ্টব্য]

—মাতৃ ভাষায় প্রার্থনা—

বুদ্ধ পূজা ও দানশীলাদি যে কোন পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া মাতৃভাষায় প্রর্থনা করিলে, বিশেষ ফলপ্রদ হয়। কারণ উৎসর্গ ও প্রার্থনার অর্থ

অনুমোদন হইলে, মনে আনন্দের সঞ্চার হয়। সেই উৎপন্ন আনন্দ-হেতু পুণ্য বর্দ্ধিত হয়। তদর্থ সিদ্ধির নিমিত্ত প্রাচীন কোন পণ্ডিতের রচিত নিম্নোক্ত পদ্যানুবাদ প্রার্থনাটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

ভন্তে, কায়-বাক্য-মনে পাপ করিয়া বর্জ্জন, সবিনয়ে শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥
তবগুণে জানিয়াছি ওহে ভগবান, কামলোক রূপলোক অরূপ ভুবন ॥
এতিন ভুবন হতে মুক্তিলাভতরে, দান শীল ভাবনাদি করিনু সাদরে ॥
যাহা পুণ্য লাভ মোর হইল ইহাতে, বার বার প্রণমিয়া যাচি ভক্তি চিতে ॥
অসাধু সঙ্গেতে বাস না করি কখন, সাধুসঙ্গলাভ যেন করি আজীবন ॥
নির্বাণ ধরম শুনি বুদ্ধের সাক্ষাতে, প্রব্রজ্যা হউক লাভ বুদ্ধের ছায়াতে ॥
ঋদ্ধিময় চীবরাদি অষ্ট উপচার, হউক পুণ্যের ফলে যাচি বার বার ॥
তার পর স্রোতাপত্তি মার্গ আর ফল, সকৃদাগামী ও মার্গ অনাগামী ফল ॥
অরহত্ব মার্গ-ফল লভিয়া তখন, চরম নির্বাণ লাভ যাচি ভগবন্ ॥
আমার সঞ্চিত পুণ্য যাহ'ল এখন, গ্রহণ করহ এবে সর্বসত্ত্বগণ ॥
লভি এই পুণ্য-ফল কর আশীর্বাদ, আনির্বান পুণ্যে মম না হয় প্রমাদ ॥
সুখী হও সুখী হও এ মৈত্রী ভাবনা, দিবা নিশি হিতসুখ করিনু প্রার্থনা ॥

অষ্ট পরিক্খার (উপকরণ) দানের পর প্রার্থনা

ইদম্মে পরিক্খার দানং অনাগতে "এহি
ভিক্খু"ভাব পটিলাভায় সংবত্ততু। ৩ ॥

বঙ্গার্থ—এই অষ্ট পরিক্খার (প্রব্রজ্যার উপকরণ) দান ভবিষ্যতে "আস ভিক্ষু" বলিয়া বুদ্ধের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার ঋদ্ধিময় পাত্র চীবর লাভ হয়, সেই হেতু হউক।

সুশীল ভিক্ষুকে অথবা সঙ্ঘক্ষেত্রে ১ সঙ্ঘাটি, ২ উত্তরাসঙ্গ, ৩ অন্তর্বাস, ৪ পাত্র, ৫ ক্ষুর, ৬ সূঁচ-সুতা ৭ জল ছাঁকুনী, ৮ কটিবন্ধনী, প্রব্রজ্যার এই অষ্ট উপকরণ একসঙ্গে দান করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রদ্ধাসহকারে প্রার্থনা করিতে হয়। এবম্বিধ পুণ্য-সম্পদে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি অন্তিমজন্মে কোনও এক বুদ্ধের সম্মুখে প্রব্রজ্যা লাভের ইচ্ছায় উপস্থিত হইলে, বুদ্ধ দিব্য-দৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেই লোকটির অষ্ট উপকরণ দানের পুণ্য বল আছে কি-না। যখন তিনি দেখিতে পান যে, উক্ত দানের পুণ্য আছে।

তখনবুদ্ধ তাঁহার পুণ্যলক্ষণ সমলঙ্কৃত সোনার বরণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন—**"এস ভিক্ষু, সুন্দর, সরল ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত এই ধর্ম্ম-বিনয় আচরণ কর, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, সম্যকরূপে দুঃখের অবসান কর"**। বুদ্ধের এই অমোঘ বাণীর সঙ্গে সঙ্গেই সেই পুণ্যবান ব্যক্তির গৃহীভাব অন্তর্হিত হইয়া কেশ শ্মশ্রুমুণ্ডিত, পাত্র চিবরধারী ভিক্ষুরূপে সুশোভিত হয়। যেন এক প্রবীন স্থবির। কি চমৎকার, অলক্ষিতে এক নিমিষে সবই সংঘটিত হইল। প্রব্রজ্যালব্ধ ব্যক্তিও এই অলৌকিক ব্যাপারে আশ্চর্য্যান্বিত হন। ইহাই ঋদ্ধিময় প্রবজ্যা।
যেই শ্রদ্ধাবতী নারী এই অষ্ট উপকরণ দান করেন, সেই পুণ্যবতী রমণী জন্ম জন্মান্তরে প্রভূত সুখ-সৌভাগ্যের ভাগিনী হইয়া অন্তিম জন্মে পুণ্য-শ্লোকা মহাউপাসিকা বিশাখার ন্যায় **"মহালতা"** নামক পুণ্যদ্যোতক প্রসাদন লাভ করেন। অতএব এহেন পুণ্য-সম্পদ লাভের অভিলাষি ব্যক্তিগন অষ্ট পরিক্খার দান করা একান্তই কর্ত্তব্য।

—নারীদের পুরুষত্ব প্রর্থনা—

ইদম্মে পুঞ্ঞং পুরিসত্তভাব
পটিলাভায় সংবত্তুতু। ৷ ॥

বঙ্গার্থ আমার এই পুণ্য পুরুষত্ব লাভের হেতু হউক।

নারিগণ যে কোন পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া উক্ত প্রার্থনাটি করা একান্তই প্রয়োজন। শ্রদ্ধাবতী ও সুশীলা নারীদের প্রর্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়।

॥ প্রার্থনা পর্ব সমাপ্ত ॥

৬। শীল পর্ব্ব

- শীল -

পঞ্চশীল, উপোসথ অষ্টশীল, মিথ্যাজীব সমথ অষ্টশীল, দশ সুচরিত শীল, প্রব্রজ্যা দশশীল, পটিজাগর উপসোথ শীল, পটিহারিয় উপসোথ শীল, চতুপরি-সুদ্ধিশীল, ধুতাঙ্গশীল ও ভিক্ষুশীল ভেদে শীলস্থূলতঃ দশ প্রকার। সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য এই শীলপর্ব্বে ক্রমান্বয়ে উক্ত দশবিধ শীলের স্বরূপ বর্ণনা করিব। প্রথমে শীলের প্রতিশব্দের অর্থ কি, তাহা প্রত্যেকের অবগতির জন্য সংক্ষেপে শীল শব্দের অর্থ দেওয়া হইল।

(১) যাহার দ্বারা মনের পরিদাহ নির্বাপিত হইয়া শীতল হয়, তাহার নাম শীল। (২) বিচ্ছিন্ন শির-প্রাণী যেমন মৃত, শীল বিহীন দুঃশীল ব্যক্তিও তেমন মৃতপ্রায়। এই অর্থে শীলের অপর নাম "শির"। (৩) শীলের মধ্যে সমস্ত কুশল ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় লাভ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অর্থে শীলের অপর নাম "প্রতিষ্ঠা"। (৪) শীলের সংস্পর্শে কায়িক-বাচনিক-মানসিক বিশৃঙ্খলা দুর হইয়া ইন্দ্রিয়নিচয় সুদান্ত-সুসংযত হয়, এই অর্থে শীলের অপর নাম "দমগুণ"।

- শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা

প্রব্রজিত হউক বা গৃহী হউক প্রত্যেকে শীল পালন করা একান্তই কর্ত্তব্য। যেহেতু প্রাণীমাত্রেই সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। সেই সুখ শীলেরই মাধ্যমে লাভ করা যায়। শীল রক্ষা ব্যতীত ইহপারত্রিক উভয়কালে সুখ লাভের আর অন্য কোন পন্থা নাই। সুতরাং যে যত অধিক পরিমাণে নিখুঁতভাবে শীল রক্ষা করিবেন, তিনি ততই সুখের ভাগী হইবেন। তদ্ধেতু ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন—"শীল রক্ষা জনিত পুণ্য-প্রভাবে দেবলোক প্রাপ্তি ঘটে, যে কোন জন্মে বহুলভাবে ভোগসম্পদ লাভ হয় এবং অনাবিল পরম শান্তি নির্বাণও লাভ হয়। তদ্ধেতু বিশুদ্ধভাবে যত্নের সহিত শীল রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই শীল-রত্ন ইহ-পরলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিয়া পরে নির্বাণ প্রাপ্ত করায়। সেই জন্য শীল এক চক্ষুহীনের অপর চক্ষুর ন্যায়, কীকিপক্ষীর ডিম্বের ন্যায় ও চামরী

গাভীর পুচ্ছের ন্যায় জীবন দিয়াও শীল রক্ষা করা প্রত্যেকেরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

চৈতসিক হিংসার দ্বারা প্রাণীহত্যা করা হয়। চৈতসিক লোভ দ্বারা চুরি, ব্যভিচার ও নেশা পান এবং মোহ চিত্ত দ্বারা মিথ্যা বলা হয়। এসব অকুশলের শাখা-প্রশাখা তুল্য পাপে নির্লজ্জতা, নির্ভয়তা, উগ্রত', অভিমান, ভ্রান্ত ধারণা, ঈর্ষা, কৃপণতা, অনুতাপ ও তন্দ্রালস্যতা প্রভৃতিও অকুশল ধর্মের জনক। ইহাতে হৃদয়াশ্রিত শোণিত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শরীর ও মন দূষিত করে। সুতরাং দূষিত মনে যে কোন কর্মই করুক না কেন, সেই কর্মের বিপাক হইবে দুঃখপূর্ণ। ইহাতেই প্রাণী সমূহ অসুর, পশু-পক্ষী, প্রেত ও নরকাদি অপায়-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করে এবং তথায় দীর্ঘদিন অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। এই হেতু শীল সমূহ লঙ্ঘন করা মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই শীল কোন শ্রাবক বা ঋষি ভাষিত নহে। স্বয়ং বুদ্ধই সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন। পঞ্চশীল গৃহীদের নিত্য প্রতিপালনীয় শীল। তদ্ধেতু সর্ব্বাগ্রে তাহার স্বরূপই বর্ণনা করা যাইতেছে।

—পঞ্চ শীল—

(১) পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি। (২) অদিন্নাদানা বেরমণী……। (৩) কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী……। (৪) মুসাবাদা বেরমণী……। (৫) সুরা-মেরেয়-মজ্জপমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

বঙ্গার্থ— ১। যে কোন হীন-মধ্যম-উৎকৃষ্ট, ছোট-বড়, অণু-পরমাণু, দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান, হিংস্র-অহিংস্র ও উৎপন্ন-অনুৎপন্ন, (যাহা হইবে, এখনও ডিম্বের মধ্যে আছে) প্রাণীমাত্রেরই হত্যা হইতে বিরত হইব এবং প্রাণী হত্যার কারণও হইব না। প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়াবান, হিত ও অনুকম্পাকারী হইব। কোন প্রাণীকে দণ্ডাঘাত ও অস্ত্রাঘাতে নির্য্যাতিত করিব না। এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। ২। অপরের স্থাবর-অস্থাবর যে কোনও বস্তু, এমন কি সামান্য সূত্রনাল পর্য্যন্তও চৌর্য্য-চিত্তে গ্রহণ করিব না, অন্যকেও তজ্জন্য উৎসাহিত করিব না। পরের ক্ষতি

কামনাও অন্তরে পোষণ করিব না। এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। ৩। যথাকালে পুরুষ স্বীয় স্ত্রী, (নারিগণ) স্বীয় স্বামী ব্যতীত অপর যে কোন মানব, তির্য্যক্ ও প্রেত জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সহিত কামপরিভোগ করিব না। এমন কি অপরকে ও তজ্জন্য উৎসাহিত করিব না। এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। ৪। মিথ্যা বাক্য ভাষণ (প্রবঞ্চনার ইচ্ছায় সত্য গোপন রাখিয়া মৌণ থাকাও মিথ্যার মধ্যে পরিগণিত) এমন কি হাস্যচ্ছলেও মিথ্যা, বৃথা, কটু, ভেদ ও পিশুনবাক্য ভাষণ করিব না। তাহাতে অপরকেও উৎসাহিত করিব না। এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। ৫। প্রমাদ পরায়ণ (পিষ্টক অন্নাদি দ্বারা প্রস্তুত) পাঁচ প্রকারের সুরা, (পুষ্প ও ফল রসাদি দ্বারা প্রস্তুত) পাঁচ প্রকার আসব; এই উভয় জাতীয় মদ্য ও গাঁজা, অহিফেন, ভাঙ্ ইত্যাদি যে কোন প্রকার নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করিব না। অপরকেও তাহা সেবনের জন্য উৎসাহিত করিব না। এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

—পঞ্চশীল রক্ষার সংক্ষিপ্ত ফল বর্ণনা—

১। প্রাণীহত্যা হইতে বিরত নর নারিগণ জন্ম-জন্মান্তরে খর্বতা, বিকলাঙ্গতা প্রভৃতি দোষ বর্জ্জিত হইয়া পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ও দীর্ঘায়ু লাভী হন। তাঁহারা বীর পরাক্রম, বেগবান, সুপ্রতিষ্ঠ পদবিশিষ্ট হন। দেহ সুন্দর, কোমল, পবিত্র ও মহাশক্তিশালী হয়। বাক্যালাপ কর্ণ-সুখকর ও জড়তাশূন্য হয়। তাঁহাদের পরিষদবর্গকে কেহ বিভেদ করিতে পারে না। তাঁহারা নির্ভীক ও রক্ষক হন। পরের আঘাতজনিত অপমৃত্যু তাঁহাদের হয় না। তাঁহারা জন-বহুল পরিবারসম্পন্ন হন। দেহ রূপ-লাবণ্যময়, সুশ্রী, সুলক্ষণ ও সৌষ্ঠবময় হয়। চিরসুস্থ, শোকহীন ও বিচ্ছেদ-বেদনাবিহীন হইয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করেন। মৃত্যুর পর আনন্দময় স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। প্রাণীহত্যাকারীদের ফল যে এতদ্বিপরীত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

২। চুরি হইতে বিরত নরনারিগণ জন্মে জন্মে ধন-ধান্য ও মনোজ্ঞ ভোগ-সম্পদ লাভ করিয়া থাকেন। লব্ধ ভোগ-সম্পদ চিরকাল নিখুঁতভাবে স্থায়ী হয়। অভীপ্সিত বস্তু অনায়াসেই লাভ করেন। তাঁহাদের সম্পত্তি

রাজা, চোর, ডাকাত, অগ্নি, জল, যক্ষ ও শত্রু কর্ত্তৃক কিছুতেই নষ্ট হয় না॥ মনুষ্যদের মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। "নাই" শব্দ কখনও তাঁহাদের শ্রুতি-গোচর হয় না। এই সৎপুরুষগণ অতীব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিয়া মৃত্যুর পর দিব্য আনন্দময় স্বর্গে জন্মধারণ করেন। আর যাহারা চৌর্য্য-কর্ম্ম হইতে বিরত নহে, তাহাদের ফল এতদ্বিপরীতই জ্ঞাতব্য।

৩। কামমিথ্যাচার হইতে বিরত নরনারিগণ শত্রুহীন হন। দেব নরের প্রিয় হন। উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য-অন্ন-পানীয়, মনোজ্ঞ পোষাক-পরিচ্ছদ ও শয্যাদি প্রচুর পরিমাণে লাভ হয়, সুখে নিদ্রা যান, সুখে জাগ্রত হন, চতুর্বিধ অপায়ে জন্মগ্রহণ করেন না। পুরুষগণ স্ত্রীত্ব বা নপুংসকত্ব, আর নারিগণ নপুংসকত্ব ও বন্ধ্যাত্ব হইতে মুক্ত হন। সতী-সাধ্বী রমণীগণ ক্রমান্বয়ে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের ক্রোধ ও শত্রু হীনবল হয়। তাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী হন, সভাসমিতিতে নির্ভীক ও নিঃসঙ্কোচ চিত্তে গমন ও উপবেশন করেন। কামমিথ্যাচার বিরত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরস্পরের প্রিয়ভাব বর্দ্ধিত হয়, ইন্দ্রিয় ও লক্ষণসমূহ পরিপূর্ণ হয়, শঙ্কা ও কৌতুহল শূণ্য হয়, ভয় ও প্রিয়বিচ্ছেদ-দুঃখ বিহীন হইয়া সুখে কালযাপন করেন। মৃত্যুর পর স্বর্গপরায়ণ হন। আর দুশ্চরিত্র নর-নারিগণ ইহার বিপরীত ফলই ভোগিয়া থাকে।

৪। মিথ্যা ভাষণে বিরত সত্যবাদী নরনারীদের জন্ম-জন্মান্তরে ইন্দ্রিয় সমূহ সুপ্রসন্ন হয়, মনোহারী-মধুর ও অনর্গল বাক্যভাষী হন, দন্তরাজী সমান সুশ্রী, শুভ্র ও বিশুদ্ধ হয়। তাঁহাদের দেহ নাতি-দীর্ঘ, নাতি-হ্রস্ব, নাতি-কৃশ, নাতি-স্থূল, মধ্যমাকার, সুখ-সংস্পর্শ ও কমনীয় হয়। মুখ হইতে সর্ব্বদা পদ্ম-গন্ধ নিঃসৃত হয়। পরিজনবর্গ প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা ও আদেশ পালন করে। তাঁহাদের জিহ্বা পদ্ম-দলের ন্যায় কোমল, রক্তিম বর্ণ ও পাতলা হয়। তাঁহারা ঔদ্ধাত্য ও চঞ্চলতা বর্জ্জিত হন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেন। আর মিথ্যাবাদীদের ফল ইহার বিপরীত।

৫। নেশা সেবন হইতে বিরত নর-নারিগণ জন্মে জন্মে অতীত অনাগত-বর্ত্তমান করণীয় কর্মে সুদক্ষ ও ক্ষিপ্রকারী, অনুন্মত্ত ও স্মৃতিবান হন। প্রজ্ঞা, উদ্যোগ, নিরালস্যতা, অজড়তা, অন্ধতা, অপ্রমত্ততা ও নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণ তাঁহাদের নিকট বিদ্যমান থাকে। তাঁহারা পর গুণ মর্দ্দন

ও পরকে ঈর্ষা করেন না। সর্ব্বদা, মিথ্যা, বৃথা, কটু ও ভেদ বাক্য ত্যাগ করিয়া সত্য বাক্যই ভাষণ করেন। দিবা-রাত্র তন্দ্রা বিহীন, কৃতজ্ঞ, অকৃপণ দানপরায়ণ, শীলবান, সরল, ক্ষমাশীল, পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয়শীল, অকপট, মহাজ্ঞানী, মেধাবী, পণ্ডিত, ভাল-মন্দ বোধজ্ঞ ও সকলের আনন্দদায়ক হন। তাঁহারা মৃত্যুর পর অনন্ত দিব্য-সুখ-সম্পদে পরিপূর্ণ স্বর্গলোকেই উৎপন্ন হন। নেশা সেবন হইতে বিরত নরনারিগণ জন্মে জন্মে এই মহাফল লাভ করিয়া থাকেন। ইহার অন্যথায় দারুণ দুঃখ-দায়ক চারি অপায়াদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অসীম দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

তৃষ্ণার বশীভূত ব্যক্তিগণ লঙ্ঘন করিয়া অনন্ত দুঃখ ভোগের পথ প্রশস্ত করে। তৃষ্ণাবদ্ধ মানবের জীবন ব্যাধ-পাশে আবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় নিত্য দারুণ বিপদসঙ্কুলময়। সুশীলতাই এই বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভের প্রধান উপায়। শীল পরিপূর্ণ হইলে সমাধিস্কন্ধ পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমান্বয়ে দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

—অষ্টাঙ্গ উপোসথ—

ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন গঠনের নিমিত্তই উপোসথশীলের আবিষ্কার। যত বুদ্ধ অতীত হইয়াছেন, প্রত্যেক সম্বুদ্ধই এই আর্য্য উপোসথশীল প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বুদ্ধ-শূন্য কল্পেও এই উপোসথ **"সোমরস"** নামক উৎসবের দিনে সর্বসাধারণে উৎকৃষ্ট ব্রতরূপে পালন করিত। বহুকল্পকাল ধরিয়া এই রীতি পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং দেব-মানবের কল্যাণ কামনায় আমাদের মহাকারুনিক গৌতম বুদ্ধও এই উপোসথশীল সংশোধন করিয়া প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

বুদ্ধগণ সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে উপোসথশীলের বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই এযাবৎ অবিকৃতভাবেই প্রবর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। এই নশ্বর জীবনকে ইহপারত্রিক উচ্চস্তরে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াসী মাত্রেই এই মহাফলপ্রদ উপোসথ ব্রত প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথীতে শ্রদ্ধার সহিত পালন করা একান্তই কর্ত্তব্য।

উপোসথ গ্রহনেচ্ছুক উপাসক উপাসিকাগণ উপোসথ দিবসে অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিবেন। স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পরিষ্কার পোষাক পরিধান করিয়া পূজা ও দানের উপকরণ হস্তে পবিত্র মনে বিহারে

যাইবার সময় বুদ্ধগুণ চিন্তা করিতে করিতে সুসংযতভাবে যাওয়াই সমীচীন। তথায় বুদ্ধ পূজা ও বন্দনার কাজ সম্পাদনের পর ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া (প্রার্থনা পর্বে লিখিত নিয়মে) উপোসথশীল প্রার্থনা ও গ্রহণ করিবেন।

কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ বিহারে উপস্থিত হইতে একটু গৌণ হইবে বলিয়া মনে হইলে, স্বীয় গৃহে উপযুক্ত স্থানে বসিয়া বন্দনার পর উপোসথ অধিষ্ঠান করিবেন। গৃহ-কার্য্য সম্পাদনের পর বিহারে যাইয়া ভিক্ষু হইতে উপোসথ গ্রহণ করিবেন।

খালিহাতে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হওয়া (বিশেষতঃ উপোসথ দিনে) শোভনীয় নহে। পিটকান্তর্গত গ্রন্থে দেখা যায়, বৌদ্ধ যুগে উপাসক উপাসিকাগণ পূর্বাহ্নে বিহারে গমনকালীন অন্ন, ব্যঞ্জন, ফল, পিষ্টক, দধি, দুগ্ধ ইত্যাদি খাদ্য-ভোজ্য এবং বিকালে মধু, মাখন ঘৃত, চিনি, মিশ্রী গুড়, সরবৎ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও লবণাদি ভৈষজ্য জাতীয় দ্রব্য সমূহ লইয়া ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইতেন। লঙ্কা-ব্রহ্মা-শ্যাম প্রভৃতি শাসন প্রধান দেশে উক্ত নিয়ম অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান আছে। সেই নীতির অনুসরন করা আমাদের একান্তই প্রয়োজন।

শীল গ্রহণের পর সুসংযতভাবে জপমালায়, ধর্ম-গ্রন্থে অথবা ধর্মালোচনায় চিত্তকে নিবিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। বুদ্ধ-বিগর্হিত বাহ্যিক কথার অবতারণা করিয়া নিজের ও অপরের দুর্লভ সময়ের অপব্যবহার করা মহা অন্যায়। শিশুর কান্না, হাস্যোদ্রেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কর্কশ ও পিশুন বাক্য এবং কোলাহলের দ্বারা বিহারের গাম্ভীর্য্য ভাব লঘু করা হয়, উপোসথের পবিত্রতাকে মলিন করা হয়, সাধারণের শান্তিকেও অশান্তিতে পরিণত করা হয়, ইহাযে শুধু অশিষ্টাচার তাহা নহে, অধিকন্তু পাপ সঞ্চয়ের হেতুও বটে।

যে দিন উপোসথ গ্রহণ করা হইবে সে দিবসের প্রতি-মুহূর্ত্তটা যেন ধর্ম-চিন্তা ও সংযমতা অবলম্বণে ব্যয়িত হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, উৎসাহ ও স্মৃতি রাখিতে হইবে। মান অভিমানাদি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া বিনয়ী ও সংযত হইতে হইবে। চলাফেরায়, অবলোকনে ও ভাষণে গাম্ভীর্য্য পূর্ণ হইয়া নিজেকে একজন শান্তি রাজ্যের ধার্মিক উপাসক বলিয়া মনে করিতে হইবে। এইরূপে উপোসথ পালন-কারী—বর্ত্তমান জীবনে যথেষ্ট প্রীতি উপ-

ভোগ করে এবং পরকালেও অনির্বচনীয় সুখ-শান্তির অধিকারী হয়। এরূপে লোভ-দ্বেষ মোহের ক্ষয় হেতু নির্বাণ আসন্ন হয়।

— অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি। ২। অদিন্নাদানা ৩। অব্রহ্মচরিয়া···। ৪। মুসাবাদা···। ৫। সুরা-মেরয়-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা··· ৬। বিকাল ভোজনা···। ৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্‌সন-মালাগন্ধ-বিলেপণ-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসনট্‌ঠানা···। ৮। উচ্চসয়ন- মহাসয়না বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।

বঙ্গার্থ— ৩নং ব্যতীত ১নং হইতে ৫নং শীলের ব্যাখ্যা পঞ্চশীলের ব্যাখ্যার অনুরূপ। ৩। অব্রহ্মচর্য্যা হইতে বিরত হইব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। অব্রহ্মের অর্থাৎ কাম ভোগী সর্বসাধারণের আচরণ কামসেবা করা। সেই আচরণ হইতে যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিরত, তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মচারী বলে। উপাসক উপাসিকাগণ যেই হইতে উপোসথ শীল গ্রহণ করেন, তদবধি পুরুষগণ যে কোন নারী জাতীয় প্রাণী এবং নারিগণ যে কোন পুরুষ জাতীয় প্রাণীর প্রতি কাম-চিত্ত উৎপন্ন করা দোষাবহ। কামগুণ-রঞ্জিত চিত্তে স্পর্শ করাও দোষজনক। কাম-চেতনাকে সর্ব্বদা দূরে রাখিয়া অশুভ ভাবনাদিতে চিত্তকে নিবিষ্ট রাখিলেই পবিত্র ভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হয়। ৬। বিকাল ভোজন হইতে বিরত হইব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। বিকাল বলিলে সূর্য্য স্থির হওয়ার পর হইতে অবশিষ্ট দিন ও সমস্ত রাত্রি, অরুণোদয়ের পূর্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। উপোসথ ধারিগণ রুগ্নাবস্থায়ও উক্ত সময়ের মধ্যে যে কোন খাদ্য, ভোজ্য, দুধ, সাগু, বার্লি, দুধমিশ্রিত চা এবং যে কোন ফল খাইতে ও পান করিতে পারে না। পরিশ্রুত জল, কাগজি, কলা, কিস্‌মিস্, আম, জাম, আনার ও বেদানাদি অগ্নি-অপক্ক সরবৎ এবং আদা-ধন্যাদির অগ্নিপক্ক জল পান করিতে পারে। তরমুজ, ডাব, পেপেঁ, ঘোল ও দধি ইত্যাদির জল বা সরবৎ পান করিতে পারেনা। রুগ্নাবস্থায় যে কোন সময় গাছ-গাছড়ার অনুপান ও যে কোন ঔষধাদি সেবন করিতে পারে। ভৈষজ্য জাতীয় ঘৃত, চিনি, মধু, মিশ্রী, মাখন ল্যামজুস্, তিলের লাবণ, পান, তামাক, ইত্যাদি খাইতে নিষেধ নাই। তবে ঔষধের অনুপানরূপেও দুধ সেবন নিষেধ। ৭। যে কোন নাচ

গান বাদ্য দর্শন ও শ্রবণ এবং গরুর লড়াই, বলী খেলা, ভোজবাজী ইত্যাদি কৌতুকাবহ দৃশ্য দর্শন সজ্জিত হওয়ার যে কোন উপাদান, যেমন—পুষ্পমাল্য সুগন্ধি চূর্ণ, লেপণ-যোগ্য বস্তু, অলঙ্কার, মণ্ডণ ও বিভূষণ যোগ্য বস্তু হইতে বিরত হইব; এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি নিজে করিলে, অথবা পরের দ্বারা করাইলে ও শীল ভঙ্গ হয়। তির্য্যক্ প্রাণী অথবা মানব জাতির লড়াই ও নৃত্য-গীতাদি স্থিতস্থান হইতে উৎসাহের সহিত অগ্রসর না হইয়া নির্লিপ্ত অবস্থায় দৃষ্টি-গোচর হইলে কোন দোষ নাই। অপরের সাজ-সজ্জা দেখিলে এবং নিজে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ করিলে, কোন দোষ নাই। ৮। উচ্চ খাট ও আসন এবং বিচিত্র পালঙ্কে তোষকাদি সুসজ্জিত বিচিত্র ও বিলাস ময় শয্যায় শয়ন ও উপবেশন করিবনা, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। খাট-পালঙ্ক অথবা আসনের উচ্চতা ঝলমের নিম্নভাগ হইতে পায়ার পরিমাণ মধ্যম পুরুষের একহাত, ততোধিক হইলে উচ্চ বুঝায়।

—উপোসথ পালনের সংক্ষিপ্ত ফল বর্ণনা—

দিন মণির মনোমুগ্ধকর ষড়রশ্মি অতি চমৎকার, চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জল ধবল জ্যোৎস্না মনোমোহিনী। গগন বিহারী চন্দ্র-সূর্য্যের সমুজ্জল কিরণ সম্পাতে সমগ্র চক্রবালের ঘনান্ধকার বিদূরিত হয়। এতেন চন্দ্র-সূর্যকে প্রণী-জগত ও জড়জগতের জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু উপোসথ শীলের গুণের তুলনায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। রত্নগর্ভা সসাগরা ধরণীর হীরা-মুক্তা-মণি-মাণিক্যাদি অফুরন্ত মহার্ঘ্য ধন-রত্ন হইতে ও অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল বহু উর্দ্ধে। এমন কি দিব্যৈশ্বর্য্য ও তুলনা হইতে পারেনা। চন্দ্র-সূর্য্যের প্রখর কিরণ, মণির উজ্জ্বল প্রভা, দেবতার দিব্য জ্যোতিঃ, সবকিছুকেই পরাজয় করে উপোসথশীলের অনাবিল শান্তিময়ী দীপ্তি। পুষ্প-চন্দনের সুবাসই হউক, অথবা কস্তুরী-কুম্কুমের সৌরভই হউক, জগতের যে কোন সুগন্ধই হউক না কেন, বায়ুর অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূলে প্রবাহিত হইতে পারে না। কিন্তু, শীল-গন্ধ অনুকূল- প্রতিকূল সকলদিকেই সকল সময়ে প্রবাহিত হইয়া আপামর সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করে। দিব্য-সৌরভ হইতেও শীল সৌরভ উৎকৃষ্টতর। জাগতিক সৌরভ ক্ষণস্থায়ী-নশ্বর, কিন্তু শীল-সৌরভ অবিনশ্বর চিরশান্তির অবদান।

একদা তাবতিংশ স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"হে দেবগণ; আমাদৃশ ইন্দ্রত্ব লাভের অভিলাষী যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য—পূর্ণিমা, আমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করা। ততোধিক পুণ্যকামীরা প্রতিহার্য ও প্রতিজাগর উপোসথ শীল রক্ষা করা, পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা করা এবং নিজকে সম্যক পথে পরিচালনা করা।"

দেবেন্দ্রের এই উক্তির মর্মে ভগবান বুদ্ধ মন্তব্য করিয়া ছিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ ভাষন যোগ্যতর হয় নাই। যেহেতু কামরাগ-দ্বেষ-মোহ পরায়ণ দেবেন্দ্র স্বানুরূপ তৃষ্ণা-সংযুক্ত বাক্যই ভাষণ করিয়াছেন। অরহতের মুখেই এরূপ বাক্য শোভনীয়।"

অপর এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র শীলের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া সারথি মাতলীকে বলিয়াছিলেন—"হে মাতলে, জগতে যে সব মানব ধার্মিক, শীলবান (অষ্টাঙ্গ উপোসথ, প্রতিহার্য্য উপোসথ ও পঞ্চশীল পালনকারী) ত্রিরত্নের উপাসক, সেই পুণ্যবান দিগকে আমি নমস্কার করিতেছি।" এখানে চিন্তা করা প্রয়োজন-যাহারা দেতার নমস্য, তাহারাই দেবতাকে পূজা করা কতদূর সমীচীন।

দেবতারা দিব্যনেত্রে জগত অবলোকন করেন, যদি তাঁহারা দেখিতে পান যে—মনুষ্যগণ উপোসথ দিবসে উপোসথ পালন করিতেছে, দানশীল ভাবনায় নিযুক্ত আছে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ পূজনীয়দের সম্মান, গৌরব, সৎকার ও অভিবাদন করিয়া থাকে। তদ্দর্শনে সুধর্মা ভবনে ধর্ম-সভায় দেবেন্দ্র প্রমুখ দেবগণ মনুষ্যদের ধর্মপরায়ণতার বিষয় আলোচনা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

– প্রতি জাগর উপোসথ—

অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীলকে ছোট শিশুর ন্যায় যত্নের সহিত লালন পালন ও বর্দ্ধন করার নাম "প্রতিজাগর উপোসথ।" উক্ত উপোসথ পালনেচ্ছুক উপাসক উপাসিকাগণ চতুর্থী তিথিতে উপোসথ গ্রহণ করিয়া ষষ্ঠী তিথি পর্য্যন্ত উপোসথ পালন করিবেন। সপ্তমী তিথিতে গ্রহণ করিয়া নবমী তিথি পর্য্যন্ত উপোসথ পালন করিবেন। ত্রয়োদশী তিথিতে উপোসথ গ্রহণ করিয়া প্রতিপদ তিথি পর্য্যন্ত উপোসথ পালন করিবেন। এইরূপে পনর দিনের মধ্যে চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ত্রয়োদশী,

চতুর্দ্দশী ও প্রতিপদ পর্য্যন্ত মোট দশটি উপোসথ; সুতরাং মাসে বিশটি উপোসথ পালন করা হয়। এইরূপভাবে উপোসথ পালন করাকে "প্রতিজাগর উপোসথ" বলে।

—প্রতিহার্য্য উপোসথ—

উৎকৃষ্ট,মধ্যম ও হীন ভেদে প্রতিহার্য্য উপোসথ তিন প্রকার। যথা— ১। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতেআশ্বিনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিনমাস নিত্য উপোসথ পালন করাকে "উৎকৃষ্ট প্রতিহার্য্য উপোসথ" বলে। ২। আশ্বিনী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত একমাস ব্যাপী নিত্য উপোসথ পালন করাকে "মধ্যম প্রতিহার্য্য উপোসথ" বলে। ৩। আশ্বিনী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশী পনর দিন ব্যাপী নিত্য উপোসথ পালন করাকে "হীন প্রতিহার্য্য উপোসথ বলে। এই ত্রিবিধ উপোসথের মধ্যে যে কোন একপ্রকার উপোসথ পালন করিয়া পুণ্যের বিপুলতা সম্পাদন করা একান্তই প্রয়োজন।

—উপোসাথীকের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ বর্ণনা—

গোপাল উপোসথ, নিগ্রন্থ উপোসথ ও আর্য্য উপোসথ ভেদে উপোসথ তিন প্রকার। ১। গোপালকগণ গোচারনান্তে মাঠ হইতে গরু গুলি আনিয়া গৃহস্থকে সম্প্রদানের পর সে এইরূপ চিন্তা করে "অদ্যঅমুক অমুক মাঠে গরুগুলি চরাইয়াছি, অমুক অমুক স্থানে জলপান করাইয়াছি ~~করিয়াছি~~। আগামী কল্য অমুক অমুক মাঠে চরাইব, অমুক অমুক স্থানে জল পান করাইব।" গোপালকগণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই রাত্রি যাপন করে। তদ্রূপ কোন কোন উপোসাথিক উপোসথ গ্রহণ করিয়া চিন্তা করেন—"আমি অদ্য অমুক খাদ্য খাইয়াছি, অমুক অমুক ভোজ্য ভোজন করিয়াছি। কল্য অমুক খাদ্য খাইব, অমুক অমুক ভোজ্য ভোজন করিব; ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে লোভসহগত চেতনায় দিন যাপন করেন। এইরূপ উপোসাথীকের উপোসথকে গোপালক উপোসথ বলে। এইপ্রকার উপোসথ পালনের ফল মহাফলপ্রদ হয় না।

২। নিগ্রন্থ সন্ন্যাসীগণ তাহাদের শিষ্যদিগকে এই বলিয়া অনুশাসন করে যে—"এইস্থানের পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তরদিকে শতযোজনের বহির্ভাগে যেকোন প্রাণীর নিষ্পীড়ন ও হত্যা হইতে বিরত হইবে।" এইরূপে তাহারা কোন কোন প্রাণীর প্রতি দয়া (শত যোজনের অভ্যন্তরিস্থ প্রাণীর নিষ্পীড়ন ও হত্যায় কোন দোষ নাই।) আর কোন কোন প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয়তা প্রকাশ

করে। উপোসথ দিবসে উপোসার্থীদিগকে আরও বলে তোমরা দেহ হইতে বস্ত্র, এমনকি সূত্র নাল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া এইরূপ বল—"আমি কাহারও কিছু নহি, জগতে আমারও কেহ কিছু নহে। কোন বিষয়েই আমার আগ্রহ নাই"। অপিচ তাহার মাতা-পিতা-ভাই-স্ত্রী-পুত্র ও ভোগসম্পত্তি সবই আছে। পরদিন উপোসথ ত্যাগের পর সমস্তই আমার বলিয়া গ্রহণ করে। এইরূপ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইয়া মিথ্যা ভাষনেই রত হয়। তাহারা গৃহে প্রত্যা—বর্ত্তন করিয়া যেই ভোগসম্পত্তি গ্রহণ করে, তাহা তাহদের পক্ষে অদত্ত দানই গ্রহণ করা হয়। এইরূপ উপোসথ পালন করাকে নিগ্রন্থ উপোসথ বলে। এই নীতির উপসথ পালনের ফল মহাফলপ্রদ হয় না।

—আর্য্য উপোসথ—

১। সিদ্ধ কাথ, চূর্ণ জল ও স্বীয় উদ্যোগে মলিন শির-কেশ যেমন পরিশুদ্ধ করা হয়, তদ্রূপ আর্য্যশ্রাবকগণ ও উপসথ গ্রহণের পর **বুদ্ধানুস্মৃতি** ভাবনায় উপক্লেশ বা মলিন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া আনন্দিত হন। আর্য্যশ্রাবকগণের এই উপোসথ **আর্য্য উপোসথ বা ব্রহ্মউপোসথ** নামে অভিহিত হয়। তদ্ধেতু তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিহারী বলা হয়। বুদ্ধানন্দেতেই তাঁহারা ভরপুর হন।

২। সাবান চূর্ণাদি দ্বারা দেহ যেমন পরিষ্কার করা হয়, তদনুরূপ আর্য্য—শ্রাবকগণ ও উপোসথ গ্রহনান্তর **ধর্ম্মানুস্মৃতি** ভাবনায় চিত্তের ময়লা প্রহীন করিয়া প্রসন্নতা লাভ করেন। আর্য্যশ্রাবকগনের এই উপোসথ **'ধর্ম্মোপোসথ'** নামে অভিহিত হয়। তদ্ধেতু তাঁদিগকে **ধর্ম্মবিহারী** বলা হয়। ধর্ম্মানন্দেই তাঁহারা আপ্লুত হন।

৩। উত্তাপ, ক্ষার, সাবান, জল ও স্বীয় চেষ্টায়-মলিন বস্ত্র যেমন পরিষ্কার করা হয়, তদ্রূপ আর্য্যশ্রাবকগণ ও উপোসথ গ্রহনান্তর **সংঘানুস্মৃতি** ভাবনায় স্বীয় চিত্তের ময়লা বিদুরিত করিয়া সন্তোষ লাভ করেন। আর্য্যশ্রাবকগণের এই উপোসথ **সঙ্ঘোপোসথ** নামে অভিহিত হয় তদ্ধেতু তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবিহারী বলা হয়। সঙ্ঘানন্দেই তাঁহারা স্নাত হন।

৪। তৈল, ভস্ম, বালশুক ও চেষ্টা-উদ্যোগে যেমন মলিন আয়না পরিশুদ্ধ করা হয়, সেইরূপ আর্য্য শ্রাবকগণ ও উপোসথ গ্রহণের পর **শীলানুস্মৃতি** (স্বীয় স্বীয় গৃহীত শীল বিষয়ে) ভাবনায় চিত্তের পাপ বিদুরিত করিয়া প্রসন্নতা

লাভ করেন। আর্য্য শ্রাবকগণের এই উপোসথ, **'শীলোপসথ'** নামে অভিহিত হয়। তদ্ধেতু তাঁহাদিগকে শীল বিহারী বলা হয়। শীলানন্দেই তাঁহারা সিক্ত হন।

৫। উনান, অগ্নি, লবণ, গেরুমাটি, নল-চিম্‌টা, জল ও চেষ্টায় যেমন স্বর্ণ রৌপ্য পরিশুদ্ধ হয়, তদ্রূপ আর্য্য শ্রাবকগণ ও উপোসথ গ্রহণান্তে যখন **দেবতানুস্মৃতি** ভাবনায় নিয়োজিত হন, তখন তাঁহারা চিন্তা করেন "শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুত, ত্যাগ, প্রজ্ঞা ইত্যাদি কুশল জনক গুণ বিদ্যমান থাকিলেই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। আমার নিকট ও সেই সমুদায় গুর্ন বিদ্যমান আছে।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের অন্তর আনন্দ- রসে পরিপূর্ণ হয়। সেই আনন্দময় চিত্ত হইতে পাপ-মল বিদুরিত হয়। আর্য্য শ্রাবকদের এই উপোসথ **'দেবোপসথ'** নামে অভিহিত হয়। তদ্ধেতু তাঁহাদিগকে দেববিহারী বলা হয়। দেবত্ব লাভের শ্রদ্ধাদি গুণের সঙ্গে নিজের গুণ তুলনা করিয়া তাঁহারা আনন্দিত হন।

৬। আর্য্য শ্রাবকগণ আরও চিন্তা করেন যে—"অরহতগণ যাবজ্জীবন প্রাণীহত্যা করেন না। সর্বপ্রাণীর প্রতি তাঁহারা দয়াশীল, হিত ও অনুকম্পাকারী অদত্ত-বস্তু গ্রহণ হইতে বিরত হইয়া পবিত্র চিত্তে কালযাপন করেন। অব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারীরূপেই জীবন যাপন করেন। মিথ্যা-বাক্য ত্যাগ করিয়া, সত্য-বাক্যই ভাষণ করেন। প্রমাদের কারণভূত সুরাদি যে কোন মাদক দ্রব্য সেবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকেন। বিকাল ভোজন বিরত নৃত্য,গীত, ও বাদ্যাদি উৎসব দর্শন; বিভূষণ যোগ্য—পুষ্প-মাল্য ও সুগন্ধি তৈল বিলেপন, ধারণ ও মণ্ডণে বিরত। ব্রহ্মচারীদের অনুপযোগী প্রমাণাতীত উচ্চ খাট.পালঙ্কাদি এবং তোষকে শয়ন-উপবেশন ত্যাগ করিয়া নীচ খাট বা তৃণ শয্যায় শয়ন-উপবেশন করেন। আমিও অদ্য এই দিবা রাত্র অরহত গণের আচরণীয় উক্ত অষ্টবিধ শ্রেষ্ঠ নীতি রক্ষা করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিব। ইহাতে আমার উত্তমরূপে উপোসথ পালন করা হইবে।" এইরূপ স্মৃতি-চিন্তা সহকারে উপোসথ পালন করার নাম **আর্য্যউপোসথ**। এই উপোসথই মহা ফলদায়ক ও সমুজ্জল জ্যোতিঃ সম্পন্ন হয়।

আর্য্য উপোসথ কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ এবং কত মহাফল ও মহাজ্যোতিঃ সম্পন্ন, তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে ভগবান বুদ্ধ বিশাখাকে বলিয়াছিলেন—"হে বিশাখে, সপ্তবিধ ধনরত্নে পরিপূর্ণ ষোড়শ মহাজনপদ। যথা—অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জী, মল্ল, চেতিয়, বঙ্গ, কুরু, পঞ্চাল, মচ্ছা, সুরসেন, অস্সক, অবন্তী, গান্ধার,

ও কম্বোজ। সর্বৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ এই ষোড়শ জনপদের আধিপত্য-সুখে, যে সুখী, সে কেমন ভাগ্যবান পুরুষ। কিন্তু আর্য্যউপোসথ শীলের তুলনায় সেই আধিপত্য-সুখ অতি নগণ্য। রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীরাজের রাজত্ব-সুখ, মানুষিক সুখের সর্বোত্তম অদ্বিতীয় সুখ। দেবতার দিব্য-সুখের তুলনায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। যেহেতুঃ—আমাদের ৫০ বৎসরে **চতুর্মহারাজিক** দেবগণের এক দিবা রাত্র। সেই দিব্য ৩০ দিনে মাস। ১২ মাসে একবৎসর। সেই দিব্য-বৎসরে ৫০০ শত বৎসর **চতুর্মহারাজিক** দেবতাদের আয়ু। আমাদের গণনায় **নব্বই লক্ষ** বৎসর।

আমাদের একশত বৎসরে **তাবতিংস** স্বর্গের এক দিবারাত্র। সেই দিব্য দিনে, মাসে ও বৎসরে এই দেবলোক বাসীর গণনায় তাঁহাদের আয়ু **সহস্র বৎসর**। আমাদের গণনায় তিনকোটি যাট লক্ষ বৎসর।

আমাদের দুইশত বৎসরে **যাম** স্বর্গের এক দিবারাত্র। সেই দিব্য-দিনে, মাসে ও বৎসরে তথাকার দেবগণের দিব্য-আয়ু **দুইহাজার** বৎসর। আমাদের গণনায় চৌদ্দকোটি চল্লিশ লক্ষ বৎসর।

আমাদের চারিশত বৎসরে **তুষিত** দেবলোকের এক দিবা-রাত্রি। এই দেবলোক বাসীর গণনায় তাঁহাদের পরমায়ু **চারিহাজার** বৎসর। আমাদের গণনায় সাতান্ন কোটি যাট লক্ষ বৎসর।

আমাদের আটশত বৎসরে **'নির্ম্মাণরতি'** দেবগণের এক দিবা-রাত্রি। এই দেবলোক বাসীর গণনায় তাঁহাদের পরমায়ু **আট হাজার** বৎসর। আমাদের গণনায় দুইশত ত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ বৎসর।

আমাদের ষোলশত বৎসরে **'পরনির্ম্মিত** বশবর্ত্তী' দেবলোকের এক দিবা-রাত্রি। তথাকার দেবতাদের গণনায় তাঁহাদের পরমায়ু **ষোল হাজার** বৎসর। আমাদের গণনায় নয়শত একুশ কোটি যাট লক্ষ বৎসর।

হে বিশাখে, ইহলোকে কোন কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি মৃত্যুর পর এসব দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘ দিন দিব্য-সুখে রমিত হয়। কামলোকে দেবতার দিব্য-সুখের তুলনা নাই। সেই কারণে বলা হইয়াছে—"দিব্য সুখের তুলনায় মানুষিক-সুখ অতি অকিঞ্চিতকর।"

মানুষিক সুখই হউক অথবা দিব্য সুখই হউক, ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন সুখই হউক না কেন, আর্য্য উপোসথশীলের সমকক্ষ কিছুই হইতে পারে না। যেহেতুঃ—লোকোত্তর-সুখের তুলনায় লৌকিক-সুখ ষৎপরোনাস্তি হেয়।

সেই লোকোত্তর-সুখদায়ক ধর্মের মূলভিত্তি হইল **শীল**। শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই নৈর্বাণিক ধর্ম লাভ করিতে হয়। দুঃশীলের পক্ষে তাহা সুদূর পরাহত। গৃহী-শীলের মধ্যে আর্য্য-উপোসথ শীলই আত্মশুদ্ধির পক্ষে সর্বোত্তম।

—উপোসথের ফল বর্ণনা—

—ধার্মিক উপাসক—

ভগবান বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে ত্রিরত্নে প্রসন্ন বহুশত শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের সর্বপ্রধান উপাসকের নাম '**ধার্মিক উপাসক**।' তাঁহার সাতটি পুত্র, সাতটি কন্যা। উপোসথ অথবা দানাদি যেকোন কল্যাণকর অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে উৎসাহিত করিয়া কুশল কর্মে নিয়োজিত করাই ছিল উপাসকের জীবনের ব্রত। সপরিবার সদ্ধর্ম আচরণে জীবনকে পুণ্যময় ও পবিত্রতায় পর্য্যবসিত করাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক কামনা। তাঁহার নিত্য দান, শীল, উপোসথ, ধর্মশ্রবণ ও আত্মসংযমাদি সৎগুণাবলী দর্শনে সকলে বিমোহিত হইত। তিনি সারা জীবন ধর্ম আচরণেই অতিবাহিত করিলেন।

বৃদ্ধ উপাসকের এখন অন্তিম সময়। তিনি অন্তিম-শয্যায় শায়িত হইলেন। শেষ অবস্থায় ও তাঁহার ধর্ম-পিপাসা মিটিল না। তাঁহার প্রবলা বাসনা জাগ্রত হইল, প্রাণে কেবল চায়-আর একটু ধর্ম-সুধা পান করুক। পুত্রকে আদেশ করিলেন—"বাবা, বিহারে যাও। ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মে আমার ভক্তি অভিবাদন নিবেদন করিয়া বলিও— ভন্তে ভগবন, আমার পিতার ধর্ম্মশ্রবণের ইচ্ছা হইয়াছে, আটজন ভিক্ষুর প্রয়োজন।" সে বিহারে যাইয়া বুদ্ধকে এই কথা নিবেদন করিল। বুদ্ধ ভিক্ষু পাঠাইলেন। ভিক্ষুগণ আসিয়া উপাসকের পার্শ্বে বসিলেন। প্রধান ভিক্ষু কহিলেন—"উপাসক, ধর্মের কোন্ বিষয়টা শুনিতে ইচ্ছা করেন"? "ভন্তে, '**সতিপট্ঠান' সূত্র**, উপাসক কহিলেন।

ভিক্ষুগণ সূত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই ছয় দেবলোক হইতে ছয়খানা রথ আসিয়া উপাসকের দৃশ্যপথে আকাশে স্থিত হইল। রথের সারথিগণ উপাসককে সাদরাহ্বান জানাইলেন "আসুন ধার্ম্মিকপ্রবর, আমার রথে আরোহণ করুন। আমাদের দেবলোক অতীব রমণীয়।" অপর সারথি কহিলেন— "সে-রথে নয়, আমার রথে আসুন। আমাদের দেবলোকের সুখ অবর্ণনীয়। মনে করুন, মাটির পাত্রের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ-পাত্র লাভ"। এইরূপে ছয় রথের সারথি কোলাহল করিতে লাগিলেন। মানুষেরা যেমন কোন দুর্লভ বস্তু

দেখিলে, কাহার পূর্বে কে আত্মসাৎ করিবে, এরূপ চেষ্টা করে সারথিদের মধ্যেও তদবস্থা হইল। উপাসক ব্যতীত অন্যকেহ এসব দিব্যরথ ও সারথিকে দেখিল না, তাঁহাদের বাক্যালাপ ও অন্য কাহারো শ্রুতিগোচর হইল না।

উপাসক ধর্মশ্রবণের এরূপ ব্যাঘাৎ পছন্দ না করিয়া সারথিগণকে বারণ করিবার ইচ্ছায় বলিয়া উঠিলেন—"থামুন্ আপনারা, এখন অপেক্ষা করুন।" ভিক্ষুগণ মনে করিলেন, তাঁহাদিগকেই বারণ করা হইতেছে। তাঁহারা সূত্রপাঠ বন্ধ করিলেন। পুত্র-কন্যারা মনে করিল পিতা সারা-জীবন ধর্মাচরণ করিয়া মৃত্যুর সময় ধর্মশ্রবণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, প্রলাপ বকিতেছেন। বোধ হয় তিনি মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়াছেন।" এইরূপ মনে করিয়া সকলেই কাঁদিয়া উঠিল। ভিক্ষুগণ অবকাশ মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন।

উপাসক সজ্ঞান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমারা কাঁদিতেছ কেন? ভিক্ষুগণই বা কোথায়?" ছেলে মেয়েরা বলিল—"আপনি মৃত্যু-ভয়ে প্রলাপ বকিতেছেন। ভিক্ষুদিগকে সূত্রপাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন।" "আমি প্রলাপও বকি নাই, ভিক্ষুদিগকে নিষেধ ও করি নাই," উপাসক কহিলেন— "তবে কাহাকে বলিলেন?" "ছয় দেবলোক হইতে ছয়খানা রথ আসিয়াছে, আমি রথের সারথিকেই বলিয়াছি।" "রথ! রথ কোথায়? আমরাত দেখিতেছি না।" আশ্চর্য্যস্বরে পুত্রগণ কহিল। "তোমরা দেখিবে না, আমার ফুলের মালাটি লও। বল দেখি, কোন্ দেবলোক সুন্দর?" "তুষিত দেবলোক।" "তুষিত স্বর্গের রথে লগ্ন হউক, বলিয়া মালা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ কর।" মালা নিক্ষেপ করা হইল। তুষিত স্বর্গের রথ-চক্রে লাগিয়া মালা ঝুলিতে লাগিল। উপাসক জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা রথ দেখিতেছ? আমরা রথ দেখিতেছি না, আকাশে মালা ঝুলিতেছে দেখিতেছি।" সেখানাই তুষিত স্বর্গের রথ। এখনই আমি সেই রথে আরোহণ করিয়া তুষিত স্বর্গে চলিয়া যাইব। আমার জন্য ক্রন্দন করিও না, চিন্তা করিও না। আমার সহিত একত্র হওয়ার ইচ্ছা করিলে, তোমরা পুণ্যার্জ্জন কর, আমার আচরিত প্রথার অনুসরণ কর। এতদূর বলিয়াই উপাসক অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পুণ্যাত্মা উপাসক পূতিময় মানুষিক দেহ ত্যাগ করিয়া লাভ করিলেন দিব্য দেহ। দেব-রথে আরোহণ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন তুষিত স্বর্গে। পুণ্যবানের পুণ্যদ্যোতক একখানা চমৎকার কনক বিমান উৎপন্ন হইল স্বর্গে। উদ্ভাসিত হইল দেবলোক, বিমানের দিব্য জ্যোতিতে। দিব্য রত্নে

সমলঙ্কৃত সেই বিমানখানার বিস্তৃত দ্বাদশ যোজন। সেই দেদীপ্যমান দিব্য বিমানের অধিনায়ক ভাগ্যবান দেবপুত্রের শরীর হইল নয় মাইল ব্যাপক সুদৃশ্য দিব্যকান্তি সমুজ্জ্বল। অহো! পুণ্যের পুরস্কার এমনই আশ্চর্য্যপ্রদ; ধর্ম ধার্মিককে এভাবেই পুরস্কৃত করে।

ধার্মিক উপাসক আপন পুণ্যময় জীবন দর্শনে আনন্দিত হইয়াছিলেন মানব কুলে। এখন আনন্দময় স্বর্গেও তিনি দিব্য আনন্দে আনন্দিত।

—দরিদ্র ভৃত্য— *

বহু অতীতের কথা। তখন রাজগৃহ নগরীতে অবস্থান করিতেন জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার সম্পত্তির পরিমাণ অশীতি কোটি। তিনি ছিলেন বড়ই কারুণিক। পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। অকাতরে দান করিয়া মোচন করিতেন দুঃখীর দুঃখ। সপরিবার পঞ্চশীল-উপোসথ-শীল পালন করিয়া বিশুদ্ধ জীবন যাপনের প্রতি ছিল তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাই তাঁহার **সমগ্র পরিবার 'শুচি পরিবার' নামে প্রসিদ্ধ ছিল!**

তখন গৌতম বোধিসত্ব জন্ম নিয়াছিলেন সেই দেশের এক দরিদ্র পরিবারে। পরের কাজ না করিলে তাঁহার অন্ন জুটিত না। একদিন তিনি ছুটিয়া আসিলেন সেই ভাগ্যবান ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট। উদ্দেশ্য, তাঁহার আশ্রয়ে, তাঁহার কাজ-কর্ম করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন। তিনি গৃহ-কর্ত্তার সমীপে উপস্থিত হইলেন; প্রণামান্তে তাঁহার উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন। কর্ত্তা কহিলেন—"আমার ঘরের দাস-দাসীরাও শীল পালন করে, উপোসথশীল রক্ষা করে। তুমিও যদি সেই রীতি রক্ষা কর, আমার কাজে নিযুক্ত হইতে পার।"

যাঁর অন্তরে নিহিত আছে শীলপারমীর মহাশক্তি, যাঁর মহান্ অন্তরের অন্তঃস্থলে অঙ্কুরিত হইয়াই আছে শীল, সেই বুদ্ধাঙ্কুর 'শীল' নাম শুনিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আনন্দাতিশর্য্যে, তিনি কহিলেন—"তাহাই চাই প্রভু, তাহাই চাই।"

বোধিসত্ব সেই ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে কাজে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রত্যেক কাজই গৃহ-কর্ত্তার মনঃপূত হইল। আজ উপোসথের দিন। বোধিসত্বের তাহা স্মরণ নাই। কারণ তিনি কেবল প্রভুর মঙ্গল চিন্তায় ব্যস্ত। কোথায়

* গঙ্গামাল জাতকের একাংশ।

কোন্ কাজ উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়া প্রভুর হিতসাধন করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার প্রধান ব্রত। তিনি প্রত্যুষেই আপন কাজে চলিয়া গেলেন। এদিকে ধনাঢ্য পরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এমন কি দাস-দাসী পর্য্যন্ত অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল অধিষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা স্বীয় নির্জন প্রকোষ্ঠে 'শীলানুস্মৃতি' ভাবনায় নিরত। বোধিসত্ত্ব সন্ধ্যার পর কর্মস্থল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার তীব্র ক্ষুধা। দাসী খাদ্য-ভোজ্য উপস্থিত করিল। ভোজনের আসনে বসিয়া তিনি চিন্তা করিলেন—"আজ এমন নিস্তব্ধতা কেন অন্য দিন এখানে কত লোক, কত খাদ্য-ভোজ্যের সমাবেশ, খাও-লও-দাও ইত্যাদি বলিয়া কত সোর গোল। আজ এমন নীরবতা কেন?" ইহার কারণ দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দাসী বলিল— "আজ উপোসথ। সকলেই উপোসথ ব্রত পালন করিতেছেন।" দাসীর কথা শুনিয়া তাঁহার ক্ষুধা যেন চলিয়া গেল। "আমি আহার করিব না, আমিও উপোসথ পালন করিব।" এইরূপ বলিয়া তিনি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। গৃহ-কর্ত্তার সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন—"প্রভো, আজ আমার ভুল হইয়াছে। তাই সকালে উপোসথ গ্রহণ করিতে পারি নাই। এখন অধিষ্ঠান করিলে হইবে কি?" কর্ত্তা বলিলেন—"হাঁ হইবে। তবে অর্দ্ধোপসথই হইবে। ফলও হইবে অর্দ্ধেক।" "অগত্যা তাহাও যথেষ্ট" মনে করিয়া তিনি উপোসথ অধিষ্ঠান করিলেন এবং স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া 'শীলানুস্মৃতি' ভাবনায় মনোনিবেশ করিলেন। সারাদিনের পরিশ্রম, তদুপরি ক্ষুধার তাড়না, তিনি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তথাপি দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন—"জীবন বিনিময়েও বিশুদ্ধ উপোসথ পালন করিতে হইবে।" দ্বিপ্রহর রাত্রে তাঁহার উদরে বেদনা অনুভব করিলেন। ক্রমশঃ বেদনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এবার অসহ্য হইল। তাঁহার কাতরোক্তি কর্ত্তার কর্ণ-গোচর হইল। তিনি আসিলেন রোগীর নিকট। অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, উপবাসই এই রোগের মূল কারণ। তিনি চতুর্মধু* আনিয়া তাহাকে খাইতে দিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব খাইলেন না। ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিলেন—'ইহা খাইলে শীল ভঙ্গ হইবে না।' বোধিসত্ত্ব বলিলেন—"প্রভো, আমার অর্দ্ধোপসথ অখণ্ড-অচ্ছিদ্র ভাবেই রক্ষা করিতে হইবে। জীবন যাইতে পারে, তথাপি কিছু খাইব না।" রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল রোগীর এখন মুমূর্ষ অবস্থা।

* ঘৃত, মাখন, মধু ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিলেই চতুর্মধু নামে অভিহিত হয়।

প্রত্যুষ কাল। বারানসীরাজ নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। রাজৈশ্বর্য্যে সুশোভিত রাজা রাজ-লীলায় প্রাতঃভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমশঃ বোধিসত্বের দর্শন-পথে উপস্থিত হইলেন। বোধিসত্ব দেখিলেন—প্রিয়দর্শন রাজার শ্রীসৌভাগ্য। মোহিত হইলেন তিনি নরপতির গরিমাময় বিভূতি দর্শনে। এহেন সৌভাগ্য লাভের কার না স্পৃহা জাগে? প্রবলা বাসনা জাগ্রত হইল বোধিসত্বের অন্তরে; রাজ্যেশ্বর হইবেন তিনি জন্মান্তরে। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি ছুটিলেন তীব্র বেগে লোকান্তরে, বাঞ্ছিতের সন্ধানে প্রাণ-প্রিয়া তৃষ্ণাকে সঙ্গিনী করিয়া।

মরণাসন্ন কর্ম চেতনা বা তৃষ্ণা প্রবলা শক্তিশালিনী। সেই চেতনাই মানুষকে দেয় জন্মান্তরে প্রতিসন্ধি। **আসন্ন কর্ম** উপোসথ শীলের তেজোময়ী বান্ধবী পুণ্য-শক্তি তৃষ্ণাতুর বুদ্ধাঙ্কুরকে পৌঁছাইয়া দিল বারানসী রাজের প্রধানা মহিষীর সান্নিধ্যে। বোধিসত্ব জন্ম নিলেন পুণ্যবতী রাণীর পুণ্য-গর্ভে। দশমাস পরে ভূমিষ্ঠ হইলেন রাজপুত্র আপন পুণ্য-দীপ্তি নিয়া প্রভাকর উদয়নের সাহচর্য্যে। সুলক্ষণ, সোনার বরণ, সাধনার ধন প্রথম সন্তান দর্শনে উদয় হইল অনুপম আনন্দ রাজ-রাণীর অন্তরে। তথা রাজ-পুরী ও রাজধানীর সকলেরই। তাই রাজ-পুত্রের নাম-করণ হইল **উদয় কুমার**। কুমার লালিত হইল শ্রীসৌভাগ্যের মাধ্যমে। প্রখরা ধীশক্তিমান কুমার অচিরে অর্জ্জন করিলেন বিবিধশাস্ত্রে পারদর্শিতা। জ্ঞান-গরিমায় ও বিচক্ষণতায় পিতার সুযোগ্য পুত্ররূপে সকলের আদৃত হইলেন যৌবনে। কালে পিতার মৃত্যুর পর স্বর্ণ সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন **উদয় কুমার।**

—বৃক্ষ দেবতা—

ভগবান গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশার কাহিনী। তদানীন্তন হিমালয় ছিল তাপসদিগের আবাস ক্ষেত্র। ফল-মূলই ছিল তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। রাত্রি-দিন তাঁহারা কেবল রত থাকিতেন তপস্যায়। সময়ে কেহ কেহ লোকালয়ে আসিতেন লবণাম্বল পরিভোগের ইচ্ছায়। একদা কয়েকজন তাপস কৌশাম্বির দিকে অগ্রসর হইলেন লবণাম্বলের প্রয়োজনে। হিমালয়ের দুর্গম-পথ সারাদিন অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত হইলেন তাঁহারা। অপরাহ্নে উপনীত হইলেন তাঁহারা বন-প্রান্তে প্রকাণ্ড এক বট বৃক্ষের মূলে। বটচ্ছায়ার শীতলতা বড়ই আরাম দায়ক তাহারা বসিলেন তথায়। "বড় পিপাসা। কোথায় পাওয়া যাইবে নির্মল পানীয় জল এবৃক্ষটা বড় পুরাতন।

কোনও সংদেবতা নিশ্চয়ই অবস্থান করিবেন এই বৃক্ষে। তিনি যদি একটু দয়া করেন।" তাপসদের এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইল এক বৃহৎ সরোবর। স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ জল। অত্যাশ্চর্য্য হইলেন তাপসগণ। "আহা, দেবতার দান" বলিতে বলিতে আনন্দ মনে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন সেই সরসীর তীরে। জল পানে প্রথম পিপাসার নিবৃত্তি, তারপর করিলেন অবগাহন-সন্তরণ। এবার শান্তি, পরমা শান্তি লাভ করিলেন তাঁহারা। পুনরায় আসিয়া বসিলেন সেই বটতরুর ছায়ায়। স্নানের পর তীব্র ক্ষুধা অনুভব করিলেন সকলে। "হায় হায়, প্রাণ বুঝি এবার যায়! কী ভীষণ তীব্র ক্ষুধা। কিরূপেই বা করি এক্ষুধার নিবৃত্তি। কীইবা মিলিবে এখানে আহার্য্য দ্রব্য। হে বটবাসী দেবতে, আপনার দয়া অপরিসীম, জল দানে করিয়াছেন পিপাসার নিবৃত্তি, দিয়াছেন পরমা শান্তি, আহার্য্য দানেও করুন আমাদের প্রাণদান। আপনার সকাশে আমাদের এই সানুনয় প্রার্থনা"। তাপসদের প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই দিব্য আহার প্রাদুর্ভূত হইল তাঁহাদের সম্মুখে। কি আশ্চর্য্য কি চমৎকার ব্যাপার!! সানন্দে তাঁহারা আহার করিলেন দেবতার দান-'দিব্য-খাদ্য' জীবনে পান নাই যেই রসের আস্বাদ, তাহাই আজ পাইলেন দেবতার করুণায়। পিপাসার শান্তি, ক্ষুধার নিবৃত্তি, তৃপ্ত হইলেন তাপসগণ, আরামের নিশ্বাস ছাড়িলেন সকলে।

আবার আর একটা স্পৃহা জাগ্রত হইল তাপসদের অন্তরে। একটু স্বচক্ষে দেখিতে চান, তাঁহাদের পরম হিতকারী দয়াশীল দেবতাকে।

"হে কারুণিক দেবতে, অবর্ণনীয় আপনার উপকার, ততোধিক উপকৃত হইব আমরা যদি পাই আপনার দর্শন লাভ।" তাপসদের এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই দেবতা দর্শন দিলেন বটতরুর কাণ্ডের উপরিভাগে দুই বৃহৎ শাখার অন্তরে। দেবতার দিব্য-জ্যোতিঃ আলোকিত করিল বন বনান্তর। রূপশ্রী-মণ্ডিত কান্তিময় শরীর কী অপরূপ! "আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য হে দেবতে এহেন ঋদ্ধিময় দুর্লভ দেবজন্ম লাভ করিলেন কোন্ পুণ্য-প্রভাবে, তাহা জানিবার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে আমাদের অন্তরে।" তাপসদের এই উক্তির প্রত্যুত্তরে কহিলেন দেবতা—"তাহা নাইবা শুনিলেন, আমার সেই আকিঞ্চিৎ পুণ্যের কথা। আমার বড় লজ্জা হয়, সেই তুচ্ছ পুণ্যের বিবৃতি দিতে "হে পুণ্যবান দেবতে, লজ্জার কীইবা আছে তাতে, আমরা শুনিতে চাই আপনার সেই পুণ্য-কাহিনী। যার প্রভাবে আপনার লব্ধ এই দেদীপ্যমান দিব্য

দেহ, অনুপম জ্যোতিঃ—ঋদ্ধি” তাপসদের এমন অনুরোধ কি এড়াইতে পারেন সেই সদাশয় দেবতা ? দেবতা আরম্ভ করিলেন তাঁহার সৌভাগ্য দায়ক সেই পুণ্যের কাহিনী।

“বড় দূরে নয়, সেদিনকার কথা। শ্রাবস্তীর সুদত্ত বড় ভাগ্যবান লোক। অতি মহান তাঁহার অন্তর। দুস্থ-অনাথদের পিতা-মাতা সদৃশ তিনি। অনাথ-দিগকে নিত্য অন্নদানের ব্যবস্থা আছে তাঁহার অন্নসত্রে। তাই তিনি “অনাথাপিণ্ডক” নামেই পরিচিত। তিনি বড়ই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। গৌতম বুদ্ধের তিনি প্রধান ভক্ত দায়ক।” তখন আশ্চর্যাস্বরে বলিয়া উঠিলেন তাপসগণ “কি বলিলেন দেবতে! ভগবান গৌতম বুদ্ধ! বুদ্ধ নাম ও জগতে বড়ই দুর্লভ। তবে কি বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন! অহো বুদ্ধ! অহো বুদ্ধ!” বলিতে বলিতে করপুট ললাটে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন তাপসগণ সেই বুদ্ধের উদ্দেশ্যে। “বড়ই চমৎকার! বড়ই চমৎকার বলুন, বলুন দেবতে, তারপর কি হইল।” তাপসদের বিস্ময়-সূচক বানীর অবসানে আবার আরম্ভ করিলেন দেবতা। “অনাথ পিণ্ডিক স্রোতাপন্ন, ত্রিরত্নের উপাসক। তিনি পরম শীলবান, সযত্নে পালন করেন উপোসথশীল। আশ্চর্য্যের বিষয়, দুগ্ধ পোষ্য শিশুর দ্বারাও উপোসথ রক্ষা করান দুধের পরিবর্ত্তে চতুর্মধু সেবন করাইয়া। দাস-দাসী-চাকর-চাকরানী সকলকেই উপোসথ পালন করিতে হইবে, ইহাই সেই পরিবারের রীতি। অনাথ পিণ্ডিকের একজন চাকর ছিল বড়ই সুবাধ্য। এক উপোসথ দিবসে সুবাধ্য চাকরটি গেল দূরে জমিন চাষ দিতে। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল পরিবারস্থ সকলেই উপোসথিক। সে কেবল অনুপোসথিক থাকিবে কেন? ইহাই তাঁহার অন্তরের দুঃখ। অভুক্ত অবস্থাতেই সে অধিষ্ঠান করিল অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল। এই উপোসথ যদিওবা হইল “অর্দ্ধোপসথ।”

রাত্রি দ্বিপ্রহর। সকলেই নিদ্রিত। কেবল নিদ্রা নাই এই চাকরটির। একেত কর্ম-ক্লান্ত সে, তদুপরি অনশন। তাঁহার উদরে যন্ত্রণা অনুভব করিল। ক্রমশঃ যন্ত্রণা বলবৎ হইল। অনাথ পিণ্ডিক তাহাকে সেবন করিতে বলিলেন চতুর্মধু। সে অনিচ্ছুক। কারণ অর্দ্ধোপোসথ উত্তমরূপে রক্ষা করিবে সে, এটাই তার পণ। পরিশেষে মৃত্যুকে বরণ করিয়া নিল সেই দৃঢ়চেতা চাকরটি, বিশুদ্ধ উপোসথ শীলে করিল আত্মশুদ্ধি। শীলবান ব্যক্তিই লাভ করে সুগতি ভোগৈশ্বর্য্য-অনুত্তর শান্তি-সুধা। আমিই ছিলাম অনাথ পিণ্ডিকের সেই সুবাধ্য চাকর। আমি বড় মন্দভাগা, পূর্ণ উপোসথ পালন করিলে আমার গতি হইত

উর্দ্ধতম দেবলোকে।" এতদূর বলিয়া দেবতা অন্তর্হিত হইলেন। "উপোসথ পালনের অচিন্তনীয় ফল," ইহা চিন্তা করিতে করিতে তাপসগণ অগ্রসর হইলেন বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছায়।

—মিথ্যাজীব সমথ অষ্টশীল ও দশ সুচরিত শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা—

পঞ্চশীল গৃহীদের নিত্য পালনীয় শীল। ততোধিক পুণ্যকামী শ্রদ্ধাবান কেহ যদি ইচ্ছা করেন, "মিথ্যাজীব সমথ অষ্টাঙ্গ শীল" অথবা দশসুচরিত শীল পালন করিতে পারেন। অবশ্য এখানে উপোসথশীল পালনে অক্ষম ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। ব্রত গ্রহণে অন্তরে স্বতই একটা পবিত্রতা আসিয়া পড়ে। তদ্ধেতু মনীষীরা এই উভয়বিধ শীলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন। বুদ্ধের প্রদর্শিত নীতি পালনে মঙ্গল, লঙ্ঘনে অমঙ্গল স্বতঃসিদ্ধ। সত্য-ব্রতের মাধ্যমে বিকাশ প্রাপ্ত হয় ভদ্রতা-সভ্যতা, আরও বহুবিধ সৎগুণাবলী। তৎসঙ্গে সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হয় পঞ্চশীল। পরম হিতাবহ সেই দ্বিবিধশীল নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

—মিথ্যাজীব শমথ অষ্টশীল—

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি। ২। অদিন্নাদানা বেরমণী…। ৩। কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণী…। ৪। মুসাবাদা বেরমণী…। ৫। সুরা মেরেয়-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা বেরমণী… ।৬। পিসুন-বাচা, ফরুসবাচা বেরমণী …। ৭। সম্ফপ্পলাপা বেরমণী…। ৮। মিচ্ছা জীব বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

বঙ্গার্থঃ—১নং হইতে ৫নং পর্য্যন্ত পঞ্চশীলের ব্যাখ্যার ন্যায়। ৬। পরস্পর বিচ্ছেদজনক ভেদবাক্য, কর্কশ ও নিন্দা তিরস্কারাদি পরের মনোকষ্ট দায়ক বাক্য ভাষণ হইতে বিরত হইব। ৭। সম্প্রলাপ বা যাহাতে বক্তা ও শ্রোতার কোনই উপকার হয় না, তেমন বৃথা-বাক্য ভাষণ হইতে বিরত হইব…। ৮। মিথ্যাজীব অর্থাৎ অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশা ও বিষ, এই পঞ্চ বাণিজ্য সংক্রান্ত অসদুপায়ে জীবন যাপন হইতে বিরত হইব; এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

— দশ সুচরিত শীল —

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি। ২। অদিন্নাদানা …। ৩। কামেসু মিচ্ছাচারা… ৪। মুসাবাদা…। ৫। সুরা-মেরেয়-মজ্জ-পমাদট্ঠানা…। ৬। পিসুনায় বাচায়, ফরুসায় বাচায়…। ৭। সম্ফপ্পালাপা…। ৮। অভিজ্ঝায়…। ৯। ব্যাপাদা…। ১০। মিচ্ছাদিট্‌ঠিয়া বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

বঙ্গার্থঃ—১নং হইতে ৭নং পর্যন্ত মিথ্যাজীব বর্জিত অষ্ট শীলের ব্যাখ্যার ন্যায়। ৮। পরের সম্পত্তিতে লোভ ও তাহা স্বীয় আয়ত্তে আনিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইব। ৯। পরের প্রতি হিংসা, ক্রোধ অর্থাৎ মনে মনেও অন্যের অনিষ্ট চিন্তা ও অন্যের প্রতি শত্রুতাভাব পোষণ হইতে বিরত হইব। ১০। মিথ্যাদৃষ্টি (ভ্রান্ত ধারণা) হইতে বিরত হইব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

— গৃহী দশ শীল —

১। পানাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি। ২। অদিন্নাদানা …। ৩। অব্রহ্মচরিয়া…। ৪। মুসাবাদা…। ৫। সুরা-মেরেয়-মজ্জ-পমাদট্ঠানা…। ৬। বিকাল ভোজনা…। ৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্সনা…। ৮ মালা-গন্ধ-বিলেপণ-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসনট্ঠানা …। ৯। উচ্চাসয়ন-মহাসয়না…। ১০। জাতরূপ-রজত পটিগ্গহণা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

বঙ্গার্থঃ—১নং হইতে ৯নং পর্যন্ত অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীলের ব্যাখ্যার ন্যায়। ১০। স্বর্ণ-রৌপ্য, প্রচলিত টাকা পয়সা প্রতিগ্রহণ হইতে বিরত হইব। এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। ("গৃহী-দশ শীল" প্রতিপালন করা গৃহীদের শ্রদ্ধা ও উৎসাহের উপরই নির্ভর করে।)

— প্রব্রজ্যা দশ শীল —

১। পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং…। ২। অদিন্নাদানা…। ৩। অব্রহ্মচরিয়া…। ৪। মুসাবাদা…। ৫। সুরা-মেরেয়-মজ্জ-পমাদট্ঠানা…। ৬। বিকাল ভোজনা…। ৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসু-

কদস্সনা··· । ৮। মালা-গন্ধ-বিলোপন-ধারণ-মণ্ডণ-বিভূসনট্‌ঠানা··· । ৯। উচ্চাসয়ন মহাসয়না··· । ১০। জাতরূপ-রজত পটিগ্‌গহণা বেরমণী সিক্‌খাপদং। "ইমানি পব্বজ্জা সামনের দসসিক্‌খাপদানি সমাদিয়ামি। দুতিয়াম্পি···ততিয়াম্পি··· ।

বঙ্গার্থ:—এই প্রব্রজ্যা দশশীলের ব্যাখ্যাও গৃহী দশশীলের ব্যাখ্যার অনুরূপ জ্ঞাতব্য। এই প্রব্রজ্যাশীল প্রত্যেকটি "সিকখাপদং" পর্য্যন্ত বলিয়া, সর্বশেষে "ইমানি পব্বজ্জা সামণের দসসিক্‌খাপদানি সমাদিয়ামি" এই পদটি ২য়-৩য় বার বলিলে প্রব্রজ্যাশীল গ্রহণ করা হয়। উক্ত পদের অর্থ প্রব্রজিত **শ্রামণের প্রতিপাল্য** এই দশ প্রকার শিক্ষাপদ আমি গ্রহণ করিতেছি।"

—চারি পরিশুদ্ধি শীল—

প্রাতিমোক্ষ সংবর, ইন্দ্রিয় সংবর, আজীব পরিশুদ্ধি ও প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল ভেদে শীল চারি প্রকার।

১। **প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল**—এই প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল চারিত্র ও বারিত্র ভেদে দুই প্রকার। চারিত্র শীল—চৈত্য, বোধিঘর ও উপোসথাগারাদি মেরামত করা। উক্ত স্থান সমূহ সম্মার্জ্জন করা। তৃণ, পত্র, আবর্জ্জনা ও শেলাই কর্মে যদি ময়লা হয়, তাহা নিজে হউক অথবা অপরের দ্বারা হউক পরিষ্কার করা। রুগ্ন, বৃদ্ধ, শীলবান ও গুণবানদের পরিচর্য্যা করা। আচার্য্য ও শীলবানদিগকে দিবসে তিনবার বন্দনা করা। লব্ধ খাদ্য-ভোজ্য আশ্রিতদিগকে দিয়া ভোজন করা। পঠিত ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করা ও তাহা ধর্মধারিদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের অভিমত গ্রহণ করা। সুন্দররূপে পরিমণ্ডলাকারে ও সুপ্রতিচ্ছন্ন ভাবে চীবর পরিধান ও গায়ে দেওয়া এবং খাদ্য-ভোজ্য এমন কি সামান্য জলও প্রত্যবেক্ষণ বলিয়া যথাবিধানমতে পরিভোগ করা। এই সমস্ত ব্রত—প্রতিব্রত রক্ষা করার নাম **"চারিত্র শীল"**

"ইহা করা উচিত নহে" বলিয়া ভগবান যাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং অকরণীয় বিষয় যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সমস্ত শিক্ষাপদ এবং দশ অকুশল বর্জ্জন ও দশ কুশল কর্ম আচরণ ইত্যাদি সমস্ত শীল পরিপূর্ণ করার নাম **"বারিত্র শীল"**।

২। **ইন্দ্রিয় সংবরশীল**—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম * এই ষড়্‌বিধ আরম্মণের প্রতি শুভচিন্তায় উৎপন্ন কাম-ইচ্ছা; অপরের অনিষ্টকর চিন্তায় উৎপন্ন হিংসা ও বিপরীত চিন্তা দ্বারা উৎপন্ন প্রমাদ ভাব; এই সমস্ত ক্লেশচোর বা পাপশত্রু। এসব পাপশত্রু যাহাতে অন্তরে স্থান না পায়, তাহার উপায় স্বরূপ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনোদ্বার বন্ধ করিতে হইবে। ষড়্‌দ্বারের কবাট হইল স্মৃতি, প্রজ্ঞা হইল পাপ শত্রু ধ্বংসকারী সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র। অতএব স্মৃতি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে সতর্কতার সহিত ষড়েন্দ্রিয়কে দমন করার নাম—**ইন্দ্রিয় সংবরশীল**।

৩। **আজীব পরিশুদ্ধি শীল** —কায়-বাক্য সম্পাদিত প্রণীঃত্যাদি সপ্তবিধ অকুশল কর্ম, কুহক বা ইন্দ্রজাল ও ছলনাপূর্ণ অলিকবাক্য ইত্যাদি গর্হিত উপায়ে লাভ-সৎকার উৎপাদনে বিরত থাকিয়া ধর্মতঃ লব্ধ চর্তুপ্রত্যয়ে জীবিকা নির্বাহ করার নাম—"**আজীব পরিশুদ্ধি শীল**"।

তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে- প্রতিদান পাইবার আশায় গৃহীকে গাছ, বাঁশ, ফল; ফুল, সাবান, স্নান-জল, মুখ ধুইবার জল, মৃত্তিকা, দন্ত ধাবন-কাষ্ঠাদি দিবে না। পরিবর্ত্তন কর্ম,সত্য-মিথ্যা ভাষণ দ্বারা মন তুষ্টি করা, ভিটা গণনাদি তন্ত্রবিদ্যায় রত হওয়া, গৃহীদের সংবাদ আদান প্রদান, কোনদিকে যাইবার সময় সংবাদ নিয়া যাওয়া, দানের ইচ্ছা না থাকিলে ও জোরে তাহা আদায় করিয়া লওয়া, গৃহীর মন তুষ্টির জন্য আহার্য্য বস্তু ছেলেদের হাতে দেওয়া, চিকিৎসা কর্ম, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা লাভোৎপাদন, অদ্ভুত কার্য্য বা লীলা দেখান, অমূলক ব্যখ্যা করা ও কুহকের বশবর্ত্তী হওয়া। বুদ্ধের ঘৃণিত ও বর্জ্জিত এই একুশ প্রকার কুলদূষক বিষয় আচরণে উৎপন্ন লাভসৎকার সর্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

৪। **প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল**—ধর্মতঃ উৎপন্ন চারি প্রত্যয়ে লোভ, দ্বেষ ও মোহ উৎপাদন না করা, অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া এবং অধিক লাভের ইচ্ছায় যাচ্ঞা না করা, ইহাকেই বলে প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল।

উক্ত নিয়মে চারি সংবর শীলের সংক্ষেপার্থ জ্ঞাত হইয়া গৃহী বা প্রব্রজিত-গণ যথাবিহীত শীল সমূহ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। নরনারী-মাত্রেই নিত্য পঞ্চশীল, উপোসথ দিবসে অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল, অথবা দশশীল রক্ষা করিয়া আত্ম-জীবন বিশুদ্ধ ও পুণ্যময় করা প্রয়োজন।

* ধর্ম বলিলে এখানে ছয় নীবরণ অর্থাৎ কামছন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যান-মিদ্ধ, ঔদ্ধত্য, কৌকৃত্য, বিচিকিৎসা ও অবিদ্যা ইত্যাদি চিত্তের অকুশল চেতনাই বুঝিতে হইবে।

—দশ কুশল কর্ম পথ—

১। পানাতিপাতা বেরমণী, ২। অদিন্নাদানা বেরমণী, ৩। কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী, এই তিনটি কায়িক কুশল কর্মপথ। ৪। মুসাবাদা বেরমণী, ৫। পিসুনায় বাচায় বেরমণী, ৬। ফরুসায় বাচায় বেরমণী, ৭। সম্ফপ্পলাপা বেরমণী, এই চারিটি বাচসিক কুশল কর্ম পথ। ৮। অভিজ্ঝায় বেরমণী, ৯। ব্যাপাদা বেরমণী, ১০। মিচ্ছাদিট্‌ঠিয়া বেরমণী, এই তিনটি মানসিক কুশল কর্মপথ।

বঙ্গার্থ - ইহার ব্যাখ্যা দশসুচরিত শীলের ব্যাখ্যার অনুরূপ। এই দশকুশল কর্মপথের বৈপরীত্যই দশ অকুশল কর্মপথ নামে কথিত হয়।

—শীল গ্রহণ ও দানের বিধান—

যে কোন দায়ক দায়িকা উক্ত শীল সমূহের মধ্যে যে কোন প্রকারের শীল গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে, তাঁহারা ভিক্ষুর সম্মুখে শান্তচিত্তে উৎকুটিক অবস্থায় উপবেশন করিয়া (প্রার্থনা পর্বে লিখিতানুযায়ী মনোনীত শীল, তিনবার প্রার্থনা করিবেন। তখন ভিক্ষু বলিবেন—**"য়মহং বদামিতং বদেহি।"** শীল গ্রহণকারী একজনের অধিক হইলে, বহুবচনে **"বদেথ"** বলিবেন। দায়ক **"আমভন্তে"** বলিয়া বন্দনা করিবেন। তৎপর ভিক্ষু বলিবেন— **"নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স"** গৃহী উহা তিনবার বলিবেন। তৎপর ভিক্ষু— **"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি"** ইত্যাদি শরণ-পর্বোক্ত ত্রিশরণের এক একটি শরণ পৃথক করিয়া বলিবেন। গৃহীও ভিক্ষুর মুখে মুখে বলিবেন। "দুতিয়ম্পি-ততিয়ম্পি" বশে ত্রিশরণ বলা শেষ হইলে, ভিক্ষু বলিবেন— **"তিসরণ গমনং সম্পুন্নং।"** গৃহী **"আমভন্তে,"** বলিয়া বন্দনা করিবেন। তদনন্তর ভিক্ষু শীল-পর্বে লিখিতানুসারে শীল এক একটি বলিবেন। গৃহীও তাহা ভিক্ষুর মুখে মুখে বলিবেন। পঞ্চশীল বলা শেষ হইলে, ভিক্ষু—**"তিসরনেন সদ্ধিং পঞ্চসীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেতব্বং।"** এইরূপে পঞ্চশীল গ্রহণ কারীকে বলিবেন। অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল গ্রহণকারীকে "পঞ্চসীলং" স্থানে **অট্‌ঠঙ্গ সমন্নাগতং উপোসথ সীলং"** মিথ্যাজীব শমথশীল গ্রহণকারীকে **"মিচ্ছাজীব সমথসীলং"** দশ সুচরিত শীল গ্রহণকারীকে **"দস সুচরিতসীলং"** দশশীল গ্রহণকারীকে **"দসসীলং"** প্রব্রজ্যাশীল গ্রহণকারীকে **"পব্বজ্জা**

সামণের দসসীলং" ইত্যাদি যথানিয়মে বলিবেন। শীল গ্রহণকারী **"আম ভন্তে,"** বলিয়া বন্দনা করিবেন। ভিক্ষু ও গৃহীর এই বিধানানুসারে শীল প্রদান ও গ্রহণ করিতে হয়।

—ধুতাঙ্গ শীল—

অল্পইচ্ছা ও যথালাভে সন্তুষ্টিগুণযুক্ত শীলই ধুতাঙ্গশীল। এই ধুতাঙ্গশীল অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি ও তৃষ্ণাদির লঘুতা সম্পাদনকারী ইহা প্রবিবেকমুক্ত, বীর্য্যারম্ভ ও সুভরতাদি গুণ-সলিল দ্বারা দুঃশীল-মল বিধৌত করিয়া সুপরিশুদ্ধ শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করায়। তদ্ধেতু ভগবান সম্যক্‌সম্বুদ্ধ লোকামিশ পরিত্যাগে মনোযোগী দেহ ও জীবনের প্রতি অনপেক্ষ নির্বাণকামী ভিক্ষুদের জন্য ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গশীলের অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এই সমস্ত ধুতাঙ্গশীল ভগবান বুদ্ধের সম্মুখেই গ্রহণ করিতে হয়। বুদ্ধের পরিনির্বানের পর মহাশ্রাবকগণের মধ্যে যে কাহারও নিকট উপস্থিত হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। মহাশ্রাবক না থাকিলে, খীনাশ্রব অরহত অথবা যে কোন অনাগামী, সকৃদাগামী, স্রোতাপন্ন, ত্রিপিটকধারী, দ্বিপিটকধারী, কোনও একজন সঙ্গীতিকারক, কোনও একজন ধর্মধারী বা কোনও একজন অট্ঠকথাচার্য্যের নিকট গ্রহণ করিতে হয়। তদাভাবে ধুতাঙ্গধারীদের নিকট, তাহারও অভাবে চৈত্য অথবা বুদ্ধ মূর্ত্তির সম্মুখে উৎকুটিক আসনে উপবেশন করিয়া বুদ্ধে[redacted]ট বলার ন্যায় ধুতাঙ্গশীল গ্রহণ বা অধিষ্ঠান করিতে হয়।

—ধুতাঙ্গশীল গ্রহণের বিধান—

১। গহপতি দান চীবরং পটিক্খিপামি, পংসুকূলিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

২। চতুত্থক চীবরং পটিক্খিপামি, তে চীবরিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

৩। অতিরেক লাভং পটিক্খিপামি, পিণ্ডপাতিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

৪। লোলুপ্পচারং পটিক্খিপামি, সপদানচারিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

৫। নানাসন ভোজনং পটিক্খিপামি, একাসনিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

৬। দুতিয়ক ভাজনং পটিক্খিপামি, পত্তপিণ্ডিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

৭। অতিরেক ভাজনং পটিক্খিপামি, খলুপচ্ছাভত্তিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

৮। গামন্ত সেনাসনং পটিক্খিপামি, অরঞ্ঞিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

৯। ছন্নং পটিক্খিপামি, রুক্খমূলিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

১০। ছন্নঞ্চ রুক্খমূলঞ্চ পটিক্খিপামি, অব্ভোকাসিকঙ্গং সমাধিয়ামি।

১১। ন সুসানং পটিক্খিপামি, সোসানিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

১২। সেনাসন লোলুপ্পং পটিক্খিপামি, যথাসন্থতিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

১৩। সেয়্যং পটিক্খিপামি, নেসজ্জিকঙ্গং সমাদিয়ামি।

এই ত্রয়োদশ প্রকার ধুতাঙ্গশীল প্রত্যেকটি তিন-তিনবার বলিয়া গ্রহণ বা অধিষ্ঠান করা হয়।

—ধুতাঙ্গশীল রক্ষার বিধান ও অর্থ—

প্রত্যেকটি ধুতাঙ্গশীল কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহার বিধানবলী নম্বর পর্য্যায়ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে।

১। শ্মশানিক, আপণিক, পথে পরিত্যক্ত, আবর্জ্জনায়, গর্ভমল মাখানো, স্নান করিয়া পরিত্যক্ত, স্নান-ঘাটে পরিত্যক্ত, শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পরিত্যক্ত, অগ্নি-দগ্ধ, গরু-চর্বিত, উই-পোকা ও ইঁদুর দ্বারা বিনষ্ট, দসিছিন্ন, পার্শ্বছিন্ন, ধ্বজা, পুজার, শ্রমণ চীবর, অভিষেক, ঋদ্ধিময়, পথে প্রাপ্ত, বায়ুদ্বারা নীত দেব প্রদত্ত ও সামুদ্রিক বস্ত্রাদির মধ্যে যে কোন সংগৃহীত বস্ত্রের জীর্ণ-শীর্ণ অংশ ত্যাগ করিয়া, শক্ত অংশের দ্বারা চীবর প্রস্তুত করিতে হয়। এই প্রকারে নির্মিত চীবরই 'পাংশুকুল' চীবর নামে অভিহিত। যাঁহারা পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ত্যাগ করিয়া ঐ পাংশুকুল চীবরই ব্যবহার করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত গৃহী-প্রদত্ত গামছাও ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

বিস্তৃতার্থ—**শ্মশানিক** শ্মশানে পরিত্যক্ত বস্ত্র। **আপনিক**-দোকানের সম্মুখে পরিত্যক্ত বস্ত্র। **পথে পরিত্যক্ত**— "কোন পাংশুকুলিক ভিক্ষু ইহা গ্রহণ করুক" এই মনে করিয়া কোন পুণ্যকামী নর-নারী গৃহের জানালা-পথে রাস্তায় নিক্ষিপ্ত বস্ত্র। **আবর্জ্জনায়**—আবর্জ্জনা ত্যাগের স্থানে আবর্জ্জনার সঙ্গে পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড। **গর্ভমল মাখানো**—গর্ভমল মুছিয়া পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড। **স্নান করিয়া পরিত্যক্ত**—ভূত-বৈদ্যগণ স্নানান্তে "ইহা পাপ-বস্ত্র" এই মনে করিয়া সিক্ত স্নান-বস্ত্রখানি তথায় ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। **শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পরিত্যক্ত**—মনুষ্যগণ শ্মশানে শব দাহের পর স্নান করে। তন্মধ্যে কেহ কেহ স্নান-বসন সেখানেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। **অগ্নিদগ্ধ**—অগ্নিদ্বারা অর্দ্ধদগ্ধ বস্ত্র। কোন কোন মনুষ্য এইরূপ অর্দ্ধদগ্ধ বস্ত্র অপবিত্র মনে

করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। **গরু চর্বিত**—কোন কোন গরু বস্ত্র পাইলে, তাহা চর্বণ করে, তাই উহা ব্যবহারের অযোগ্য হয়, সুতরাং তাহা লোকেরা ত্যাগ করে। **উই-পোকা ও ইঁদুর দ্বারা বিনষ্ট**—উই-পোকা ও ইঁদুর দ্বারা বস্ত্রাদি বিনষ্ট হইলে তাহাও লোকেরা অশুচি মনে করিয়া ত্যাগ করে। **দসিচ্ছিন্ন**—বস্ত্রের দসি বা ঝালর ছিন্ন হইলেও কোন কোন বিলাসী ব্যক্তি সেই বস্ত্র ফেলিয়া দেয়। **পার্শ্বছিন্ন**—জীর্ণ হইয়া বস্ত্রের পার্শ্বদেশ ছিন্ন হইলে কেহ কেহ তাহাও ফেলিয়া দেয়। **ধ্বজা**—কোন কোন নাবিক বা নৌযাত্রিগণ নৌকায় আরোহণ করিবার সময় মঙ্গল কামনায় নৌ-ঘাটে বস্ত্রের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া যাত্রা করে। নৌকা বহুদূরে চলিয়া গেলে অর্থাৎ ধ্বজা নৌকা-আরোহিদের দৃষ্টি-পথের অতীত হইলেই পাংশুকুলিক ভিক্ষু ঐ ধ্বজার বস্ত্র খুলিয়া লইতে পারে। যুদ্ধ-ভূমিতে যেই ধ্বজা দেওয়া হয়, তাহাও উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী প্রস্থান করিলে গ্রহণ করিতে পারে। **পূজার**—বল্মীকাদি যে কোন উচ্চস্থান, যেই বস্ত্রের দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া পূজা করা হয়, সেই বস্ত্র। **শ্রমণ চীবর**—কোন ভিক্ষুর পরিত্যক্ত চীবর। **অভিষেক**—রাজার অভিষেক স্থানে পরিত্যক্ত বস্ত্র। **ঋদ্ধিময়**--পূর্বজন্মে "অট্‌ঠপরিকৃখার" দানের ফলে ইহজন্মে উৎপন্ন ঋদ্ধিময় চীবর। **পথে প্রাপ্ত**—পথিমধ্যে ভুলক্রমে পতিত বা ফেলিয়া যাওয়া কাহারও বস্ত্র। এইরূপ বস্ত্র পাইলে, তাহা কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর "এই বস্ত্র কাহার, এই বস্ত্র কাহার" এইরূপ তিনবার বলিয়া স্বত্বাধিকারী কাহাকেও না দেখিলে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করিতে হয়। **বায়ুদ্বারা নীত**—বায়ু উৎক্ষিপ্ত হইয়া বহু দূরে নিক্ষিপ্ত বস্ত্র; বস্ত্র-স্বামী তাহার খোঁজ না পাইলে, তাহাও গ্রহণ করা উচিত। **দেবপ্রদত্ত**—দেবতা যদি বস্ত্র প্রদান করে। **সামুদ্রিক**—সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে তীরে উত্থিত বস্ত্র-খণ্ড।

পাংশুকুলিক ত্রিবিধ। যথা—উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু। যাঁহারা শুধু শ্মশান হইতে সংগৃহীত বস্ত্রে চীবর প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে **'উৎকৃষ্ট** পাংশুকুলিক' ধুতাঙ্গধারী বলা হয়। "প্রব্রজিতগণই এই বস্ত্র বা চীবর গ্রহণ করুক" এই মনে করিয়া কোন দায়ক চীবর বা বস্ত্র পথিমধ্যে ধূলীবালুতে রাখিয়া গেলে, যাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন এবং পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান করিয়া ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে **'মধ্যম** পাংশুকুলিক' ধুতাঙ্গধারী বলা হয়। কোন ভিক্ষু পথ চলিবার সময় দায়ক যদি ঐ ভিক্ষু দেখেমত তাঁহার পাদমূলে চীবর বা বস্ত্র ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, ভিক্ষুও তাহা গ্রহণ করেন,

এবং পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গের বিধানানুসারে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে **'মৃদু** পাংশুকুলিক' ধুতাঙ্গধারী বলা হয়। গৃহী প্রদত্ত যে কোন চীবর বা বস্ত্র স্বীয় রুচিবশে গ্রহণ করা মাত্রেই **"পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গ"** ব্রত ভগ্ন হইয়া যায়।

২। যাঁহারা ত্রৈচীবরিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা চীবর ব্যতীত যে কোন শ্বেত বস্ত্র দান পাইলে, সূচ-সূতার অভাবে অথবা অসুস্থতা নিবন্ধন চীবর প্রস্তুত করিতে না পারিলে, তাহা কিছুদিন স্বীয় আয়ত্তে রাখা যায়। সেই বস্ত্রে চীবর প্রস্তুত ও রং করা হইলে, তাহা আর নিজের আয়ত্তে রাখিতে পারে না। ঐ অধিষ্ঠিত চীবরের মধ্যে যেই চীবরখানা নিতান্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া নূতন প্রস্তুত চীবরখানা অধিষ্ঠান করার পর পুনরায় বিধানমতে ত্রৈচীবরিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ না করিয়া যাহারা চীবরখানা স্বীয় আয়ত্তে রাখিয়া দেয়, তাহাদিগকে ধুতাঙ্গ চোর বলা হয়। ত্রিচীবর ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষুগণ সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস, এই চীবর তিনটি ব্যতীত অন্য কোন চীবর স্বীয় আয়ত্তে রাখিতে পারে না। অংশবন্ধনী ব্যবহার করিতে হইলে, প্রস্থে এক বিঘত এবং দীর্ঘে তিন হাত এই পরিমাপের বস্ত্রখণ্ড অংশবন্ধনীরূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। শয়নাসনে বিছানার চাদরাদি দান পাইলে তাহাতে শয়ন ও উপবেশন করিতে কোন আপত্তি নাই। ত্রৈচীবরিক ধুতাঙ্গধারিগণ চতুর্থ চীবর দান গ্রহণ করা মাত্রই ত্রিচীবর ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়।

যাঁহারা উৎকৃষ্ট ধুতাঙ্গ রক্ষা করিবেন, তাঁহারা স্বীয় চীবরে রং করিবার সময় প্রথমে উত্তরাসঙ্গ পরিধান ও গায়ে দিয়া অন্তর্বাস রঞ্জিত করিবেন। তৎপর অন্তর্বাস পরিধান করিয়া ও সঙ্ঘাটি গায়ে দিয়া উত্তরাসঙ্গ রঞ্জিত করিবেন। তদনন্তর উত্তরাসঙ্গ গায়ে দিয়া সঙ্ঘাটি রং করিবেন। সঙ্ঘাটি পরিধান করিবেন না।

যাঁহারা মধ্যম ত্রৈচীবরিক ধুতাঙ্গ রক্ষা করিবেন, তাঁহারা রং পাক করিবার গৃহে যে চীবর থাকে, তাহা পরিধান করিয়া ও গায়ে দিয়া স্বীয় ত্রিচীবর রং করিতে পারেন।

যাঁহারা মৃদু ত্রিচীবরিক ধুতাঙ্গ রক্ষা করিবেন, তাঁহারা সঙ্গী ভিক্ষুদের চীবর পরিধান করিয়া ও গায়ে দিয়া নিজের ত্রিচীবর রং করিবেন। ত্রৈচীবরিক ধুতাঙ্গধারিগণ দীর্ঘ-প্রস্থে এক মুষ্টি ও এক বিঘত পরিমাণ বস্ত্রখণ্ডই গামছারূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

৩। যাঁহারা পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা যে কোন সঙ্ঘ দান, উদ্দেশিক দান, নিমন্ত্রণ, পালাক্রমে দান, পাক্ষিক দান, উপোসথ দিবসের দান, প্রতিপদ দিবসের দান, আগন্তুক দান, সময়ে দান, রুগ্নকালে দান, রোগীর সেবকোদ্দেশ্যে দান, বিহারে প্রস্তুত খাদ্য-ভোজ্য দান, নিত্য দান ও পালাক্রমে ভিক্ষা; এই চতুর্দ্দশ প্রকারের অন্নাদি খাদ্য-ভোজ্য দান গ্রহণ করিবেন না পিণ্ডাচরণ বা ভিক্ষা করিয়াই ভোজন করিতে হইবে। যদি কেহ "আমাদের সংঘ দানাদির দান গ্রহণ করুন" এইরূপ না বলিয়া "অমুকদিন সংঘ আমাদের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। সুতরাং আপনিও ঐ দিবস আমাদের গৃহে গিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন।" এইরূপ বলিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভিক্ষায় বাহির হইয়া ঐ গৃহ হইতেও ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।

এই পিণ্ডপাতিক ধুতাংগ উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু ভেদে ত্রিবিধ। যাঁহারা 'উৎকৃষ্ট' পিণ্ডপাতিক ধুতাংগ পালন করিবেন, তাঁহারা সম্মুখ হইতে বা পশ্চাৎ হইতে আনিত ভিক্ষার দানীয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন। ভিক্ষু গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইলে, গৃহী সেই ভিক্ষু হইতে পাত্র গ্রহণ করিয়া দানীয় বস্তু প্রদানান্তে পাত্র পুনরায় ভিক্ষুকে আনিয়া দিলে, ভিক্ষু তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। "ভিক্ষা পাইব না" এই মনে করিয়া গৃহ-দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় ভিক্ষা আনিতেছে দেখিলে অথবা দায়ক ইংগিত করিলে, পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া সেই আনিত ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। তবে সেইখানে বসিয়া থাকিয়াই বা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন না।

যাঁহারা 'মধ্যম' পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গ পালন করিবেন, তাঁহারা প্রয়োজন হইলে গ্রামে বসিয়াও ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। তবে তৎপর দিনের জন্য তথায় ভিক্ষায় আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না।

যাঁহারা 'মৃদু' পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গ পালন করিবেন, তাঁহারা তৎপর দিবসের জন্যও তথায় ভিক্ষায় আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। তবে এই উভয়বিধ পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষু সেচ্ছাবাসে সুখ লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধুতাঙ্গধারিগণ স্বাধীনবাসে সুখ লাভ করিতে পারেন।

৪। সপদানচারিক ধুতাঙ্গ রক্ষাকারিগণ ভিক্ষাচরণে বিহার হইতে বাহির হইয়া গ্রামদ্বারে উপস্থিত হইবেন। তথায় স্থিত হইয়া সেই রাস্তা নিরাপদ কিনা, তাহা লক্ষ্য করিবেন। সেই রাস্তা বা গ্রাম যদি নিরাপদ না হয়, তাহা হইলে সেইস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইবেন।

যেই গৃহে, রাস্তায় বা গ্রামে ভিক্ষা লাভ না হয়, 'তাহা গ্রাম নয়' এই চেতনায় গমন করিবেন। যে সব গৃহে ভিক্ষা লাভ করা যায়, তেমন গৃহসমূহ বাদ দিয়া যাইতে নাই। পথিমধ্যে কেহ পাত্র গ্রহণ করিয়া দানীয় বস্তু প্রদান করিলে, অথবা দায়কগণ বিহারে অন্নাদি দানীয় বস্তু দান করিবার সময় পিণ্ডচারিক ভিক্ষু বিহারের সম্মুখ-রাস্তায় গমনকালে তাঁহার পাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাতে দানীয় বস্তু প্রদান করিলে, তাহাও গ্রহণ করিতে পারেন। ভিক্ষাচরণের সময় থাকিলে সম্প্রাপ্ত গ্রাম বা গৃহ অতিক্রম করিয়া বা বাদ দিয়া অন্য গ্রামে বা গৃহে ভিক্ষাচরণ করিতে পারেনা। ক্রমান্বয়ে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভিক্ষা করিতে হয়। এই সপদান পিণ্ডচারিক ব্রত উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে 'উৎকৃষ্ট' সপদান পিণ্ডচারিকগণ পুরোভাগ ও পশ্চাৎভাগ হইতে আনীত দানীয় বস্তু গ্রহণ করিবেন না। প্রত্যাবর্তন করিয়াও গ্রহণ করিবেন না। "মধ্যম" সপদান পিণ্ডচারিকগণ পুরোভাগ ও পশ্চাৎভাগ হইতে এবং ফিরিয়া যাইবার সময় আনীত দানীয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু ভিক্ষা পাইবার আশায় বসিয়া থাকিতে পারেন না। "মৃদু" সপদান পিণ্ডচারিকগণ ভিক্ষালাভের আশায় কিছুক্ষণ বসিয়াও অপেক্ষা করিতে পারেন।

৫। একাসনিক ধুতাঙ্গ রক্ষাকারিদের একাসনেই আহার-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। সেইদিন পুনঃ দ্বিতীয়বার আসন গ্রহণ করিয়া অথবা প্রথমে উপবিষ্ট আসন হইতে উঠিয়া পুনঃ অন্য আসন গ্রহণ করিয়া বা না করিয়া ভোজন করিতে পারেন না। প্রথম আসন হইতে কেশাগ্র মাত্রও সরিয়া পুনঃ ভোজন করা মাত্রই এই ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়।

"উৎকৃষ্ট"— ভোজ্য-দ্রব্য অল্প হউক বা বহু হউক, যেই সময় হইতে ভোজন করা আরম্ভ হয়, সেই হইতে আর অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। যে কোন দায়ক "এই মহাস্থবির পরিপূর্ণরূপে ভোজন করিতে পারেন নাই" এই মনে করিয়া ঘৃত-মাখনাদি আনিয়া দেন, তাহা ঔষধরূপে গ্রহণ করিয়া অন্য আসনে বসিয়াও সেবন করিতে পারেন।

"মধ্যম"—যাবৎ আহার-কার্য্য সমাপন না হয়, তাবৎ অন্য ভোজ্য-দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন।

"মৃদু"— আসন হইতে না উঠা পর্য্যন্ত খাদ্য-দ্রব্য বারম্বার প্রদান করিলেও তাহা ভোজন করিতে পারেন।

৬। পাত্রপিণ্ডিক ধুতাঙ্গধারিগণ অন্ন-ব্যঞ্জন প্রমাণমত এক পাত্রে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিবেন। যাহা ঝালের সঙ্গে মিশাইলে বিরুদ্ধ হয়, তেমন খাদ্য মিশাইবেন না। কাঁচা শাক-সব্জীও ফল ভাতের সঙ্গে ভোজন-পাত্রে রাখিয়া ভোজনের পর তাহা খাইতে পারেন। আহারান্তে ভোজন-পাত্র ত্যাগ করিয়া মুখ-হাত ধুইয়া দধি-দুগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিতে হয়। একসঙ্গে দ্বিতীয় পাত্র গ্রহণ করিতে নাই। করিলে অধিষ্ঠান নষ্ট হইবে।

'উৎকৃষ্ট'—ইক্ষু খাইবার সময় ইক্ষু-মলও ত্যাগ করিতে পারে না। ভাতের পিণ্ড, মাছ, মাংস ও পিষ্টকাদি ভগ্ন করিয়া বা ছিন্ন করিয়া খাইতে পারে না। খাওয়ার পূর্বেই তাহা ভাঙ্গিয়া কুটিয়া ছোট করিয়া লইতে হয়।

'মধ্যম'—এক হস্তেই ভাতের পিণ্ড, মাছ, মাংস ও পিষ্টকাদি ভগ্ন করিয়া খাইতে পারেন।

'মৃদু'—পাত্রে প্রদত্ত সমস্ত বস্তু হস্তের দ্বারা বা দন্তের দ্বারা ছেদন করিয়া খাইতে পারেন। এই ধুতাঙ্গধারী দ্বিতীয় ভোজন গ্রহণ করা মাত্রই ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়।

৭। খলুপচ্ছ ভত্তিক ধুতাঙ্গধারিগণ প্রবারিত হওয়ার পর পুনঃ ভোজ্য-দ্রব্য কপ্পিয় (উপযোগী) করিয়াও ভোজন করিতে পারেন না।

"উৎকৃষ্ট"—অন্ন-ব্যঞ্জন প্রথম দেওয়ার সময় প্রবারিত হয় না। প্রদত্ত অন্ন খাওয়া আরম্ভ করিলে, তৎপর পুনঃ খাদ্য-ভোজ্য হস্তপাশে আসিয়া দিবার সময় প্রত্যাখ্যান করিলে "প্রবারিত" হয়। প্রবারিত হওয়া মাত্রই খাওয়া বন্ধ করিতে হয়। "মধ্যম"—ভোজনের সময় প্রবারিত হইলেও সেই আসনেই ভোজন করিয়া তৎপর সেই দিবস আর ভোজন করিতে পারে না। "মৃদু"—যাবৎ আসন হইতে উত্থিত না হন, তাবৎ ভোজন করিতে পারেন। প্রবারিত ভোজ্য-দ্রব্য কপ্পিয় করিয়া ভোজন করা মাত্রই এই ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়। পুনরায় অধিষ্ঠান করিতে হইবে।

৮। আরণ্যিক ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠানকারী গ্রাম্য শয়নাসন ত্যাগ করিয়া অরণ্যেই অরুণোদয় কাল পর্যন্ত বাস করিতে হয়। যাঁহারা দিবারাত্রি নিরবচ্ছিন্নভাবে অরণ্যে বাস করেন, তাঁহাদের আরণ্যিক ধুতাঙ্গ "উৎকৃষ্ট" বশে রক্ষিত হয়। যাঁহারা বর্ষা চারি মাস গ্রামে বাস করিয়া অবশিষ্ট আট মাস অরণ্যে বাস করেন, তাঁহাদিগকে 'মধ্যম' আরণ্যিক বলে। "মৃদু" আরণ্যিক ধুতাঙ্গধারিগণ হেমন্তকালও গ্রামে বাস করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অন্য সময়ে স্বীয় রুচি

অনুযায়ী গ্রামে বাস করিলে অরুণোদয় মাত্রই এই ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়।

৯। বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠানকারী সীমার বৃক্ষ, চৈত্য বৃক্ষ, নির্য্যাস-বৃক্ষ, ফলবান বৃক্ষ, বাঁহুড় আশ্রিত বৃক্ষ, অভ্যন্তর ফাঁপা বৃক্ষ এবং বিহার বাস্তর বৃক্ষ বাদ দিয়া অন্য বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা নির্বাচিত বৃক্ষতলে যাইয়া স্বীয় প্রমাণমত স্থানে পতিত পত্র ও ডালপালা পায়ের দ্বারা অপনীত করিয়া বাস করেন, তাঁহাদিগকে 'উৎকৃষ্ট' বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গধারী বলে। যাঁহারা ইচ্ছিত বৃক্ষের মূলে গিয়া, যাঁহারা সেই স্থানে আসে, তাহাদের দ্বারা সেই স্থান পরিষ্কার করাইয়া বাস করেন, তাঁহাদিগকে 'মধ্যম' বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গধারী বলে। যাঁহারা বিহার হইতে শ্রামণেরকে ডাকিয়া নির্বাচিত বৃক্ষমূল পরিষ্কার ও সমতল করান, তথায় বালুকাকীর্ণ করান, চারিদিকে ঘেরা দেওয়ান এবং দ্বার সংযোজন করিয়া তথায় বাস করেন, তাঁহাদিগকে "মৃদু" বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গধারী বলে।

উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু এই ত্রিবিধাকারের বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠানকারী কোন পর্বে বা উৎসব দিবসে (লোকজনের সমাগম হয় তেমন) বৃক্ষমূল ত্যাগ করিয়া কোন প্রতিচ্ছন্ন বা গুপ্তস্থানে বসা উচিত। কিন্তু জানিয়া প্রতিচ্ছন্ন স্থানে অরুণোদয় মাত্রই এই ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়।

১০। যাঁহারা আচ্ছাদনের নিম্নে ও বৃক্ষমূলে অবস্থান ত্যাগ করিয়া মুক্ত গগনতলে বাস করিবার ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান করেন, তাঁহারা ধর্ম শ্রবণ ও উপোসথ করিবার নিমিত্ত ধর্মশালায় ও উপোসথাগারে প্রবেশ করিতে পারেন। প্রবেশ করার পর যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয়, বৃষ্টি বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় থাকিতে পারিবেন। বৃষ্টি বন্ধ হওয়া মাত্রই তথা হইতে বাহির হইতে হইবে। ভোজন-শালায় ও অগ্নি-শালায় প্রবেশ করিয়া ব্রত সম্পাদন, ভোজন-শালায় প্রবেশ করিয়া স্থবির ভিক্ষুদিগকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ ও খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশন করিতে পারেন। আপত্তি দেশনা করিতে বা দেশনা করাইতে এবং বাহিরে অযত্নে নিক্ষিপ্ত কাট-মঞ্চাদি সামলাইবার জন্যও ছাউনির নিম্নে প্রবেশ করিতে পারেন। পথ চলিবার সময় কোন বৃদ্ধ স্থবিরের চীবরাদি ব্যবহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করিলে, যদি বৃষ্টি পড়ে, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত পথে কোন পান্থ-শালায় প্রবেশ করিতে পারেন। তেমন কিছু সঙ্গে না থাকিলে "পান্থ-শালায় আশ্রয় নিব" এই মনে করিয়া প্রাকৃতিক গমনে গিয়া পান্থশালায়

প্রবেশ করিবেন। বেগে গমন করা উচিত নহে। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পরই প্রস্থান করিতে হইবে। বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গধারীদের পক্ষেও এই বিধান জ্ঞাতব্য।

বৃক্ষ-মূল, পর্বত ও গৃহের আশ্রয়ে বাস করা উচিত নহে। যাঁহারা বৃষ্টির সময় মুক্ত-আকাশ-তলে চীবরের কুটীর তৈয়ার করিয়াই বাস করেন, তাঁহাদিগকে "উৎকৃষ্ট" অভ্যোকাসিক ধুতাঙ্গধারী বলে। যাঁহারা বৃষ্টির সময় বৃক্ষ, পর্বত বা গৃহ আশ্রয় করিয়া অথচ অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া বাস করেন, তাঁহাদিগকে "মধ্যম" অভ্যোকাসিক ধুতাঙ্গধারী বলে। যাঁহারা বৃষ্টির সময় পর্বত-কন্দরে, শাখা-মণ্ডপে, বৃহৎ তক্তার নিম্নে ও ক্ষেত্র রক্ষকদের পরিত্যক্ত কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে "মৃদু" অভ্যোকাসিক ধুতাঙ্গধারী বলে। জানিয়া তথায় অরুণোদয় মাত্রই অধিষ্ঠান নষ্ট হয়।

এই উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু ধুতাঙ্গধারিগণ অবস্থানের জন্য ছাউনি বা বৃক্ষ-নিম্নে প্রবেশ করা মাত্রই অভ্যোকাসিক ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়।

১১। যেখানে দ্বাদশ বৎসর যাবৎ বা তদূর্দ্ধকাল মৃতদেহ দগ্ধ করা হইয়াছে, সেই স্থানকেই শ্মশান বলে। এতদ্ব্যতীত অন্যস্থান অশ্মশান। শ্মশানে বাস করিবার সময় চংক্রমণ ও মণ্ডপাদি তৈয়ার করাইয়া, খাট-পালঙ্ক পাতিয়া, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করিয়া ও ধর্ম সধ্যায়ণ করিতে করিতে বাস করা উচিত নহে। এই শ্মশানিক ধুতাঙ্গ অতিশয় গুরুত্ব পূর্ণ। তদ্ধেতু উৎপন্ন আপদ-বিপদ নিরসনের জন্য সংঘস্থবির অথবা রাজ-কর্মচারী মাতব্বরকে জানাইয়া অপ্রমাদের সহিত শ্মশানে বাস করিতে হয়। চংক্রমণ করিবার সময় অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে শ্মশান অবলোকন করিয়া চংক্রমণ করিত হয়। শ্মশানে গমন-কালে মহাপথ ত্যাগ করিয়া উপপথেই যাইতে হয়। দিবসেই আরম্মণ গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ করিলে, রাত্রিতে আর ভয়ানক আরম্মণ উপস্থিত হইবে না। রাত্রিতে অমনুষ্যগণ ভৈরব চীৎকার করিয়া বিচরণ করিলে ও উপদ্রব নিবারণের জন্য যে কোন বস্তুতে আঘাত করিয়া শব্দ করিতে নাই। নিরবচ্ছিন্নভাবেই প্রত্যহ শ্মশানে যাইতে হইবে। রাত্রির মধ্যম-যাম পর্য্যন্ত শ্মশানে অবস্থানের পর শেষ-যামে চলিয়া আসিতে হয়। শ্মশানিক ধুতাংগধারিগণ অমনুষ্যদের প্রিয় তিল-পিষ্টক, মাষকলাই নির্মিত খাদ্য, মাংস মিশ্রিত ভাত বা পোলাউ, মৎস্য, মাংস ক্ষীর তৈল ও গুড়াদি খাদ্য-ভোজ্য আহার করা নিষিদ্ধ। গৃহীদের বাড়ীতে প্রবেশ করিবে না। ইহা শ্মশানিক ধুতাংগধারীদের একান্ত প্রতিপালনীয় ব্রত।

যাঁহারা 'উৎকৃষ্ট' শ্মশানিক ধুতাঙ্গ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেই শ্মশানে প্রত্যহ মৃতদেহ দগ্ধ করা হয়, পঁচা দুর্গন্ধময় মৃতদেহ ত্যাগ করা হয় এবং নিত্য নর-নারীর কান্নাকাটিতে ভরপুর থাকে, তাদৃশ শ্মশানেই বাস করা উচিত। যাঁহারা 'মধ্যম' শ্মশানিক ধুতাঙ্গ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্মশানের পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অবস্থার যে কোন একটি অবস্থাসম্পন্ন শ্মশানে বাস করা উচিত। যাঁহারা 'মৃদু' শ্মশানিক ধুতাঙ্গ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে পূর্বোক্ত নিয়মের যে কোন শ্মশান হইলেই হয়। শ্মশানে এক রাত্রি উপস্থিত না হইলেই শ্মশানিক ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান ভগ্ন হয়।

১২। যথাসন্থতিক ধুতাঙ্গধারিগণ যখন যেইরূপ শয়নাসন লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অন্য সুখ-সুবিধাজনক শয়নাসন বা শয়নাসনের স্থান অন্বেষণ করা অবিধেয়।

যাঁহারা এই ধুতাঙ্গ "উৎকৃষ্টবশে" রক্ষা করেন, তাঁহারা নিম্নোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না—"শয়নাসন দূরে, না-কি নিকটে? অমনুষ্য ও সরিসৃপাদির উপদ্রব আছে কি? সেখানে উষ্ণ, না শীতল?" যাঁহারা 'মধ্যমবশে' রক্ষা করিবেন, তাঁহারা যথাপ্রাপ্ত শয়নাসন দূরে বা সন্নিকটে ইত্যাদি পূর্বোক্ত প্রশ্নসমূহ করিতে পারেন বটে, কিন্তু নিজে গিয়া তাহা অবলোকন করিতে পারিবেন না। যাঁহারা 'মৃদুবশে' রক্ষা করিবেন, তাঁহারা গিয়া নির্বাচিত শয়নাসন নিজে অবলোকন করিতে পারিবেন। তাহা নিজের রুচি অনুযায়ী না হইলে, যথেচ্ছিত স্থানে যাইয়া শয়নাসন গ্রহণ করিতেও পারেন। ফলকথা—শয়নাসনের প্রতি লোভ উৎপাদন করা মাত্রেই এই ধুতাঙ্গ অধিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়।

১৩। নৈসজ্জিক ধুতাঙ্গ গ্রহণকারিগণ রাত্রির ত্রিযামের মধ্যে এক যাম চংক্রমণ করিতে করিতে ক্ষেপণ করিবেন। শয়ন করিতে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ বিছানায় প্রসারণ করিতে পারিবেন না।

এই ধুতাঙ্গ যাঁহারা "উৎকৃষ্টবশে" পালন করিবেন, তাঁহারা কোন কিছুতেই ঠেস্ দিয়া বসিতে পারিবেন না। মঞ্চ, বস্ত্র-নির্মিত কেদারা ও ঠেস্ দিবার তুলাপূর্ণ বস্ত্র-বন্ধনীও ব্যবহার করা উচিত নহে। যাঁহারা "মধ্যমবশে" পালন করিবেন তাঁহারা বসিয়া যে কিছু ঠেস্ দিতে পারিবেন। বস্ত্র-নির্মিত কেদারা এবং ঠেস্ দিবার তুলাপূর্ণ বস্ত্র-বন্ধনীও ব্যবহার করিতে পারিবেন। যাঁহারা 'মৃদুবশে' পালন করিবেন, তাঁহারা বসিয়া যে কিছু ঠেস্ দিতে পারিবেন।

বস্ত্র-নির্মিত কেদারা, ঠেস্ দিবার তুলাপূর্ণ বস্ত্র-বন্ধনী, বালিশ, পৃষ্ঠে ও একপার্শ্বে বা উভয় পার্শ্বে ঠেস্ দেওয়ার বস্তু ব্যবহার করিতে পারিবেন। "এই নৈসজ্জিক ধুতাংগ" অধিষ্ঠানকারিগণ শয়ন করা মাত্রই "নৈসজ্জিক ধুতাংগ" ভগ্ন হইয়া যায়।

এই ত্রয়োদশ ধুতাংগের মধ্যে ত্রৈচীবরিক ধুতাংগ ব্যতীত অবশিষ্ট দ্বাদশটি ধুতাংগ শ্রামণেরগণও পালন করিতে পারেন। উপাসক উপাসিকাগণ "একাসনিকাঙ্গ ও পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ" এই ধুতাংগদ্বয় পালন করিতে পারেন।

পূর্বোক্ত যে কোন কারণে ধুতাংগ অধিষ্ঠান নষ্ট হইলে, তাহা পুনঃ প্রাগুক্ত বিধানে অধিষ্ঠান করিয়া লইতে হয়।

যদ্দ্বারা পাপ-মল বিধুনিত ও বিধৌত করা হয়, তাহাকেই ধুতাংগ বলে। এই ধুতাংগশীল যথাযোগ্যানুসারে প্রত্যেকে রক্ষা করিয়া পাপ-মল বিধৌত করা একান্তই প্রয়োজন।

এখানে ধুতাংগের বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল। বিশুদ্ধিমার্গের ধুতাংগ নির্দ্দেশে বিস্তৃত আলোচনা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে।

শীল-পর্ব সমাপ্ত।

৭। শীলানিশংস পর্ব।

—পাটলীগ্রামে বুদ্ধ কর্ত্তৃক শীল-ফল বর্ণনা—

এক সময় ভগবান বুদ্ধ ধর্ম প্রচার-মানসে বাহির হইলেন। তিনি দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণের পর নালন্দা হইয়া **"পাটলী"** গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপাসক উপাসিকাগণ উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যে বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষুসংঘকে পূজা করিলেন। ভোজনান্তে বুদ্ধ তদ্দেশবাসী উপস্থিত জনসংঘকে ধর্মোপদেশ প্রসংগে শীলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। শীল পালনের যে, কি পুরস্কার, তাহা তিনি নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করিলেন :—

১। "হে গৃহপতিগণ, ইহজগতে শীলবান সৎপুরুষগণ অপ্রমত্তভাবে শীল পালন করিলে প্রভূত ধন-সম্পদ লাভ হইয়া থাকে। ইহা শীলবানদের শীল রক্ষার প্রথম পুরস্কার বা ফল। ২। হে গৃহপতিগণ, দ্বিতীয়তঃ শীলবানদের শীল পালনে মংগলময় সুকীর্ত্তি সর্বত্র বিঘোষিত হয়। ইহা শীলবানদের শীল পালনের দ্বিতীয় পুরস্কার। ৩। হে গৃহপতিগণ, তৃতীয়তঃ শীলবানগণ যদি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ-পরিষদে উপস্থিত হন, তথায় তাঁহারা নির্ভয়ে, নিঃসংকোচে ও প্রফুল্ল-চিত্তে উপস্থিত হইতে পারেন। ইহা শীলবানদের শীল পালনের তৃতীয় পুরস্কার। ৪। হে গৃহপতিগণ, চতুর্থতঃ শীলবানদের শীল পালন-হেতু মৃত্যু-কালে চিত্ত বিভ্রম না হইয়া সজ্ঞানে মৃত্যু হয়। ইহা শীলবানদের চতুর্থ পুরস্কার। ৫। হে গৃহপতিগণ, পঞ্চমতঃ শীলবানগণ শীল পালন দ্বারা দেহ-ত্যাগের পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন। ইহা শীলবানদের পঞ্চম পুরস্কার। হে গৃহপতিগণ, শীলবানেরা শীল পালন জনিত এই পাঁচটি ফল লাভ করিয়া থাকেন। এই শীল-রত্ন ইহ-পারত্রিক উভয় লোকে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিয়া অন্তিমে পরম শান্তিপ্রদ **নির্বান** প্রাপ্ত করায়।

—শীলানিশংস গাথা—

ত্রিপিটক, অদট্‌ঠকথা ও টিকাদিতে শীল পালনের ফল সম্বন্ধে বহুস্থানে বহুলভাবে বর্ণিত আছে। তৎসমুদায় এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে কয়েকটিমাত্র সানুবাদ গাথা লিপিবদ্ধ করা হইল।

সাসনে কুলপুত্তানং পতিট্‌ঠা নত্থি যং বিনা,
আনিসংস পরিচ্ছেদং তস্‌স সীলস্‌স কো বদে?

যেই শীল পালন ব্যতীত কুলপুত্রগণ বুদ্ধ-শাসনে অটলভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেনা, (বৌদ্ধ নামের উপযুক্ত হইতে পারেনা,) সেই শীল পালনের ফল যে কত মহত্তর, তাহা নির্ণয় করিয়া কে বলিতে পারিবে?

২। ন গঙ্গা যমুনা চাপি সরভু বা সরস্সতী,
নিন্নগা বাচিরবতী মহী চাপী মহানদী;
সক্কুনন্তি বিসোধেতুং তং মলং ইধ পানীনং,
বিসোধয়তি সত্তানং য়ং বে সীল জলং মলং।

গংগা, যমুনা, সরয়ু, সরস্বতী, অচিরবতী, মহী অথবা মহানদীর জলধারা ইহলোকে প্রাণীদের যেই পাপ-ময়লা বিশোধন করিতে অক্ষম, একমাত্র শীল জলেই সেই পাপ-ময়লা বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম।

৩। ন তং সজলদা বাতা ন চাপি হরিচন্দনং,
নেব হারা ন মনয়ো ন চন্দাকিরণঙ্কুরা।
সময়ন্তীধ সত্তানং পরিলাহং সুরক্খিতং,
য়ং সমেতি ইদং অরিয়ং সীলং অচ্চন্ত সীতলং।

সজলদ শীতল বায়ু, রক্ত চন্দন, রত্ন-হার, মনিমানিক্য অথবা চন্দ্রের সুশীতল কিরণে প্রাণীদের যেই জ্বালার শান্তি হয় না, কিন্তু আর্যাশীল সুরক্ষিত হইলেই সেই সমস্ত জ্বালার উপশম হয়।

৪। সীল গন্ধ সমো গন্ধো কুতু নাম ভাসিস্সতি,
য়ো সমং অনুবাতে চ পটিবাতে চ বায়তি।

শীল-গন্ধের সমতুল উত্তম গন্ধ আর কোথায় মিলিবে? এই গন্ধ অনুকূল প্রতিকূল বায়ুতে সমভাবে প্রবাহিত হয়।

৫। সগ্গারোহণ-সোপানং অঞ্ঞং সীলসমং কুতো?
দ্বারং বা পন নিব্বান-নগরস্স পবেসনে।

শীলই স্বর্গারোহণের একমাত্র সোপান। শীলের সমান আর কীই বা আছে? নির্বাণ-নগরে প্রবেশের একমাত্র শীলই দ্বার স্বরূপ।

৬। সোভন্তেব ন রাজানো মুত্তা-মনি বিভুসিতা,
য়থা সোভন্তি য়তিনো সীলভুসন ভুসিতা।

শীল ভূষণে ভূষিত ভিক্ষুগণ যেইরূপ শোভিমান হন, মনি-মুক্তা-বিভূষিত রাজগণও সেইরূপ শোভা পান না।

৭। অত্তানুবাদাদি ভয়ং বিদ্ধংসয়তি সব্বসো,
জনেতি কিত্তিং হাসঞ্চ সীলং সীলবতং সদা।

শীলই শীলবানের সকল প্রকার আত্ম-নিন্দা ও ভয় সর্বতোভাবে বিধ্বংস করে এবং সর্বদা তাঁহাদের সুকীর্ত্তি ও আনন্দ উৎপাদন করে।

৮। গুণানং মূলভূতস্স দোসানং বলঘাতিনো,
ইতি সীলস্স বিঞ্ঞেয়্যং আনিসংস কথা মুখন্তি।

উত্তম গুণসমূহের মূলীভূত এবং দোষসমূহের বল হননকারী মুখ্য ফল এখানে বর্ণিত হইল। ইহাই শীল রক্ষার শ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া জ্ঞাতব্য।

৯। সীলেন সুগতিং য়ান্তি, সীলেন ভোগসম্পদা,
সীলেন নিব্বুতিং য়ান্তি, তস্মা সীলং বিসোধয়ে।

শীল পালন হেতু সুগতি স্বর্গলোকে গমন করে, ভোগ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং নির্বান প্রাপ্ত হয়। তদ্ধেতু এই শীলকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিবে।

১০। ইমম্হি সীলরতনং ইধ চেব পরত্থ চ,
আনিসংসবরে দত্বা পচ্ছা পাপেতি নিব্বুতিং।

এই শীল-রত্ন ইহ-পরকালে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করিয়া পরে নির্বান প্রাপ্ত করায়।

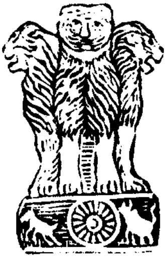

শীলানিশংস-পর্ব সমাপ্ত।

৮। স্তোত্র-পর্ব।

যাঁহাদের ভাবনা করিবার অবকাশ বা সুযোগ নাই, তাঁহারা স্মৃতির ভিতর দিয়া হইলেও অন্ততঃপক্ষে ভাবনার সংস্কার বা পরিচয় করা প্রয়োজন। ইহা হইল প্রথম শিক্ষার্থীর বর্ণ পরিচয়ের মত। তদ্ধেতু নিম্নোক্ত স্তোত্রগুলি পদ্যাকারে এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল। যান-বাহনে গমন করিবার সামর্থ্যহীন ব্যক্তি যেমন পদব্রজে হইলেও গমনান্তর স্বীয় করণীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসে, সেইরূপ অবসর সময়ে এই স্তোত্রসমূহ আবৃত্তি করিলে, ক্রমান্বয়ে চিত্তকে ষড়রিপুর তীব্র আক্রমণ হইতে রক্ষা করার উপায় হইবে।

—বুদ্ধানুস্মৃতি স্তোত্র—

(১)

নমঃ নমঃ ভগবান চরণে তোমার, একত্রিংশ ভবে তুমি শ্রেষ্ঠ সবাকার।
কাম-ক্রোধ-লোভ-দ্বেষ-মান আর মোহ ভ্রান্ত-দৃষ্টি অলসতা মাৎসর্য্য সন্দেহ;
মনের চাঞ্চল্য আর লজ্জাহীন ভাব, অকুশলে ভয়শূন্য এসব কুভাব—
শত্রুরূপে তুমি তাহে করি দরশন, প্রজ্ঞারূপ অস্ত্রে তাহা ক'রেছ হনন।
জ্ঞানরূপী অসি দিয়ে সংসার চাকার, অড়-নাভি-পথা সব কাটিয়াছ আর.
লোভাদি শত্রু হ'তে তুমি বহু দূরে, সেই হেতু **অরহত** তব নাম ধরে।
চীবর ভৈষজ্য শয্যা আহার বিহার, এসব দানের পাত্র তুমি হে অপার।
গোপনেও কোন পাপ না কর কখন, এ হেতু তোমার নাম **অরহত** হন।

(২)

নিজেই সকল ধর্ম বিষয় সকল, বিদিত হ'য়েছ আর ত্রিলোক সকল।
সেই ধর্ম সম্যকরূপে জানা প্রয়োজন, সে সমস্ত জানিয়াছ ওহে ভগবন।
ভাবিবার ধর্ম যাহা করেছ ভাবন, ত্যাগীবার ধর্ম যাহা ক'রেছ বর্জ্জন।
সত্য ধর্ম যাহা প্রভু ক'রেছ সাক্ষাত, **সম্যকসম্বুদ্ধ** বলি সে হেতু বিখ্যাত।

(৩)

পূর্ব পূর্ব জনমের ঘটনা স্মরণ, কে কভে কোথায় জন্ম তার বিবরণ,
কাম আদি তৃষ্ণা হ'তে মুক্তির জ্ঞান, এ সব বিদ্যায় তুমি বড়ই মহান্।
বিদ্যায় সেহেতু তুমি প্রধান সবার, প্রণমি বিদ্বান বুদ্ধ চরণে তোমার।
দেহ-তত্ত্ব মনস্তত্ত্ব সর্বতত্ত্ব-জ্ঞান, জ্ঞান-চক্ষে দেখিয়াছ ওহে ভগবান।

ইচ্ছামতে নানারূপ করিতে ধারণ, অন্য দেহে প্রবেশিয়া ম'র বিতাড়ন—
করিতে তোমার তুল্য আর কেহ নাই, অসীম ক্ষমতা বুদ্ধ দেখি তব ঠাঁই।
একজন বহু হয়ে পুনঃ এক হও, হঠাৎ দর্শন দিয়া পুনঃ লুপ্ত হও।
প্রাচীর-দেয়াল-গিরি করিয়া ভেদন, আনাগোনা কর তুমি কত অগণণ।
অনায়াসে লোক যথা ডুব দিয়ে জলে, ইচ্ছামত চ'লে যায় উঠে অন্য স্থলে।
সেইরূপ পৃথিবীতে বুদ্ধ ভগবান, ডুব দিয়ে যে'তে পার ইচ্ছা যেই স্থান।
চল তুমি পদব্রজে জলে ও গগনে, বহুদূর হতে শব্দ শোনহে শ্রবণে।
ভবাগ্রে কেহ যদি গুপ্তে কথা কয়, নরলোকে থাকি তাহা শোন দয়াময়।
স্বহস্তে ধরিতে পার চন্দ্র-সূর্য্য-তারা, এ সব বিদ্যায় তুমি জগতের সেরা।
চক্ষু-নাসিকা-কর্ণ-রসনা আর মন, ত্বকাদি ষড়েন্দ্রিয় ক'রেছ দমন।
মিতাহারী পাপ হ'তে আত্মরক্ষাকারী, তোমায় দেখিতে পাই ভবের কাণ্ডারী।
পাপকাজে লজ্জা আর শ্রদ্ধা অতিশয়, পাণ্ডিত্য উদ্যম আর পাপ-প্রতি ভয়।
স্মৃতি প্রজ্ঞা চতুর্বিধ ধ্যান তব কাছে, পঞ্চদশ আচরণ তোমাতেই আছে।
বিদ্যাচরণসম্পন্ন তাই তব নাম, ওহে বুদ্ধ করি তব চরণে প্রণাম।

(৪)

গতি আর গম্য-স্থান তব সুশোভন, সম্যক প্রকারে তুমি ক'রেছ গমন।
বিচিত্র সুন্দর বাক্য বল নিরন্তর, এ হেতু **সুগত** নাম ব্যাপ্ত চরাচর।
আর্য্য অষ্টাংগিক পথে গি'য়েছ নির্বান, এ হেতু সুগত বুদ্ধ জীবের প্রধান।

(৫)

ইহলোক পরলোক চন্দ্র-সূর্য্য লোক, বিশেষ প্রকারে জান ভূলোক দ্যুলোক
দুঃখের উদয়-রোধ-নিরোধ-উপায়, জীবতত্ত্ব স্কন্ধ-লোক ধাতু অভিজ্ঞায়।
আয়তন সংস্কারাদি এসব বিষয়, সর্বাকারে জ্ঞাত তুমি ওহে দয়াময়।
তাই তুমি **লোকবিদ**, লোকজ্ঞ, মহান্. শ্রদ্ধাভরে পদ তব বন্দি ভগবান।

(৬)

আচার-সমাধি-প্রজ্ঞা-বিমুক্তি ও আর, জ্ঞান দরশন আদি সর্বগুণ সার।
তোমাতেই বিদ্যমান আছে ভগবন, তব তুল্য ত্রিভুনে নাহি কোন জন।
এই হেতু বুদ্ধ তুমি শ্রেষ্ঠ **অনুত্তর**, তোমার চরণ আমি বন্দি নিরন্তর।

(৭)

অদম্য প্রাণীরে তুমি করিয়া দমন, মুক্তি-পদ দানিয়াছ কত জনগণ।
অঙ্গুলিমাল দস্যু ও ধনপাল করি, অদম্য সচ্চক বকব্রহ্ম যক্ষ অরি,
সবাকে করেছ দান্ত যথা সুসারথি, হে **সারথি,** তবপদে জানাই প্রণতি

(৮)

জন্ম-মৃত্যু হ'তে ত্রাণ পাইবার তরে শিক্ষা দেন সর্বজীবে বুদ্ধ দয়া করে।
এই হেতু তব নাম **শাস্তা** ব'লে কয়, শ্রদ্ধাভরে বন্দি আমি তব পদদ্বয়।

(৯)

ত্রিজগতে যাহা কিছু আছে জানিবার, সব তব অবগত ফলে সাধনার।
দুঃখ আর দুঃখ সবের উৎপত্তি-কারণ, দুঃখের নিরোধ সত্য তোমার বর্ণন।
দুঃখের নিরোধ-পন্থা তব অবগত, সেই হেতু বুদ্ধ নামে তুমিই বিখ্যাত।
সমত্রিংশ পারমিতা ক'রেছ পূরণ, সর্বগুণাকর তুমি ওহে বুদ্ধ ধন।
কাম-ক্রোধ আদি যত পাপ-ধর্ম আছে, সবাই হ'য়েছে ভগ্ন আপনার কাছে।
সর্ব বাধা ধ্বংস করি ল'ভেছ নির্বাণ, এই হেতু তব নাম বলে **ভগবান**।
ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্য আর বীর্য্য যশঃ জ্ঞান, সৌভাগ্যাদি গুণ-বলে তুমি **ভগবান**।
অনন্ত বিস্তৃত গুণী তুমি হে প্রধান, ত্রিলোকে দুর্লভ ধন তুমি যে মহান্।
ওহে বুদ্ধ ভাগ্যবান চরণে তোমার, অসংখ্য প্রণাম মম শত নমস্কার॥
[এই স্তুতি পুনঃ পুনঃ করে যেই জন, ষড়্‌রিপু-জ্বালা তার হয় বিনাশন।
সমাধিস্থ হয় সদা প্রীতিগত মন, মৃত্যুপরে স্বর্গলোকে করে সে গমন॥

—বুদ্ধ-বন্দনা-স্তোত্র—

নমি জিনবর নির্বাণ-দোসর তুমি মোর প্রাণ-নাথ।
নমি শাক্যবর মোক্ষের আকর তুমি ওহে লোকনাথ॥
নমি শ্রেষ্ঠধন পতিত পাবন তুমি সর্ব তাপহারী।
নমি চক্ষু-মণি করুণার খণি তুমি ভব-দুঃখ হারী॥
নমি কর্ণধার ধরম নৌকার তুমি ওহে পরিত্রাতা।
নমি নাসায়িত ধর্ম-গন্ধ পূত তুমি ওহে শান্তিদাতা॥
নমি হে রসনে ধরম প্রেরণে তুমি মোক্ষ-রসদাতা।
নমি ধর্মকায় বুদ্ধ হে তোমায় তুমি মম মোক্ষ দাতা॥

—ধর্ম-বন্দনা-স্তোত্র—

সংযম উদ্যানে, শ্রীবুদ্ধ রোপিত, ধরম পাদপ, অতি অনুরূপ।
চুরাশী হাজার, শাখাতে শোভিত, নমি নমি এই, ধরম-পাদপ॥
সুকর্ম উদক, সিঞ্চে যেইজন, সপ্তত্রিংশ তার, প্রসূন সঞ্চার।
হয় যথাকালে, করিলে সাধন, নমি নমি ধর্ম, সে প্রসূন-সার॥
স্মৃতি-যত্ন-ঋদ্ধি, হয় চারি চারি, পঞ্চেন্দ্রিয় আর, পঞ্চবল সার।
সপ্ত বোধি-অঙ্গ, অষ্টমার্গতরী, নমি এই সপ্ত, ত্রিংশ ধর্মসার॥
এসব প্রসূনে, মার্গফল ধরে, কাম-দ্বেষ-মোহ, ত্রিদোষ সমূহ।
দূরে সরি পড়ে, মার্গফল লাভে, নমি সেই মার্গে, মহাফল সহ॥

—সঙ্ঘ-বন্দনা-স্তোত্র—

ধরম নৌকার, বুদ্ধ কর্ণধার, সঙ্ঘ দাঁড়ী তার, ভবের সাগরে।
সুকর্ম সে দাঁড়ে, নর পাসিন্দারে, মোক্ষ-তটে পার, সর্বদাই করে।
নমি নমি এই সঙ্ঘ দাঁড়ীবরে॥
জন্ম জরা ব্যাধি, মরণ উদধি, ত্রাণে নিরবধি, শ্রীমুনীন্দ্র-সুত।
অষ্টার্য্য পুদ্গল, প্রজ্ঞার সম্বল; পুণ্যক্ষেত্র দল, যাঁরা অভিহিত।
নমি নমি এই পুদ্গল সতত॥
বুদ্ধের শাসন, করিতে রক্ষণ, হল সমর্পণ, যেই সঙ্ঘ-করে।
শাসন-দোসর, সেই সঙ্ঘবর, নির্বাণ প্রচার, নিত্য নিত্যকরে।
নমি নমি এই শাসন দোসরে॥
শ্রীশাক্য-নন্দন, সুরভি চন্দন, সৌরভ শোভন, ধরম তাঁহার।
সৌরভ মণ্ডণ, করি ভিক্ষুগণ, কলুষ নাশন, করে অনিবার।
নমি নমি সেই কলুষ নাশন সার॥

—মরণানুস্মৃতি স্তোত্র—

মরণং মে ভবিস্সতি,
কর সদা এই স্মৃতি,
রবেনা মরণ ভীতি,
কর **স্মৃতি মরণং**।

সব্বে সত্তা মরিস্সন্তি,
রবেনাকো দেহ-কান্তি,
দূরে যাবে চিত্ত-ক্লান্তি,
কর স্মৃতি **মরণং**।

৩

মরিংস্বচ মরিস্সরে,
ধ্রুব মৃত্যু এসংসারে,
মৃত্যু না রোধিতে পারে,
কর স্মৃতি **মরণং।**

৪

আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়,
দেখিয়ে না দেখ তায়,
অন্ধকারে কি উপায়,
কর স্মৃতি **মরণং।**

৫

সাঙ্গ হবে ভব-খেলা,
রবেনা আনন্দ-মেলা,
কেনরে আপন ভোলা,
কর স্মৃতি মরণং।

৬

দারা সুত পরিজন,
কিবা পর কি আপন,
মৃত্যু-বশে সর্বজন,
কর স্মৃতি **মরণং।**

৭

অই দেখ মৃত্যু কায়,
কাষ্ঠ খণ্ড তুল্য হায়,
সদা স্মৃতি রাখ তায়,
কর স্মৃতি **মরণং।**

৮

জ'মে গেছে আবর্জ্জনা,
আর কিন্তু জমাইওনা,
ক্ষয় কর আবর্জ্জনা,
কর স্মৃতি **মরণং।**

৯

জন্মিলে মরিতে হবে,
মৃত্যু-চিন্তা কর সবে,
অমর নাহিক ভবে,
কর স্মৃতি মরণং।

১০

সংসারে সংসারী সে'জে
রত থাক নিজ কাজে,
জল যথা পদ্মমাঝে,
কর স্মৃতি **মরণং।**

১১

কাজ কর কাজের বেলা,
করনাক অবহেলা,
বে'চে যাবে যাবার বেলা,
কর স্মৃতি মরণং।

১২

জরায় জড়িত হলে,
কিছুই হল না বলে,
রবে না শোচনা কালে,
কর স্মৃতি **মরণং।**

১৩

দিনে দিনে আয়ুক্ষয়,
যেতে হবে যমালয়,
মৃত্যু কারো বশে নয়,
কর স্মৃতি **মরণং**।

১৪

কালের করাল গ্রাসে,
পড়িবে যে অবশেষে,
ছাড়িবে না কালগ্রাসে,
কর স্মৃতি **মরণং**।

১৫

অই দেখ জরা ব্যাধি,
পাছে ঘুরে নিরবধি,
কে খণ্ডাবে কর্ম্ম-বিধি,
কর স্মৃতি **মরণং**।

১৬

ভব পারে যাবে যদি,
কর **স্মৃতি** নিরবধি,
পাইবে অমৃত নিধি,
কর স্মৃতি **মরণং**।

১৭

দিনটি হারালে আর,
পাবেনাকো পুনর্ব্বার,
মৃত্যু-চিন্তা কর সার,
কর স্মৃতি **মরণং**।

১৮

আজকে যা পার কর,
কালকের আশা নাহি কর,
জান না কখন মর,
কর **স্মৃতি মরণং**।

১৯

আজ মরি কি মরি কাল,
মরণের কি আছে কাল,
তৈরী থাক সর্বকাল,
কর স্মৃতি **মরণং**।

২০

কাল যে কোথায় রবে,
দিশা তার নাহি পাবে,
অনুতাপ দূর হবে,
কর স্মৃতি মরণং।

২১

মৃত্যু **স্মৃতি** যেবা করে,
ত্রিলক্ষণ জ্ঞান বাড়ে,
মৃত্যুকে সে জয় করে,
কর **স্মৃতি মরণং**।

২২

ভোগের বাসনা তার,
কভু না রহিবে আর,
সেই হবে ভবপার,
কর স্মৃতি **মরণং**।

২৩

শমনে ধরিবে যবে,
সুন্দর নিমিত্ত পাবে,
সজ্ঞানে সুগতি হবে,
কর স্মৃতি **মরণং**।

উত্তম হইবে গতি,
দেবের বাঞ্ছিত অতি,
দিবা সুখ লভে যতি,
কর স্মৃতি **মরণং**।

২৫

মৃত্যু স্মৃতি আছে যার,
মরণে কি ভয় তার?
হইবে সে দুঃখ পার,
কর স্মৃতি **মরণং**।

২৬

সদা স্মৃতি রাখ সবে,
স্মৃতি-ভাণ্ড বেড়ে যাবে,
বিস্ময়ে আনন্দ পাবে,
কর স্মৃতি **মরণং**।

২৭

দিনের পর অবশেষে,
চিন্তা কর ব'সে, ব'সে,
ভবপার তরব কিসে,
কর স্মৃতি **মরণং**।

—প্রার্থনা স্তোত্র—

(১)

দুর্নিমিত্ত অমংগল পাখীর কুরব, দুঃস্বপ্নাদি পাপগ্রহ অপ্রিয় যে সব।
অমনোজ্ঞ বিষয়াদি যত আছে ভবে, ত্রিরত্ন প্রভাবে তাহা নষ্ট হোক সবে।

(২)

সুখী হোক প্রাণীসব যাহারা দুঃখিত, ভীত প্রাণী নির্ভয়েতে থাকুক সতত।
মম এই কুশলের প্রভাবে নিশ্চয়, শিক্ষা-গুরু দীক্ষা-গুরু আর যত প্রিয়,
মাতা-পিতা-চন্দ্র-সূর্য্য গুণবান যত, ব্রহ্ম-মার-লোকপাল-দেবেন্দ্র সতত।
সম মিত্র মধ্যস্থ ও শত্রু নরগণ, সুখী হোক মৈত্রী চিত্ত ভাবি অনুক্ষণ।

(৩)

মম কৃত পুণ্য-কর্মে দেব-মোক্ষ-নর, এ তিন সম্পদ লাভ হোক নিরন্তর।
এই পুণ্য কর্ম আর ধর্ম শিক্ষা-গুণে, উপাদান তৃষ্ণা আর কলুষ প্রসূনে,
হীন চিত্ত-ভাব যাহা বিহরে মানসে, সত্বর সহজে তাহা যাউক বিনাশে।

(৪)

যাবৎ নির্বান ধন লাভ নাহি করি, তাবৎ বিপদ যত যায় যেন হরি।
উজুচিত্ত স্মৃতিবান জ্ঞানী ধ্যানী আর, বীর্যবান হই সদা জিনি দুষ্ট মার।

(৫)

মার যেন মম চিত্তে নাহি পায় স্থান, অবসাদ ত্যজি ইহা করি প্রণিধান।
বুদ্ধ ধর্ম সঙ্ঘ আর পচ্চেক সম্বুদ্ধ, তাঁহারা আমার নাথ নির্বাণ-প্রবুদ্ধ।

(৬)

এ উত্তম নাথদের তেজে মার মম, অনিষ্ট সাধিতে কভু না হোক্ সক্ষম।
উর্দ্ধে অকনিষ্ঠ আদি ব্রহ্ম লোক আর, নীচেতে অবীচি অন্ত সংসার মাঝার।
রূপী ও অরূপী আর সংজ্ঞী ও অসংজ্ঞী, যত প্রাণী আছে ভবে অঙ্গী বা অনঙ্গী।
সবে দুঃখ মুক্ত হয়ে লভুক নির্বাণ, সুখী হোক সর্ব সত্ত্ব করি প্রণিধান।

(৭)

যথাকালে মেঘে বারি করুক বর্ষণ, ধরণী ফসলে পূর্ণ হোক সর্বক্ষণ।
সতত সম্পদে পূর্ণা হোক বসুন্ধরা, রাজগণ ধর্মপ্রাণ হোক পরম্পরা।

(৮)

জল-স্থল-খগবাসী ঋদ্ধিবান যত, দেব-নাগ-যক্ষ আদি বিহরে সতত।
অনুমোদি তারা সবে এই পুণ্যধন, বুদ্ধের দেশনা আর সুন্দর শাসন।
আমাকে ও অপরকে চিরকাল ধ'রে, আপদ বিপদ হতে যেন রক্ষা করে॥

—রক্ষা বন্ধন স্তোত্র—

(১)

জয়াসনে যেই বীর বসি বীরাসনে, সসৈন্যে পাপিষ্ঠ মারে জিনে ধ্যান-মনে।
চারি সত্যামৃত-রস যেই নরার্ষভ, পান করি লভিলেন বুদ্ধত্ব দুর্লভ।
তন্হঙ্কর আদি বুদ্ধ অষ্টবিংশ জন, সকলে মস্তকে মম প্রতিষ্ঠিত হ'ন।

(২)

শিরে বুদ্ধ চোখে ধর্ম বক্ষে সঙ্ঘ জ্ঞানী, অনুরুদ্ধ হৃদ মন্দিরে থাক অধিষ্ঠানী।
সারীপুত্র দক্ষিণেতে কোণ্ডণ্য পশ্চাতে, মোগ্গল্লান মহর্ষি থাকুক বামেতে।

[৩]

দক্ষিণ শ্রবণে মম আনন্দ রাহুল, কশ্যপ ও মহানাম গুণেতে অতুল।
অরহত্ব গুণে তাঁরা সদা অপ্রতুল, বাম কর্ণে থাকে যেন অন্তিম সম্বল।
প্রভাকর সূর্য্য সম রূপশ্রী মণ্ডিত, শ্রীমুনীন্দ্র বুদ্ধ সদা কেশান্তে স্থাপিত।
উপরে থাকুক বুদ্ধ রক্ষার নিদান, ভক্তি চিতে করযোড়ে করি প্রণিপাত।

[৪]

বিচিত্র কথক প্রভু কশ্যপ কুমার, সতত বদনে মম থাক গুণাধার।
পূর্ণ ও অঙ্গুলিমাল নন্দ ও সীবলী, মহাপুণ্যবান চারি আরোষে উপালি।
ললাটে তিলকরূপে বিরাজ সতত, শ্রদ্ধায় জানাই নতি ওহে অরহত।

[৫]

শেষাশীতি মহাভিক্ষু বুদ্ধের শ্রাবক, বিজেতা সুশীল যথা জলন্ত পাবক।
সর্বাঙ্গেতে প্রতিষ্ঠিত থাক নরবর, অশেষ মঙ্গল মম হোক নিরন্তর।

[৬]

পূর্বেতে রতন সূত্র মৈত্রী ও দক্ষিণে, ধজাগ্র পশ্চাতে মম থাকুক রক্ষণে।
বামেতে অঙ্গুলিমাল খন্ধ মোর আর, আটানাটিয় সূত্রাদি সকল আমার।
ঊর্দ্ধদেশে আচ্ছাদনী রূপেতে রাজুক, আর সব সূত্র সদা ঘেরা রূপে থাকুক।

[৭]

বুদ্ধ-শক্তি যুত এই ধর্মের প্রাচীরে, বাস করি সদা যেন সম্বুদ্ধ পঞ্জরে।
বাত পিত্ত আদি জাত বাহির উৎপাত, অনন্ত গুণের তেজে হউক ভস্মসাৎ।

[৮]

জিন পঞ্জরেতে মম সদা বিহরণ, এই সত্যে রক্ষ মোরে নর শ্রেষ্ঠগণ।
এই সত্যবাক্যে করি সুরক্ষা বন্ধন, জিনের প্রভাবে জিনি সর্ব উৎপীড়ন।
বুদ্ধতেজে ক্ষয় হোক যত শত্রুগণ, ধর্ম-তেজে নিরাপদ এই সুরক্ষণ।
তিরতন সত্য-তেজে মম হোক জয়, অন্তিমে নির্বানে যেন হ'তে পারি লয়।

[৯]

পরিক্ষিপ্ত আছি সদা সদ্ধর্ম-প্রাচীরে, অষ্টদিকে অষ্ট আর্য্য আছে স্তরে স্তরে।
ইহার মধ্যেতে নাথ রাজে অষ্টজন; মম ঊর্দ্ধে রাজে বুদ্ধ চাঁদোয়া যেমন।

(১০)

বোধি-মূলে বসি যিনি মার বিমর্দ্দিয়া, হইলেন বুদ্ধ ভবে বিভা প্রকাশিয়া।
তিনিই মস্তকে মম আছে চিরস্থিত, বাম ভুজে মোগ্গল্লান আছেন সুস্থিত।
সারীপুত্র ডান ভুজে ধর্ম বক্ষে ধরি, রক্ষ প্রভু ভানু সম জগত-কাণ্ডারী।

(১১)

সর্ববিধ অমঙ্গল উপদ্রব আর, কুনিমিত্ত সর্বরোগ গ্রহদোষ মার।
সর্ববিধ নিন্দা আর অন্তরায় ভয়, কুস্বপ্নাদি অমনোজ্ঞ সকল বিষয়।
নষ্ট হোক নষ্ট হোক্ বুদ্ধের প্রভাবে, অন্তিমেতে মজি যেন অমৃতের ভাবে।

—অশুভ ভাবনা স্তোত্র—

(১)

স্নায়ুতে আবদ্ধ অস্থি মাংসে আছে ঘেরা, চর্মেতে লেপনী কাজ হইয়াছে সারা।
চর্ম দিয়ে কদাকার দেহ আবরিত, তাই দেখা নাহি যায় অশুচি ঘৃণিত।

(২)

ঘৃণ্য আবর্জ্জনা পূর্ণ এ সাধের দেহ, সতত সঞ্চয়শীল যথা বিষ্ঠা গেহ।
এ দেহ দুর্গন্ধময় পঁচা নালা সম, রক্ত পুঁজময় ইহা পকব্রণোপম।

(৩)

পঁচা বিষ্ঠা-কূপমত এ দেহ ঘৃণিত, অশুচি দুর্গন্ধ নিত্য দেহে সঞ্চারিত।
ঘর্মরূপে সারাদেহে অশুচির রস, নিঃসারিত হয় নিত্য ঘৃণিত কুরস।

(৪)

চক্ষু হতে চক্ষুমল কাণে কর্ণমল, নাক হ'তে নাক-মল ঝরে অবিরল।
পিত্ত শ্লেষ্মা খাদ্য ভোজ্য বমি মুখ-দ্বারে, বাহ্য মূত্র-দ্বারে সদা অশুচি যে ক্ষরে।

(৫)

লোমকূপ-পথে সরে ঘর্ম কদাকার, এ সব শরীর-পথ ঘৃণ্য নালাকার।
কর্ম-যন্ত্রে এই দেহ সদা প্রচালিত, জরা ব্যাধি যত দিন না হয় আগত।
তাবৎ ভাবেন অজ্ঞ এ দেহ সুন্দর, মুহূর্ত্তে সে শোভা কিন্তু হয় ভয়ঙ্কর।

(৬)

অনন্ত দোষের খনি এ দেহ মোদের, বিষ-বৃক্ষ সম যথা আবাস রোগের।
একটা দুঃখের পুঞ্জ এ দেহ কেবল, ঘৃণ্য আবর্জ্জনাপূর্ণ এ দেহ সকল।

(৭)

দুর্গন্ধ অশুচিময় এ অনিত্য দেহ, নিন্দিত জ্ঞানীর কাছে নাহি আর স্নেহ।
অজ্ঞ নর পূতি দেহে করে উৎপাদন, বহু স্নেহ বহু তৃষ্ণা হয়ে বিমোহন।

(৮)

এ ভাবনা যেই নর নিত্য ভাবে মনে, পাপ হতে দূরে যায় চিত্ত সন্তর্পণে।

— প্রভাত সঙ্কল্প স্তোত্র —

(১)

ভোরেতে উঠিয়া আমি এই করি পণ, দিবস যাপিব আমি করি সুচিন্তন।
সর্বজীবে মৈত্রী-ভাব করিয়া পোষণ, চলিব না-করি আমি প্রণীর হনন।
প্রাণীহত্যা করিব না এই শিক্ষাপদ, সুরক্ষা করিব মম জীবন সম্পদ।
অখণ্ডরূপেতে রক্ষি পারত্রিক ধন, সঞ্চিব আনন্দময় এই করি পণ।

(২)

প্রভাতে উঠিয়া আমি এই করি পণ, পর দ্রব্যে লোভ নাহি করিব কখন।
সূচ্যাগ্র প্রমাণ বস্তু কারো কভু যেন, চৌর্য্য চিত্তে নাহি ছুঁই এই দৃঢ় পণ।
চুরি আমি করিব না এই শিক্ষাপদ, যতনে করিব রক্ষা হলেও বিপদ।
চোরগণ জন্মে জন্মে দীন হীন হয়, দারিদ্র জীবন তার বড় দুঃখময়।

(৩)

ভোরেতে উঠিয়া আমি এই করি পণ, পর নারী মাতৃ-সমা করিব মনন।
এমন সতর্কভাবে থাকিব সতত, ব্যভিচার চিত্ত যেন না হয় উদিত।
এই শিক্ষাপদ মম সুরক্ষা-কারণ, নারীজন্ম করিব না কখনও ধারণ।
জন্মে জন্মে পুরুষ হব সুশ্রী সুদেহ, বুদ্ধাদি আর্য্য জনের পাই যেন স্নেহ।

(৪)

প্রভাতে উঠিয়া আমি এই করি পণ, মিথ্যা-বৃথা-কটু বাক্য কবনা কখন।
মিথ্যা বাক্য বিরতি যে এই শিক্ষাপদ, যতনে করিব রক্ষা হলেও বিপদ।
মিথ্যাত্যাগী সত্যভাষী হব সযতনে, বোবা বধির নাহি হব এশীল পালনে।
বিশ্রী দন্ত পূতি গন্ধ মুখে নাহি হবে, মধুর সুকণ্ঠ লাভ জন্মান্তরে হবে।
মিথ্যা বলিবার চিত্ত ভুলেও কখন, উদয় না হয় যেন এই করি পণ।

(৫)

সকালে উঠিয়া আমি এই করি পণ, নেশা বলি যত দ্রব্য বলে বিজ্ঞগণ।
নেশামাত্র কভু যেন না করি সেবন, যাপিব দিবস রাতি হয়ে শুদ্ধ মন।
প্রমাদের স্থান যত আছে ইহলোকে, তাহাতে কখনও যোগ দিবনা পুলকে।
এই শিক্ষাপদ সদা পালিব যতনে, প্রমাদিত নাহি হব কখনও জীবনে।

—মধু পূর্ণিমা স্তোত্র—

শ্রীমধু পূর্ণিমা তিথি মাধুরীমাময়, চারিদিকে মৃদু মৃদু মধু বায়ু বয়।
শাখে শিখী নাচে গাহে প্রীতিভরা আঁখি, সরবরে খেলে সুখে হংস চকা-চকী।
প্রকৃতির রাজ্যপূর্ণ আনন্দ-লহরী, বুদ্ধগুণ স্মরি নাচে ময়ূর ময়ুরী।
বাগানে কুসুমরাশি অতি মনোহর, পুকুর সলিলভরা দেখিতে সুন্দর।
সরসীতে শতদল র'য়েছে ফুটিয়া, রাজহংস পদ্মবনে যায় সাঁতারিয়া।
ধানের সবুজ মাঠে মৃদু বায়ু বয়, তাহা দেখি চাষীদল সুখে মগ্ন হয়।
সুনির্মল শুভ্র আভা সারদ চন্দ্রিমা, বিতরিছে নিরবধি সারদ সুষমা।
এহেন সুন্দর দিনে প্রীতি-ফুল্ল মনে, পূজিতে বাসনা করি বুদ্ধ প্রাণ-ধনে।
অরণী ঘর্ষণ করি অগ্নি উৎপাদিয়া, সুসিদ্ধ করিয়া জল শুণ্ডেতে আনিয়া।
তাহা দিয়ে মনানন্দে পূজি বুদ্ধধনে, পূরিল মনের সাধ গজফুল্ল মনে।
কিশলয় শাখাগুচ্ছ শুণ্ডেতে ধরিয়া, মৃদু মৃদু পাখা করে তুলিয়া তুলিয়া।
নিত্য নিত্য গজরাজ বুদ্ধে এইরূপে, পূজিয়া পুলকে তথা দীর্ঘদিন যাপে।
এহেন মধুর দৃশ্য করি দরশন, পূজিতে আকুল হ'য়ে বানর তখন।
মধুচক্র হাতে করি বনের বানর, আসিয়া শ্রীবুদ্ধে পূজে হরিষ অন্তর,
বানরের ভক্তি শ্রদ্ধা আর মধু দানে, বনস্থলী প্রকম্পিত সাধুবাদ দানে।
এহেন পূজার দৃশ্য হেরি বন্য প্রাণী, হিংসা-ক্রোধ ভুলি সবে করি মৈত্রী-ধ্বনি
স্বর্গে থাকি এই পূজা দেখি দেবগণ, সাধুবাদ সহ করে পুষ্প বরিষণ।
এই সাথে মোরা সবে হ'য়ে একমন, আনন্দেতে সাধুবাদ দাও ঘনে ঘন।
আজি মোরা মধু দানে ভক্তি শ্রদ্ধাভরে, পূজিতেছি শ্রীবুদ্ধকে মোক্ষলাভ তরে।
মধুদান এ পূজায় জন্মে জন্মে যেন, সুমধুর কণ্ঠস্বরে জিনি ত্রিভুবন।

—বৈশাখী পূর্ণিমা স্তোত্র—

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি অতি শুভক্ষণ, ধরভরা চন্দ্র আলো অতি সুশোভন।
থোপ থোপা জোনিপোকা তরু শাখা ধরি, ঝিকিমিকি করিতেছে চন্দ্র আলো স্মরি।
সরোবরে কুমুদিনী পে'য়ে চন্দ্র আলো, ফুল্লমনে বলে আহা আজি বড় ভালো।
এমন পূর্ণিমা দিনে লুম্বিনী উদ্যানে, বুদ্ধাঙ্কুর জন্ম নিল অতি শুভক্ষণে।
জন্মক্ষণে বসুন্ধরা সশব্দে কাঁপিয়া, আনন্দ প্রকাশ করে সাধুবাদ দিয়া।
স্বর্গে থাকি দেবগণ সাধুবাদ করে, আনন্দে পূরিত ধরা বুদ্ধাঙ্কুরে হেরে।

৯ জন্মমাত্র শ্রেষ্ঠ আমি শ্রেষ্ঠ আমি বলি, ধরাধামে প্রকাশিল হস্ত এক তুলি।
আনন্দেতে পাখীকুল বিস্তারিয়া ডানা, হেলি দুলি নাচে আর শব্দ করে নানা।
মৃদু মন্দ বহি আনন্দ জানায়, পাপী তাপী-ত্রাণ-কর্ত্তা এ'ল এধরায়।
এহেন পবিত্র দিনে নৈরঞ্জনা-তীরে, সুজাতার পয়ঃসান্ন খেয়ে ধীরে ধীরে।
গয়াধামে বোধি-মূলে বসি মায়া-ধন, সর্ব রাত্রি মার সাথে করি ঘোর রণ।
সর্বক্লেশ বিনাশিয়া লভি বোধি-জ্ঞান, বুদ্ধ নামে খ্যাত হল জগত প্রধান।
বহুবিধ অলৌকিক শক্তি সহকারে, পঞ্চচত্তারিংশ বর্ষ জগত মাঝারে।
সুধাময় নব ধর্ম করিয়া প্রচার, নর-দেব ত্রিলোকের করি উপকার।
অশীতি বৎসর পূর্ণে করুণা নিকর, কুশী নারা শালবনে গিয়ে অতঃপর।
শুভ্র জ্যোৎস্না-আলো ধৌত গগনের তলে, বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে দেব-নর দলে।
কাঁদাইয়া নিরবান লভে বুদ্ধ ধন, জ্ঞান-দীপ নির্বাপনে কাঁদিল ভুবন।
ত্রিস্মৃতি জড়িত এই শুভ মহাদিনে, সবেমিলি শ্রদ্ধাভরে কায়বাক্য-মনে।
নত শিরে বন্দি সবে সুগত-চরণ, করুণার কণা মাগ ওহে ভক্তগণ।

—বিদর্শন ভাবনার প্রাথমিক উপদেশ—

দাঁড়ানে গমনে আর শুইতে বসিতে, সতত রাখিবে স্মৃতি সর্ব অবস্থাতে।
যেইক্ষণে সেই চিত্ত হইবে উদিত, সেইক্ষণে সেই স্মৃতি করিবে নয়ত।
স্মৃতি ছাড়া কোন কাজে নাহি দিবে মতি, লঘু-দ্রুত-চিত্ত-গতি দৃষ্টি রাখ অতি।
দাঁড়াইতে কর স্মৃতি আমি উঠিতেছি, চলিতে হইলে ইচ্ছা আমি চলিতেছি।
তুলিতেছি পদ মোর ফেলিতেছি পুনঃ, প্রতি পদক্ষেপ মাঝে-স্মৃতি পুনঃ পুনঃ।
বসিতে হইলে ইচ্ছা আমি বসিতেছি, বসিয়া করিবে স্মৃতি আমি বসিয়াছি।
শুইতে হইলে ইচ্ছা আমি শুইতেছি, শুইয়া করিবে স্মৃতি আমি শুইয়াছি।
দ্বাবিংশতি সম্প্রজ্ঞান যাহা যাহা হয়, স্মৃতিতে রাখিবে তাহা স্মৃতি ছাড়া নয়।
চিত্তের কাজের সঙ্গে স্মৃতি-রজ্জু বাঁধ, চিত্তচোর চৌকি দাও যত আছ বুদ্ধ।
নিজবাধ্য হলে চিত্ত সদা ইচ্ছামত, চালায় মোক্ষের দিকে দান্ত অশ্ব-মত।
অবাধ্য চিত্তকে সদা বাধ্য করিবারে, বিদর্শন ভাবনাই মহাশক্তি ধরে।
নির্জন স্থানেতে থাকি হলে স্মৃতি রত, নিশ্চয় লভিবে জ্ঞান যথা ইচ্ছামত।

—সম্প্রজ্ঞান স্মৃতি ভাবনার বিধান—

গমনের কালে আমি চলিতেছি বলি, স্মৃতি সহকারে পথ চলিবে সকলি।
ফিরিবার কালে আমি ফিরিতেছি বলি, স্মৃতি সহকারে পথ আসিবেক চলি।

সম্মুখে দর্শন-কালে দেখিতেছি বলি, চিত্তেতে ধারণা করি দেখিবে সকলি।
প্রয়োজন বোধে যদি কভুও পিছনে, ফিরিয়া দেখিতে হয় তাহলে তখনে।
স্মৃতি সহকারে তাহা করিবে দর্শন, বিস্মৃতি না ঘটে যেন চিত্তের কখন।
হস্ত-পদ সঙ্কোচনে আর প্রসারণে' সতত রাখিবে স্মৃতি সযতনে মনে।
বস্ত্র পরিধানে আর দেহ আচ্ছাদনে, যেই কোন দ্রব্য আদি ধারণ গ্রহণে।
সতত রাখিবে স্মৃতি নির্ভুল হৃদয়ে, ভুল যাতে নাহি হয় যতন করিয়ে।
আহারের সর্বকাজে সস্মৃতি রাখিয়া, মুখেতে কবল দিবে স্মরিয়া স্মরিয়া।
পাণীয় পানের কালে রাখিবেক স্মৃতি, সেরূপ রাখিবে স্মৃতি খাদ্য-ভোজ্য প্রতি।
স্বাধনীয় বস্তু সব আস্বাদন-কালে, স্মৃতিসহ করিবেক চর্বণ সকলে।
বাহ্য প্রস্রাবের কালে অশুচি বলিয়া, স্মৃতি সহকারে তাহা করিবে চিন্তিয়া।
গমনে দাঁড়ানে আর শয়নের কালে, উপবিষ্টে জাগরণে ভাষণের কালে।
সতত রাখিবে স্মৃতি নির্ভুল প্রকারে, সর্বকাজ সম্পাদিবে স্মৃতি সহকারে।
মৌণভাবে যবে রবে মৌণ বলি জানি, স্মৃতি সহকারে রবে না বলিয়া বাণী।
এইরূপে দিবা-নিশি যাপে সেই জন, সম্প্রজ্ঞানকারী তারে বলে বুধগণ।
মুকুতি আসন্ন তার হয় ক্ষণে ক্ষণে" সম্প্রজ্ঞানকারী হও নির্বান কারণে।

—চারি ঈর্য্যাপথে স্মৃতি ভাবনার বিধান—

যাইবার কালে আমি যাইতেছি জানে, স্থিতকালে স্থিত আছি এইরূপ জানে।
উপবিষ্টকালে জানে উপবিষ্ট আছি' শয়ন করিলে জানে শয়ন করেছি।
এইরূপে জানি জানি চারি ঈর্য্যাপথে, স্মৃতি সহকারে সদা ভাবিবে মনেতে।
কোন জীব কোন কালে কভু নাহি চলে' নাম-রূপ মাত্র ইহা বসে আর চলে।
এরূপ অনিত্য-ভাবে স্মৃতি রাখি সদা, আচরিলে ঈর্য্যাপথ হয় যে সুখদা।
নির্বাণ আসন্ন হয় স্মৃতির প্রভাবে, সতত রাখহ স্মৃতি যতনে এভাবে॥

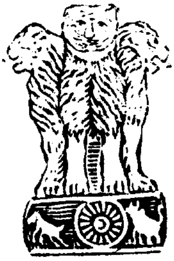

স্তোত্র-পর্ব সমাপ্ত।

৯। দান পর্ব।

— পদ্যে দশবিধ দানের সংক্ষিপ্ত ফল বর্ণনা —

অন্ন, বস্ত্র, জল, যান, মাল্য, গন্ধ আর। **বিলেপন, শয্যা, গৃহ, দীপ** দান সার॥ এই **দশদান** বস্তু শাস্ত্রোক্ত বচন। প্রদানিবে দাতৃগণ **সুখের** কারণ॥

(১) নানারস পূর্ণ অন্ন যারা সদা খায়, ক্ষুধা-দুঃখ নাহি জানে কিপ্রকার তায়। **অন্নদান**-ফল ইহা জান সর্বজন, অন্নদানে ধনশালী জন্মে জন্মে হন। (২) সুসজ্জিত গন্ধ দ্রব্য গুড় চিনি সহ, যে নর **সরবৎ** পান করে অহরহ। পিপাসায় কিবে দুঃখ না জানে যেজন, **পানীয়** দানের ফল জানহে সুজন। (৩) রেশমী পশমী বস্ত্র সুন্দর সুন্দর, যেবা করে ব্যবহার উহা নিরন্তর। কি প্রকার বস্ত্র-দুঃখ না জানে যে জন, **বস্ত্রদানে** এই ফল জান মহাজন। (৪) হস্তী অশ্ব যান আর রথ চৌদোলেতে, চড়িয়া বেড়ায় যেবা মনের সুখেতে। পথ-শ্রম কিবা দুঃখ না ভোগে যেজন, **যান দানের** ফল তা জান নরগণ। (৫) বিচিত্র ফুলের মালা সুগন্ধ বাহার, নানা অলঙ্কারে ভুষে যেবা অনিবার। মনোহরী মালা যার অঙ্গের ভূষণ, **মালা দান** ফল ইহা জান বন্ধুগণ। (৬) গন্ধ-চূর্ণ গন্ধ-ধূম গন্ধ তৈল আর, অঙ্গে অঙ্গে প্রবাহিত যার অনিবার। সুরভি সুগন্ধ যেবা করয়ে মণ্ডণ, **গন্ধ দানের** ফল তা জান বুধজন। (৭) কর্পূর কুঙ্কুম যত সুগন্ধি চন্দন, প্রতি অঙ্গে করে যেবা সদা বিলেপন। সুগন্ধে পূরিত যেবা করে বাসস্থান, **বিলেপন** দানে ইহা ভোগে পুণ্যবান। (৮) সুবর্ণ খচিত শয্যা পশমে নির্মিত, মণি ও মাণিক্য-জাল যাহাতে যোজিত। এরূপ শয্যার মাঝে শায়িত যে জন, **শয্যা-দান-ফল** ভোগী নিশ্চয় সেজন। (৯) কারুকার্যে রমণীয় প্রাসাদ যাহার, গন্ধর্বের বাদ্য বাজে যাহে অনিবার। এমন প্রাসাদে যেবা করে অবস্থিতি, **গৃহদানে** এই ফল ভোগে দিবারাতি। (১০) চক্ষু তেজ যার কাছে দিব্য চক্ষুমত, চক্ষুপীড়া নাহি জানে তাহা কোন মত। ধর্ম চক্ষু ভবিষ্যতে লাভ হয় যাঁর, **দীপ** দানে সেইফল লভে অনিবার। (১১) সংক্ষেপেতে দশদান প্রকাশিত হল, যথাযথ ফল এথা বর্ণিত হইল। **দশপারমীর** মাঝে যে দান প্রথম, পূরিলেন জিনবর অতি নিরুপম। ইহা দেখি বিজ্ঞগণ নির্বাণ কারণে, **দান পারমিতা** পূর্ণ কর প্রাণপণে।

— দান —

যাহা দেওয়া হয়, তাহাই **দান**। যেই দানে বস্তু সম্পত্তি, চিত্ত সম্পত্তি ও প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি পরিপূর্ণ থাকিবে, সেই দানই মহা ফলপ্রদ। সদুপায়ে লব্ধ টাকা-পয়সা ব্যয়ে এবং পরকে পীড়া প্রদান না করিয়া ধর্মতঃ যেই দানীয় বস্তু সংগ্রহ করা হয়, তাহা **"বস্তু সম্পত্তি"** নামে কথিত হয়। অসদুপায়ে লব্ধ টাকা পয়সায় এবং পরকে পীড়া প্রদানে দানীয় বস্তু সংগ্রহ করিয়া যেই দান দেওয়া হয়, তাহা কুশলাকুশল চিত্তের চেতনানুযায়ী পাপ-পুণ্য উভয় ফলই উৎপন্ন হয়। এতাদৃশ দান **"হীনদান"** নামে কথিত হয়।

দান দেওয়ার পূর্বে, দান দেওয়ার সময় এবং দান দেওয়া হইলে, এই ত্রিবিধ অবস্থায় চিত্তে লোভ, দ্বেষ ও মোহ শূন্য হইয়া দান-প্রীতি দানানন্দ উৎপন্ন হওয়ার নাম **"চিত্ত সম্পত্তি"**। চিত্তের হীন-উত্তম চেত নাই কুশলা-কুশল কর্ম। সুতরাং শান্ত, উদার, কুশল, প্রফুল্ল ও শ্রদ্ধা চিত্তেই দান কার্য্য সম্পাদন করা একান্তই কর্ত্তব্য।

শীলবান গ্রহীতা দিগকেই **"প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি"** বলে। শীলবান ক্ষেত্রে যেই দান দেওয়া হয়, তাহার ফল অতিশয় শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তদ্ধেতু ভগবান অনেক স্থলেই বলিয়াছেন—"বিচেয্য দানং দাতাব্বং, যথ দিন্নং মহাপ্ফলং" যেখানে দান দিলে মহা ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ ক্ষেত্রেই অন্বেষণ করিয়া দান দেওয়া উচিত।"

— বচ্ছ গোত্রের প্রশ্ন —

এক সময় **বচ্ছগোত্র** নামক এক পারিব্রাজক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"ভবৎ গৌতম, আমি শুনিয়াছি, "আপনি শুধু আপনার শিষ্যমণ্ডলীকেই দান দিবার জন্য বলেন। তাঁহাদিগকে দান দিলেই মহাফল হইবে, অন্য কাহাকে দান দিলে তেমন ফল হইবে না।" এইরূপেই আপনি উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহা সত্য কি?" প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ বলিলেন—"বচ্ছ, তাহা আমি বলিতেছি শোন—"যে অপরকে দান দিতে বারণ করে, তাহার তিনটি বিষয়ে অন্তরায় ঘটে। প্রথমতঃ সে "দায়কস্স পুঞ্ঞন্তরায়কারো হোতি"—দায়কদের পুণ্যের অন্তরায় কারী হয়। ইহাতে বহু অপুণ্যের সঞ্চার হয়। দ্বিতীয়তঃ—"পটিগ্গাহকানং লাভন্তরায়করো হোতি"—দান গ্রহীতাদের অন্তরায়কারী হয়। ইহাতেও বহু পাপ অর্জ্জন হয়। তৃতীয়তঃ—"পুব্বের খো

পনস্স অত্তা খাত্তা চ জাতি উপহতো চ"—সে প্রথমেই নিজের অর্হতি সঞ্চয় করিয়া নিজকে মর্য্যদার দিক দিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিয়া থাকে।

হে বচ্ছ, আমি একথাও বলিতেছি যে—কোন পঁচা নালায় বা কূপে যেসমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদি কোন পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি উচ্ছিষ্ট-পাত্র-ধৌত-জল নিক্ষেপ করিয়া এইরূপে কামনা করে যে—"এখানের প্রাণীসমূহ আমার প্রদত্ত এই উচ্ছিষ্ট খাইয়া জীবন ধারণ করুক।" ইহাতেও তাহার বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়। অপিচ মানুষকে দান দিলে যে, পুণ্য সঞ্চয় হইবেনা, ইহা বলে কে? তবে বচ্ছ, আমি এই কথা বলি যে—**শীলবান ব্যক্তিকে দান দিলেই মহাফল হয়।** অজ্ঞ ব্যক্তিগণ উৎকৃষ্ট পুণ্যক্ষেত্র জানিতে ও চিনিতে না পারিয়া দুঃশীলকে দান দেয়। অথচ সুশীল ক্ষেত্রে দান দিয়া পুণ্যের বিপুলতা অর্জ্জন করে না।

—পুদ্‌গলিক দান—

ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া যেই দান দেওয়া হয়, তাহাই 'পুদ্‌গলিক' দান নামে অভিহিত হয়। "পুদ্‌গলিক" দান-ক্ষেত্র চৌদ্দ প্রকার। যথা—(১) তির্য্যক্ জাতি, (২) পরপীড়নে জীবিকা নির্বাহকারী, (৩) সৎ—বাণিজ্যাদি সাধুকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী গোশীলাদি ব্রতধারী পৃথক্‌জন, (৪) বুদ্ধ-শাসন-বহির্ভূত অষ্ট সমাপত্তি লাভী তাপস, (৫) স্রোতাপন্ন মার্গস্থ, (৬) স্রোতাপত্তি ফলস্থ, (৭) সকৃদাগামী মার্গস্থ, (৮)—সকৃদাগামী ফলস্থ, (৯) অনাগামী মার্গস্থ; (১০) অনাগামী ফলস্থ, (১১) অরহত মার্গস্থ, (১২) অরহত ফলস্থ, (১৩) পচ্চেক বুদ্ধ, (১৪) সম্যক্ সম্বুদ্ধ।

—নির্বাচন করিয়া দান দেওয়ার নির্দ্দেশ—

১। উজ্জঙ্গলে যথা খেত্তে বীজং বহুম্পি রোপিতং, ন বিপুলং ফলং বহাতি ন পি তোসেতি কস্সকং। ২। তথেব দানং বহুকং দুস্সীলেসু পতিট্‌ঠিতং, ন বিপুলং ফলং হোতি ন পি তোসেতি দায়কং। ৩। যথা পি ভদ্দকে খেত্তে অপ্পং বীজম্পি রোপিতং, সম্মাধারং পবেচ্ছন্তে ফলং তোসেতি কস্সকং। ৪। তথেব সীলবন্তেসু গুণবন্তেসু তাদীসু, অপ্পকং পি কতং কারং পুঞ্ঞং হোতি মহাপ্‌ফলং। ৫। বিচেয্য দানং দাতব্বং যত্থ দিন্নং মহাপ্‌ফলং,

বিচেয্য দানং দত্বান সগ্গং গচ্ছন্তি দায়কা। ৬ বিচেয্য দানং সুগতপ্পসত্থং, যে দক্খিণেয্যা ইধ জীবলোকে; এতেসু দিন্নানি মহাপ্ফলানি, বীজানি বুত্তানি যথা সুক্খেত্তে'তি

বঙ্গার্থ:–(১) অনুর্বর ক্ষেত্রে বহু বীজ বপিত হইলেও তাহাতে বহু ফল উৎপন্ন হয়না। সুতরাং ইহাতে কৃষকও সন্তোষ লাভ করিতে পারেনা। (২) সেইরূপ দুঃশীল-ক্ষেত্রে বহু দান করিলেও তাহাতে বিপুল ফল লাভ হয় না। সুতরাং ইহাতে দায়কও সন্তোষ লাভ করিতে পারেনা। (৩) উর্বর ক্ষেত্রে অল্পমাত্র বীজ বপিত হইলেও, যদি তাহাতে যথাকালে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তবে সেই ক্ষেত্রের ফল লাভে কৃষক যেমন সন্তোষ লাভ করে; (৪) তেমন শীলবান ও গুণবানদিগকে অল্পমাত্রও (পূজা-সৎকার) দানাদি কিছু করিলে বিপুল পুণ্য সঞ্চয় হয়। (৫) যেই ক্ষেত্রে দান দিলে মহাফল হয়, সেইরূপ ক্ষেত্র অন্বেষণ বা বিচার করিয়া দান দিবে। বিবেচনার সহিত (সুশীল ক্ষেত্রে) দান দিলে, দায়ক (সেই পুণ্য-প্রভাবে) স্বর্গে গমন করে। ৬। এই জীবজগতে সুগত প্রশংসিত দানের যোগ্য পাত্র যাঁহারা আছেন, বিচার করিয়া তাঁহাদিগকেই দান দিবে। সুক্ষেত্রে বপিত-বীজ যেমন বিপুল হয়' তদনুরূপ যোগ্যপাত্রে দান দিলেও মহাফল হয়।

—সঙ্ঘ দান—

ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসিবে, শুধু নাম মাত্র ধারী শ্রমণগণ কাষায় বস্ত্রের ফিতা বা চিহ্ন ধারণ করিবে। তাহারা হইবে দুঃশীল ও পাপাচারণকারী। এইরূপ দুঃশীলদিগকেও সংঘ উদ্দেশ্যে দান দিলে, তাহাও "সংঘদান" হইবে। সুতরাং সেই দানের ফলও হইবে অসংখ্য অপ্রমাণ। কিন্তু পুদ্গলিক বা ব্যক্তিগত এমন কি অরহত্তকে দান দিলেও এইরূপ মহাফল হয় না। দান চারি কারণে দায়ক ও প্রতিগ্রাহক হইতে বিশুদ্ধ অথবা অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন—(১) দায়ক শীলবান, অথচ গ্রাহক দুঃশীল, এক্ষেত্রে দায়ক হইতে এই দান বিশুদ্ধ হয়। (২) গ্রাহক শীলবান, অথচ দায়ক দুঃশীল, এক্ষেত্রে প্রতিগ্রাহক হইতেই এই দান বিশুদ্ধ হয়। (৩) দায়ক ও দুঃশীল, গ্রাহক ও দুঃশীল, এক্ষেত্রে উভয় পক্ষ হইতেই দান অবিশুদ্ধ হয়। (৪) দায়ক ও সুশীল, গ্রাহক ও সুশীল এক্ষেত্রে উভয় পক্ষ হইতেই দান বিশুদ্ধ হয়।

অনুর্বর ক্ষেত্রে উত্তম বীজ বপিত হইলে যেই অবস্থা, উর্বরক্ষেত্রে নিকৃষ্ট বীজ বপিত হইলেও সেই অবস্থা। ইহাতে আশানুরূপ ফল লাভ অসম্ভব। অপিচ উর্বর ক্ষেত্রে যথাসময়ে উত্তম বীজ বপিত হইলে কৃষক আশানুরূপ ফল লাভ করিয়া সন্তোষ হয়। আবার কিন্তু অনুর্বর ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট বীজ বপিত হইলে, তাহা সম্পূর্ণই নিষ্ফল হইয়া থাকে। কৃষকের যত্ন, উদ্যম, বীজ, সব কিছুই ব্যর্থ হইয়া যায়। সুতরাং দান সম্বন্ধেও তদনুরূপ জ্ঞাতব্য।

বর্দ্ধমানবাসী জনৈক ব্যাধ জ্ঞাতি-প্রেত উদ্ধার মানসে এক দুঃশীলকে দান দিয়াছিল। তদ্ধেতু প্রেত মুক্তি লাভ করিতে পারিল না। একে একে তিনবার প্রেত ক্রিয়া করিল, তথাপিও না। চতুর্থবারে দান-কার্য্যের সময় প্রেত স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইল এবং বীভৎস চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"দুঃশীল আমাকে লুণ্ঠন করিতেছে, দুঃশীল আমাকে লুণ্ঠন করিতেছে।" ব্যাধ বুঝিতে পারিল—এ অশরীরি বাণী সেই প্রেতেরই। সুতরাং সে পুনরায় দান দিল সুশীল ভিক্ষুকে। প্রেত সেই পুণ্য অনুমোদন করিল সানন্দে। এবার প্রেতের প্রেতাত্মার অবসান হইল, সুখী হইল সেই বিশুদ্ধ দানের পুণ্য লাভে। তদ্ধেতু বলা হইয়াছে দানের বিশুদ্ধিতা নির্ভর করে দাতা-গ্রহীতা উভয়েরই উপর। দাতা হইতে হইবে, শ্রদ্ধা সম্পন্ন শীলবান গ্রহীতাও হইতে হইবে শীলবান, দায়কের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হিতকামী।

—পাঁচ প্রকার সংঘ—

১। **চারিজন** ভিক্ষুতে একসংঘ। ২। **পাঁচজন** ভিক্ষুতে একসংঘ। ৩। **দশজন** ভিক্ষুতে একসংঘ। ৪। **বিশজন** ভিক্ষুতে একসংঘ। বিশজনের অধিক সংখ্যক ভিক্ষুতেও একসংঘ।

—কর্মবিশেষে সংঘের অধিকার—

(১) চারিজন ভিক্ষুতে যেই সঙ্ঘ, সেই সঙ্ঘের দ্বারা উপসম্পদা দান, সংঘপ্রবারণা ও পরিবাসের আহ্বান-কর্ম ব্যতীত ধর্মানুসারে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে। (২) পাঁচজন ভিক্ষুতে যেই সংঘ, সেই সংঘের দ্বারা মধ্যদেশে উপসম্পদা দান এবং পরিবাসের আহ্বান কর্ম ব্যতীত ধর্মানুসারে অন্যান্য যাবতীয় বিনয়-কর্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে। (৩) দশজন ভিক্ষুতে

যেই সংঘ, সেই সংঘ দ্বারা পরিবাসের আহ্বান কর্ম ব্যতীত ধর্মানুসারে অন্যান্য বিনয়-কর্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে। (৪) বিশজন ভিক্ষুতে যেই সংঘ, সেই সংঘ দ্বারা ধর্মানুসারে যাবতীয় বিনয়-কর্ম সম্পাদন করা যাইতে পারে। (৫) বিংশত্যাধিক ভিক্ষুতে যেই সংঘ, সেই সংঘ দ্বারাও ধর্মানুসারে যাবতীয় কর্ম সম্পাদন হইতে পারে। সুতরাং সুধীজনগণ দ্বারা বুদ্ধের উক্ত নির্দ্দেশিত বাণী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিচারপূর্বক বিনয়ের কর্মাদি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করা একান্তই সমীচীন। সবসাধারণের অবগতির উদ্দেশ্যে এখানে তাহার যথাযথ বিবৃতি প্রদত্ত হইল।

—সংঘদান বিধি—

ভিক্ষু, শ্রামণের, দায়ক, দায়িকা ও উপাসক উপাসিকাদের মধ্যে যে কাহারও যে কোন সময়ে সঙ্ঘদান করিতে ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে, অর্থের কিম্বা ভিক্ষুর অভাবে ন্যূনকল্পে চারিজন ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়া এক স্থানে সমবেত করাইতে হইবে। সঙ্ঘদানের যাবতীয় দ্রব্য সঙ্ঘ-দান চেতনায় প্রফুল্লচিত্তে সংগ্রহ করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইলে, সঙ্ঘ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত বা সংগৃহীত যাবতীয় খাদ্য-ভোজ্য ও বস্ত্রাদি দানীয় বস্তু ভিক্ষুদের সম্মুখে সুন্দররূপে সাজাইয়া দিবে। তৎপর উপস্থিত সকলে শান্ত ও শ্রদ্ধাসংযুক্ত প্রফুল্লচিত্তে পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়া তিনবার **"নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স"** বলিবে। তদনন্তর বলিতে হইবে—**"ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেমা, পুজেমা"** এই বাক্যটি তিনবার বলিলে **"সঙ্ঘদান"** করা হইল। মৃত জ্ঞাতিবর্গকে পুণ্যদান—**"ইদং বো ঞাতীনং হোতু"** ইত্যাদি বলিয়া জল ঢালিতে ঢালিতে জ্ঞাতীবর্গের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত পুণ্য উৎসর্গ করিবে।

সংঘ বলিলে সারিপুত্র প্রমুখ আর্য্য সংঘ হইতে বর্ত্তমান ভিক্ষু-সংঘ পর্য্যন্ত বুঝায়। সুতরাং সংঘক্ষেত্র দুঃশীল হইতে পারে না। এই হেতু সংঘদানের ফল অতিশয় মহত্তর ও অক্ষয়। তদ্ধেতু ভগবান বলিয়াছেন—

পঠবী সাগরো মেরু খয়ং য়ন্তি যুগে যুগে,
কপ্পানি সতসহস্সানি সঙ্ঘে দিন্নং ন নস্সতি।

মহাপৃথিবী, চুরাশী হাজার যোজন গভীর মহাসমুদ্র এবং চুরাশী হাজার যোজন উচ্চ পর্বতরাজ সুমেরু, এই তিনটা বৃহত্তম বস্তু ধ্বংস হয়, যুগান্তরে

কল্প ধ্বংসের সময়। কিন্তু তার চেয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় সংঘদানের ফল। লক্ষ কল্প অতীত হইলেও এই সংঘদানের অফুরন্ত ফল ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারে না। এই কারণে মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ স্বীয় বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে সংঘক্ষেত্রেই দান দিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

—পাপ উৎপাদক পঞ্চদান—

(১) সুরাদি যে কোন নেশা-দ্রব্য দান, (২) নৃত্য-গীত দান, (৩) স্ত্রী দান, (৪) গাভীর পাল দেওয়ার জন্য বৃষভ দান ও (৫) কামোদ্দীপক ছবি দান। এই পঞ্চ দান পুণ্যের পরিবর্তে পাপ সঞ্চয়ের হেতু হয়। তবে বিবেক-ভাব উৎপাদন মানসে জাতকাদি ছবি ও বুদ্ধ-পূজার উদ্দেশ্যে বাদ্য, নৃত্য ও ধর্মমূলক বিবেকপূর্ণ গানাদি দান করিলে পুণ্য হয় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। মহা পুণ্যবান লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী মহাস্থবির অর্হত্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় অতীত কর্ম প্রকাশ প্রসঙ্গে তিনি সীবলী অবদানে বলিয়াছেন—"আমার অতীত জন্মের কথা। আমি একবার দেবলোকে দেবরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন আমার নাম ছিল "বরুণ।" সেই শুভদিনে জগতের মহা আলোক, মহা জ্যোতিঃ, ভগবান অর্থদর্শী বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আমি দেবপরিষদ সমভিব্যাহারে সম্বুদ্ধের পূজা করিয়াছিলাম দিব্য পূজা, বিপুল-ভাবে। সম্বুদ্ধের পরিনির্বানের পর বোধিদ্রুমকে পূজা করিয়াছিলাম দিব্য উপচারে। বুদ্ধের স্মৃতি রাখিয়াছিলাম আমার হৃদয়-মন্দিরে। বুদ্ধের জন্মস্থান বোধিদ্রুম মূলে জীবিত বুদ্ধের স্মৃত অন্তরে জাগ্রত রাখিয়া দিব্য-বাদ্যে, দিব্য-সঙ্গীতে, দিব্য-নৃত্যে পূজা করিয়াছিলাম উদারভাবে, বুদ্ধ আর বোধিদ্রুমকে। পূজান্তে বোধিপাদপমূলে উপবিষ্ট হইলাম পদ্মাসনে। সেই অবস্থাতেই এই দেবত্ব হইতে চ্যুত হইয়া জন্ম নিলাম ঊর্দ্ধতন দেবপুরী "নির্মাণরতি" তে। নির্মাণরতির ঐশ্বর্য্য বড়ই আশ্চর্য্যপ্রদ, বড়ই চমৎকার। আমার মনতোষিনী এই অমরাপুরীর বিলাস-ঐশ্বর্য্য নির্মিত হয় আমার ইচ্ছানুরূপ। তাহাই আমাকে ক্ষণে ক্ষণে করিয়া তোলে চমৎকৃত-অভিরমিত-উল্লসিত। তৎসঙ্গে মনে পড়ে আমার আনন্দদায়িনী সেই পূজা স্মৃতি। নিশ্চয়ই বোধি-তরুমূলে দিব্য বাদ্য-নৃত্য-সঙ্গীতে করিয়াছিলাম যেই পূজা, তারই বিপুল-পুণ্যে এ সকল মনোমোহিণী দিব্যাঙ্গনা অপ্সরা আমার অপ্রকাশ্য মনোগত চিন্তানুরূপ সুললিত গীত-বাদ্যে; হাস্য-লাস্যে-কটাক্ষে; রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শে, বৈচিত্রময় অপরূপে রূপায়িত হইয়া আমাকে অভিরমিত করিয়াছিল নহে কি?"

—অসৎ পুরুষের পঞ্চবিধ দান—

(১) **"অসক্কচ্চং দানং দেতি"**—যেই দান অগৌরবের সহিত দেওয়া হয়। অর্থাৎ উত্তম দানীয় বস্তু থাকা সত্ত্বেও খারাপ বস্তুই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সহিত দান করে এবং গ্রহীতাকে আসনাদি দিয়া ও বাক্যের দ্বারা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে না। (২) **"অসহত্থ দানং দেন্তি"**—স্বীয় হস্তে দান কার্য্য করে না। নিজে উপস্থিত থাকিয়াও চাকরের দ্বারাই অগৌরবের সহিতই দান-কার্য্য সম্পাদন করায়। (৩) **"অচিত্তি কত্বা দানং দেতি"**—গ্রহিতা এবং দানীয় বস্তু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে ও পুণ্য-চেতনাহীন চিত্তে দান দেয়। (৪) **"অপবিদ্ধ দানং দেতি"**—বিষাক্ত সর্প গর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়ার ন্যায় দান দেয় অর্থাৎ যে দান দিতে একান্ত বাধ্য, না দিলে দণ্ডিত হইতে হইবে, দুর্নাম রটিবে অথবা মানের হানি ঘটিবে, তাই দান দিতে হইবে, কোন প্রকারে (অশ্রদ্ধা অন্তরে), দিলেই মুক্ত হইলাম, এইরূপ অশ্রদ্ধাচিত্তে যারা দান দেয়। (৫) **"অনাগমন দিট্ঠিকো দানং দেতি"**—ফল প্রাপ্তির ইচ্ছুক না হইয়া অর্থাৎ কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া দান দেয়। এই পঞ্চ প্রকারে দান দেওয়ার নামই অসৎপুরুষ দান।

—পঞ্চবিধ সৎপুরুষ দান—

(১) **"সদ্ধায় দানং দেতি"**—কর্ম ও কর্ম-ফলের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত দান দেয়। ইহাতে দাতার জন্মে জন্মে প্রভূত ধন-সম্পদ লাভ হয়। দেহের বর্ণ সুশ্রী হয়। সে সকলের প্রিয়পাত্র ও দর্শনীয় হয়। (২) **"সক্কচ্চং দানং দেতি"**—গ্রহীতার প্রতি সম্মান, গৌরব ও মৈত্রীচিত্তে উত্তম বস্তু দান দেয়। এতদ্ফলে দায়ক জন্মে জন্মে মহাধনী হয় এবং দাস-দাসী-পরিবারবর্গ সকলেই তাহাকে গৌরব করে, তাহার কথা শুনে, সেবা করে ও সুবাধ্য হয়। (৩) **"কালেন দানং দেতি"**—যথাসময়ে দান দেয়, অর্থাৎ গ্রহীতার যখন যাহা প্রয়োজন, তখনই তাহা দিয়া গ্রহীতার অভাব মোচন করে। এইরূপ দায়ক ভবিষ্যৎ জন্মে অপরিসীম ভোগসম্পদের অধিকারী হয়। তাহার যখন যাহা প্রয়োজন, তখন তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ হয়। (৪) **"অনগ্গহিত চিত্তো দানং দেতি"**—চিত্তের কৃপণতা ও লিপ্সা ত্যাগ করিয়া দান দেয়। এইরূপ দায়ক জন্মে জন্মে প্রচুর ভোগ-সম্পদ লাভ করে এবং যথেচ্ছিত রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শে অভিরমিত হয়। (৫) **অত্তানঞ্চ পরঞ্চ অনুপহচ্চ**

দানং দেতি"—নিজকে উচ্চে এবং অপরকে নিম্নে রাখিবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া ইহ-পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত দান দেয়। ইহাতে দায়কের জন্মে জন্মে প্রভূত বিত্ত-সম্পদ লাভ হয় এবং লব্ধ সম্পত্তি অগ্নি, জল, রাজা, চোর ও শত্রু দ্বারা বিনষ্ট হয় না। এবম্বিধ দানই "সৎপুরুষ দান" বলিয়া অভিহিত হয়।

—অল্পদানে মহাফল লাভের উপায়—

দশক অঙ্গুত্তরে ও প্রেতবত্থু গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে—শীলবানদিগকে শ্রদ্ধার সহিত **এক চামচ** মাত্র অন্ন দানেও সুগতি লাভ হয়। **পাঁচ হস্ত** প্রমাণ একখানি পর্ণশালা নির্মাণ করিয়া দান করিলেও দেবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

—সপ্ত ব্রতে স্রোতাপন্ন—

যেই শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকাগণ ইহলোকে অভিন্নরূপে **ত্রিশরণে** সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন, অখণ্ড **পঞ্চশীল** রক্ষা করেন, দ্বিধাভাব পোষণ না করিয়া যথানিয়মে **পালার** আহার্য্য বস্তু প্রদান করেন, প্রত্যেক অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী তিথিতে ও বর্ষা-ব্রত উদ্‌যাপন সময় **আহার্য্য** বস্তু দান করেন, সর্বসাধারণের জলপানের জন্য একটি পানীয় জলের কূপ বা **পুষ্করিণী** খনন করেন এবং ন্যূনকল্পে দীর্ঘ-প্রস্থে পাঁচহাত একখানা **বিহার** (পর্ণকুটী হইলেও) যদি দান করেন, তাঁহারা আর্য্যশ্রাবক স্রোতাপন্নদের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট গতিসম্পন্ন হন। স্রোতাপন্নদের জন্য যেমন চতুর্বিধ অপায়-দ্বার রুদ্ধ, তেমন নিত্য পুণ্য-প্রসূ উক্ত কুশলকর্ম সম্পাদন-কারিদের জন্যও চারি অপায়-দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়।

—দান ভেদে দৈহিক অবস্থা—

উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি পরিভোগ করিলে যেমন দেহের রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন হয়, তেমন উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি দান করিলেও জন্মান্তরে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি লাভ হয় এবং সুন্দর সুগঠন দেহ লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং সুখাদ্য দান, বস্ত্র দান, পুষ্পাদি সুন্দর বস্তু দান, বিহার সম্মার্জ্জন ও ক্রোধ বর্জ্জন দ্বারা মানুষ জন্মান্তরে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সুঠাম-দেহ লাভ করিয়া পরমানন্দে আনন্দিত হয়।

নিরস খাদ্য-ভোজ্যাদি পরিভোগ করিলে যেমন দেহে রক্ত-মাংস ওরূপ লাবণ্যাদি বর্দ্ধিত হয় না, বরঞ্চ ইহাতে দৈনন্দিন দেহ শুষ্ক-বিশুষ্ক হইয়া

অপ্রীতিকর শ্রীহীন হয়, সেইরূপ নিরস খাদ্য-ভোজ্যাদি দান করিলেও দায়ক জন্মান্তরে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি লাভ করিতে পারে না। রূপলাবণ্য বিহীন, বিশ্রী, কৃশ ও দুর্বল দেহ সম্পন্ন হয়। এমন কি উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াও যদি ভোজন করে, তথাপ তদ্দারা তাহার দেহের কোনই সুফল হয় না। সে সর্বদা স্বল্প রক্ত-মাংস সম্পন্ন বিশ্রী মনুষ্য প্রেতের ন্যায় হইয়া দুঃখেই কাল যাপন করে।

—বিহার দানের উপকারিতা—

বিহারে অবস্থানকারী ভিক্ষুগণ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি প্রচণ্ড হিংস্র-জন্তুর আক্রমণ, সরীসৃপাদি সর্পজাতীয় প্রাণীর উৎপাত, মশকাদির দংশন, কুয়াশা, প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি, খরতর সূর্য্যোত্তাপ ও দুঃসহ শীতগ্রীষ্মাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়। যে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইলে, বিহারে প্রবেশ করিয়া নিরাপদে বাস করিতে পারে। উক্ত যে কোন উপদ্রবে দেহ আক্রান্ত হইলে, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তদ্ধেতু মনোযোগ সহকারে ধ্যানাদি করিতে পারে না। নিরাপদে শমথ-বিদর্শন ভাবনাদি করিবার নিমিত্ত ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে বিহার দান দেওয়া অতি উত্তম বলিয়া ভগবান বুদ্ধ বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানী পণ্ডিতগণ বিহার-দানের এই উপকারিতা সন্দর্শন করিয়া অনাথপিণ্ডিকের ন্যায় বিবেকস্থ মনোরম স্থানে বিহার নির্মাণ করান। সেই বিহারে দায়কগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহুশ্রুত ভিক্ষু বাস করান। তাঁহারা সেই ভিক্ষুদিগকে ঋজুচিত্তে অন্ন-পানীয় ও বস্ত্র-শয্যাদি দান দিয়া এবং ধর্ম শ্রবণ, উপোসথ পালন ইত্যাদি বহুবিধ পুণ্য কর্মে ব্রতী হইয়া প্রভূত পুণ্য উৎপাদনের হেতু করেন। ভিক্ষুগণ ও উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি মৈত্রী-চিত্তে দায়কের ইহকাল পরকালের হিতাবহ সার-ধর্ম দেশনা করেন।

✳ —বিহার দানের ফল—

বিহার দানের ফল, লোকনাথ বুদ্ধের অমৃত মুখ ব্যতীত অন্য কেহই বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না(১) যাঁহারা সঙ্ঘ উদ্দেশ্যে বিহার দান করেন, তাঁহারা সঙ্ঘকে প্রকারান্তরে দান করিতেছেন-"**আয়ু, বর্ণ, সুখ' বল, যশঃ, ও প্রজ্ঞা**" (২) জীবন সংশয়কর শীতাদি নানা উপদ্রব নিবারক '**বিহার**' দান করিয়া দায়কগণ ভিক্ষুদের আয়ু রক্ষা করেন। তদ্ধেতু সৎপুরুষগণ বিহার

দায়কের উপাধি দিয়াছেন **"আয়ু উৎপাদক"** (8) নাতিশীতোষ্ণ আবাসে বাস করিলে 'বল, বর্ণ ও প্রজ্ঞা' বৃদ্ধি পায়। তাই সেই বিহার দাতা, ভিক্ষুগণকে দান করিতেছেন 'বল, বর্ণ ও প্রজ্ঞা'।

(৫) জগতে শীত-গ্রীষ্ম সরীসৃপ ও মাটিকাদি বহুবিধ নিষ্ক্রিয় দুঃখের কারণ নিবারণকারী বিহার-দায়ক ভিক্ষুদের সুখ উৎপাদনের হেতু হন। (৬) বিহার-দাতা ভিক্ষুগণের 'শীত, উষ্ণ, বায়ু, রৌদ্র, দংশক, মশক, বৃষ্টি, সরীসৃপ ও ভীষণ হিংস্র জন্তুর' উপদ্রব জনিত দুঃখ নিবারণ করেন। সেই হেতু বিহার-দায়কের পরলোকে জীবন নিরাপদ হয় এবং বহুবিধ সুখ-ভোগের কারণ উৎপন্ন হয়। যাঁহারা প্রসন্ন চিত্তে মনোরম বিহার নির্মাণ করিয়া সঙ্ঘোদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন, তাঁহারা সব কিছুই দান করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। "বিমানবত্থু" গ্রন্থে নন্দিক নামক উপাসকের বিহার-দান সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা আছে, তাহাতে দেখা যায়, নন্দিক বিহার দানের সঙ্গে সঙ্গেই দেবলোকে তাঁহার জন্য দিব্য-বিমান উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি আছেন নরকুলে নর-দেহ বিদ্যমান, অথচ পুণ্যের পুরস্কার দিব্যৈশ্বর্য্য প্রাদুর্ভূত হইল দেবলোকে। তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় সহস্রাধিক অপ্সরা অবস্থান করিতেছেন সেই বিমানে, আকুল প্রাণে। 'লোভ-দ্বেষ-মোহ' ক্ষয় করে দানে। ইহা তৃষ্ণা ক্ষয়ের ও হেতু হয় অসন্তবরূপে। *

—যাগু দানের ফল—

ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ যাগুকে মহাউপকার জনক আহার এবং ভৈষজ্য বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। তিনি যাগু পানের দশ প্রকার গুণ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। যাগু-পানের মাধ্যমে লাভ হয়—'আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল ও

* বিহার-দায়ক দানীয় বিহার, বিহার-প্রাঙ্গন ও বিহারের সম্পত্তি ভোগ-দখল করিলে, সঙ্ঘ-সম্পত্তি চুরি ও ডাকাতি করার অপরাধে অপরাধী হয়। ধর্মত: রক্ষা করার অধিকার আছে বটে, কিন্তু ভোগ করিবার অধিকার নাই। এমন কি আমার বিহার বলিবার ও দায়কের অধিকার নাই, তাতেও পাপ আছে। কারণ উহা দানীয়, সঙ্ঘ-সম্পত্তি। বিহার প্রাঙ্গনের গাছ, ফল, এমন কি ঘাস পর্য্যন্ত সঙ্ঘের অধিকারে। গরু-ছাগলের দ্বারা ঘাস খাওয়াইলে, তাহা ও অপরাধে গণ্য হয়। বিনিময়ে গ্রহণ করা যায় বটে, কিন্তু বিহার দায়কের পক্ষে তাহা ও অন্যায়। কারণ ইহাতে ক্রমশ: "লোভ, দ্বেষ, মোহ ও আমিত্ব" ভাব আসিয়া পড়ে।

প্রজ্ঞা"। আরও হয়-ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি, উদর-বায়ুর নিরসন, বস্তিদেশ পরিশুদ্ধ ও ভোজ্য-বস্তুর সম্যক্ জীর্ণ।

যে কোন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি যথাকালে সুশীল ভিক্ষুকে এই দশবিধ গুণ সম্পন্ন যাগু দান করেন, তিনি লাভ করেন উক্ত দশবিধ ফল। এই ফল সমূহের অধিকারী পুণ্যবান ব্যক্তি মানুষিক ও দিব্য সুখে সুখী হন জন্ম-জন্মান্তরে।

—অবিরাম পুণ্যবর্দ্ধন-শীল দান—

এমন ছয় প্রকার কুশল কর্ম আছে, যাহা সম্পাদন করিলে, সেই-পুণ্য-চেতা অনুষ্ঠাতার দিবা-রাত্রি অবিরাম পুণ্য বৃদ্ধি হয়। যথা—বিহার নির্মাণ করা, সকল প্রাণীর উপকার মানসে ফল-ফুলের উদ্যান করা, সেতু নির্মাণ করা, জলসত্র দেওয়া, সকল প্রাণীর হিত-চেতনায় কূপ পুষ্করিণী খনন করিয়া দেওয়া ও পান্থশালা তৈয়ার করা। দশকুশল কর্মপথে সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত উক্ত পুণ্য কর্মিগণ নিশ্চয়ই স্বর্গগামী হন।

—কঠিন-চীবর দান—

আশ্বিনী পূর্ণিমার পর দিবস প্রতিপদের অরুণোদয় হইতে কার্তিকী পূর্ণিমা অবসানের অরুণোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত এই পূর্ণ এক মাসই হইল, "**কঠিন-চীবর**" দানের একমাত্র উপযুক্ত সময়। দ্বিচীবর অথবা ত্রিচীবরের মধ্যে যে কোন একখানি চীবর দ্বারা কঠিন-চীবর দান করা যাইতে পারে। কঠিন-চীবর দান বিবিধ প্রণালীতে সম্পাদন করা যায়। যথা—**প্রথম** প্রণালী হইল—যেই দিন কঠিন-চীবর দান করা হইবে, সেই দিনের অরুণোদয় হইতে তৎপর দিনের অরুণোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত এই ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সূতাকাটা হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড়-বুনা, সেলাই করা ইত্যাদি চীবর প্রস্তুতের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদনান্তর **কাঁঠাল** গাছের রং দ্বারা উপযুক্তরূপে রঞ্জিত করিয়া দান-কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। এই প্রণালীতে দান করিলে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পুণ্য অধিকতর লাভ হয়।

দ্বিতীয় প্রণালী হইল—প্রমাণমত শ্বেতবস্ত্রে চীবর শেলাই ও রং করিয়া দান দিতে হয়। ইহাতে প্রথমোক্ত কঠিন-চীবর প্রস্তুতির পরিশ্রম হইতে সল্প পরিশ্রম বিধায় কায়িকাদি পুণ্য কম হইবে।

তৃতীয় প্রণালী হইল—পূর্বের শেলাই ও রং করা চীবর দ্বারা কঠিন চীবর দান দেওয়া। ইহাতে চীবর নির্মাণ জনিত কায়িক শ্রম হয় না, তদ্ধেতু কায়িকাদি ত্রিবিধ দ্বারে পুণ্য লাভ করা যায় না।

চতুর্থ প্রণালী হইল—শেলাই না করিয়া ও শ্বেতবস্ত্র কঠিন চীবরের উদ্দেশ্যে দান করিতে পারা যায়। তবে সেই শ্বেতবস্ত্রখানি চীবরে পরিণত করিয়া পরদিনের অরুণোদয়ের পূর্বেই কঠিন-চীবর করিয়া লইতে হইবে। অনেক স্থলে এইরূপে ও কঠিন-চীবর দান করা হয়। ইহাতে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অতিরিক্ত পুণ্য সঞ্চয় হয় না। উক্ত চতুর্বিধ প্রণালীতে কঠিন চীবর দানের ইহাই বিশেষত্ব। তবে কঠিন-চীবর দানের যাহা মহাফল, তাহা এক সমানই হইবে।

—কঠিন চীবর দানের বিধান—

ভিক্ষু, শ্রামণের, দায়ক, দায়িকা, উপাসক ও উপাসিকাদের মধ্যে যে কেহই কঠিন-চীবর দান করিতে পারেন। শেলাই ভিন্ন শ্বেত বস্ত্র কঠিন-চীবর উদ্দেশ্যে দান করিতে হইলে, প্রথমে তাহা সঙ্ঘের সম্মুখে (কমপক্ষে ৫ জন ভিক্ষু) উপস্থিত করিয়া পঞ্চশীলাদি গ্রহণান্তর দান করিতে হয়। দানের সময় তিন বার **"নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স"** বলিয়া, তৎপর **"ইমং কঠিন-চীবরন্তস্সং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেম, কঠিনং অত্থরিতুং"** এইরূপ তিনবার বলিয়া দান করিতে হয়। তারপর ভিক্ষু বা দায়কগণ সেই বস্ত্রখানি চীবরে পরিণত করিয়া **"কপ্পিয়"** বা উপযুক্ত রঙে উত্তমরূপে রঞ্জিত করার পর ভিক্ষুগণ "কম্মবাচা" পাঠে চীবরখানি কঠিনে পরিণত করিবেন। আর যদি শেলাই ও রঙকরা চীবর হয়, তাহাও কমপক্ষে ৫ জন ভিক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া উক্ত নিয়মে পঞ্চশীলাদি গ্রহণান্তর **"ইমং কঠিন চীবরং ভিক্খুসঙ্ঘস্স দেম, কঠিনং অত্থরিতুং"** এই বাক্য তিনবার বলিয়া দান করিতে হয়। কঠিন চীবরখানা খুব উৎকৃষ্ট বস্ত্রের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাপড়খানিতে যেন কোন প্রকারের খুঁত না থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দীর্ঘ-প্রস্থে চীবর পরিমাণমত হইতে হইবে। দীর্ঘ প্রান্তের উভয়দিকে ৩।। হাত দীর্ঘ। চারি আঙ্গুল প্রস্থ অতিরিক্ত দুই খণ্ড বস্ত্র **"গীবেয়্যা জঙ্ঘেয়্যা"** সংযোজন করিতে হইবে। চীবরে অন্য রং না দিয়া **কাঁঠাল** গাছের রং দিয়াই ব্যবহারোপযোগী করিতে হইবে।

—কঠিন-চীবরে বিনয় বিধান—

কঠিন-চীবর দান করা হইলে, ভিক্ষুগণ তাহা সীমায় নিয়া বিহারবাসী যে ভিক্ষুকে চীবর দেওয়া হইবে, সেই ভিক্ষুর নামোল্লেখ করিয়া শুদ্ধরূপে "**কম্মবাচা**" পাঠ করিবেন। কর্মবাক্য পাঠ করার পর বিনয় বিধানমতে অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে। চীবরখানা যদি সংঘাটি হয়, তাহা হইলে প্রথমে (যাহার নামোল্লেখ করিয়া "কম্মবাচা" পাঠ করা হইয়াছে তিনি) নিজের পুরাতন সঙ্ঘাটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে **ইমং সঙ্ঘাটিং পচ্চুদ্ধরামি**" এই বাক্যটি তিনবার বলিবেন। যদি উত্তরাসঙ্গ হয়, তাহা হইলে নিজের পুরাতন উত্তরাসঙ্গটিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে "**ইমং উত্তরা-সঙ্গং পচ্চুদ্ধরামি**" তিনবার বলিবেন। আর যদি অন্তর্বাস হয়, তাহা হইলে নিজের পুরাতন অন্তর্বাসখানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে "**ইমং অন্তরবাসকং পচ্চুদ্ধরামি**" তিনবার বলিবেন। তারপর কঠিন-চীবরের যে কোন এক কোণে উভয় পার্শ্বের হানা হইতে চারি আঙ্গুল দূরে কালির দ্বারা ময়ূর-চক্ষু-প্রমাণ একটি "কপ্পবিন্দু" দিতে হইবে। তাহা দেওয়ার সময় "**ইমং চীবরং কপ্পবিন্দুং করোমি**" তিনবার বলিবেন ও তিনবার উপর্য্যুপরি বিন্দু অঙ্কিত করিবেন। "কপ্পবিন্দু" করার পর চীবরখানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে, সঙ্ঘাটি হইলে— "**ইমায় সঙ্ঘাটিয়া কঠিনং অত্থরামি।**" উত্তরাসঙ্গ হইলে—"**ইমিনা উত্তরা-সঙ্গেন কঠিনং অত্থরামি।**" অন্তর্বাস হইলে- "**ইমিনা অন্তরবাসকেন কঠিনং অত্থরামি।**" এইরূপ বাক্য তিনবার উচ্চারণ করিবেন। তৎপর বিহারে প্রথম বর্ষাবাসিক অন্য ভিক্ষু থাকিলে, কঠিনচীবর লাভী ভিক্ষু তাঁহাকে এইরূপ তিনবার বলিবেন—"**অত্থতং আবুসো সঙ্ঘস্স কঠিনং ধাম্মিকো কঠিনত্থারো অনুমোদাহি।**" তৎপর ঐ ভিক্ষু বলিবেন—"**অত্থতং ভন্তে সঙ্ঘস্স কঠিনং ধাম্মিকো কঠিনত্থারো অনুমোদামি।**" এইরূপ তিনবার বলিতে হইবে। সেই বিহারে প্রথম বর্ষাবাসিক যতজন ভিক্ষু থাকিবেন, প্রত্যেককে উক্তরূপে অনুমোদন করাইতে হইবে। ইহাতে অনুমোদনকারীরাও কঠিনচীবর লাভের পঞ্চফল পূর্ণরূপে লাভ করিবেন। তবে অন্য বিহারবাসী বর্ষাব্রত ভঙ্গকারী ও দ্বিতীয় বর্ষাবাস পূর্ণকারী ভিক্ষুদের অনুমোদন ও কঠিন চীবর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

সেই দিবস দায়কগণ কঠিনচীবর উপলক্ষে যাহা কিছু দান করুক না কেন,

তাহা সমস্তই কঠিনচীবরের অন্তর্গত। তাহাতেও কঠিনচীবর দানের সমান পুণ্যই লাভ হয়। বিনয় বিধানমতে এই অতিরিক্ত প্রাপ্ত সবকিছুই কঠিন-চীবর লাভী ভিক্ষুরই প্রাপ্য। দায়কগণ উহা ব্যক্তিগত আত্মসাৎ করিতে অথবা সমিতি-ফাণ্ডে জমা রাখিতে পারে না। দায়ক-দায়িকাদের এই শ্রদ্ধার দান গৃহীদের আত্মসাৎ করিবার অথবা সমিতি-ফাণ্ডে জমা রাখিবার জন্য নহে। এইরূপ মনোবৃত্তি উৎপাদন করাও মহাপাপ। কঠিনচীবর প্রাপ্ত ভিক্ষু সেই দিবসে লব্ধ অতিরিক্ত চীবরাদি উপকরণসমূহ নিমন্ত্রিত ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করা সাধু সম্মত আচরণে পরিণত হয়। যেহেতু দান করিলেই পুণ্য। পুণ্য কাহারও উপেক্ষণীয় নহে। এখানে অতি সংক্ষেপে কঠিনচীবরের বিনয়-বিধান বর্ণনা করা হইল। ইহা ব্যতীত কঠিনচীবরের ২৪ প্রকার দোষ, ৮ প্রকার মাতিকা ও ৫ প্রকার ফল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতিসমূহ মহাবর্গ গ্রন্থের **"কঠিনক খন্ধকে"** ও তদর্থকথা **"সমন্তপাসাদিক"** গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

—কঠিন-চীবর দানের ফল বর্ণনা—

মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ **পবেয়্যকবাসী** ৩০ জন ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া দান-শ্রেষ্ঠ কঠিনচীবর দানের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ এক সময় পঞ্চশত ষড়াভিজ্ঞ অরহত ভিক্ষুসহ আকাশ-পথে যাইয়া হিমালয়ের "অনোবতপ্ত" নামক মহাসরোবরে উপস্থিত হইলেন। দ্বিপদোত্তম অনুত্তর ধর্মরাজ তথাগত বুদ্ধ সহস্রদল-পদ্মে উপবেশন করিলেন এবং পঞ্চশত ভিক্ষুসঙ্ঘ তারাগণের ন্যায় বুদ্ধকে পরিবেষ্টন করিয়া শতদল-পদ্মে উপবেশন করিলেন। এইরূপে অরহত শিষ্য পরিবৃত শাক্যপুঙ্গব সূর্য্যের ন্যায় বিরোচিত হইতে লাগিলেন। এই অরহতসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া শতপুণ্য-লক্ষণ তথাগত বুদ্ধ বলিলেন—"হে ভিক্ষুসঙ্ঘ, তোমরা এইখানেই উপবিষ্ট হইয়া কঠিন-চীবর দানের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।" সেই শুভ-মুহূর্ত্তে বুদ্ধ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অরহত নাগিত স্থবির বলিতে আরম্ভ করিলেন—

১। সকং কম্মং পকাসেসি অনোতত্ত মহাসরে, নগরে বন্ধুমতিয়া অহং দানপতি অহুং ২। কপ্পেমি সব্বকামানং নানা পচ্চয় দায়কো, অচ্ছাদনেন সয়নেন অন্নপানেন য়াগুয়া, সব্বচক্ক সহখা চ সন্তপ্পেত্বান ভিক্খবো। ৩। চতুদ্দসিং পঞ্চদসিং য়াব পক্খস্স অট্ঠমিং, পটিহরিয় পক্খঞ্চ অট্ঠঙ্গিকমুপোসথং। ৪। য়াবজীবং অহং তস্স ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো, পসন্নচিত্তো সুমনো অহোসিং পরিচারকো।

৫। বস্সং বুত্থ ভিক্খুনং কঠিনদানং অদাসহং, পবারিতো ভিক্খুসঙ্ঘো পতিগণ্হি কঠিনং মম। ৬। কায়েন-বাচা-মনসা ভিক্খুসঙ্ঘং খমাপয়িং, অঞ্জলিম্পগ্গহেত্বান কত্বা চেব পদক্খিণং। ৭। কঠিনদানং দত্বান সঙ্ঘে গুণ বরুত্তমে, ইতো তিংসে মহাকপ্পে নাভিজানামি দুগ্গতিং। ৮। অট্ঠারসন্নং কপ্পানং দেবলোকে রমামহং, চত্তিংসক্খত্তুং দেবিন্দো দেবরজ্জমকারয়িং। ৯। সহস্সক্খত্তুং ব্রহ্মা চ দেবরজ্জ সিরিধরো, সচে এম্নি মনুস্সত্তং অড্ঢে জায়িং মহাকুলে। ১০। আর পথে আর পথে চক্কবত্তি সুখং লভে, পদেসরজ্জং বিপুলং গণনাতো অসঙ্খিয়া। ১১। ভোগে মে ঊনতা নত্থি কঠিনদানস্সিদং ফলং, য়থ য়ত্থুপপজ্জামি লভিত্বা সব্ব সম্পদং; পরিসানং উত্তমো হোমি কঠিনদানস্সিদং ফলং। ১২। জহিত্বান দেবপুরং রম্মং মানুষে উপপজ্জহং, মনুস্সানং উত্তমো হোমি কঠিনদানস্সিদং ফলং। ১৩। তেনেব কুসল কম্মেন পিয়ো'হং দেব-মানুষে, তত্থেব ভদ্দকপ্পস্স পত্তোম্হি অচলং পদং। ১৪। অহো মে সুকতং কম্মং য়ং দানমদ্দিং তদা, দুগ্গতিং নাভিজানামি কঠিন দানস্সিদং ফলং। ১৫। দ্বে ভবে উপ্পজ্জামি দেবে বা পি চ মানুষে, অঞ্ঞং গতিং নজানামি কঠিনদানস্সিদং ফলং। ১৬। দ্বে মে কুলে পজায়ামি খত্তিয়ে বাপি ব্রাহ্মণে, হীনকুলে ন জানামি কঠিনদানস্সিদং ফলং। ১৭। পবত্তং সব্বদানং কঠিনদানমনুত্তরং, অগ্গং পুঞ্ঞঞ্চ সেট্ঠঞ্চ সব্বমেতেন লব্ভতি। ১৮। য়াবতা সব্বদানানং খুদ্দকানি বহূনি চ একস্স কঠিন দানস্স কলং নগ্ঘন্তি সোলসিং। ১৯। য়াবতা অকনিট্ঠা চ রজতং পব্বতং দদে, একস্স…। ২০। য়াবতা সব্বপরিক্খারে সঙ্ঘস্স সততং দদে, একস্স…। ২১। গিরিরাজ সমং রাসিং সঙ্ঘে দেতি তিচীবরং, একস্স…। ২২। চতুরাসীতি সহস্সানি কারাপেত্বা বিহারকে, একস্স থূপং করোন্তস্স কলং নাগ্গন্তি সোলাসিং। ২৩। সুবণ্ণ-থূপং কারেসিং উচ্চতো অকনিট্ঠকা, একস্স…। ২৪। সতং হত্থি সতং অস্সা সতং অস্সতরী রথা, সতং কঞ্ঞা সহস্সানি আমুত্ত মনিকুণ্ডলা; একস্স…। ২৫। পঞ্চানিসংস সহিতং পঞ্চদোস বিবজ্জিতং, হন্তি বজ্জং হি সঙ্ঘস্স তস্মা কঠিনমুত্তমং। ২৬। তেনেব কুসল কম্মেন চেতনা পনিধীহি চ, জহিত্বা মানুসং দেহং তাবতিংস রমামহং। ২৭। তত্থমে সুকতং ব্যম্হং সুবণ্ণঞ্চ পভস্সরং, সতয়োজন আয়ামং তিংসয়োজন বিত্থতং; সট্ঠিয়োজন মুব্বেধং পাসাদম্হি অগঞ্হহং। ২৮। আদিচ্চ বণ্ণং রুচিরং পভস্সরং, ব্যম্হং সুভং কাঞ্চনজালচ্ছন্নং, সরীরং মে সূরিয় সমান বণ্ণং, অনোম রংসীব নভে বিরোচতি। ২৯। আকণ্ণং ভবনং মম্হং নচ্চগীত সমাকুলং, সট্ঠিং

তুরিয়ং সহস্সানি সেয্যাবোধং করোন্তি মে। ৩০। হত্থিয়ানং অস্সয়ানং সিবিকং সন্দমানিকং, সব্বন্তং পটিলাভামি কঠিনদানস্সিদং ফলং। ৩১। রুক্খগ্গে পব্বতগ্গে বা অন্তলিক্খে চ ভূমিয়ং, সদা ইচ্ছামি দুস্সেহি সব্বং পটিলভামহং। ৩২। চক্কবালমুপাদায় মহিং সাগর কুণ্ডলং, খোম-দুস্সেহি ছাদেমি কঠিনদানস্সিদং ফলং। ৩৩। বুদ্ধ পচ্চেক বুদ্ধানং সাবকানঞ্চ সব্বসো, এতদগ্গং দানফলং সম্বুদ্ধেহি চ বণ্ণিতং। ৩৪। য়স্মা আপত্তি নাস্সেতি ভিক্খুনং সিক্খাকামিনং, তস্মাহি সব্বদানানং বুচ্চতে কঠিনং বরং। ৩৫। বুদ্ধ পচ্চেক বুদ্ধা চ সাবকা চা'পি সব্বসো, এতেন অগ্গ দানেন পত্তা তে উত্তমং বরং। ৩৬। তস্মাহি পণ্ডিতো পোসো সব্বসস অথমত্তনো, পরিত্তদানং দত্বান লভন্তি তিবিধং সুখং।

বঙ্গার্থঃ— (১) তিনি অনোবতপ্ত মহাসরোবরে স্বীয় কর্মফল (এইরূপ) প্রকাশ করিয়াছিলেন—আমি যখন বন্ধুমতি নগরে দানপতি ছিলাম, তখন (২) নানাপ্রত্যয় দায়ক হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে যথাভিরুচি আচ্ছাদন, শয্যা, অন্ন, পানীয় ও যাগু প্রভৃতি দ্বারা স্বহস্তে পূজা করিতাম। (৩) চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী ও প্রতিহার্য্য পক্ষে অষ্টাঙ্গিক উপোসথ পালন করিতাম। (৪) যাবজ্জীবন সেই ভিক্ষু ও বুদ্ধের শ্রাবক ছিলাম এবং তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন চিত্ত, সুমন ও পরিচর্য্যাকারী ছিলাম (৫) আমি বর্ষাব্রতোাখত ভিক্ষুদিগকে কঠিনচীবর দান দিয়াছিলাম। প্রবারিত ভিক্ষুসংঘ আমার সেই দান গ্রহণ করিলে, (৬) আমি করযোড়ে প্রদক্ষিণ করিয়া কায়-মন-বাক্যে ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। (৭) উত্তম গুণ-শ্রেষ্ঠ সংঘ মধ্যে কঠিনচীবর দান দিয়া এইকল্প হইতে বিগত ত্রিশ কল্প পর্য্যন্ত দুর্গতি অনুভব করি নাই। (৮) আঠার কল্প দেবলোকে সুখ ভোগ করিয়াছি। চৌত্রিশবার দেবেন্দ্র হইয়া দেবকুলে রাজত্ব করিয়াছি। (৯) দেবরাজ্যের শ্রীধর সহস্রবার ব্রহ্মা হইয়াছি। মনুষ্যকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিলে, ধনাঢ্য কুলেই উৎপন্ন হইতাম। (১০) মধ্যে মধ্যে চক্রবর্ত্তী-সুখও লাভ করিয়াছি। গণনাতীত বিপুল প্রদেশ-রাজ্যও ছিল। (১১) ভোগ-সম্পত্তিতে আমার ঊনতা হয় নাই। ইহা কঠিনচীবর দানেরই ফল। যেখানে যেখানে উৎপন্ন হইতাম, তথায় সর্ববিধ সম্পদ লাভ করিয়া পরিষদের উত্তম হইতাম। ইহাও কঠিনচীবর দানের ফল। (১২) সুরম্য দেবলোক ত্যাগ করিয়া মানবকুলে উৎপন্ন হইলেও মনুষ্যদের মধ্যে উত্তম হইতাম। ইহাও কঠিনচীবর দানের ফল। (১৩) আমি সেই

কুশল কর্ম দ্বারাই দেব-নর লোকে সকলেরই প্রিয় পাত্র হইয়াছিলাম সেইরূপ ভদ্র কর্মের ফলে এখন আমি অচলপদ (অরহত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছি। (১৪) অহো! আমার দ্বারা সুন্দর কর্মই কৃত হইয়াছিল। তখন আমি যেই দান দিয়াছি, তৎপ্রভাবে দুর্গতি কি, তাহা জানি নাই। ইহাও কঠিন চীবর দানের ফল। (১৫) আমি শুধু দেব ও মনুষ্য এই দুইভবেই উৎপন্ন হইয়াছি। অন্য গতি জানি না। ইহাও কঠিন চীবর দানের ফল। (১৬) ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিতাম। হীনকুলে জন্মগ্রহণ করি নাই। ইহাও কঠিন চীবর দানের ফল। (১৭) জগতে প্রচলিত যত প্রকারের দান আছে, সর্বাপেক্ষা কঠিন চীবর দানই শ্রেষ্ঠ দান। এই দান দ্বারা অগ্র-শ্রেষ্ঠ সর্বপ্রকার পুণ্যই লাভ হয়। (১৮) ছোট বড় যত প্রকারের দান আছে, একখানা কঠিন চীবর দানের ফলের তুলনায় ঐ দান ষোড়শংশের একাংশ-তুল্যও হয় না। (১৯) অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পরিমাণ উচ্চ রৌপ্যময় পর্বত দান করিলেও একখানি কঠিন চীবর দানের তুলনায় ঐ রোপ্য-পর্বত দান করিলেও একখানি কঠীন চীবর দানের তুলনায় ঐ রৌপ্য-পর্বত দানের পুণ্য ষোল ভাগের একভাগ পরিমাণ হয় না। (২০) ভিক্ষু সঙ্ঘের যাবতীয় ব্যবহার্য্য বস্তু সর্বদা সংঘকে প্রদান করিলেও একখানা কঠীন চীবর দান-পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগ পুণ্যও হয় না। (২১) সুমেরু-পর্বত প্রমাণ রাশি করিয়া সংঘ মধ্যে ত্রিচীবর দান করিলেও একখানা কঠীন চীবর দান-পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগও হয় না। (২২) চুরাশী হাজার বিহার নির্মাণ করাইয়া দান করিলেও একটি ধাতুমন্দির দান পুণ্যের ষোড়শাংশের একাংশ পুণ্যও হয় না। (২৩) অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পরিমাণ উচ্চ সুবর্ণ-নির্মিত ধাতু-মন্দির নির্মাণ করাইয়া দান করিলেও একখানা কঠিন চীবর দান-পুণ্যের ষোলভাগের এক ভাগ পুণ্যও হয় না। (২৪) হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরী, রথ ও মণিমুক্তা বিভূষিতা কন্যা, অযুত অযুত পরিমাণ দান করিলেও একখানা কঠিন-চীবর দান-পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগ পুণ্যও হয় না। (২৫) ভিক্ষুদের পঞ্চফল যুক্ত ও পঞ্চ দোষ বিবর্জ্জিত অর্থাৎ সংঘের দোষ হননকারী বলিয়াই কঠিন চীবর দান অতি উত্তম। (২৬) আমি সেই কুশল কর্ম, চেতনা ও প্রার্থনা দ্বারা মনুষ্যে দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাবতিংশ দেবলোকে দিব্য-সুখ ভোগ করিয়াছিলাম। (২৭) আমার সুকৃত কর্মের ফলে তথায় সুবর্ণ-বর্ণ প্রভাস্বর বিমান পাইয়াছিলাম। সেই শত যোজন দীর্ঘ, ত্রিশযোজন প্রস্থ ও ষাট যোজন উচ্চ স্বর্গীয় প্রাসাদে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। (২৮) সেই শুভ-

বিমান সূর্য্য-বর্ণ, রুচিকর, প্রভাস্বর ও কাঞ্চন-জালাচ্ছন্ন ছিল। আমার শরীর সূর্য্যের অনুপম ষড়রশ্মির ন্যায় আকাশে শোভা পাইত। (২৯) আমার দেব-ভবন সর্বদা নৃত্য-গীত-সমাকুল ও জনাকীর্ণ ছিল। আমার শর্য্যার চারিদিকে বাটি হাজার নানাবিধ দিব্য-বাদ্যের মধুর ধ্বনি আমাকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিত। (৩০) হস্তী-যান, অশ্বযান, শিবিকা, স্যান্দন সমস্তই লাভ করিয়াছিলাম। ইহাও আমার কঠিন চীবর দানের ফল। (৩১) বৃক্ষাগ্রে, পর্বতাগ্রে, আকাশে, ভূমিতে যেখানে যখন আমি বস্ত্র ইচ্ছা করিতাম, সকল সময়েই আমি তাহা লাভ করিয়াছিলাম। (৩২) আমি ইচ্ছা করিলে, সসাগরা পৃথিবী বস্ত্রে আচ্ছাদন করিতে পারিতাম। ইহাও আমার কঠিন চীবর দানের ফল। (৩৩) বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও শ্রাবকদিগকে কঠিন চীবর দান দিলে, সেই দান-ফল শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্বুদ্ধগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। (৩৪) যেহেতু :—শিক্ষাকামী ভিক্ষুদের আপত্তি (পাপ) নাশ করে বলিয়াই সর্বদানের মধ্যে কঠিন চীবর দানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৩৫) সেই বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও শ্রাবকগণ এই শ্রেষ্ঠ দান দ্বারাই উত্তম অরহত্ব ফল লাভ করিয়াছেন। (৩৬) তদ্ধেতুই পণ্ডিতগণ স্বীয় কল্যাণ কামনা করিয়া সংঘকে অন্ততঃ অল্প দান করিয়াও মনুষ্য, দেব ও নির্বাণ-সুখ লাভ করেন। (নাগিত স্থবিরের ভাষণ সমাপ্ত।)

এইরূপে নাগিত স্থবিরের বর্ণনা শেষ হইলে, ভগবান বুদ্ধ বলিলেন—"হে ভিক্ষুসঙ্ঘ, তোমরা শ্রবণ কর আমার এক অতীত জন্মের কথা। সিখী সম্যক্‌সম্বুদ্ধ যখন জগতে উৎপন্ন হন, তখন আমি সঞ্জয় নামক ব্রাহ্মণ হইয়া কঠিনচীবর দান করিয়াছিলাম। তাহার মহাফল সর্বজ্ঞতা জ্ঞান-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ভোগ করিতেছি।" এইরূপ বলিয়া ভগবান জন্মে জন্মে যেই মহাফল পরিভোগ করিয়াছেন, তৎসমুদায় প্রকাশচ্ছলে নিম্নোক্ত গাথাগুলি ভাষণ করিলেন—

৩৭ | ৩৮ নং গাথা ৭ | ৭ নং গাথার অনুরূপ জ্ঞাতব্য। ৩৯। অসীতি চ চতুক্খত্তুং চক্কবত্তি মহায়সং, পদেস রজ্জং বিপুলং গণনাতো অসঙ্খিয়া। ৪০। অহো বুদ্ধো অহো ধম্মো অহো সত্থুস্‌স সম্পদা, পরিত্ত দানং দত্বান লদ্ধম্মে বিপুলং সুখং। ৪১। য়াবতা অকনিট্‌ঠগ্‌গো রাসী সোবণ্ণিয়া মম্‌া, একস্‌স···। ৪২। য়থ দেবুপপজ্জাহং জহিত্বা মানুসং ভবং, দেবতানং পিয়ো হোমি কঠিননদানস্‌সিদং ফলং। ৪৩। য়থ মনুস্‌সে উপপজ্জাহং জহিত্বা দেবপুরং তদা, মনুস্‌সানং উত্তমো হোমি কঠীনদানস্‌সিদং ফলং। ৪৪ | ৪৫ নং গাথা ১৩|১৪ নং গাথার অনুরূপ জ্ঞাতব্য। ৪৬। চতুরাসীতি সহস্‌সানি কারাপেত্বা

বিহারকে, বেলুরিয়ন্তস্স সদিসে সঙ্ঘে তে রতনাময়ে। ৪৭। চাতুদ্দিসস্স সঙ্ঘস্স নিয়্যাদেত্বা বিহারকে, এক থুপং করোন্তস্স কলং নাগ্ঘন্তি সোলসিং। ৪৮। সুবণ্ণ থূপং কারেসিং উচ্চতো অকনিট্ঠকা, একস্স ···। ৪৯। য়াবতা সব্বদানানং পরিভোগং তথাবিধং, একস্স ···। ৫০। সব্ববজ্জং অপনেত্বা অনবজ্জমবিনোদতি, হন্তি বজ্জং সব্বস্স তস্মা কঠিনমুত্তমং। ৫১। পঠবীরিব নজাতু কম্পতে, ন চলতি মেরুরিবা'তি বায়ুনা। বজিরমিব ন ভিজ্জতে ঘনং, তমিধ অতো কঠিনন্তি বুচ্চতি॥ ৫২। বুদ্ধ পচ্চেক বুদ্ধানং সাবকানঞ্চ সব্বসো, অগ্গদানং বরং সেট্ঠং তস্মা সম্বুদ্ধ বণ্ণিতং। ৫৩ নং গাথা ৩২ নং গাথার অনুরূপ জ্ঞাতব্য। ৫৪। মহন্তং অভিকন্তো কঠিনথে মহাপ ফলে, সদানং সব্বসম্পত্তি দাতব্বং কঠিনমুত্তমন্তি।

বঙ্গার্থ:—(৩৯) চুরাশীবার মহাযশস্বী চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছি। তখন আমার প্রদেশ রাজ্য যে কত ছিল, তাহা সংখ্যাতীত। (৪০) অহো বুদ্ধ! অহো ধর্ম! অহো সঙ্ঘ! ত্রিরত্নের কি অপার মহিমা! এই উত্তম ক্ষেত্রে আমি অল্পমাত্র দান দিয়াও বিপুল সুখ লাভক রিয়াছিলাম। (৪১) অকনিষ্ঠ ব্রহ্ম-লোক প্রমান উচ্চ সুবর্ণরাশি দান করিলেও একখানি কঠিনচীবর দান-পুণ্যের ষোল ভাগের এক ভাগ পুণ্যও হয় না। (৪২) আমি মনুষ্যলোক ত্যাগ করিয়া যে কোন দেবলোকে উৎপন্ন হইলে, দেবগণের প্রিয়পাত্র হইতাম। ইহাও কঠিনচীবর দানের ফল। (৪৩) দেবলোক ত্যাগ করিয়া যে কোন মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলে, মনুষ্যগণের উত্তমই হইতাম। ইহাও কঠিনচীবর দানের ফল। (৪৬) বৈজয়ন্ত প্রাসাদ সদৃশ চুরাশী হাজার রত্নময় বিহার নির্মাণ করাইয়া, (৪৭) উক্ত বিহার সমূহ চতুর্দ্দিকাগত সঙ্ঘকে দান করিলে যে পুণ্য হইবে, তাহা একটি ধাতু স্তুপ নির্মাণ-পুণ্যের ষোল ভাগের এক ভাগও হইবে না। (৪৮) অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোকপরিমাণ উচ্চ সুবর্ণময় ধাতু চৈত্য নির্মাণ করাইলেও একখানি কঠিনচীবর দান-পুণ্যের ষোলভাগের একভাগ পুণ্যও হয় না। (৪৯) যত প্রকারের পরিভোগ্য দানীয় বস্তু আছে, তৎসমুদয় দান দিলেও একখানা কঠিন চীবর দান পুণ্যের ষোলভাগের একভাগও হয় না। (৫০) কঠিনচীবর সর্বদোষ অপনয়ন করিয়া পবিত্রতা আনায়ন করে এবং সমস্ত দোষ হনন করে বলিয়াই কঠিনচীবর অতি উত্তম। (৫১) এই কঠিনচীবর দানের ফল পৃথিবী কম্পিত হইলেও কম্পিত হয় না, বায়ুর দ্বারা সুমেরু পর্বত চালিত হইলেও চালিত হয় না, সুকঠিন বজ্র যেমন কিছুতেই ভগ্ন হয় না, তদ্রূপ এই কঠিনচীবর দানের ফলও কিছুতেই ধ্বংস হয় না। তদ্ধেতু বুদ্ধ শাসনে এই চীবরকে "কঠিনচীবর"

নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। (৫২) বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও তৎ শ্রাবকদিগকে দানাগ্র কঠিনচীবর দান দিলে, তাহা অতি শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ফলদায়ক বলিয়া সম্বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। (৫৪) এই কঠিনচীবর দানের মহাফল জ্ঞাত হইয়া এবং সেই মহাফল আকাঙ্ক্ষায় সর্বসম্পত্তি সাধক সেই উত্তম কঠিনচীবর বিবিধ দানীয় বস্তুসহ দান করা একান্তই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

(স্বয়ং বুদ্ধের ভাষণ সমাপ্ত)

—সিখী বুদ্ধের ভাষণ—

৫৫। সিখী কারুণিকো নাথো উপ্পন্নো দিপদুত্তমো, হিতায় সব্বসত্তানং দেসেসি কঠিনং তদা। ৫৬। পঞ্চানিসংস সহিতং পঞ্চদোষ বিবজ্জিতং, দেসেসি কঠিনং এতং বিপুলা তস্স দক্খিণা। ৫৭। যাবতা সব্বদানানি একো বস্সসতং দদে, একস্স ···। ৫৮। যাবতা পঞ্চ ভেসজ্জং একো বসসসতং দদে, একস্স···। ৫৯। যাবতা অট্ঠপরিক্খারে একো বস্সসতং দদে, একস্স···। ৬০। যাবতা সত্তধঞ্ঞানং একো বস্সসতং দদে, একস্স···। ৬১। যাবতা সত্তরতনানি একো বস্সসতং দদে, একস্স···। ৬২। গিরিরাজ সমং কত্বা সঙ্ঘে দেতি তিচীবরং, যো দেতি কঠিনং একং বিপুলা তস্স দক্খিণা। ৬৩। উসভঞ্চ ধেনু মহিসং একো বসসসতং দদে, একস্স···। ৬৪। বরকঞ্ঞা সমাহস্সা একো বস্সসতং দদে, একস্স···। ৬৫। কম্বলানি বিচিত্তানি একো বস্সসতং দদে, একসস···। ৬৬। হত্থি অস্স রথাপত্তি একো বসস্সতং দদে, একস্স···। ৬৭। বুদ্ধ পচ্চেক বুদ্ধানং সাবকানঞ্চ সব্বসো, বিপুলং অমতং যানং কঠিনত্থার মূলকং। ৬৮। তস্মাহি অত্থকামেন মহত্তং অভিকঙ্খতা, কালে চ কঠিনখেত্তে দাতব্বং কঠিনং বরং। ৬৯। তদাসু সঞ্জয়ো নাম ব্রাহ্মণো মন্তপারগু, সুত্বান মুনিনো ধম্মং অদাসি কঠিনমুত্তমং। ৭০। তস্স পুঞ্ঞস্স তেজেন দিব্বং মানুসকং সুখং, বস্সকোটি সহস্সেসু ভুত্বা তাব ইধাগতো; দুগ্গতিং নাভিজানামি এবং জানাহি ব্রাহ্মণ। ৭১। তস্স কম্মবসেসেন বসমানস্সমেব তে, পচ্চয়ে মে বিকপ্পং নত্থি এবং জানাহি ব্রাহ্মণ। ৭২। সব্বদানং দদন্তেন অস্মিং পুথুবি মণ্ডলে, সঙ্ঘস্স দিন্নং কঠিনং অগ্গং বুদ্ধেন বণ্ণিতং। ৭৩। মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোক চ যা রতি, যা চ নিব্বান সম্পত্তি সব্বমেতেন লব্ভতি। ৭৪। তস্মাহি জানমানেন কঠিনস্স গুণং বহুং, দাতব্বং কঠিনং সঙ্ঘে ভবিস্সন্তি মহপ্ফলা। ৭৫। দদন্তি কঠিনং দানং নরা চ অথ নারিযো, ইথিভাবং ন

পপ্পোত্তি সংসরন্তো ভবাভবে। ৭৬। তদহেব ছেত্বং কত্বান কত্তব্বং চীবরং বরং, তদহেব রজিত্বান দাতব্বং তুদহেব চ। ৭৭। য়ো সুচিকম্মং করেয্য পসন্নো তস্স চীবরে, লভেয্য সো বিমানঞ্চ কনকং দ্বাদস য়োজনং। ৭৮। লভে'চ্ছরা সহস্সঞ্চ আমুত্ত মনিকুণ্ডলং, বিমান্নুয়্যান পল্লঙ্কং পোক্খরণিং সুপুপ্ফিতং'তি ॥

বঙ্গার্থ— (৫৫)। দ্বিপদোত্তম, ত্রিলোকনাথ কারুণিক সিখিবুদ্ধ যখন জগতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তখন তিনি সকল প্রাণীর হিতের জন্য কঠিনচীবর দান সম্বন্ধে দেশনা করিয়াছিলেন। (৫৬)। পঞ্চফল যুক্ত, পঞ্চদোষ বিবর্জ্জিত ও বিপুল পুণ্যদায়ক এই কঠিনচীবর দান সম্বন্ধে দেশনা করিয়াছিলেন। (৫৭) সর্বপ্রকার দান শতবর্ষ ব্যাপিয়া করিলেও, (৫৮) ঘৃত, মাখন, মধু, তৈল, গুড় এই পঞ্চ ভৈষজ্য, (৫৯) সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, পাত্র, ক্ষুর কটিবন্ধনী, সুঁচ-সুতা ও জলছাঁকুনী এই অষ্ট "পরিক্খার", (৬০) শালি, ব্রীহি, যব, গোধুম, কঙ্গু, বরক ও কুদ্রূস এই সাতপ্রকার ধান্য, (৬১) রৌপ্য, স্বর্ণ, বৈদুর্য্য, পদ্মরাগ, মর্করত, স্ফটিক ও প্রবাল এই সপ্তরত্ন শতবৎসর যাবৎ দান করিলেও একখানি কঠিনচীবর দান-পুণ্যের ষোলভাগের একভাগ পুণ্যও হয় না। (৬২) সুমেরু পর্বতের সমান রাশি করিয়া ত্রিচীবর সংঘদান করিলে, যেই ফল হয়, মাত্র একখানা কঠিনচীবর যেই ব্যক্তি দান করে তাহার ফলই বিপুল। (৬৩) বৃষভ, ধেনু, মাহষ, (৬৪) বস্ত্রালঙ্কার-সুসজ্জিতা কন্যা, (৬৫) বিচিত্র কম্বল, (৬৬) হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক এই চতুরঙ্গ সম্পদ শতবর্ষ যাবৎ দান করিলেও একখানি কঠিন চীবর দান-পুণ্যের ষোলভাগের একভাগও হয় না। (৬৭) বুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ ও শ্রাবকদিগকে কঠিন চীবর দান করিলে, যেই দায়কদের নিমিত্ত কঠিন সম্পদমূলক বিপুল অমৃত যান উৎপন্ন হয়। (৬৮) সেই জন্য স্বীয় হিতকামী ব্যক্তি মহত্ত্বভাবকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া যথা সময়ে (চীবরমাসে) শ্রেষ্ঠ কঠিন চীবর দান দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। (৬৯) তখন সঞ্জয় নামক একজন মন্ত্র পারদর্শী ব্রাহ্মণ ছিল। সে ভগবানের ধর্ম শুনিয়া উত্তম কঠিন চীবর দান করিয়াছিল। (৭০) সেই পুণ্য-প্রভাবে সে কোটি সহস্র বৎসর দিব্য ও মনুষ্য সুখ ভোগ করিয়া এখন এই বুদ্ধ-শাসনে আসিয়া বলিতেছে—এযাবৎ আমি দুর্গতি কি, তাহা জানি নাই। হে ব্রাহ্মণ, এইরূপই অবগত হও। (৭১) হে ব্রাহ্মণ, সেই কঠিনচীবর দানের সময় হইতে যতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি, জন্মে জন্মে খাদ্য-ভোজ্য হেতু

কোন প্রকার দুঃখ পাই নাই, এইরূপ অবগত হও। ৭২ এই পৃথিবীতে সর্বপ্রকার দান হইতে সংঘকে প্রদত্ত কঠিনচীবর দানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। (৭৩) মনুষ্যলোকের যেই সম্পত্তি, দেবলোকের যেই দিব্য কাম্য-সুখ এবং অন্তিমে যেই নির্বান সম্পত্তি, তৎসমুদয় কঠিনচীবর দানে লাভ করা যায়। (৭৪) সেইজন্যই কঠিনচীবর দানের বহুগুণ জ্ঞাত নরনারীদের পক্ষে কঠিনচীবর দান দেওয়া উচিত। ইহাতে মহাফল হয়। (৭৫) যেই নরনারিগণ কঠীনচীবর দান দেয়, তাহারা সংসারে সংসরণ করিবার সময় কখনও স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয় না। (৭৬) বস্ত্র কাটা, চীবর প্রস্তুত করা, রং দেওয়া এবং দান করা ইত্যাদি যাবতীয় কার্য্য একদিনেই সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। (৭৭) সেই চীবরে প্রসন্ন চিত্তে যাহারা শেলাই কর্ম করে, তাহারা স্বর্গে দ্বাদশ যোজন কনক বিমান লাভ করে। (৭৮) এবং তাহারা মণি-মুক্তা-কুণ্ডলে বিভূষিতা সহস্র অপ্সরী, দিব্য-বিমান, উদ্যান, পালঙ্ক ও সুপুষ্পিতা পুষ্করিণী লাভ করে।

(সিখী বুদ্ধের ভাষণ সমাপ্ত)

—:—

—অষ্ট পরিকৃখার দান—

অষ্ট **"পরিকৃখার"** বলিলে—সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, পিণ্ডপাত্র, ক্ষুর, সূচ-সুতা, কটিবন্ধনী ও জলছাঁকুনী; এই আটটি দ্রব্যের সমবায়কে বুঝায়। যে কোন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জন্মান্তরে বুদ্ধের নিকট ঋদ্ধিময় প্রব্রজ্যা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে জীবনে অন্ততঃ একবার হইলেও উক্ত অষ্ট উপকরণ দান করা একান্তই প্রয়োজন। অষ্ট পরিকৃখার দান করিতে না পারিলে অন্ততঃ একখানা চীবর হইলেও সঙ্ঘক্ষেত্রে দান দিয়া নিম্নোক্ত ভাবে প্রার্থনা করা উচিত। ইহা অট্‌ঠকথায় বর্ণিত আছে। প্রার্থনা—**"ইদম্মে পুঞ্ঞং অনাগতে এহি ভিক্‌খুভাবায় পচ্চয়ো হোতু।"** আর যদি কোন নারী ভবিষ্যতজন্মে বিশাখার ন্যায় "**মহালতা**" অলঙ্কার লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেও উক্ত "অষ্ট পরিকৃখার" দান করিতে হইবে।

লোকনাথ সুমঙ্গল বুদ্ধের সময় আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্ব উত্তরীয় নামক নগরে সুরুচি ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম ছিল 'সুরুচি' ব্রাহ্মণ। তিনি দেবরাজ নির্মিত দান-শালায় সপ্তাহকাল ব্যাপী বুদ্ধ

প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে "অষ্ট পরিক্খার" দান দিয়াছিলেন। সুমঙ্গল বুদ্ধ সেই মহাদানের পুণ্য-ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত চব্বিশটি গাথা ভাষণ করিয়াছিলেন—

১। তিচীবরঞ্চ পত্তঞ্চ বাসি সুচি কায়বন্ধনং, পরিসাবঞ্চ দেতি দায়কো তুট্ঠমানসো; যুত্তয়োগেন সাসনে এবং হি দাতব্বং সদা। ২। য়ো চ পুরিসো সদ্ধো দেতি অট্ঠপরিক্খারং, ভিক্খুনো বুদ্ধসাসনে বিপ্পসন্নেন চেতসো। ৩। সো চ ভবে সমুপ্পন্নো ভোগবা চেব ধনবা, সুরূপো হোতি সব্বদা পরিক্খারস্সিদং ফলং। ৪। সো চ এহি ভিক্খু জাতো বিসুদ্ধো বুদ্ধসাসনে, পাকটো হোতি নাগন্তে পরিক্খারস্সিদং ফলং। ৫। য়া চ ইত্থি সদ্ধায়ুত্তা দেতি অট্ঠপরিক্খারং, ভিক্খুনো বুদ্ধসাসনে বিপ্পসন্নেন চেতসা। ৬। সা চ ভবে সমুপ্পন্না ভোগবা চেব ধনবা, সুরূপা হোতি সব্বদা পরিক্খারস্সিদং ফলং। ৭। সা চ লভতি সব্বদা অলঙ্কারঞ্চ রুচিরং, মহালতা পসাদনং পরিক্খারস্সিদং ফলং। ৮। য়ো চ দেতি তিচীবরং সুদ্ধচিত্তেন সাসনে, সো চ ভবেসু উপ্পন্নো বণ্ণবা হোতি সব্বদা। সো চ লভতি সব্বদা কপ্পাসিকাদিকং বত্থং; বিচিত্তঞ্চ মনাপিয়ং তিচীবরস্সিদং ফলং। ৯। য়ো চ দদাতি পত্তঞ্চ সদ্ধায় বুদ্ধ সাসনে, সো চ ভবে সমুপ্পন্নো ভোগবা হোতি সব্বদা। ১০। সো চ লভতি ভাজনে নানাফল মনোপিয়ে, সুবণ্ণ্দিয়মা সদা পত্তদানস্সিদং ফলং। ১১। য়ো চ দদাতি বাসিঞ্চ পীতিয়া জিনসাসনে, সো চ ভবে সংসরন্তো পঞ্ঞবা হোতি সব্বদা। ১২। সো চ বিসারদো সদা কঙ্খাচ্ছেদো নরানঞ্চ, পঞ্ঞায় পাকটো হোতি বাসিদানস্সিদং ফলং। ১৩। য়ো চ দদাতি সুচিঞ্চ ভিক্খুনো জিনসাসনে, সো চ লোকে সমুপ্পন্নো ছেকতরো হোতি সদা। ১৪। সো চ ভিক্খপঞ্ঞো সদা অত্থধম্মেসু কোবিদো, সিপ্পেসু পাকটো হোতি সূচিদানস্সিদং ফলং। ১৫। য়ো চ দেতি কায়বন্ধনং পব্বজিতস্স সাসনে, সো চ দীঘায়ুকো হোতি দেবেসু মানুসে সদা। ১৬। সো চ ভবেসু জায়ন্তো নরদেবেহি রক্খিতো, সব্বদা পূজিতো হোতি কায়বন্ধনস্সিদং ফলং। ১৭। য়ো দেতি পরিসাবনং বিপ্পসন্নেন চেতসা, সংসারে সংসরন্তো সুদ্ধকায়ো হোতি সদা। ১৮। সো চ লোকে জায়মানো আরোগো নিত্তুয়ো সদা, পাপেতি বিসুদ্ধো হোতি পরিসাবনস্সিদং ফলং। ১৯। তস্মাহি পণ্ডিতো নরো সম্পস্সং সুখমত্তনো, দদে অট্ঠপরিক্খারং যুত্তয়োগস্স সব্বদা। ২০। অন্নপানেন বলবা ধনদানেন ধনবা, ভোগদানেন ভোগবা বত্থদানেন বণ্ণবা। ২১। য়ান দানেন সুখিতো য়সদানেন য়সবা, দীপদানেন চক্খুমা

অগ্গিদানেন তেজসা। ২২। পান দানেন পীতিবা পিয়বাচায় পিয়বা, ধম্মবাচায় পঞ্ঞবা সীলেন চ সুরূপবা। ২৩। তস্মাহি পণ্ডিতো নরো পথেন্তো সুখমত্তনো, দানং সীলঞ্চ সব্বদা করেয়্যঞ্চ মনাদরা'তি।

বঙ্গার্থ—(১) সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তর্বাস, লৌহ বা মৃন্ময় পাত্র, ক্ষুর বা চাকু, সূচ-সুতা, কটিবন্ধনী ও জল ছাঁকুনী গামছা এই অষ্ট **"পরিকখার"** যে কোন দায়ক তুষ্ট চিত্তে বুদ্ধ শাসনে শীলবান * ভিক্ষুকে সর্বদা দান দেওয়া উচিত। (২) যেই শ্রদ্ধাবান পুরুষ প্রসন্ন চিত্তে বুদ্ধ শাসনে ভিক্ষুকে "অষ্ট পরিক্খার" দান করেন, (৩) তিনি জন্মে জন্মে ভোগশালী, ধনশালী এবং সুন্দর হন। ইহা 'অষ্ট পরিকখার" দানের ফল। (৪) তিনি বুদ্ধ শাসনে ঋদ্ধিময় পাত্র চীবরধারী বিশুদ্ধ ভিক্ষু হন এবং ভবিষ্যতে তাহার দান-মহিমা প্রকাশিত হয়, ইহা "অষ্ট পরিকখার" দানের ফল। (৫) যেই শ্রদ্ধাবতী নারী বুদ্ধ শাসনে প্রসন্ন চিত্তে ভিক্ষুকে "অষ্ট পরিকখার" দান করেন, (৬) সেই স্ত্রী ও জন্মে জন্মে ভোগশালিনী, ধনশালিনী এবং মনোরমা রূপবতী হন। ইহাও "অষ্ট পরিক্খার„ দানের ফল। (৭) সেই স্ত্রী "অষ্ট পরিকখার" দানের ফলেই সর্বদা মনোজ্ঞ "**মহালতা প্রসাদন**" নামক অলঙ্কার লাভ করেন। (৮) যেই ব্যক্তি পবিত্র চিত্তে বুদ্ধ শাসনে ত্রিচীবর দান করেন, সেই ব্যক্তিও জন্মে জন্মে বর্ণশালী হন। (৯) তিনি সর্বদা বিচিত্র, মনোজ্ঞ কাপাসাদি নির্মিত মূল্যবান বস্ত্র লাভ করেন, ইহা ত্রিচীবর দানের ফল। (১০) যিনি শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধ শাসনে ভিক্ষা-পাত্র দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে ভোগশালী হন। (১১) তিনি নানা বর্ণযুক্ত মনোজ্ঞ সুবর্ণাদি নির্মিত ভাজন লাভ করেন। ইহা পাত্র দানের ফল। (১২) যিনি প্রীতিচিত্তে বুদ্ধ শাসনে ক্ষুর বা চাকু দান করেন, তিনিও জন্মে জন্মে প্রজ্ঞাবান হন। (১৩) শাস্ত্র বিশারদ হন, সর্বদা নর-নারীদের সন্দেহ ভঞ্জন করেন এবং জ্ঞানবান বলিয়া চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হন। ইহা ক্ষুর বা চাকু দানেরই ফল। (১৪) যিনি জিন-শাসনে ভিক্ষুকে সূঁচ দান করেন, তিনিও জন্মে জন্মে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান, (১৫) তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাবান ও প্রত্যুৎপন্নমতি হন, নানা শাস্ত্রে পারদর্শীতা লাভ করেন এবং নানা শিল্প বিদ্যায় সুচতুর বলিয়া চারিদিকে প্রকাশিত হন। ইহা সূচী দানেরই ফল। (১৬) যিনি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিতকে কটি বন্ধনী দান করেন, তিনি দেব-মনুষ্য লোকে সর্বদা দীর্ঘায়ু লাভ করেন। (১৭) তাঁহাকে জন্মে জন্মে দেবমনুষ্য আপদ-বিপদে রক্ষা করেন, এবং তিনি সকলের পূজিত হন। ইহা কায়-বন্ধনী দানেরই ফল। (১৮) যিনি

প্রসন্ন চিত্তে জল ছাঁকুনী গামছা দান করেন, তিনি জন্মে জন্মে পরিশুদ্ধ শরীর প্রাপ্ত হন। (১৯) তিনি জগতে উৎপন্ন হইয়া রোগ-ভয় বিহীন হন। ইহা ইহা জল ছাঁকুনী গামছা দানেরই ফল। (২০) সেই জন্যই পণ্ডিত ব্যক্তি ভবিষ্যতের সুখ-শান্তি কামনা করিয়া শীলবান ভিক্ষুকে সর্বদা "অষ্ট পরিষ্কার" দান করিবেন। (২১) অন্ন-পানীয় দানে বলবান, ধন দানে বিত্তবান, ভোগ দানে ভোগবান ও বস্ত্রদানে বর্ণবান হয়। (২২) যান বা বিছানা, আসন অথবা জুতা দানে সুখলাভ, যশঃ দানে যশবান, দীপদানে চক্ষুষ্মাণ ও অগ্নি বা দীপ-শলাকা দানে তেজশালী হন। (২৩) পানীয় বস্তু দানে প্রীতিবান, প্রিয়-বাক্য ভাষণে প্রিয়বান, ধর্মবাক্য ভাষণে জ্ঞানবান ও শীল পালনে রূপবান হয়। (২৪) তদ্ধেতুই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বীয় সুখ কামনা করিয়া সর্বদা শ্রদ্ধা চিত্তে দান-শীল সম্পাদন করিবেন।

—কল্পতরু দান—

যেই বৃক্ষ হইতে কল্পনানুযায়ী দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাকে **"কল্পতরু"** বলে। বাঁশ অথবা গাছ দিয়া বৃক্ষের অনুরূপ মনোরম কাঠামো তৈয়ার করিতে হয়। তাহা পুষ্প ও রঙ্গীন কাগজে সুসজ্জিত করিতে হয়। তৎপর তাহাতে ইচ্ছানুযায়ী দানীয় দ্রব্য, ভিক্ষু অথবা বিহারের ব্যবহার্য্য ছোট বড় যাবতীয় দানীয় দ্রব্যে সুসজ্জিত করিলেই তাহা **"কল্পতরু"** নামে অভিহিত হয়।

সিংহল, বার্মা ও শ্যাম প্রভৃতি শাসন প্রতিরূপ দেশে প্রত্যেক বিহারে বৎসরে ৫ | ৭ বার এইরূপ "কল্পতরু" দানোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে দান করার বিশেষত্ব এই যে—এই "কল্পতরু" স্বর্গীয় তরু। উক্ত স্বর্গীয় কল্পতরুর বর্ণনা হইতেই এই "কল্পতরু" দানের সৃষ্টি। ইহলোকে প্রত্যেক বৎসর এই "কল্পতরু" দান দর্শনে অন্তরে এই পুণ্য-স্মৃতি রেখাপাত হয়। মৃত্যুর সময় "কর্ম নিমিত্ত" দেখা যায় সেই কুশল কর্ম। ইহাতেই মানব সুগতি লাভ করে। এই মহান কল্যাণ চিন্তা করিয়া জ্ঞানিগণ "কল্পতরু" দানের উদ্ভাবন করিয়াছেন। জনৈক ভিক্ষু পূর্বজন্মে "কল্পতরু" দান করিয়া কি যে মহাফল ভোগ করিয়াছেন, তিনি অরহত হইয়া দিব্য দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিলেন। তাঁহার সেই পুণ্য-কাহিনী স্বীয় মুখে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

কল্পতরু দানের ফল বর্ণনা

১। সিদ্ধত্থস্স ভগবতো থূপসেট্ঠস্স সম্মুখা, বিচিত্ত দুস্সে লগ্গেত্বা কপ্পরুক্খং ঠপেসহং। ২। যং যং যোনুপপজ্জামি দেবত্তমথ মানুসং, সোভয়ন্তো মম দ্বারং কপ্পরুক্খো পতিট্ঠাহি। ৩। অহঞ্চ পরিসা চেব যে কেচি মম বস্সিতা, তম্হা দুস্সং গহেত্বান নিবাসে মময়ং সদা। ৪। চতুনবুতিতো কপ্পে যং রুক্খং ঠপয়িং অহং, দুগ্গতিং নাভিজানামি কপ্পরুক্খস্সিদং ফলং। ৫। ইতো চ সত্তমে কপ্পে সুচেলা অট্ঠ খত্তিয়া, সত্তরতন সম্পন্না চক্কবত্তি মহব্বলা। ৬। পটিসম্ভিদা চতস্সো বিমোক্খা পি চ অট্ঠিমে, ছলাভিঞ্ঞা সচ্ছিকতা কতং বুদ্ধস্স সাসনং।

বঙ্গার্থঃ—(১) আমি সিদ্ধার্থ ভগবানের শ্রেষ্ঠ ধাতু-স্তুপ-সম্মুখে বিচিত্র বস্ত্রাদি ঝুলাইয়া দিয়া একটি কল্পতরু স্থাপন করিয়াছিলাম। (২) আমার সেই কর্মের ফলে, আমি দেব-মনুষ্য কুলের যে কোন স্থানে উৎপন্ন হই না কেন, আমার গৃহদ্বারে সর্বদা "কল্পতরু" উৎপন্ন হইয়া শোভা পাইত। (৩) আমি আমার পরিবদবৃন্দ এবং আমার আরও অন্যান্য আশ্রিত, আমরা সকলেই ঐ কল্পতরু হইতে ইচ্ছানুরূপ বস্ত্র গ্রহণ করিয়া সর্বদা ব্যবহার করিতাম। (৪) আমি চুরানব্বই কল্প পূর্বে যেই কল্পতরু স্থাপন করিয়াছিলাম, তৎপুণ্য-ফলে দুর্গতি কি, তাহা জানি না। ইহা কল্পতরু দানেরই ফল। (৫) এই হইতে সপ্ত কল্পে পূর্বে সুচেল নামক ক্ষত্রিয় হইয়া আটবার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেই আটবার সপ্তরত্নসম্পন্ন ও সৈন্য-সামন্তে মহাপরাক্রমশালী চক্রবর্তী রাজা হইয়াছি। (৬) এখন সেই কৃতকর্মের ফলে চতুর্বিধ প্রতিসম্ভিদা, অষ্ট বিমোক্ষ ও ষড়বিধ অভিজ্ঞাসম্পন্ন অরহত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

—বুদ্ধ শাসনে পুত্র দান—

স্বীয় ঔরস জাত পুত্রকে বুদ্ধশাসনের উপকারার্থ ও পুত্রের মুক্তির হেতু উৎপাদনের নিমিত্ত শ্রদ্ধার সহিত প্রব্রজিত করাইয়া দেওয়াকে "**পুত্রদান**" বলে। পুত্রদানের কিঞ্চিন্মাত্র হইলেও পুণ্য-ফল লাভাশায় শাসন প্রতিরূপ দেশে সপ্তাহ-কালের জন্য হইলেও পুত্রকে প্রব্রজিত করাইয়া রাখে। এই রীতি অবশ্য জ্ঞানিগণ দ্বারাই প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে ইহ-পারত্রিক উভয় কালের বহুবিধ হিতসাধন হয়। সুতরাং ইহা অপরিহার্য্য নীতি বলিয়া সামাজিক হিসাবেও

গ্রহণ করা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এই রীতি মহা মঙ্গলদায়ক। এই প্রব্রজ্যা দ্বারা ভবিষ্যত জন্মে চির মুক্তির জন্য নিষ্ক্রমণের সংস্কার উৎপন্ন হয়।

—পুত্র দানের ফল—

কারে বিহারে ইধ জম্বুদীপে-খেত্তং করিত্বান তয়ো চ দ্বীপে,
মেরুপ্পমানম্পি দদেয্য দানং-কলং নগ্ঘন্তি পব্বজিতানিসংসন্তি।

বঙ্গার্থঃ— যদি কোন চক্রবর্তী রাজা স্বীয় ঋদ্ধি-প্রভাবে জম্বুদ্বীপ প্রমাণ বিহার নির্মাণ করিয়া, তাহাতে বহু ভিক্ষু-সংঘ বাস করান, সেই ভিক্ষু-সঙ্ঘের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত পূর্ববিদেহ, অপরগোয়ান ও উত্তরকুরু এই ত্রিমহাদ্বীপ প্রমাণ স্থানে ফসলাদি উৎপাদন করিয়া দান করেন ও সুমেরু পর্বত প্রমাণ রাশি করিয়া ভিক্ষু-সঙ্ঘের চীবরাদি নানা প্রয়োজনীয় বস্তু দান করেন, তথাপি একটি পুত্রদান-পুণ্যের ষোলভাগের একভাগ পুণ্যও হয় না।

মহারাজ **অশোক** পাটলীপুত্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার ছয়বৎসর পরেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এই হইতে তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘকে নানাপ্রকারে পূজা-সৎকার করিতে থাকেন। অশোকের পিতা **বিন্দুসার** অতিশয় ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ ষাটি হাজার ব্রাহ্মণকে আহার দান করিতেন। অশোক ও পিতার দান বন্ধ না করিয়া প্রত্যহ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আচার-ব্যবহার তাঁহার আদৌ পছন্দ হইত না। কারণ তাঁহারা অব্রহ্মচারী ও অসংযতেন্দ্রিয় ছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংযম দেখিয়াই তিনি অতিশয় প্রীত হইয়া প্রথমে বত্রিশজন ভিক্ষুকে ভিক্ষান্ন প্রদান করেন। ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বাড়াইতে বাড়াইতে প্রত্যহ ৬০ হাজার ভিক্ষুকে অন্নাদি আহার্য্য বস্তু দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যের ৮৪ হাজার নগরে ৮৪ হাজার বিহার ও ৮৪ হাজার ধাতু-চৈত্য স্থাপন করেন। পাটলীপুত্রে অশোকারাম নামে এক মহাবিহার স্থাপন করিয়া তাহাতে সহস্রাধিক ভিক্ষুকে বাস করাইতেন এবং তাঁহাদের আবশ্যকীয় যাবতীয় ভরণ-পোষণ নির্বাহ করিতেন। অন্যান্য নগরে স্থাপিত বিহার সমূহে যে সকল ভিক্ষু বাস করিতেন, তাঁহাদিগকেও **“চতুর্প্রত্যয়”** দান করিতেন। তাঁহার রাজ্যের সর্বত্র বুদ্ধের উপদেশ-বাক্য সমূহ প্রস্তরে ও পর্বত-গাত্রে খোদাইয়া সদ্ধর্ম প্রচার ও সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। **ধর্মমহামন্ত্রী** নামক একজন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া বহু কর্মচারী সহ তাঁহাকে প্রজাদের মধ্যে ধর্ম প্রচার ও প্রচারিত ধর্ম প্রতিপালিত

হইতেছে কিনা, তাহা অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়। পাটলীপুত্র নগরে ভিক্ষুদের মহাসভা আহ্বান করাইয়া বুদ্ধ-শাসন পবিত্র করিবার সুযোগ, বিশুদ্ধ ধর্মবিনয় স্থাপন এবং লঙ্কা, বার্মা, শ্যাম, কাশ্মীর, গান্ধার, প্রভৃতি দেশে অরহত-গণকে পাঠাইয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সসাগরা জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র রাজাধিরাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জম্বুদ্বীপের বাহিরেও তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি এক সময় এতবড় রাজ্য বুদ্ধ-শাসনে দান করিয়া সাধারণ অবস্থায় বিহারেই বাস করিতেন। ফল কথা—আমরা যে, বৌদ্ধ ধর্মের এত বিস্তৃতি ও উন্নতির কথা শুনিতে পাই, ইহা কেবল মহারাজ ধর্মাশোকের ধর্মপ্রেরণারই একমাত্র নিদর্শন। সুতরাং বুদ্ধ-শাসনের নিমিত্ত এত শ্রম, এত দান ও এত উদ্যোগ আর কেহ করেন নাই পূর্বোক্ত ৮৪ হাজার চৈত্য, বিহার এবং অশোকারাম উৎসর্গ করিবার জন্য একটা দিন নির্দ্দিষ্ট করিলেন। সেই উৎসর্গ উপলক্ষে রাজ্যের সর্বত্র একসপ্তাহ ব্যাপী মহাউৎসব করিবার জন্য তিনি আদেশ প্রচার করিলেন। সেই উৎসব-রাত্রে সমগ্র রাজ্য উজ্জ্বল আলোকে স্বর্গপুরী সদৃশ অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার অনুপমা প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তখন ভিক্ষুসঙ্ঘের অধিনায়ক মোগ্গলি পুত্র তিস্স মহাস্থবিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভন্তে, দশবল বুদ্ধের শাসনে কে সর্বাপেক্ষা অধিক দান করিয়াছেন, কাহার দান সর্বাপেক্ষা অধিক? মহারাজ, বুদ্ধশাসনে প্রত্যয় দায়কদের মধ্যে আপনিই সর্বপ্রধান। আপনি যত দান করিয়াছেন, আর কেহ এত দান করেন নাই। সুতরাং আপনিই প্রত্যয়দায়কগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবান বুদ্ধের জীবিতাবস্থায়ও এত বড় প্রত্যয়দায়ক কেহ ছিল না।" এই কথা শুনিয়া মহারাজ ধর্মাশোক বলিলেন—"আমি প্রত্যয় দানে বুদ্ধ-শাসন সজীব রাখিয়াছি। সুতরাং আমার দানই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।" এইরূপ হইলেও আমি বুদ্ধ-শাসনের দায়াদ বা উত্তরাধিকারী হইলাম কিনা? অর্থাৎ আমি পিতৃ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া যেমন সসাগরা জম্বুদ্বীপের উপর আধিপত্য ও সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেছি, সেইরূপ বুদ্ধ-শাসনের বা ভগবানের ধর্মরাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার আমি উপযুক্ত হইয়াছি কিনা?" মোগ্গলিপুত্র তিস্স মহাস্থবির বলিলেন—"মহারাজ, আপনি প্রত্যয় দায়ক মাত্র। যদি পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তও উচ্চ রাশিকৃত দানীয় বস্তু সজ্জিত করিয়া মহাদান দেওয়া হয়, তথাপি সে প্রত্যয় দায়ক মাত্র। তবে যে কোন ধনী অথবা দরিদ্র

ব্যক্তি স্বীয় ঔরস-জাত পুত্রকে বুদ্ধ-শাসনে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন, উপসম্পদা দেন, তিনিই শাসনের প্রকৃত অধিকারী।”

স্থবিরের এই কথা শুনিয়া মহারাজ অশোক ভাবিলেন—“অহো, আমি এত দান করিয়াও বুদ্ধ-শাসনের উত্তরাধিকারী হইতে পারিলাম না! কিরূপে তাহা হইবে!” এইরূপ ভাবিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রিয় পুত্র **“মহেন্দ্র কুমার”** সেই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া সোৎসাহে সভায় দাঁড়াইয়া আনন্দ-গদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিলেন—“পিতঃ, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, আমাকে প্রব্রজ্যা দান করিয়া আপনি বুদ্ধ-শাসনের উত্তরাধিকারী হউন। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।” রাজকুমার মহেন্দ্রের খুল্লতাত তিস্‌স কুমারের ভিক্ষু হওয়ার দিন হইতে কুমার মহেন্দ্রের অন্তরে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে তিনিও ভিক্ষু হইবেন। তবে তিনি এতদিন পিতার আদেশের অপেক্ষায়ই ছিলেন।

রাজকুমারী সঙ্ঘমিত্রার স্বামী **“অগ্নিব্রহ্মা কুমার”** তিস্‌স কুমারের সহিত ভিক্ষু হইয়াছিলেন। সেই হইতে **সঙ্ঘমিত্রাও** ভিক্ষুণী হইবার ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্যকার সভায় তিনিও উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি এই দুর্লভ সুযোগ ছাড়িলেন না। মহেন্দ্রের কথার অবসানে কুমারী সঙ্ঘমিত্রাও দাঁড়াইয়া কহিলেন—“পিতঃ, আমিও ভিক্ষুণী ধর্ম গ্রহণ করিয়া আপনাকে বুদ্ধ-শাসনের উত্তরাধিকারী করিবার আমার একান্ত ইচ্ছা। পিতঃ, আমাকে অনুমতি দান করুন।”

মহারাজ অশোক পুত্র-কন্যার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া সানন্দে সঙ্ঘনায়ককে অনুরোধ করিলেন—“ভন্তে, আমার এই পুত্র-কন্যাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিয়া আমাকে শাসনের উত্তরাধিকারী করুন।” সেই শুভ-মুহূর্তে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করা হইল। পরম সৌভাগ্যবান পুণ্যশ্লোক মহেন্দ্র ও পুণ্যশ্লোকা সঙ্ঘমিত্রা উপসম্পদা লাভের পর অর্হত্ব পদে উন্নীত হইলেন। কালে তাঁহারা বুদ্ধ-শাসনের চিরস্থায়ী কামনায় প্রভূত কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছিলেন॥

শাসনে পুত্রদানের ফল যে কত অপরিসীম মহান্, তাহা এই আখ্যায়িকা পাঠে জ্ঞানীমাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত আরও বহুবিধ দান এবং দান-ফলের বর্ণনা বিমানবত্থু গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা কাহারও জানিবার ইচ্ছা হইলে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন।

—দানের পঞ্চ ফল—

(১) বহুনো জনস্স পিয়ো হোতি মনাপো, (২) সন্তো সপ্পুরিসা ভজন্তি, (৩) কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অভুগ্‌গচ্ছতি, (৪) গিহী ধম্মা অনপেতো হোতি, (৫) কায়স্স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্‌গং লোকং উপ্পজ্জতি।

বঙ্গার্থঃ— (১) দাতা বহুজনের প্রিয় ও মনোজ্ঞ হন, (২) সাধু সৎপুরুষগণ তাঁহার সেবার্থে আসিয়া থাকেন, (৩) দাতার সুযশঃ সুখ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, (৪) সেই দায়ক গৃহীধর্ম হইতে স্খলিত হন না (৫) দাতাগণ মরণের পর দেহ ত্যাগ করিয়া সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

দান-পব সমাপ্ত।

১০। প্রব্রজ্যা-পর্ব

—প্রাথমিক অনুষ্ঠান—

শ্রদ্ধাবান দায়ক দায়িকাগণ স্বীয় পুত্র কিম্বা অপরের পুত্রকে প্রব্রজ্যা প্রদানের ইচ্ছা করিলে, প্রথমে দুইখানি উত্তরাসঙ্গ, একখানি অন্তর্বাস, একটি ভিক্ষাপাত্র, একখানি কটিবন্ধনী, একখানি ক্ষুর, একখানি জলছাঁকুনী ও সূচ-সূতা এই **অষ্ট পরিকৃখার** বা প্রব্রজ্যার উপযুক্ত অষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রব্রজ্যা প্রার্থীর যদি কিছুক্ষণ বা কিয়দ্দিন পরে উপসম্পদা লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে উক্ত দুইখানি উত্তরাসঙ্গের মধ্যে একখানি সঙ্ঘাটি চীবর করিতে হইবে। এতদ্‌সঙ্গে একযোড়া কপ্পিয় জুতা, একখানা ছাতি, একটি যষ্টি ও একজনের পরিমাণ শয্যা উপকরণ সহ সর্বমোট **দ্বাদশ পরিকখার** সংগ্রহ করিলে অতি উত্তম। নির্দিষ্ট সময়ে প্রব্রজ্যা প্রার্থীর কেশ-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া উক্ত দ্বাদশ পরিকৃখার সহ প্রব্রজ্যা প্রার্থীকে উৎসব সহকারে বিহারে নিয়া ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইবেন। অতঃপর প্রব্রজ্যাপ্রার্থী সহ সকলে একসঙ্গে পঞ্চশীল গ্রহণ করিবেন। বিহার ব্যতীত গৃহাদিতে প্রব্রজ্যা প্রদানের ইচ্ছা উৎপন্ন করাও অন্যায়।

—প্রব্রজ্যা দাতা ও গ্রহীতার করণীয়—

যেই ভিক্ষু **দশবর্ষা** (ওয়া) লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রব্রজ্যা দান করিতে পারেন। আর যিনি দশবর্ষা হন নাই, তিনি কোন মহাস্থবির বা স্থবিরের আদেশক্রমে উক্ত স্থবির কিম্বা মহাস্থবিরের উদ্দেশ্যে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারেন। কিন্তু **নিস্‌সয়** দিতে পারিবেন না। যিনি প্রব্রজ্যা দিবেন, তাঁহার শরণ গমনের উচ্চারণ অতি বিশুদ্ধ হওয়া চাই। কর্মবাক্য পাঠ বিশুদ্ধ না হইলে যেমন উপসম্পদার কাজ ঠিক হয় না সেইরূপ শরণ গমন-উচ্চারণ ঠিক না হইলেও প্রব্রজ্যাকার্য্য ঠিক হয় না। সেইজন্য কথিত হইয়াছে **শরণ-গমন দ্বারাই প্রব্রজ্যা সিদ্ধ হয়।** প্রব্রজ্যা প্রদানকারীর যেমন বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ কারীর ও তেমন বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজন। কেবল একপক্ষের উচ্চারণ বিশুদ্ধ হইলেও প্রব্রজ্যা ঠিক হয় না। তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে—**উভতো সুদ্ধিয়া পব্বজ্জা।** এই কারণে প্রব্রজ্যাগ্রহণকারীকে কিছুদিন বিহারে থাকিয়া শরণগমণের উচ্চারণ অভ্যাস, দশশীল, প্রত্যবেক্ষণ, সেখিয়া ও শ্রামণের কর্তব্যাদি শিক্ষা করা প্রয়োজন। ইহাতে পবিত্রভাবে শীল রক্ষা

করা সহজ হয় এবং স্বীয় মহৎ উদ্দেশ্যও সফল হয়। প্রব্রজ্যা গ্রহণকারী ভিক্ষুর নিকট উৎকুটিক আসনে উপবেশন করণান্তর ত্রিচীবর হাতে লইয়া নিম্নোক্ত প্রকারে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতে হয়।

—প্রব্রজ্যা প্রার্থনা—

'ওকাস অহং ভন্তে, পব্বজ্জং য়াচামি, দুতিয়ম্পি অহং ভন্তে, পব্বজ্জং য়াচামি, ততিয়ম্পি অহং ভন্তে, পব্বজ্জং য়াচামি।

বঙ্গার্থঃ— "প্রভো, অবকাশ প্রদান করুন, আমি প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিতেছি।" [দুঃ তঃ]

—কাষায় বস্ত্র দান—

"সব্বদুক্খ নিস্সরন নিব্বান সচ্ছি করণত্থায়, ইমং কাসাবং গহেত্বা পব্বজেথ মং ভন্তে, অনুকম্পং উপাদায়।" [দুঃ-তঃ]

বঙ্গার্থঃ— "প্রভো, সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অনুগ্রহ পূর্বক এই কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। [দুঃ-তঃ] উক্তরূপে তিনবার প্রার্থনা করিয়া দীক্ষাদানকারীর হাতে ত্রিচীবর প্রদান করিবে।

—কাষায় বস্ত্র প্রার্থনা—

"সব্বদুক্খ নিস্সরণ নিব্বান সচ্ছি করণত্থায় এতং কাসাবং দত্বা পব্বাজেথ মং ভন্তে অনুকম্পং উপাদায়" [দুঃ-তঃ]

বঙ্গার্থঃ— সর্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্তি ও নির্বাণ প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত অনুগ্রহ পূর্বক এই কাষায় বস্ত্র দিয়া আমাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করুন। [দুঃ তঃ]

—অশুভ কর্মস্থান দান—

উক্ত প্রার্থনা সমাপনান্তে দীক্ষাদানকারী আচার্য্য দীক্ষা প্রার্থনাকারীকে বত্রিশটি অশুভ কর্মস্থানের নিম্নোক্ত পাঁচটি অশুভ ভাবনা অনুলোম প্রতিলোমবশে মুখে মুখে বলাইবেন। "কেসা-লোমা-নখা-দন্তা-তচো; তচো-দন্তা-নখা-লোমা-কেসা; কেসা-লোমা-নখা-দন্তা-তচো।" এইরূপে কর্মস্থান গ্রহণের পর **চীবর প্রত্যবেক্ষণ** বলিতে বলিতে অন্তর্বাস পরিধান করিবে, উত্তরাসঙ্গ একখানা গায়ে দিবে এবং অপর উত্তরাসঙ্গখানা একাংশে স্থাপন করিয়া প্রব্রজ্যাশীল প্রার্থনা করিবে।

—প্রব্রজ্যা দশশীল প্রার্থনা—

"ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং য়াচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।" [তৃঃ-তঃ]

বঙ্গার্থ:—"প্রভো, আমি ত্রিশরণ সহিত প্রব্রজ্যা শ্রামণের দশশীল ধর্ম যাচ্ঞা করিতেছি। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দশশীল প্রদান করুন।" প্রার্থনার পর ভিক্ষু বলিবেন—**য়মহং বদামি তং বদেহি** [একের অধিক হইলে] **বদেথ**। প্রব্রজ্যা প্রার্থী—**আম ভন্তে** বলিবে। তৎপর ভিক্ষু **নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স** বলিবেন। প্রব্রজ্যা প্রার্থী এই **নমোতস্স** তিনবার বলিতে হইবে। তদনন্তর ভিক্ষু স্পষ্টরূপে অনুস্বারান্ত উচ্চারণ করিয়া একবার ত্রিশরণ দিবেন। তৎপর প্রত্যেক অনুস্বারের স্থানে **'ম'কার** উচ্চারণ খুব সতর্কতার সহিত প্রত্যেক অক্ষর বিশুদ্ধ ও স্পষ্টরূপে উচ্চারণ হয় মত ত্রিশরণ দান ও গ্রহণ করাইবেন। দুতিয়ম্পি—ততিয়ম্পি বলার পর ত্রিশরণ দান ও গ্রহণ শেষ হইলে ভিক্ষু বলিবেন—**তিসরণ-গমনং সম্পুন্নং** প্রব্রজ্যা প্রার্থী **আম ভন্তে** বলিবে। তৎপর ভিক্ষু শীলপর্বে বর্ণিত প্রব্রজ্যা দশশীল প্রদান করিবেন। শীল গ্রহণ করা হইলে ভিক্ষু বলিবেন—**তিসরণেন সহ পব্বজ্জা সামণের দসসীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেহি** [একের অধিক হইলে] **সম্পাদেথ**। এইরূপে শীল দান ও গ্রহণ শেষ হইলে, নব প্রব্রজিতকে নিম্নোক্তভাবে উপাধ্যায় গ্রহণ করিতে হইবে—

—উপাধ্যায় গ্রহণ—

উপজ্ঝায়ো মে ভন্তে হোহি। (দুঃ তঃ) ভিক্ষু বলিবেন—"**পাতিরূপং**।" নবপ্রব্রজিত **আমভন্তে** বলিয়া বন্দনা করিবে।

—প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা—

—বর্ত্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ—

১। পটিসঙ্খা য়োনিসো চীবরং পটিসেবামি, য়াবদেব সীতস্স পটিঘাতায় উণ্হস্স পটিঘাতায়, ডংস-মকস-বাতাতপ-সিরিংসপ সম্ফস্সানং পটিঘাতায়, য়াবদেব হিরিকোপীণং পটিচ্ছাদনত্থং।

বঙ্গার্থ:—সজ্ঞানে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করিতে করিতে আমি এই চীবর পরিধান করিতেছি, ইহা শুধু শীত ও উষ্ণ নিবারণ, দংশক, মশক,

বায়ু, রৌদ্র, সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারণ এবং লজ্জাজনক স্থান আচ্ছাদনের জন্য। পঞ্চকামগুণ উৎপাদনের জন্য নহে।

—বর্ত্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ—

২। পটিসঙ্খা য়োনিসো পিণ্ডপাতং পটিসেবামি, নেব দবায় নমদায় ন মণ্ডনায় ন বিভূসনায়, য়াবদেব ইমস্স কায়স্স ঠিতিয়া য়াপনায়, বিহিংসূপরতিয়া ব্রহ্মচরিয়ানুগ্‌গহায় ইতি পুরাণঞ্চ বেদনং পটিহঙ্খামি, নবঞ্চ বেদনং ন উপ্পাদেস্সামি, য়াত্রা চ মে ভবিস্সতি অনবজ্জতা চ ফাসু বিহারো চাতি।

বঙ্গার্থঃ—সজ্ঞানে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করিতে করিতে আমি এই পিণ্ডপাত (আহার) গ্রহণ করিতেছি, ইহা [গ্রাম্য বালকদের ন্যায়] ক্রীড়া করিবার জন্য নহে, [মল্ল যোদ্ধাদের ন্যায়] শক্তি প্রদর্শনের জন্য নহে, [বারাঙ্গনাদের ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ] মণ্ডণের জন্য নহে, [নর্ত্তকীদের ন্যায়] বিভূষণের জন্য নহে, যেহেতুঃ— শুধু এই চতুর্মহাভৌতিক রূপকায়ের স্থিতির ও রক্ষার জন্য, ক্ষুধা-রোগ নিবারণের জন্য, ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যার্থ, পুরাতন ক্ষুধা-বেদনার বিনাশার্থ, নব বেদনা [অধিক ভোজন জনিত বেদনা] অনুৎপত্তির জন্য এই আহার করিতেছি। আমার পরিমিত আহার সেবন দ্বারা জীবন যাপনের [গমন, দাঁড়ান, শয়ন ও উপবেশনের] অন্তরায় হইবে না। অধিকন্তু নির্দ্দোষ, বুদ্ধ প্রশংসিত পবিত্র ও নিরাপদ অবস্থান হইবে।

—বর্ত্তমান শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ—

৩। পটিসঙ্খা য়োনিসো সেনাসনং পটিসেবামি, য়াদেব সীতস্স পটিঘাতায়, উণ্‌হস্স পটিঘাতায়, ডংস, মকস, বাতাতপ, সিরিংসপ সম্ফস্সানং পটিঘাতায়, য়াবদেব উতুপরিস্সয় বিনোদনং পটিসল্লানারামত্থং।

বঙ্গার্থঃ—সজ্ঞানে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করিতে করিতে শয্যা এবং আসন গ্রহণ করিতেছি। আমি যে শয্যা ও আসন গ্রহণ করিতেছি, তাহা কেবলমাত্র শীত ও উষ্ণ নিবারণ, দংশক, মশক, বায়ু, রৌদ্র, সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারণ এবং ঋতুজনিত যাহা উৎপাত, তাহাই বিদুরীত করিবার জন্য ও কর্মস্থান বিবেক বা একাগ্রতা সাধনের জন্য আমার এই শয্যা ও আসন গ্রহণ। আলস্য বা নিদ্রাভিভূত হইয়া অনর্থক কালহরণের জন্য নহে।

—বর্ত্তমান গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ—

৪। পটিসঙ্খা য়োনিসো গিলানপচ্চয় ভেসজ্জ পরিক্খারং পটিসেবামি, য়াবদেব উপ্পন্নানং বেয়্যাবাধিকানং বেদনানং পটিঘাতায়, অব্যাপজ্ঝ পরমতায়াতি।

বঙ্গার্থ:— আমি সজ্ঞানে মনোযোগ সহকারে স্মরণ করিতে করিতে রোগোপশমের ঔষধ সেবন করিতেছি। যেহেতু:—বিবিধ দুঃখদায়ক উৎপন্ন বেদনা সমূহের বিনাশ হইয়া নিরাময় হইবার জন্যই এই ঔষধ সেবন।

—অতীত চীবর প্রত্যবেক্ষণ—

৫। ময়া' পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জ য়ং চীবরং পরিভুত্তং তং য়াবদেব সীতস্স-পে-পটিচ্ছাদনত্থং। য়থা পচ্চয়ং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং য়দিদং চীবরং তদুপ ভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বানি পনইমানি চীবরানি অজিগুচ্ছনীয়ানি, ইমং পূতি কায়ং পত্বা অতিবিয় জিগুচ্ছনীয়ানি জায়ন্তি।

বঙ্গার্থ:— আমি অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই চীবর পরিভোগ করিয়াছি, তাহা শুধু শীত-উষ্ণ নিবারণ, দংশক-মশক-বায়ু-রৌদ্র-সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারণ এবং লজ্জাজনক স্থান আচ্ছাদনের জন্য। যদিও এই চীবর এখন সুন্দর বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু ইহা ধাতু-সমষ্টি মাত্র। সেইরূপ এই চীবর পরিভোগকারীও ধাতু-সমষ্টি মাত্র। ইহাতে সত্ত্ব জীবাদি কিছুই নাই। সুতরাং ইহা শূন্যবৎ। এই সমস্ত চীবর ঘৃণিত নহে বটে, কিন্তু এই পঁচা দুর্গন্ধময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় ঘৃণিত হইয়া যায়।

—অতীত পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ—

৬। ময়া' পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জ য়ো পিণ্ডপাতো পরিভুত্তো সো নেবদবায়-পে-ফাসুবিহারো চাতি। য়থাপচ্চয়ং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং য়দিদং পিণ্ডপাতো তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বোপনায়ং পিণ্ডপাতো অজিগুচ্ছনীয়ো ইমং পূতিকায়ং পত্বা অতিবিয় জিগুচ্ছনীয়ো জায়তি।

বঙ্গার্থ:— আমার দ্বারা অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যে আহার পরিভোগ করা হইয়াছে, [তাহা শুধু গ্রাম্য বালকদের ন্যায়] ক্রীড়া করিবার জন্য নহে, [মল্লযোদ্ধার ন্যায়] মণ্ডণের জন্য নহে, [নর্ত্তকীদের ন্যায়] বিভূষণের জন্য নহে যেহেতু:-কেবলমাত্র এই চতুর্মহাভৌতিক রূপকায়ের স্থিতির ও রক্ষার

জন্য, ক্ষুধারোগ নিবারণের জন্য, ব্রহ্মচর্য্যের সাহার্য্যার্থ, পুরাতন ক্ষুধা-বেদনার বিনাশার্থ, নব-বেদনায় অনুৎপত্তির জন্য এই আহার পরিভোগ করিতেছি। আমার পরিমিত আহার পরিভোগ হেতু জীবন- যাপনের অন্তরায় হইবে না। অধিকন্তু নির্দোষ ও বুদ্ধ-প্রশংসিত পবিত্রভাবেও নিরাপদে অবস্থান করা হইবে। যদি ও বা এই আহার্য্য-বস্তু এখন সুন্দর ও সুস্বাদ বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু ইহা ধাতু-সমষ্টি মাত্র। ভোজনকারীও ধাতু-সমষ্টি মাত্র। ইহাতে সত্ত্ব-জীবাদি কিছুই নাই। সুতরাং ইহা শূন্যবৎ। এই সমস্ত আহার্য্যবস্তু ঘৃণিত নহে বটে, কিন্তু এই পচা দুর্গন্ধময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় ঘৃণিত হইয়া যায়।

—অতীত শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ—

৭। ময়া' পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জ যং সেনাসনং পরিভুত্তং তং যাবদেব সীতস্স পটিঘাতায়—পে—বিনোদনং পটিসল্লানারামত্থং। যথা পচ্চয়ং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং সেনাসনং তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্‌গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বানি পন ইমানি সেনাসনানি অজিগুচ্ছনীয়ানি ইমং পুতিকায়ং পত্বা অতিবিয় জিগুচ্ছনীয়ানি জায়ন্তি।

বঙ্গার্থ:—আমার দ্বারা অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই শয়নাসন পরিভোগ করা হইয়াছে, তাহা শুধু শীত-উষ্ণ নিবারণ, দংশক, মশক, বায়ু, রৌদ্র, সরীসৃপ প্রভৃতির স্পর্শ ও দংশন নিবারক, ঋতু জনিত যাহা উৎপাত, তাহাই বিদূরীত করিবার জন্য এবং নির্বিঘ্নে ধ্যান সমাধি করিবার সুবিধার নিমিত্ত। যদিও বা এই শয়নাসন সুন্দর বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু ইহা ধাতু-সমষ্টি মাত্র। ইহা পরিভোগকারীও ধাতু-সমষ্টি মাত্র। ইহাতে সত্ত্ব-জীবাদি কিছুই নাই। সুতরাং ইহা শূন্যবৎ। এই শয়নাসন বস্তু সমুদায় ঘৃণিত নহে বটে, কিন্তু এই পঁচা দুর্গন্ধময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় ঘৃণিত হইয়া যায়

—অতীত গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ—

৮। ময়া' পচ্চবেক্খিত্বা অজ্জ যো গিলানপচ্চয়ো ভেসজ্জপরিক্খারো পরিভুত্তো সো যাবদেব—পে—পরমতায়াতি। যথা পচ্চয়ং পবত্তমানং ধাতুমত্তমেবেতং যদিদং গিলানপচ্চয়ো ভেসজ্জপরিক্খারো তদুপভুঞ্জকো চ পুগ্‌গলো ধাতুমত্তকো নিস্সত্তো নিজ্জীবো সুঞ্ঞো সব্বোপনায়ং গিলানপচ্চয়ো ভেসজ্জপরিক্খারো অজিগুচ্ছনীয়ো' ইমং পূতিকায়ং পত্বা অতিবিয় জিগুচ্ছনীয়ো জায়তি।

বঙ্গার্থ:— আমার দ্বারা অদ্য প্রত্যবেক্ষণ না করিয়া যেই ভৈষজ্য বস্তু পরিভোগ করা হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র বিবিধ দুঃখদায়ক উৎপন্ন বেদনা সমূহ বিনাশ হইয়া নিরাময় হইবার জন্য। যদিও বা এই ভৈষজ্য-বস্তু এখন উত্তম বসিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু ইহা ধাতু-সমষ্টি মাত্র। ইহা পরিভোগকারীও ধাতু-সমষ্টি মাত্র। ইহাতে সত্ত্ব-জীবাদি কিছুই নাই। সুতরাং ইহা শূন্যবৎ। এই সমস্ত ভৈষজ্য বস্তু ঘৃণিত নহে বটে, কিন্তু এই পঁচা-দুর্গন্ধময় দেহ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় ঘৃণিত হইয়া যায়।

—উক্ত প্রত্যবেক্ষণ সম্বন্ধে ভিক্ষু শ্রামণদের কর্ত্তব্য—

ভিক্ষু শ্রামণের মাত্রই যে কোন সময়ে চীবর পরিধান, গায়ে দেওয়া ও রুম করিবার সময়ে **বর্ত্তমান চীবর প্রত্যবেক্ষণ,** খাদ্যভোজ্য পরিভোগ করিবার সময়ে **বর্ত্তমান পিণ্ডপাত প্রত্যবেক্ষণ,** শয়ন ও উপবেশন করিবার সময়ে **বর্ত্তমান শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ,** এবং পান-তামাক-জল-সরবত ও ঔষধাদি পানীয়-সেবনীয় যাহা কিছু আছে, তাহা পরিভোগ করিবার সময়ে **বর্ত্তমান গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ,** ভাবনা করিতে হয়। আর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে একবার, মধ্যাহ্নাহারের পর একবার এবং সন্ধ্যায় বন্দনার সময় একবার "অতীত প্রত্যবেক্ষণ" চতুষ্টয় ভাবনা করিতে হয়। যেই ভিক্ষু-শ্রামণের উক্ত নিয়মে বর্ত্তমান ও অতীত প্রত্যবেক্ষণগুলি ভাবনা নাকরে, তাহাদের পক্ষে **চুরি ও ঋণ** পরিভোগ হয়। যথাবিধানমতে উক্ত প্রত্যবেক্ষণ চতুষ্টয় ভাবনা করিলে, লোভ ধ্বংস হইবার হেতু উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই প্রত্যবেক্ষণ সমূহ ভাবনা করা ভিক্ষু শ্রামণদের পক্ষে একান্তই **অপরিহার্য্য** কর্ত্তব্য!

—শ্রামণের শিক্ষা—

[এই শ্রামণের শিক্ষা মদাচার্য্য অগ্গ মহাপণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির প্রণীত "ভিক্ষুকর্ত্তব্য" গ্রন্থের প্রথমভাগে এবং মৎ প্রণীত "প্রব্রজিতের ব্রতরাশি" গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাহা এখানে আর পুনরুল্লেখ করা হইল না।]

—সেখিয়া—

যে খো নায়স্মন্তো সেখিয়া ধম্মা উদ্দেসং আগচ্ছন্তি।

বঙ্গার্থ:— হে আয়ুষ্মানগণ, এই শিক্ষনীয় বিষয়গুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইতেছে।

—১। পরিমণ্ডল বর্গ

(১) পরিমণ্ডলং নিবাসেস্সামী'তি সিক্খা করণীয়া। (২) পরিমণ্ডলং পারুপিস্সামী'তি…। (৩) সুপটিচ্ছন্নো অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি…। (৪) সুপটিচ্ছন্নো অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি…। (৫) সুসংবুতো অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি…। (৬) সুসংবুতো অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি…। (৭) ওক্খিত্ত চক্খু অন্তরঘরে গমিস্সামি'তি…। (৮) ওক্খিত্তচক্খু অন্তরঘরে নিসীদিস্সামি'তি…। (৯) ন উক্খিত্ত কায় অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি…। (১০) ন উক্খিত্তকায় অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীয়া।

বঙ্গার্থ:— (১—২) পরিমণ্ডলাকারে অর্থাৎ উচ্চ নীচ না হয় মত সমান করিয়া অন্তর্বাস (পরিধেয় বস্ত্র) পরিধান করিব ও উত্তরাসঙ্গ (একাজিক) গায়ে দিব (রুম করিব), এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। (৩—৪) সুন্দররূপে দেহ আচ্ছাদন (রুম) করিয়া গ্রামে বা গৃহে গমন ও উপবেশন করিব …। (৫—৬) সুসংযতভাবে গ্রামে বা গৃহে গমন ও উপবেশন করিব …। (৭—৮) অধোদৃষ্টিতে (চারি হস্তের বহির্ভাগে অবলোকন না করিয়া) গ্রামে বা গৃহে গমন ও উপবেশন করিব …। (৯—১০) গায়ের চীবর তুলিয়া (সম্পূর্ণ হস্ত বাহির করিয়া) গ্রামে বা গৃহে গমন ও উপবেশন করিব না, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

—২। উজ্জগ্ঘিক বর্গ—

(১) ন উজ্জগ্ঘিকায় অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্খা করণীয়া। (২) ন উজ্জগ্ঘিকায় অন্তরঘরে নিসীদিস্সামীতি…। (৩) অপ্পসদ্দো অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি…। (৪) অপ্পসদ্দো অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি…। (৫) ন কায়প্পচালকং অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি…। (৬) ন কায়প্পচালকং অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি…। (৭) ন বাহুপ্পচালকং অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি…। (৮) ন বাহুপ্পচালকং অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি…। (৯) ন সীসপ্পচালকং অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি…। (১০) ন সীসপ্পচালকং অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি সিক্খা করণীয়া।

বঙ্গার্থ:— (১-২) উচ্চহাস্যে গ্রামে বা গৃহে গমন ও উপবেশন করিব না, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। (৩-৪ অল্পশব্দে গ্রামে বা গৃহে গমন ও

উপবেশন করিব···। (৫-৬) দেহ হেলিতে-দুলিতে বা সঞ্চালন করিতে করিতে অস্থির কায়ে গ্রামে বা গৃহে গমন ও উপবেশন করিব না···। (৭-৮) বাহু সঞ্চালন করিতে করিতে গ্রামে বা গৃহে গমন ও উপবেশন করিব না···। (৯-১০) মস্তক হেলিতে দুলিতে বা সঞ্চালন করিতে করিতে গ্রামে বা গৃহে গমন ও উপবেশন করিব না, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

—৩। খম্ভকত বর্গ—

(১) ন খম্ভকতো অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি সিক্‌খা করণীয়া। (২) ন খম্ভকতো অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি···। (৩) ন ওগুন্ঠিতো অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি···। (৪) ন ওগুন্ঠিতো অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি···। (৫) ন উক্কুটিকায় অন্তরঘরে গমিস্সামী'তি···। (৬) ন পল্লত্থিকায় অন্তরঘরে নিসীদিস্সামী'তি···। (৭) সক্কচ্চং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্সামী'তি···। (৮) পত্তসঞ্ঞী পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্সামী'তি···। (৯) সমসূপকং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্সামী'তি···। (১০) সমতিত্তিকং পিণ্ডপাতং পটিগ্গহেস্সামী'তি সিক্‌খা করণীয়া।

বঙ্গার্থঃ— (১-২) কটিদেশে হস্ত রাখিয়া গ্রামে বা গৃহে গমন ও উপবেশন করিবে না, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। (৩-৪) বস্ত্রাবগুন্ঠিত মস্তকে গ্রামে বা গৃহে গমন ও উপবেশন করিব না;···। (৫-৬) উৎকুটিক পদে (পদাগ্র বা পাঞ্চিতে ভার দিয়া) ও দুই হস্ত জানুদ্বয় জড়াইয়া অথবা বস্ত্র দ্বারা হস্ত-পদ জড়াইয়া ধরিয়া গ্রামে বা গৃহে গমন ও উপবেশন করিব না,···। (৭-৮) সুন্দর রূপে, স্মৃতি বা মনোযোগের সহিত পিণ্ডপাত (আহার্য্য বস্তু) গ্রহণ করিব,···। (৯-১০) সমসূপ) অন্নের একচতুর্থাংশ পরিমিত সূপ-ব্যঞ্জন সহ ও পাত্রের মুখ রেখার নীচে রাখিয়া পিণ্ডপাত গ্রহণ করিব, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

—৪। সক্কচ্চ বর্গ—

(১) সক্কচ্চং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্‌খা করণীয়া। (২) পত্তসঞ্ঞী পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামী'তি···। (৩) সপদানং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামী'তি···। (৪) সমসূপকং পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামী'তি···। (৫) ন থূপতো ওমাদ্দিত্বা পিণ্ডপাতং ভুঞ্জিস্সামী'তি···। (৬) ন সূপং ব্যঞ্জনং বা ওদনেন পটিচ্ছাদেস্সামি

ভীয়্যোকম্যতং উপাদায়া'তি ··। (৭) ন সূপং বা ওদনং বা অগিলানো অত্তনো অত্থায় বিঞ্ঞাপেত্বা ভুঞ্জিস্সামী'তি···। (৮) ন উজ্ঝানসঞ্ঞী পরেসং পত্তং ওলোকেস্সামী'তি ··। (৯) নাতিমহন্তং কবলং করিস্সামী'তি···। (১০) পরিমণ্ডলং আলোপং করিস্সামী'তি সিক্খা করণীয়া।

বঙ্গার্থ: - (১) সম্মতিতে সুন্দররূপে পিণ্ডপাত ভোজন করিব, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। (২) ইতস্ততঃ না দেখিয়া পাত্রের প্রতি মনোযোগ সহকারে···। (৩) পাত্রস্থ অন্নস্তূপের একপার্শ্ব হইতে···। (৪) সমসূপ (গ্রাসের একচতুর্থাংশ ব্যঞ্জন দিয়া) পিণ্ডপাত ভোজন করিব···। (৫) পাত্রস্থ অন্নস্তূপের মধ্য হইতে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডপাত ভোজন করিব না···। (৬) অধিক লাভের আশায় অন্নের দ্বারা সূপ-ব্যঞ্জন আচ্ছাদন করিব না···। (৭) নিরোগাবস্থায় নিজের জন্য সূপ বা ব্যঞ্জন (গৃহী হইতে) যাচ্ঞা করিয়া ভোজন করিব না···। (৮) ভোজন সময় নিন্দা করিবার অভিপ্রায়ে অপরের পাত্রের প্রতি অবলোকন করিব না ··। (৯) অতি বড় গ্রাস করিয়া ভোজন করিব না (ময়ূরীর ডিম্ব হইতে বড় এবং কুক্কুটীর ডিম্ব হইতে ছোট, ইহার মধ্যমাকার প্রমাণ যোগ্য)···। (১০) গ্রাস গোলাকার করিয়াই ভোজন করিব; এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

—৫। কবল বর্গ—

(১) ন অনাহটে কবলে মুখদ্বারং বিবরিস্সামী'তি সিক্খা করণীয়া। (২) ন ভুঞ্জমানো সব্বং হত্থং মুখে পক্খিপিস্সামী'তি···। (২) ন সকবলেন মুখেন ব্যাহরিস্সামী'তি···। (৪) ন পিণ্ডুক্খেপকং ভুঞ্জিস্সামী'তি···। (৫) ন কবলা বচ্ছেদকং ভুঞ্জিস্সামী'তি···। (৬) ন অবগণ্ড-কারকং ভুঞ্জিস্সামী'তি···। (৭) ন হত্থনিদ্ধুনকং ভুঞ্জিস্সমী'তি···। (৯) ন জিহ্বা নিচ্ছারকং ভুঞ্জিস্সামী'তি···। (১০) ন চপু চপুকারকং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীয়া।

বঙ্গার্থ:— (১) গ্রাস মুখের সমীপে না আনিতে মুখদ্বার ব্যাদান করিব না, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। (২) গ্রাস মুখে দিবার সময় সমস্ত অঙ্গুলি মুখে প্রবেশ করাইব না···। (৩) মুখে গ্রাস দিয়া কথা বলিব না···। (৪) মুখে গ্রাস নিক্ষেপ করিয়া···। (৫) গ্রাস অবচ্ছেদ অর্থাৎ কামড়াইয়া (অৰ্দ্ধেক ভাগ করিয়া···।) (৬) বানরের ন্যায় গাল ফুলাইয়া···। (৭)

হাত ঝাড়িতে ঝাড়িতে…। (৮) ভাত বা উচ্ছিষ্ট চারিদিকে ছড়াইয়া…। (৯) গ্রাস মুখে দিবার সময় জিহ্বা বাহির করিয়া…। (১০) চপ্ চপ শব্দ করিয়া ভোজন করিব না, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

—৬। সুরু সুরু বর্গ—

(১) ন সুরু সুরু কারকং ভুঞ্জিস্সামী'তি সিক্খা করণীয়া। (২) ন হত্থ নিল্লেহকং ভুঞ্জিস্সামী'তি…। (৩) ন পত্ত নিল্লেহকং ভুঞ্জিস্সামী'তি…। (৪) ন ওট্ঠ নিল্লেহকং ভুঞ্জিস্সামী'তি…। (৫) ন সামিসেন হত্থেন পানীয় থালকং পটিগ্গহেস্সামী'তি…। (৬) ন সসিত্থকং পত্তধোবনং অন্তরঘরে ছড্ডেস্সামী'তি…। (৭) ন ছত্তপানিস্স অগিলানসস ধম্মং দেসি-স্সামী'তি…। (৮) ন দণ্ড পানিস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি …। (৯) ন সত্থ পানিস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি…। (১০) ন আয়ুধ পানিস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীয়া।

বঙ্গার্থ:— (১) সুরু সুরু শব্দ করিয়া, (২) হস্ত অবলেহন করিয়া, (৩) পাত্র অবলেহন করিয়া, (৪) ওষ্ঠ অবলেহন করিয়া ভোজন করিব না, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য…। (৫) উচ্ছিষ্ট হস্তে জলের গ্লাস গ্রহণ করিব না …। (৬) পাত্র-ধৌত উচ্ছিষ্ট জল গৃহমধ্যে ফেলিব না…। (৭) ছত্রধারী, (৮) দণ্ডধারী, (৯) অস্ত্রধারী ও (১০) আয়ুধধারী নিরোগ ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

—৭। পাদুকা বর্গ—

(১) ন পাদুকা রুল্হস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি সিক্খা করণীয়া। (২) ন উপাহনা রুল্হস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি…। (৩) ন য়ানগতস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি…। (৪) ন সয়নগতস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি…। (৫) ন পল্লত্থিকায় নিসিন্নস্স অগি-লানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি…। (৬) ন বেঠিত সীসস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি…। (৭) ন ওগুণ্ঠিত সীসস্স অগিলানসস ধম্মং দেসিসসামী'তি…। (৮) ন ছমায় নিসীদিত্বা আসনে নিসিন্নসস অগিলানসস ধম্মং দেসিসসামী'তি…। (৯) ন নীচে আসনে নিসীদিত্বা উচ্চে আসনে নিসিন্নসস অগিলানসস ধম্মং দেসিসসামী'তি…। (১০) ন ঠিতো নিসিন্নসস অগিলানসস ধম্মং দেসিস্সামী'তি…। (১১) ন পচ্ছতো গচ্ছন্তো পুরতো

গচ্ছন্তস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি…। (১২) ন উপ্পথেন গচ্ছন্তো পথেন গচ্ছন্তস্স অগিলানস্স ধম্মং দেসিস্সামী'তি…। (১৩) ন ঠিতো অগিলানো উচ্চারং বা পস্সাবং বা করিস্সামী'তি…। (১৪) ন হরিতে অগিলানো উচ্চারং বা পস্সাবং বা খেলং বা করিস্সামী'তি…। (১৫) ন উদকে অগিলানো উচ্চারং বা পস্সাবং বা খেলং বা করিস্সামী'তি সিক্‌খা করণীয়া

বঙ্গার্থ:- (১) পাদুকায় (কাষ্ঠপাদুকা প্রভৃতি) আরূঢ়, (২) জুতাধারী, (৩) যান আরূঢ়, (৪) শায়িত, (৫) দুই হস্তে জানুদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া উপবিষ্ট, (৬) পাগড়িধারী ও (৭) মস্তক অবগুণ্ঠিত নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। (৮) মাটিতে বসিয়া আসনে উপবিষ্ট, (৯) নীচ আসনে উপবেশন করিয়া উচ্চ আসনে উপবিষ্ট, (১০) নিজে দাঁড়ানাবস্থায় অপর উপবিষ্ট, (১১) পিছনে থাকিয়া পূর্বগামী ও (১২) উপ-পথে গমনকালিন ধুর-পথে গমনকারী নিরোগী ব্যক্তিকে ধর্মদেশনা করিব না, …। (১৩) নিরোগাবস্থায় দাঁড়াইয়া বাহ্য-প্রস্রাব করিব না…। (১৪) নিরোগাবস্থায় সজীব তৃণ-লতাদি উদ্ভিদের উপরে বাহ্য-প্রস্রাব বা থুথু ত্যাগ করিব না…। (১৫) নিরোগাবস্থায় জলে বাহ্য-প্রস্রাব বা থুথু ত্যাগ করিব না, এইরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

—কুমার প্রশ্ন—

ভগবান বুদ্ধের **"সোপক"** নামক শ্রামণের সাত বৎসর বয়সে অরহত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি উপসম্পদা লাভের ইচ্ছায় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। বুদ্ধ তাঁহার জ্ঞান-গম্ভীরতার পরিমাপ-মানসে নিম্নোক্ত দশটি প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রামণের বুদ্ধ-জিজ্ঞাসিত প্রত্যেক প্রশ্নের সংক্ষেপে এমন সুন্দররূপে উত্তর প্রদান করিলেন যে—বুদ্ধ তাহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। 'সোপক' সপ্তম বর্ষীয় কুমার শ্রামণের বটে, অপিচ তাঁহার প্রত্যেক উত্তর বিজ্ঞজনোচিত গভীর-জ্ঞানদ্যোতক দার্শনিকতত্ত্ব-সমসক্ত। কুমারকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাই এই প্রশ্নগুলির নাম হইল **"কুমার-প্রশ্ন।"**

—প্রশ্ন-উত্তর -

১।	প্রঃ=এক নাম কিং?	উঃ="সব্বেসত্তা আহারট্‌ঠিতিকা।"
২।	প্রঃ=দ্বে নাম কিং?	উঃ="নামঞ্চ রূপঞ্চ।"
৩।	প্রঃ=তীনি নাম কিং?	উঃ="তিস্‌সো বেদনা।"
৪।	প্রঃ=চত্তারি নাম কিং?	উঃ="চত্তারি অরিয় সচ্চানি।"
৫।	প্রঃ=পঞ্চ নাম কিং?	উঃ="পঞ্চুপাদানক্খন্ধা।"
৬।	প্রঃ=ছ নাম কিং?	উঃ="ছ অজ্ঝত্তিকানি আয়তনানি।"
৭।	প্রঃ=সত্তনাম কিং?	উঃ="সত্ত বোজ্ঝঙ্গা।"
৮।	প্রঃ=অট্‌ঠ নাম কিং?	উঃ="অরিয়ো অট্‌ঠঙ্গিকো মগ্গো।"
৯।	প্রঃ=নব নাম কিং?	উঃ="নব সত্তাবাসা।"
১০।	প্রঃ=দস নাম কিং?	উঃ=দস হঙ্গেহি সমন্নাগতো অরহা'তি বুচ্চতি।"

বঙ্গার্থঃ— (১) প্রঃ -এক কি? উঃ -"জীবজগতের সকল প্রাণী একমাত্র আহারেই প্রতিষ্ঠিত।' অর্থাৎ আহারের দ্বারাই জীবিত থাকিবে। (২) প্রঃ— দুই কি? উঃ—"নাম ও রূপ।" নাম বলিলে -সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদনা ও বিজ্ঞান এই চারিস্কন্ধ এবং রূপ বলিলে-রূপস্কন্ধ বুঝায়। সুতরাং নাম-রূপ বলিলে-পঞ্চস্কন্ধ বুঝায়। (৩) প্রঃ—তিন কি? উঃ—"তিন প্রকার বেদনা।" সুখ বেদনা, দুঃখবেদনা ও উপেক্ষা বেদনা। (৪) প্রঃ– চারি কি? উঃ—চারি আর্য্যসত্য।" দুঃখ আর্য্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্য্যসত্য. দুঃখ নিরোধ আর্য্যসত্য ও দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য্যসত্য। (৫) প্রঃ-পাঁচ কি? উঃ—"পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ।" রূপ-উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা…, সংস্কার…, বেদনা…, ও বিজ্ঞান উপাদানস্কন্ধ। (৬) প্রঃ—ছয় কি? উঃ—"ছয় আধ্যাত্মিক আয়তন।" চক্ষু আয়তন, শ্রোত্র…, ঘ্রাণ…, জিহ্বা…, স্পর্শ…, ও মনায়তন। (৭) প্রঃ—সাত কি? উঃ—"সপ্ত বোজ্ঝঙ্গ।" স্মৃতি সম্বোজ্ঝঙ্গ, ধর্মবিচয়…, বীর্য্য…, প্রীতি…, প্রশান্তি…, সমাধি…, ও উপেক্ষা সম্বোজ্ঝঙ্গ। (৮) অষ্ট কি? উঃ—"আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।" সম্যকদৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। (৯) প্রঃ—নব কি? উঃ—নব সত্ত্বাবাস।" নানাকায়-নানা সংজ্ঞা বিশিষ্ট, নানাকায় একসংজ্ঞা বিশিষ্ট, এক-প্রকার কায়-নানা সংজ্ঞা বিশিষ্ট, এককায়-একসংজ্ঞা বিশিষ্ট, সংজ্ঞাহীন, অনন্ত

আকাশ-উপগত বিজ্ঞানায়তন উপগত অকিঞ্চনায়তন উপগত ও নৈবসংজ্ঞা না নাসংজ্ঞায়তন উপগত প্রাণী। (১০) দশ কি? উঃ—"দশবিধ অঙ্গ বা ধর্মে বিভূষিত অরহত।" অশৈক্ষ্য সম্যকদৃষ্টি, অশৈক্ষ্য সম্যক্ সংকল্প, অশৈক্ষ্য সম্যক্-বাক্য, অশৈক্ষ্য সম্যক্ কর্ম্মান্ত, অশৈক্ষ্য সম্যক্ আজীব, অশৈক্ষ্য সম্যক্ চেষ্টা, অশৈক্ষ্য সম্যক্স্মৃতি, অশৈক্ষ্য সম্যক্ সমাধি, অশৈক্ষ্য সম্যক্ জ্ঞান ও অশৈক্ষ্য সম্যক্ বিমুক্তি। এই দশবিধ অঙ্গ। যাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় নাই, তাঁহাদিগকে **শৈক্ষ্য** এবং যাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, শিখিবার আর কিছুই বাকী নাই, তাঁহাদিগকে **অশৈক্ষ্য** বলে। স্রোতাপত্তিমার্গ লাভী, স্রোতাপত্তি ফল লাভী, সকৃদাগামী মার্গলাভী, সকৃদাগামী ফললাভী, অনাগামী মার্গলাভী, অনাগামী ফললাভী ও অরহত মার্গলাভী, এই সাতজন পুদ্গলকে শৈক্ষ্য এবং অরহত ফল লাভীকে অশৈক্ষ্য বলে। [ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকীর্ণক পর্বে দেওয়া হইবে।]

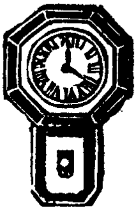

প্রব্রজ্যা-পর্ব সমাপ্ত।

১১। ভাবনা পর্ব।

বিক্‌খিত্ত চিত্তো নেকগ্‌গো সদ্ধম্মং ন পস্‌সতি,
অপস্‌সমানো সদ্ধম্মং দুক্‌খা ন পরিমুচ্চতি।

যাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও একাগ্রতা হীন, তাহারা সদ্ধর্ম সম্যক্‌রূপে দেখিতে পায় না। সদ্ধর্ম সম্যক্‌রূপে অদর্শন-হেতু তাহারা দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

ত্রিতাপ-দগ্ধ মানবগণ চিত্তের একাগ্রতা সাধন-নিমিত্ত মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ **চল্লিশটি** ভাবনা-বিধান বলিয়াছেন। সর্বসাধারণের অবিগতি ও অভ্যাস করিবার নিমিত্ত এখানে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি মাত্র ভাবনা-নীতি বর্ণনা করিতেছি।

—ভাবনা—

ভাবনা, কর্মস্থান, সমাধি, যোগ ও সাধনা প্রভৃতির শব্দ একার্থ বাচক। এই ভাবনা সাধারণত দুই প্রকার। সব্বথ কম্মট্‌ঠানং ও পরিহারিয় কম্মট্‌ঠানং। (১) **"সব্বথ কম্মট্‌ঠানং"** বলিলে মৈত্রী ভাবনা, মরণানুস্মৃতি ভাবনা ও অশুভ ভাবনা এবং (২) **"পরিহারিয় কম্মট্‌ঠানং"** বলিলে চল্লিশটি শমথ ভাবনাকেই বুঝায়। শমথ ভাবনা চরিত্রানুরূপ যে কোন একটা গ্রহণ করিতে হয়।

—মৈত্রী ভাবনা—

[প্রত্যহ প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় ও শয়নের সময় এই **"মৈত্রী ভাবনা"** একাগ্রমনে ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলা একান্তই প্রয়োজন। ইহা মনে-মুখে সমভাবে আচরণ করিবার অভ্যাস করিতে পারিলে আত্মোন্নতি সাধিত হয় এবং অদ্ভুত উপকার ও উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সুতরাং নিরাপদাভিলাষী প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই এই মৈত্রী ভাবনাটি অমোঘ মন্ত্র। ইহা আবৃত্তি করিবার জন্য প্রত্যেকে মুখস্থ করিয়া রাখিতে হইবে।]

১। অহং অবেরো হোমি, অব্যাপজ্জো হোমি, অনিঘো হোমি, সুখী অত্তানং পরিহরামি, অহং বিয় ময়্‌হং আচারিয়ুপজ্ঝায়া, মাতা পিতরো, হিতসত্তা, মজ্ঝত্তিকসত্তা, বেরীসত্তা, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু; দুক্‌খা মুঞ্চন্তু, যথালদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্‌সকা।

২। ইমস্মিং বিহারে, [গেহে] ইমস্মিং গোচর গামে, ইমস্মিং নগরে, ইমস্মিং বঙ্গদেসে, ইমস্মিং জম্বুদ্বীপে, ইমস্মিং চক্কবালে, ইস্‌সরজনা সীমট্‌ঠক দেবতা, সব্বে সত্তা, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্‌খা মুঞ্চন্তু, যথালদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্‌সকা।

৩। পুরত্থিমায় দিসায়, দক্‌খিণায় দিসায়, পচ্ছিমায় দিসায়, উত্তরায় দিসায়, পুরত্থিমায় অনুদিসায়, দক্‌খিণায় অনুদিসায়, পচ্ছিমায় অনুদিসায়, উত্তরায় অনুদিসায়, হেট্‌ঠিমায় দিসায়, উপরিমায় দিসায়, সব্বেসত্তা, সব্বেপানা, সব্বে ভূত, সব্বে পুগ্‌গলা, সব্বে অত্তভাব পরিয়াপন্না, সব্বা ইত্থিয়ো, সব্বে পুরিসা, সব্বে অরিয়া, সব্বে অনরিয়া, সব্বে দেবা, সব্বে মনুস্‌সা, সব্বে অমনুস্‌সা, সব্বে বিনিপাতিকা, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, অনিঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্‌খা মুঞ্চন্তু যথালদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্‌সকা।

৪। পুরত্থিমস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা, তে পি মং অনুরক্‌খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ। (২) দক্‌খিণাস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা, তে পি মং অনুরক্‌খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ। (৩) পচ্ছিমস্মিং দিসাভাগে সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা, তে পি মং অনুরক্‌খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ। (৪) উত্তরস্মিং দিসাভাগে সন্তিদেবা মহিদ্ধিকা, তে পি মং অনুরক্‌খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ। (৫) পুরত্থিমেন ধতরট্‌ঠো দক্‌খিণেন বিরূহকো, পচ্ছিমেন বিরূপক্‌খো কুবেরো উত্তরং দিসং চত্তারো তে মহারাজা লোকপালা যসস্‌সিনো, তে পি মং অনুরক্‌খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চা'তি॥

বঙ্গার্থঃ—১। আমি শত্রুহীন হই, বিপদহীন হই, মানসিক দুঃখ বিহীন হই, কায়িক-বাচনিক দুঃখ বিহীন হই এবং নিজকে নানাবিধ উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া যেন সুখে বাস করি। আমার ন্যায় আমার শিক্ষা গুরু, দীক্ষা গুরু, উপাধ্যায়, মাতা, পিতা, হিতৈষীজন, আমার শত্রু মিত্র নয় এমন মধ্যস্থ ব্যক্তিগণ এবং আমার শত্রুগণ শত্রুহীণ হউক, বিপদহীন হউক, কায়িক-বাচনিক দুঃখহীন হউক আপন সুখে বাস করুক, দুঃখ হইতে মুক্ত হউক, যথা লব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক, প্রাণীমাত্রই কর্মাধীন।

২। এই [বিহার হইলে] বিহারে, [গৃহে হইলে] গৃহে, এই বিচরণ-স্থানে, এই নগরে, এই জনপদে, এই- বঙ্গদেশে [যিনি যেই প্রদেশে বাস করিবেন, সেই প্রদেশের নামোল্লেখ করিয়া বলিতে হইবে] এই জম্বুদ্বীপে, এই চক্রবালে

যত ঐশ্বর্য্যশালী অধিপতি আছেন, এই চতুর্দ্দিকের চক্রবাল-পর্বত সীমার মধ্যস্থলে যত দেবতা আছেন, সমস্ত প্রাণী শত্রুহীন হউক, বিপদহীন হউক, দুঃখহীন হউক, আপন সুখে বাস করুক, দুঃখ হইতে মুক্ত হউক, যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক, কর্মই একমাত্র নিজস্ব।

৩। পূর্বদিকে, দক্ষিণদিকে, পশ্চিমদিকে, উত্তরদিকে, পূর্বকোণে, দক্ষিণকোণে, পশ্চিমকোণে, উত্তরকোণে, নিম্নদিকে, উর্দ্ধদিকে সমস্ত [পঞ্চস্কন্ধ লাভী] সত্ত্ব, [নিশ্বাস প্রশ্বাস সম্পন্ন] সমস্ত প্রাণী, [জ্ঞান লাভী] সমস্ত ভূত, সমস্ত পুদ্‌গল বা ব্যক্তি, [দেহধারী] সমস্ত প্রাণী, সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ, সমস্ত আর্য্য-অনার্য্য, সমস্ত দেব মনুষ্য, সমস্ত অমনুষ্য ও অসুরাদি অপায়ে বাসকারী প্রাণী শত্রুহীন হউক…।

৪। পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরদিকে মহাশক্তিশালী যত দেবতা আছেন, তাঁহারা আমাকে নিরোগে ও সুখে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করুন।

৫। সুমেরু পর্বতের পূর্বদিকে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণদিকে বিরূঢক. পশ্চিমদিকে বিরূপাক্ষ এবং উত্তরদিকে কুবের; এই চারিজন যশস্বী লোকপাল দেবতা আছেন। তাঁহারা ও আমাকে নিরোগে ও সুখে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করুন।

প্রথম নম্বরে আমি শত্রুহীন হই ইত্যাদি চারিটি বিষয়ে জোর দিয়াই প্রথমতঃ নিজের সুখ ও নিরাময়তা কামনা করা হইয়াছে। এইটা হইল নিজের প্রতি মৈত্রী চিন্তা। **দ্বিতীয়** নম্বরে নিজের ন্যায় সুখী হইবার জন্য সাতজনের মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে। ইহা হইল মৈত্রী চিত্তের প্রসারতা। **তৃতীয়** নম্বরে পুনরায় মৈত্রীভাবকে ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত করিতে করিতে ছয়টি স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর করান হইয়াছে। **চতুর্থ** নম্বরে পুনঃ দশদিকের দ্বাদশ প্রকার প্রাণীর সুখ কামনা করা হইয়াছে। ইহা পূর্ব হইতেও অধিকতর প্রসারতা লাভ করিয়াছে। **পঞ্চম** নম্বরে চতুর্দ্দিকের শক্তিশালী যত দেবতা আছেন, তাঁহাদের নিকট এবং চারিলোকপাল দেবতাদের নিকট নিজের সুখ ও রক্ষা কামনা করা হইয়াছে।

—সংক্ষেপে মৈত্রী ভাবনার বিধান—

পূর্বোক্ত বিস্তৃত মৈত্রীভাবনা শিক্ষা করিতে না পারিলে, সংক্ষেপে নিম্নোক্তরূপে হইলেও সর্বদা অর্থসহ মৈত্রীভাবনা করিবে।

(১) **"অহং সুখীতো হোমি, নিদ্দুক্খো হোমি"** আমি সুখী হই, দুঃখহীন হই। (২) **"অহং অবেরো হোমি, অব্যাপজ্জো হোমি, অনীঘো হোমি, সুখী**

অত্তানং পরিহরামি" আমি শত্রুহীন, মানসিক দুঃখহীন, কায়িক-বাচনিক দুঃখহীন হই এবং নিজকে সুখে রক্ষা করি।" এইরূপে কিছুদিন ভাবনা করার পর নিম্নোক্ত-রূপে অপরের প্রতি অর্থাৎ ভাবনাকারী পুরুষ হইলে, অপর পুরুষের প্রতি এবং নারী হইলে, অপর নারীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৈত্রীভাবনা করিবে। তবে এমন নর-নারীকে লক্ষ্য করিয়া ভাবনা করিতে হইবে; "যাহাকে স্মরণ করিলে শ্রদ্ধা-ভাবে চিত্ত নমিত হয়।" [পুরুষ হইলে,—**"এসো সপ্পুরিসো সুখী হোতু, নিদুক্খো হোতু।"** নারী হইলে,—**"এসা ইত্থি সুখিনী হোতু, নিদুক্খা হোতু।"**] বলিতে হইবে।

আরও সংক্ষিপ্ত ইচ্ছা করিলে—**"সব্বেসত্তা সুখীতা হোন্তু"** "সর্বপ্রাণী সুখী হউক।" এই বাক্যটা, যতক্ষণ ভাবনা করিবার ইচ্ছা ততক্ষণ বারম্বার বলিতে হইবে।

—মৈত্রী ভাবনার ফল—

যাঁহারা সর্বদা মৈত্রীভাবনা করেন, তাঁহারা নিম্নোক্ত একাদশটি ফল লাভ করিয়া সুখী হন। সেই একাদশ প্রকার ফল এই:—(১) মৈত্রীভাবনা পরায়ণ ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যান। (২) নিদ্রা হইতে সুখে জাগ্রত হন। (৩) কোন প্রকার পাপক দুঃস্বপ্ন দেখেন না। (৪) সকল মনুষ্যের প্রিয় হন। (৫) অমনুষ্য অর্থাৎ ভূত-প্রেত প্রভৃতি অপদেবতাদের প্রিয় হন। (৬) দেবগণ রক্ষা করেন। (৭) তাঁহাকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলেও দগ্ধ হন না, বিষ পান করাইলেও বিষ-ক্রিয়া হয় না, অস্ত্রাঘাতও ব্যর্থ হয়। (৮) তিনি ভাবনা করিবার ইচ্ছায় আসন গ্রহণ করা মাত্রই চিত্তের একাগ্রতা উপস্থিত হয়। (৯) তাঁহার বদনমণ্ডল উজ্জ্বল প্রসন্নতা ব্যঞ্জক হয়। (১০) সজ্ঞানে মৃত্যু হয়। (১১) তিনি অরহত্তফল লাভ করিতে না পারিলেও ব্রহ্মলোকে জন্ম-গ্রহণ করেন।

—বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা—

বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাকামী বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত সম্পন্ন হইতে হইবে। সেই যোগীর উপযুক্ত শয়নাসনে অথবা নির্জন স্থানে যাইয়া একাগ্র চিত্তে বুদ্ধের নববিধ গুণ অনুস্মরণ করিতে হইবে। অনুস্মরণের নিয়ম এইরূপ:— (১) "সো ভগবা ইতিপি অরহং। (২) সো ভগবা ইতিপি সম্মাসম্বুদ্ধো। (৩) সো ভগবা ইতিপি বিজ্জাচরণ সম্পন্নো। (৪) সো ভগবা ইতিপি

সুগতো। (৫) সো ভগবা ইতিপি লোকবিদূ। (৬) সো ভগবা ইতিপি অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথি। (৭) সো ভগবা ইতিপি সথা দেবমনুস্সানং। (৮) সো ভগবা ইতিপি বুদ্ধো। (৯) সো ভগবা ইতিপি ভগবা।" এইরূপে প্রত্যেকটি গুণ অর্থ ও ভাবার্থ স্মৃতি পটে জাগ্রত করিয়া বিশেষ মনোনিবেশের সহিত চিন্তা করিতে হয়।

যদি কেহ বুদ্ধের এই বিস্তৃত নয়গুণ ভাবনা না করিয়া শুধু একগুণই ভাবনা করিবার ইচ্ছা করেন—তবে প্রাচীন আচার্য্যদের মতে বুদ্ধের নববিধ গুণের মধ্যে **"অরহং"** গুণই ভাবনার পক্ষে উত্তম। সুতরাং ভাবনাকামী কোন নির্জ্জন স্থানে পৃষ্ঠ-কণ্টক সোজা করিয়া পদ্মাসনে অথবা অর্দ্ধপদ্মাসনে উপবেশন করতঃ চক্ষুদ্বয় মুদিয়া নাসিকাগ্রে বা ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে অন্তঃদৃষ্টি স্থাপন করিয়া অর্থ সহ একাগ্রতার সহিত **"অরহং অরহং"** বলিতে বলিতে চিন্তা করিতে হয়। স্বীয় মনোমত কোন বুদ্ধমূর্ত্তির উপরও অন্তঃদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া **"অরহং"** শব্দ জপিতে জপিতে যখন চিত্ত স্থির হয়, তখন ঐ মূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি মানস চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

ধর্মানুস্মৃতি ও সংঘানুস্মৃতি ভাবনা বিধান ও বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা-বিধানের ন্যায় জ্ঞাতব্য। তবে ধর্মানুস্মৃতি ভাবনা করিবার সময় ধর্মের ছয়গুণ ও সঙ্ঘের নয়গুণের অর্থ বিশদরূপে জানিয়া, সেই গুণসমূহ হইতে যে কোন একটি গুণ গ্রহণ করতঃ অর্থসহ বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনার ন্যায় জপিতে হয়।

—বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনার ফল—

বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা দ্বারা যোগীর চিত্ত কাম-দ্বেষ-মোহ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে, চিত্ত-গতি ঋজু হয়, পঞ্চনীবরণ দূরে সরিয়া যায়, বিতর্ক বিচার প্রবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধগুণ ভাবনা দ্বারা বিতর্ক বিচার উৎপন্ন হইলে, চিত্তে প্রীতিভাবের উদয় হয়। প্রীত-চিত্ত-প্রভাবে কায়-চিত্ত-বেদনার উপশম হয়। বেদনা উপশান্ত বিধায় কায়িক চৈতসিক-সুখ উৎপন্ন হয়। সুখীত চিত্ত সমাধিস্থ হয়। ক্রমান্বয়ে এককক্ষণে ধ্যানাঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়। বুদ্ধগুণ অতিশয় গভীর বলিয়া **"অর্পনা"** লাভে সমর্থ না হইলেও **উপচার** ধ্যান লাভ হইয়া থাকে। বুদ্ধ-গুণ অনুস্মরণ দ্বারা এই ধ্যান লাভ হয় বলিয়া, ইহাকে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা বলে। ধর্ম্ম ও সংঘানুস্মৃতি ভাবনার ফলও এইরূপ বলিয়া জ্ঞাতব্য।

— শীলানুস্মৃতি ভাবনা —

এই ভাবনা আরম্ভ করিবার সময় বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করিতে হয়। সেই বিশুদ্ধ শীলবান ব্যক্তি কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিবেন :— "আমার শীল পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ আছে। আমি একটি শীলও ভগ্ন না করিয়া পরিপূর্ণভাবে পালন করিয়াছি। আমার এমন সুফল দায়ক শীলের আদি-মধ্যও অন্তভাগে কোন দাগ লাগে নাই। আমার এই নিখুঁতভাবে শীল পালন-হেতু আমি চারি অপায়ে না গিয়া দেবলোকেই গমন করিব।" এইরূপে শীল-পালনের উপকারিতা ও লঙ্ঘনের কুফল চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ স্বীয় শীল ভাবনা করিলে, শীলের প্রতি গৌরব পরায়ণ হয়, প্রমত্ততা বিদূরীত হয়, আত্ম-দোষ সম্বলিত হয়, সামান্য পাপেও ভয় উৎপন্ন হয়, শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়, এবং সর্বদা আনন্দময়চিত্তে জীবন যাপন করিয়া মৃত্যুর পর সুগতি লাভ হইয়া থাকে।

—ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা —

ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনার অর্থ—নিজের সম্পাদিত **দানের** বিষয় চিন্তা করা। যাঁহারা সর্বদা সাধ্যানুযায়ী দানে রত থাকেন, তাঁহারাই ঐ দান-বিষয় অবলম্বন করিয়া ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা করিতে পারেন। নিজে যদি তেমন কোন দান-কার্য্য সম্পাদন না করিয়া থাকেন, তবে যেই দিন ত্যাগানুস্মৃতি ভাবনা আরম্ভ করিবেন, সেই দিন হইলেও কোন শীলবানের হাতে যথাসাধ্য দানীয় বস্তু দান করিয়া এইরূপ চিন্তা করিবেন—"এই হইতে আমি সাধ্যানুসারে দান না দিয়া আহার করিব না।" এইরূপ অধিষ্ঠান করিবেন। সেই প্রদত্ত দানকে নিমিত্ত রূপে অবলম্বন করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে আসন গ্রহণান্তর এইরূপ চিন্তা করিবেন—"অদ্য আমার মহালাভ হইয়াছে। যেহেতু :—"আমি কার্পণ্য-মল ত্যাগ করিয়া দান করিতে সক্ষম হইলাম। দান দেওয়া অর্থ—আয়ু-বর্ণ-সুখ-বল-প্রজ্ঞা দান করা। এই আয়ু প্রভৃতি দানের ফলে দাতা দেব-নরকুলে দীর্ঘায়ু এবং অনুপম বর্ণ-সুখ-বল ও প্রজ্ঞা লাভ করে। দাতা মৈত্রী-করুণা-মুদিতা ও উপেক্ষা প্রভৃতি বহুবিধ সৎগুণরাজিতে অলঙ্কৃত হয়। এই হেতু আমার মহালাভ হইয়াছে। দাতা লোকের প্রিয় হয়। বহুলোক তাহার সেবা সৎকার করেন। আমি বুদ্ধ-শাসনে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি। এই কারণেও আমার বহু লাভ। লোভ ও কৃপণতাকে এক মাত্র দান দ্বারাই জয় করা যায়। ইহাতে লোভ-দ্বেষ-মোহ-মল দুরীভুত হয়। ত্যাগে মুক্তহস্ত হয়। তদ্ধেতু

সর্বদা দান-চিত্ত উৎপাদন করা একান্তই কর্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত দিলে হস্ত শুদ্ধ ও ধৌত করা হয়। দান প্রদানে বহু গ্রহীতার উপকার সাধন করা হয়। আমি দান করিয়া এই সৎগুণ সমূহ সঞ্চয় করিয়াছি।" এইরূপে ত্যাগ-গুণ স্মরণ অনুস্মরণ করাকে 'ত্যাগানুস্মৃতি' ভাবনা বলে। ইহাতে বহু উপকার হয় এবং সুগতি লাভ হয়। দানপতিগণই এই ত্যাগ চিন্তার মাধ্যমে বহুফল লাভ করিতে সমর্থ হন। দান-দাস ও দান সহায়গণ দানপতিদের ন্যায় ফল লাভ করিতে না পারিলেও কিছুটা হইলেও উপকার লাভ করিতে পারেন।

—দেবতানুস্মৃতি ভাবনা—

এই অনুস্মৃতি ভাবনা করিতে হইলে, প্রভূত শ্রদ্ধাদিগুণে প্রতিমণ্ডিত হইতে হইবে। সেই শ্রদ্ধাবান যোগী কোন একটা নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিবেন—"চতুর্মহারাজিক, তাবতিংশ, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি ও পরনির্মিত বশবর্ত্তী স্বর্গে বহু দেবতা আছেন। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মকায়িক দেবগণও আছেন। তাঁহারা শ্রদ্ধাগুণেই বিভূষিত হইয়া দেব-ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমার নিকটও তাঁহাদের ন্যায় শ্রদ্ধাদি গুণ আছে। যেই শীল-শ্রুত-ত্যাগ ও প্রজ্ঞা-গুণে তাঁহারা দেবত্ব-ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন, আমার নিকটও উক্ত গুণ সমূহ বিদ্যমান আছে।"

যোগী এইরূপে দৃঢ়তা সহকারে দেব-ব্রহ্মগণকে সাক্ষীরূপে গ্রহণ করিয়া প্রথমে তাঁহাদের গুণ, তৎপর স্বকৃত গুণরাশি পুনঃ পুনঃ স্মরণ-অনুস্মরণ করিলে, তাহার কামাদি দোষ তিরোহিত হয় এবং পঞ্চনীবরণ বিদূরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধ্যানাঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়া উপচার ধ্যান লাভ হয়। সুতরাং মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন।

—মরণানুস্মৃতি ভাবনা—

"সমুচ্ছেদ মরণ, ক্ষণিক মরণ, সম্মতি মরণ, কালমরণ ও অকাল মরণ ভেদে মৃত্যু পাঁচ প্রকার। (১) সংসারাবর্ত্ত-দুঃখ ক্ষয়কারী অরহতগণের মৃত্যুকে "**সমুচ্ছেদ** মরণ" বলে। (২) সংস্কার সমূহের যেই ক্ষণভঙ্গুরতা দৃষ্ট হয়, তাহা "**ক্ষণিক**" মরণ। (৩) বৃক্ষাদির মৃত্যুকে "**সম্মতি**" মরণ বলে। (৪) পুণ্যও আয়ুক্ষয়ে প্রাণীদের যেই মৃত্যু ঘটে, তাহাকে "**কাল**" মরণ বলে। (৫) আকস্মিক-ভাবে যেই মৃত্যু ঘটে, তাহাকে "**অকাল**" মৃত্যু বলে। "**কাল**" মরণ ও

"**অকাল**" মরণ, এই দ্বিবিধ মরণকে উপলক্ষ করিয়াই অতিশয় স্মৃতি সহকারে "**মরণানুস্মৃতি**" ভাবনা করিতে হয়। এই কথাও মনে রাখিতে হইবে যে—"মরণানুস্মৃতি" ভাবনা করিবার সময় মৃত যে কোন আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন, শত্রু-মিত্র, শত্রু ও নহে মিত্র ও নহে এমনজনের এবং নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করিবে না। শ্মশানে-মশানে ও পথে-ঘাটে-মাঠে-তটে পতিত পূর্বদৃষ্ট মৃতদেহ স্মরণ করিতে করিতে "**আমার মৃত্যু হইবে**, আমার মৃত্যু হইবে" অথবা সংক্ষেপে "**মরণ মরণ**" বলিয়া স্মৃতি-সংবেগ-জ্ঞান স্থির করিয়া মনে মনে জপিতে হইবে। ইহাতে উপচার ধ্যান লাভ হইয়া থাকে। এই ভাবনাকারীর অন্তরে মৃত্যুজ্ঞান নির্ভুলভাবে জাগ্রত হইলে, তাঁহার নিকট অপ্রমত্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কৃপণতা বিধ্বংস হয়, মৃত্যুর প্রতি নির্ভীকতা উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনি স্বজ্ঞানে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন।

—কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা—

এই ভাবনাটি গুরুর নিকট উত্তরূপে শিক্ষা করিয়া কাজে অবতীর্ণ হইতে হয়। তবে ইহা প্রথমে নিজে নিজে অভ্যাসের নিমিত্ত এখানে সংক্ষেপে তাহার বিধানাবলী বর্ণনা করা হইতেছে।

"কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক" এই পাঁচটি বিষয়ের অর্থ, বর্ণ ও আকার মনে মনে চিন্তা করিয়া পাঁচদিন যাবৎ আবৃত্তি করিবে। তৎপর পাঁচদিন "ত্বক, দন্ত, নখ, লোম, কেশ" আবৃত্তি করিবে। তৎপর পাঁচদিন "কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক ; ত্বক, দন্ত, নখ, লোম, কেশ; " বলিয়া আবৃত্তি করিবে। তদনন্তর "মাংস, স্নায়ু, অস্থি অস্থি-মজ্জা, বৃক্ক," এই পাঁচটি বিষয় পাঁচদিন, "বৃক্ক, অস্থি-মজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, মাংস," এইরূপে পাঁচদিন আবৃত্তি করিয়া, তৎপর আর পাঁচদিন মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থি-মজ্জা, বৃক্ক, বৃক্ক-অস্থি-মজ্জা অস্থি, স্নায়ু, মাংস," বলিয়া আবৃত্তি করিবে। অনন্তর পাঁচদিন কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ত্বক ; ত্বক, দন্ত, নখ, লোম, কেশ, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থি-মজ্জা, বৃক্ক ; বৃক্ক, অস্থি-মজ্জা, অস্থি, স্নায়ু, মাংস," এইরূপ বলিতে বলিতে পনর দিন আবৃত্তি করিবে।

তৎপর "হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্," এই পাঁচটি পাঁচদিন ; "ফুস্‌ফুস্, প্লীহা, ক্লোম, যকৃৎ, হৃদয়," এই পাঁচটি পাঁচদিন এবং "হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্‌ফুস্ ; ফুস্‌ফুস্, প্লীহা, ক্লোম, যকৃৎ, হৃদয়," এই দশটি

পাঁচদিন আবৃত্তি করিবে। তৎপর "অন্ত্র, অন্ত্র-গুণ, উদর, বিষ্ঠা, মস্তিষ্ক," এই পাঁচটি পাঁচদিন, "মস্তিষ্ক, বিষ্ঠা, উদর, অন্ত্রগুণ, অন্ত্র," এই পাঁচটি পাঁচদিন ; "অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর বিষ্ঠা, মস্তিষ্ক ;মস্তিষ্ক, বিষ্ঠা, উদর, অন্ত্রগুণ, অন্ত্র, এই দশটি পাঁচদিন আবৃত্তি করার পর পুনঃ "হৃদয়, যকৃৎ, ক্লোম, প্লীহা, ফুস্ফুস্ ; ফুস্ফুস্, প্লীহা, ক্লোম, যকৃৎ, হৃদয়, অন্ত্র, অন্ত্রগুণ, উদর, বিষ্ঠা, মস্তিষ্ক ; মস্তিষ্ক, বিষ্ঠা, উদর, অন্ত্রগুণ, অন্ত্র," এই বিশটি দশদিন আবৃত্তি করিবে।

তদনন্তর "পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত স্বেদ, মেদ," এই ছয়টি পাঁচদিন, "মেদ, স্বেদ, রক্ত, পূয, শ্লেষ্মা, পিত্ত," এই ছয়টি পাঁচদিন ; "পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ ; মেদ, স্বেদ, রক্ত, পূয, শ্লেষ্মা, পিত্ত," এই বারটি পাঁচদিন আবৃত্তি করিবে। তৎপর "অশ্রু, চর্বি, থুথু, সিকনি, লসিকা, মূত্র," এই ছয়টি পাঁচদিন "মূত্র লসিকা, সিকনি ; থুথু, চর্বি, অশ্রু," এই ছয়টি পাঁচদিন অবৃত্তি করার পর পুনঃ "পিত্ত, শ্লেষ্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ. মেদ, মেদ, স্বেদ, রক্ত, পূয, শ্লেষ্মা, পিত্ত, অশ্রু, চর্বি, থুথু, সিকনি, লসিকা, মূত্র ; মূত্র, লসিকা, সিকনি, থুথু, চর্বি, অশ্রু," এই চব্বিশটি পনর দিন যাবৎ আবৃত্তি করিবেন। এই কর্মস্থান উক্তানুরূপে তিনমাস আবৃত্তি করার পর পুনরায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পূর্বোক্তমতে আড়াইমাস ভাবনা করিবেন। এই "কায়গতানুস্মৃতি মোট ছয়মাস যাবৎ আবৃত্তি করিয়া ভাবনা করা উচিত,—ইহা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এইরূপে আবৃত্তি করিবার সময় প্রত্যেকটি বিষয়ের অর্থ, বর্ণ ও আকৃতি মনে মনে চিন্তা করিয়া মনশ্চক্ষে দেখিতে হইবে। ইহা অতি তাড়াতাড়ি ও অতি ধীরে ধীরে ভাবনা না করিয়া মধ্যমভাবেই ভাবনা করিতে হয়। এইরূপে ভাবনা করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে শারীরিক অংশসমূহ মনশ্চক্ষে প্রকট হইয়া পড়িলে, তৎপর কোন অভিজ্ঞ আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া, কি করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে।

—আনাপান স্মৃতি ভাবনা—

আন অর্থ—নাসিকা-পথে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বায়ু। **আপান** অর্থ—দেহাভ্যন্তর হইতে নাসিকা-পথে বহির্গত বায়ু। এই দ্বিবিধ বায়ুর মধ্যে যে কোন একটা বায়ু অবলম্বন করিয়া ভাবনা করার নাম "**আনাপানস্মৃতি**" ভাবনা। সমস্ত বুদ্ধগণের অপরিহার্য্য এই "আনাপান স্মৃতি" ভাবনা দ্বারা উৎপন্ন যাবতীয় পাপের বিনাশ সাধন হয়। "**সতিপট্ঠান**" সূত্রের অর্থবর্ণনায় বর্ণিত

হইয়াছে—এই ভাবনা দ্বারা পঞ্চকামদোষে প্রদূষিত চিত্তের বিশুদ্ধি লাভ হয়। হৃদয় তপ্তকারী শোক, বিলাপ জনিত দুঃখ, কায়িক অশান্তি জনক দুঃখ ও চৈতসিক অশান্তিকর দৌর্ম্মণস্য বিধ্বংস হইয়া যায় এবং **আর্য্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ** অবলম্বনে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়।

এই "আনাপানস্মৃতি" ভাবনা ইচ্ছুক যোগী কোন নির্জ্জনস্থানে পদ্মাসনে কিম্বা অর্দ্ধপদ্মাসনে উপবেশনান্তর মেরুদণ্ড সোজা করিয়া কর্মস্থানাভিমুখে স্মৃতি সংস্থাপন করিবেন। তৎপর নিশ্বাস-প্রশ্বাস একটু দীর্ঘভাবে গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিবেন। তখন নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার সময় নাসিকাগ্রে বায়ুর ঘর্ষণ জনিত যেই অনুভূতি হয়, তৎপ্রতি এবং স্মৃতিসহকারে প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কোন কোন নবযোগীর চিত্ত কোন একটা অবলম্বণ ব্যতীত সহসা স্থির হয় না। এই কারণে প্রাচীন সাধকগণ গণনার মাধ্যমে সহসা চিত্ত স্থির করিবার একটা সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা এইরূপ—নাসিকাগ্র ঘর্ষণ করিয়া যেই নিশ্বাসটি বহির্গত হয়, সেইটাই গণনা করিতে হইবে।

গণনা-বিধান—১.২.৩.৪.৫, ১.২.৩.৪.৫.৬, ১.২.৩.৪.৫.৬.৭, ১.২.৩.৪.৫.৬ ৭.৮. ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯, ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯.১০। পঞ্চম সংখ্যার নিম্নেও দশম সংখ্যার ঊর্দ্ধে গণনা করিতে নাই। যেই নিশ্বাস-বায়ু নাসিকাগ্র ঘর্ষণ না করিবে, সেই নিশ্বাস গণনা করিবেন না। মনে করুন—১.২.৩ গণনার পর নিশ্বাস একটি নাসিকাগ্র ঘর্ষণ না করিয়াই নির্গত হইল। তৎপরেরটি ঘর্ষণ করিয়াই নির্গত হইল। এই ঘর্ষণ করিয়া নির্গত নিশ্বাসটিকে চারি বলিয়া গণিতে হইবে। ধান্য পরিমাপকারীরা এক আড়ি মাপিয়া আর এক আড়ি যতক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এক এক বলিয়া জপিতে থাকে। এই নিশ্বাস গণনা ও ঠিক সেই প্রণালীতে করিতে হইবে। নির্ভুলভাবে গণনা অভ্যাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তও স্থির হইয়া পড়িবে। নিশ্বাস প্রবিষ্ট হইবার সময় নাসিকাগ্র আদি, হৃদয় মধ্য এবং নাভি অন্ত। আবার প্রশ্বাস নির্গমন-কালে নাভি আদি, হৃদয় মধ্য এবং নাসিকাগ্র অন্ত। বায়ু চলাচলের ইহাই সীমা। যোগী এইসব বিষয়ও গণনার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিতে হইবে। ক্রমে যোগীর নিকট এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের একটা বিরাট প্রবাহ অনুভূত হইবে। তখন এই নাসা-বায়ুর স্রোত-বেগে কখন কখন যোগীর দেহ দুলিতে থাকে, ঘন ঘন কম্পিত হয়, খাটে বসিলে মচ্ মচ্ শব্দ করে। এইরূপ হইলেও

যোগী সর্বদা নাসিকাগ্রে ঘর্ষিত বায়ুর প্রতিই স্মৃতি স্থির রাখিবেন।

তখন যোগী অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে—যেমন কর্মকারের বস্ত্রা, গর্গরানল ও প্রচেষ্টা বলে ইতস্ততঃ বায়ু সঞ্চালিত হয়, তেমন তাঁহার কায়রূপ বস্ত্রা, নাসারূপ নল, চিত্ত-ক্রিয়া বায়ু-ধাতু-বলে নিশ্বাস-প্রশ্বাস এদিক ওদিক সঞ্চালিত হইতেছে মাত্র। ভস্ত্রা অপনীত ও গর্গরানল বিনষ্ট হইলে এবং প্রচেষ্টাও না থাকিলে, যেমন বায়ুর উৎপত্তি হয়না, তেমন দেহ নষ্ট হইলে, নাসাপুট বিধ্বস্ত হইলে এবং চিত্ত-ক্রিয়াও নিরুদ্ধ হইলে নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় না। সুতরাং নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে যোগী সহজে বুঝিতে পারেন যে—নিশ্বাস প্রশ্বাস দেহ ধর্ম হিসাবে আছে বটে, কিন্তু তাহা কোন সত্ত্ব, পুদ্গল, স্ত্রী, পুরুষ, আত্মা বা আত্মবৎ কিছুই নহে। ইহাতে যোগীর আত্ম-সংজ্ঞা তিরোহিত হয়। শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, হ্রস্ব নিশ্বাস ও প্রশ্বাস এই চারিটি বিষয় নাসাগ্রে স্পর্শ হইতেছে মাত্র।

তৎপর ক্রমে ভাবনাকারীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস এত জোরে ও দ্রুত প্রবাহিত হয় যে—নাসিকায় সেই বায়ু-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মুখেই নিশ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং এই "আনাপান" ভাবনায় যোগীর শ্বাস প্রশ্বাস বাড়িয়া যায়। আবার ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস এমন ভাবে রুদ্ধ হয় যে—ইহাতে যোগীর মনে এইরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়—"আমার মৃত্যু হইল নাকি?" এইরূপ মনে করিয়া তাঁহার ভয়ের সঞ্চার হয়। তবে এখানে ভয়ের কোনই কারণ নাই। যেহেতু:—আনাপান ভাবনাকারী যোগীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস সাময়িক-ভাবে এইরূপ লোপ পাইয়া থাকে। এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তখন যোগী পুনঃ নাসিকায় শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত করিবার জন্য স্মৃতিসহকারে উদ্যোগ করিবেন। যাঁহার নাসিকা দীর্ঘ, বায়ু তাঁহার নাসিকাগ্রে আঘাত করিতেছে বলিয়া বোধ হইবে। আর যাঁহার নাসিকা হ্রস্ব, তাহার উপরোষ্ঠেই আঘাত করিতেছে বলিয়া বোধ হইবে। এই "আনাপন স্মৃতি" ভাবনাকারীর স্মৃতি ও প্রজ্ঞা বলবতী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যোগী বীর্য্যসহকারে এই ধ্যানে রত হইলে, সংজ্ঞানুসারে বহুবিধ নিমিত্ত দর্শন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ধুনিত কার্পাস তুল্য, নক্ষত্র, মণিগোলক, মুক্তাহার, কর্কশ স্পর্শ, কুমুদ-মালা, ধুম-শিখা, ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড, পদ্মপুষ্প, শূন্যে পুষ্পমালা, রথচক্র, চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল প্রভৃতির ন্যায় নিমিত্ত দর্শন করেন। সকলের একপ্রকার নিমিত্ত দর্শন হয় না। এই "আনাপান" ভাবনায় নিশ্বাস

নিমিত্ত, প্রশ্বাস নিমিত্ত ও নিমিত্তাবলম্বণ ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহার নিকট এই তিনটি বিষয়ের অনুভূতি নাই, তাঁহার উপচার ও অর্পনা ধ্যান লাভ হয় না।

যোগী গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া দৃষ্ট নিমিত্তের বিষয় প্রকাশ করিলে গুরু যোগীকে ইহা "নিমিত্ত" বলিয়া প্রকাশ করিবেন না। শুধু বলিবেন— "এইরূপ হইয়া থাকে।" তুমি মনোযোগের সহিত ধ্যান কর। গুরু ইহা "নিমিত্ত" বলিয়া প্রকাশ করিলে, কাজের প্রতি যোগীর অমনোযোগ হয় এবং "নিমিত্ত" নহে বলিলে নিরাশভাব উৎপন্ন হয়। আবার "নিমিত্ত" বলিয়া প্রকাশ করিলে, কোন কোন যোগীর উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যোগী মনোযোগের সহিত ধ্যান করিয়া নিমিত্ত বর্দ্ধন করিবেন ইহাতে পঞ্চনীবরণ দূরে সরিয়া পড়ে। ক্লেশ বৃদ্ধিকারক গতি স্থগিত হয় এবং উপচার ধ্যানে চিত্ত সমাহিত হয়। তৎপর ক্রমে ৪র্থ ও পঞ্চম ধ্যান প্রাদুর্ভূত হয়। এই ধ্যানের উপর নির্ভর করিয়া কর্মস্থানের উন্নতি সাধনান্তর নাম-রূপ জ্ঞানের মাধ্যমে বিদর্শন ভূমিতে অবতরণ করিবেন। *

ভাবনা-পর্ব সমাপ্ত।

* এখানে কয়েকটি মাত্র শমথ ভাবনার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল। স্রোত্র পর্বে বিদর্শন ভাবনার প্রাথমিক সংক্ষিপ্ত প্রণালী পশ্চে দেওয়া হইয়াছে। "বুদ্ধানুস্মৃতি" ও "মৈত্রী" ভাবনার বিষয় মদীয় আচার্য্য অগ্‌গমহা-পণ্ডিত লিখিত "ধর্মসংহিতা" গ্রন্থে এবং অন্যান্য ভাবনার বিষয় বুদ্ধের যোগনীতি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

১২। উৎসর্গ পর্ব।

—১। বুদ্ধ পূজোপলক্ষে দীপ, ধূপ, পুষ্প, জল ও আহার ইত্যাদি উৎসর্গ—

ইতি পি নিরোধ সমাপত্তিতো উট্‌ঠহিত্বা বিয় নিসিন্নস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মসম্বুদ্ধস্‌স ইমিনা পুপ্‌ফেন [উদকেন-দীপেন-ধূপেন-আহারেন] পূজেমি পূজেমি পূজেমি। ইদং পুপ্‌ফংপূজং-উদকপূজং-দীপপূজং-ধূপপূজং-আহারপূজং বুদ্ধ-পচ্চেকবুদ্ধ-অগ্‌গসাবক-মহাসাবক-অরহন্তানং সভাবসীলং অহম্পি তেসং অনুবত্তকো হোমি। ইদং পুপ্‌ফং [উদকং-দীপং-ধূপং-আহারং] দানি বণ্ণেনপি সুবণ্ণং গন্ধেনপি সুগন্ধং সণ্ঠানেনপি সুসণ্ঠানং খিপ্পমেব দুব্বণ্ণং দুগ্‌গন্ধং দুস্‌সণ্ঠানং অনিচ্চতং পাপুনিস্‌সতি। এবমেব সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা সব্বে সঙ্খারা দুক্‌খা সব্বে ধম্মা অনত্তা'তি। ইমিনা বন্দন-মানন-পূজাপটিপত্তি অনুভাবেন আসবক্‌খয় বহং হোতু, সব্বা দুক্‌খা পমুঞ্চতু।

—২। কালগত জ্ঞাতীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

ভন্তে, সংসার-কন্তার দুক্‌খতো মোচনত্থায়, নিব্বানং সচ্ছিকরণত্থায় ইমানি পঞ্চসীলানি সমাদয়িত্বা মম পরলোকগতং পিতুস্‌স, [পিতামহস্‌স, চুল্লপিতুস্‌স, জেট্‌ঠভাতুস্‌স, মাতুয়া, ভগিনিয়স্‌স] উদ্দিস্‌স এতানি দানবত্থূনি সদ্ধিং পিণ্ডপাতং দিন্নং মম ঞাতিগণো ইমং দানানিসংসং পত্বা দুক্‌খতো পমুঞ্চতু। অহম্পি বুদ্ধস্‌স সাসনে সাবকসঙ্ঘো হুত্বা বরং নিব্বানং পাপুনিতুং য়াচামি॥ ইদং বো ঞাতীনং হোতু সুখীতা হোন্তু ঞাতয়ো। ৩॥ উন্নমে উদকং বট্টং য়থা নিন্নং পবত্ততি, এবমেব ইতোদিন্নং পেতানং উপকপ্পতি। ৩॥ য়থা বারি বহাপূরা পরিপূরেন্তি সাগরং, এবমেব ইতোদিন্নং পেতানং উপকপ্পতি। ৩॥ এত্তাবতা চ অম্হেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং, সব্বে দেবানুমোদন্তু, সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া। সব্বে সত্তানুমোদন্তু—সব্বে ভূতানুমোদন্তু, সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া।

—৩। বুদ্ধ পূজা উৎসর্গ—

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স। ৩॥

ইতি পি সো ভগবা— অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জা-চরণ-সম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ অনুত্তরো পুরিস-দম্ম-সারথি সত্থা-দেবমনুস্‌সানং বুদ্ধো ভগবা—নিরোধ সমাপত্তিতো উট্‌ঠহিত্বা নিসিন্নস্‌স বিয় ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স, খাদনীয়তো

ভগবতা ধম্মো, সুপটিপন্নো য়সস ভগবতো সাবকসঙেঘা তমহং ভগবন্তং সধম্মং সসঙ্ঘং ইমেহি পুপ্ফেহি, ইমেহি উদকেহি,, ইমেহি সুগন্ধেহি, ইমেহি তালপক্কেহি. ইমেহি আহারেহি, ইমেহি নানাবিধেহি ফল-মূলেহি, ইমেহি মধুহি, ইমেহি পুবেহি, ইমেহি লাজেহি, ইমেহি কুম্মাসেহি, ইমেহি পদীপেহি, ইমেহি অগ্গীহি, ইমেহি তাম্বুলেহি, ইমেহি নানাবিধেহি অগ্গরসেহি পূজোপচারেহি বুদ্ধং পূজেমি, পূজেমি, পূজেমি ॥

ইদং নানাবিধেহি পূজোপচারেহি পূজানুভাবেন বুদ্ধ, পচ্চেকবুদ্ধ, অগ্গ-সাবক, মহাসাবক, অরহন্তানং সভাবসীলং অহম্পি তেসং অনুবত্তকো হোমি। ইদং পূজোপচারং ইদানি বণ্ণেনপি সুবণ্ণং গন্ধেনপি সুগন্ধং সণ্ঠানেনপি সুসণ্ঠানং খিপ্পমেব দুব্বণ্ণং দুগ্গন্ধং দুস্সণ্ঠানং অনিচ্চতং পাপুনিস্সতি। এবমেব সব্বে-সংখারা অনিচ্চা সব্বেসংখারা দুক্খা সব্বে ধম্মা অনত্তাতি। ইমিনা বন্দনমানন পূজাপটিপত্তি অনুভাবেন আসবক্খয়াবহং হোতু সব্বাদুক্খা পমুঞ্চন্তু। [ইহার পর পূজা-পর্বে বর্ণিত গাথায় পুষ্প-পূজা, সুগন্ধিপূজা, তালপক্ক পূজা, প্রদীপ পূজা, আহার পূজা, তাম্বুল পূজা ও জল অগ্নি পূজা তিন তিনবার করিয়া বলিতে হইবে।] ইমায় ধম্মানুধম্ম পটিপত্তিয়া বুদ্ধং পূজেমি, ইমায় ধম্মানুধম্ম পটিপত্তিয়া ধম্মং পূজেমি, ইমায় ধম্মানুধম্ম পটিপত্তিয়া সংঘং পূজেমি। অদ্ধা ইমায় ধম্মানুধম্ম পটিপত্তিয়া জাতি-জরা-ব্যাধি-মরণম্হা পরিমুচ্চিস্সামি। [প্রার্থনা পর্বের "প্রার্থনা"টি এখানে বলিতে হইবে।] আকাস-সিন্ধু বন পাদপ পব্বতট্ঠা, ভূরি সিনেরু গিরিকন্দর সাগরট্ঠা। ইচ্চেবং আদিসু নিবাসিত ভূতসেট্ঠা, পুঞ্ঞানুমোদথ সদেবগণা পহট্ঠা ॥ দত্বান দানং সুগতো রসানং, পালেত্বা সম্মা খলু পঞ্চসীলং। রূপে চ ধামে চ য়সে চ ভোগে, ভবাভবেহং অনূনং ভবেয়্যং ॥ সংসার দুগ্গবিপিনে তয়দে অসারে, রোপেত্বা দান সুরপাদপ মচ্চুদারং। তস্সানুভাব জনিতং সুখমেসমানো, অন্তেসু ভোগি সুখদং অমতপ্ফলন্তি ॥

—৪। জ্ঞাতীদের উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণ উৎসর্গ—

(১) ইদং বো ঞাতীনং হোতু—সুখীতা হোন্তু ঞাতয়ো। ৩।

(২) উন্নমে উদকং বট্টং য়থা নিন্নং পবত্তি, এবমেব ইতোদিন্নং পেতানং উপকপ্পতি। (৩) য়থাবারি বহাপূরা পারিপূরেন্তি সাগরং, এবমেব ইতোদিন্নং পেতানং উপকপ্পতি। (৪) এত্তাবতাচ অম্হেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং, সব্বে দেবা-সব্বেসত্তা-সব্বে ভূতানুমোদন্তু সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া। ৩॥ (৫) আকাসট্ঠাচ ভূম্মট্ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা, পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু সাসনং

দেসনং, মৎপরং। ৩॥ (৬) ইমিনা পুঞ্ঞকম্মেন মা মে বালা সমাগমো, সতং সমাগমো হোতু যাব নিব্বান পত্তিয়া। ইদম্মে পুঞ্ঞং নিব্বানস্স পচ্চয়ো হোতু। ৩॥

—৫। উৎসর্গ [প্রকারান্তর]—

ময়ং ভন্তে সংসার কন্তারো দুক্খতো মোচনত্থায় কম্মঞ্চ কম্মফলঞ্চ সদ্ধহিত্বা তিসরণেন সদ্ধিং পঞ্চঙ্গসীলানি সমাদয়িত্বা মম পরলোকগত ঞাতিসমূহস্স চ মম কল্যাণ মিত্তঞ্চ ইমানি পিণ্ডদানানি দানবত্থূনি আয়স্মন্তো দক্খিণোদকং সিঞ্চেত্বা দানং দিন্নং। তং যথাসুখং পরিভুঞ্জন্তু। ইদং বো ঞাতীনং হোতু...... নিব্বানস্স পচ্চয়ো হোতু। [প্রার্থনা পর্বের ৫৪ পৃষ্ঠার "প্রার্থনা"টি এখানে বলিতে হইবে।] ইমিনা পুঞ্ঞকম্মেন পেতলোকে তিরচ্ছানে নিরয়ো চ অবীচিতো হীনকুলে ন জায়মি জাতি জাতি ভবাভবে। অব্রহ্মা ভুবন লোকে তিট্ঠন্তে মনিনা নামা, মাতা পিতু মহোদয়া অতীত কুলকোটিনং। সত্ত দ্বীপে নিবাসিনং ময়াদত্তেন ইতোদিন্নং অব্রহ্ম ভুবনত্তয়ং। বসুন্ধরী দেবভূমি সদ্ধিং কত্বা সমাগতা ইদানি ময়্হং কুসলকম্মং তুম্হে জানাহি। বসুন্ধরী মহাপঠবী সক্খি ভবতু তিট্ঠতু। [ইদং মে পুঞ্ঞং নিব্বানস্স পচ্চয়ো হোতু। ৩॥]

৬। সানুবাদ উৎসর্গ [প্রকারান্তর]—

ইদং বো ঞাতীনং হোতু-সুখীতা হোন্তু ঞাতয়ো ৩। [আমাদের দ্বারা যাহা কিছু পুণ্যসম্পদ লাভ হইল, তাহা আমাদের কালগত জ্ঞাতিগণ অনুমোদন করিয়া সুখী হউক।] উন্নমে উদকং বট্টং-যথা নিন্নং পবত্ততি, এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি ৩। [যেমন উচ্চস্থান হইতে জল-ধারা নিম্নদিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ আমাদের সঞ্চিত পুণ্য-রাশিও পরলোকে প্রেতদের জন্য উৎপন্ন হউক।] যথা বারি বহাপূরা পরিপূরেন্তি সাগরং, এবমেব ইতোদিন্নং পেতানং উপকপ্পতি ৩। [ক্ষুদ্র নদীসমূহ যেমন চতুর্দ্দিক হইতে বারি-ধারা বহন করিয়া মহাসাগরকে পরিপূর্ণ করে, সেইরূপ আমাদের পুণ্যরাশিও আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের অভাব অভিযোগ পূর্ণ করুক।] এত্তাবতাচ অম্হেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং, সব্বে দেবা-সব্বে সব্বে-সত্তা×ভূতানুমোদান্তু সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া ৩। [অদ্য আমাদের দ্বারা যাহা কিছু পুণ্য সম্পদ সঞ্চিত হইল সেই সর্ব্ব সম্পত্তি সাধক পুণ্য সমস্ত দেবতা সমস্ত সত্ত্ব ও সমস্ত ভূতগণ অনুমোদন করিয়া

সুখী হউক।] আকাসট্‌ঠা চ ভুম্মট্‌ঠা দেবনাগা মহিদ্ধিকা, পুঞ্ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু সাসনং, দেসনং, মং পরং তা [আকাশস্থিত ও ভূমিস্থিত, মহাঋদ্ধিমান দেব-নাগ-যক্ষগণ আমাদের পুণ্যসম্পদ অনুমোদন করিয়া বুদ্ধের শাসন, বুদ্ধের উপদেশ-বাণী এবং আমাদিগকে ও অন্যকে সর্বদা রক্ষা করুন।] ইমিনা পুঞ্ঞকম্মেন মা মে বালা সমাগমো, সতং সমাগমো হোতু যাব নিব্বান পত্তিয়া তা [এই পুণ্যকর্ম প্রভাবে আমার সঙ্গে মূর্খ সমাগম না হউক। যাবৎ নির্বাণ লাভ না করি তাবৎ সৎসঙ্গের সহিত সমাগম হউক।] কুদিট্‌ঠিয়া ন সংযুঞ্জে, সংযুঞ্জেহং সুদিট্‌ঠিয়া, দানাদি সংযুত্ত হোমি পসন্ন লোক সম্মত। [আমরা যেন আনির্বাণকাল মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন না হইয়া সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হই এবং লোক-প্রশংসিত দান-শীল-ভাবনাদি কুশলকর্মে রত থাকিতে সক্ষম হই।] সুবণ্ণতা সুস্সরতা সুরূপতা অধিপচ্চা পরিবারা লভেয়্যং জাতিজাতিয়ং। [আনির্বাণকাল জন্মে জন্মে যেন আমরা সুরূপবান ও সুমধুর কণ্ঠস্বর সম্পন্ন হই, উত্তম আকৃতি ও গঠন সম্পদ, সর্ববিষয়ে আধিপত্য সম্পদ এবং উত্তম পরিবার সম্পদ লাভ করিয়া বিপুল ভোগ সম্পদ লাভে সুখী হই।] ছলভিঞ্ঞা মহাতেজ গম্ভীর সাগরোপম, সব্বধম্মেন সেখোহং ভবেয়্যং জাতিজাতিয়ং। [জন্মে জন্মে আনির্বাণকাল যেন আমরা সর্বধর্মে সুশিক্ষিত হই, সাগরের মত গম্ভীর প্রজ্ঞাবান ও তেজস্বী হই এবং অন্তিমে ষড়াভিজ্ঞা লাভ করিয়া সুখী হই।] দেব বস্সন্তু কালেন সস্স সম্পত্তি হেতু চ ফীতো ভবতু রাজা চ লোক চ ভবতু ধম্মিকো। [আমাদের পুণ্যসম্পদ অনুমোদন করিয়া দেবগণ যথাসময়ে বৃষ্টি বর্ষণ করুক, পৃথিবী ধনধান্যে পরিপূর্ণ হউক এবং রাজগণও ধার্মিক হউক।] ইদং মে পুঞ্ঞং আসবক্খয় বহং হোতু নিব্বানস্স পচ্চয়ো হোতু [আমাদের এই পুণ্যসম্পদ আসক্তিক্ষয় ও নির্বাণ লাভের হেতু হউক।] পেতলোকে তিরচ্ছান নিরয়ো চ অবীচীতো হীনকুলে ন জায়মি জাতি জাতি ভবাভবে [আমাদের কৃত এই পুণ্য-প্রভাবে যেন জন্মজন্মান্তরে প্রেতলোকে, পশুপক্ষীকুলে, নিরয়ে, অবীচি নিরয়ে ও হীনকুলে উৎপন্ন না হই।] বসুন্ধরা দেবভূমি সদ্ধিং কত্বা সমাগতা ইদানি কুসলকম্মানি তুম্হে জানথা বসুন্ধরী সক্খী হোতু ভবতু তিট্‌ঠতু [এই বসুন্ধরা ও দেবভূমি হইতে যাহারা সমাগত হইয়াছ, তোমরা সকলেই আমার কৃত কুশল-কর্ম জ্ঞাত হও। হে বসুন্ধরা তুমি সাক্ষী হও।]

—সীবলী-পূজা উৎসর্গ—

ইতি পি সো অরহং লাভীনং অগ্গো সেট্‌ঠো সীবলী নাম মহাথেরং ইমেহি নানাবিধেহি খজ্জ-ভোজ্জ দীপ-পুপ্‌ফ-ধূপ-উদকাদীহি পূজোপচারেহি পূজেমি পূজেমি। ইমিনা পূজা-সক্কারানুভাবেন যাব নিব্বানসস পত্তি তাব জাতি জাতিয়ং সুখ-সম্পত্তি সমঙ্গি ভূতেন সংসারত্বা নিব্বানং পাপুনিতুং পত্থনং করোমি। ইদং বো···।

—স্মৃতি মন্দির বা স্তম্ভ উৎসর্গ—

বুদ্ধাদি বোধিসত্তানং পি ধম্মতহেসা যদিদং ঞাতি ধম্মতানুস্সররেন পরলোকগত ঞাতীনং পুঞ্ঞ দানোস্সাবো, তা পি নেসং গুণং পটিপূজেতুং সুসানাদি চেতিয়োস্সগ্গো। তস্মাদানি মযম্পি ঞাতি ধম্মতানুস্সর মুখেন ধম্মমহত্তং পূজেতুকামা রতনত্তয় গুণং সমনুস্সরত্তা ঞাতিধম্মতঞ্চ নিদস্সয়মানো সুনিট্‌ঠিতিনিমিনা চেতিয়মহেন পটিপত্তিধম্মেন রতনত্তয়ং পূজেমা পূজেমা পূজেমা।

ইমিনা চ নো ধম্মানুধম্মা পটিপত্তি ধম্মানুভাবেন যাবনুপাদাচিত্তানি নো বিমুচ্চন্তি, তাব মযং সুগতিভবে সম্পত্তিং অনুভবমানো মেত্তেয্য সম্মুখা ধম্মং সুত্বা বরং নিব্বান সম্পত্তিং পাপুনিস্সামা। ইদং বো···।

—প্রকারান্তর—

ইতি পি সো ভগবা···বুদ্ধো ভগবা, ইমেহি গুণগণেহি সমুপেতং তং ভগবন্তং ইমিনা চেতিয়মহেন পূজেমি পূজেমি পূজেমি। ইমং পুঞ্ঞানি সংসং পরলোকগত মম (পিতুস্স, মাতুস্স, ভাতুস্স) উদ্দিস্সে নিয্যাদেমি। সো ইমং পুঞ্ঞানি-সংসং অনুমোদিত্বা ভবাভবে সব্ব সুখসম্পত্তি অনুভবিত্বা পচ্ছা নিব্বানসম্পত্তিং পাপুণাতু। ইদং বো···।

উৎসর্গ-পর্ব সমাপ্ত।

১৩। উপদেশ পর্ব।

এই উপদেশ পর্বে যাহা কিছু উপদেশ সঙ্কলন করা হইতেছে, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে শুধু তৎসমুদয়ের ভাবার্থই এখানে বর্ণনা করা হইতেছে।

—গৃহীদের প্রতি বিধুর পণ্ডিতের উপদেশ—

১। যাহারা নিজ-প্রজ্ঞাবলে সৎপথগামী, দৃঢ় উদ্যোগী, সুক্ষ্মদর্শী, জ্ঞানী ও সর্ববিষয়ে বিশদরূপে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হন, তাঁহারাই সুখে গৃহ-বাস করিতে পারেন।

২। যিনি পরদার গমন হইতে দূরে থাকেন, সুস্বাদু খাদ্য-ভোজ্য একাকী ভোগ করেন না, জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভুলধারণার বশবর্ত্তী হন না, তিনিই সুখে গৃহ-বাস করিতে পারেন।

৩। শীলবান, গৃহ-কর্মে সুদক্ষ, পুণ্য-কর্মে অপ্রমত্ত, বিচারবুদ্ধি পরায়ণ, নিরহঙ্কারী, মাৎসর্য্যহীন, সুবিনীত, মিষ্টভাষী ও শান্ত ব্যক্তিই সুখে গৃহ-বাস করিতে পারেন।

৪। দানাদি সদুপায়ে কল্যাণমিত্রের উপকারী, প্রার্থীদিগকে সমভাবে বস্তু বণ্টনকারী, কর্ষণ-বপনে কালাকালজ্ঞ ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে দান প্রদানকারী ব্যক্তিই সুখে গৃহ-বাস করিতে পারেন।

৫। যিনি ধর্মকামী, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ধর্মধারীর নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসু এবং শীলবান-বহুশ্রুতদিগকে সগৌরবে সেবা করেন, তিনিই সদ্ভাবে গৃহ-বাস করিতে পারেন।

৬। ক্ষমাশীল ও উপকারী গৃহী শান্তিতে গৃহে বাস করেন।

৭। সত্যবাদী-মানবের জীবন নিরাপদ হয় এবং মৃত্যুর পর ও তিনি অনুতপ্ত বা শোকগ্রস্ত হন না।

—গৃহীপ্রতিপদা সূত্র—

একদা অনাথপিণ্ডিক জেতবন বিহারে উপস্থিত হইয়া ভগবান বুদ্ধকে অভিবাদনান্তর একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন ভগবান তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন—"গৃহপতি! বুদ্ধ-শাসনে আর্য্য-শিষ্যগণ স্বর্গ-সম্পত্তি ও যশকীর্ত্তি লাভের যোগ্য চারিটি বিষয় পূর্ণ করিয়া থাকেন। সেই চারিটি বিষয় এই :—ইহলোকে তাঁহারা (১) ভিক্ষুসংঘকে চীবর দ্বারা সেবা করেন। (২) আহার দ্বারা সেবা করেন। (৩) শয্যাসন দ্বারা সেবা করেন। (৪) ভৈষজ্যাদি দ্বারা সেবা

করেন। সুতরাং এই চারিটি বিষয়কে আমি গৃহীদের পক্ষে স্বর্গ ও যশঃকীর্ত্তি লাভের পন্থা বলিয়াই বলিতেছি।

শীলবান ভিক্ষুসংঘকে চীবর, আহার, শয়নাসন ও ঔষধাদি দান করিয়া পণ্ডিতব্যক্তিগণ গৃহীর কর্ত্তব্য পালন করেন। ইহাতে তাঁহাদের অহরহ পুণ্য-বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাঁহারা এই পুণ্যকর্ম করিয়া সুগতি লাভ করেন।

—ব্যগ্‌ঘপজ্জ সূত্র—

ভগবান বুদ্ধ গৃহীদের ইহজীবনে মঙ্গল জনক ও সুখকর চারিটি বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যথা- (১) উৎসাহ, (২) সংরক্ষণ, (৩) কল্যাণ-মিত্রের সংস্রব ও (৪) শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন।

উৎসাহ— গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিতে হইলে, কৃষি, বাণিজ্য, গো-পালন, সৈনিকের কার্য্য অথবা রাজ-কর্মাদি যেকোনপ্রকার কর্মে জীবিকা নির্বাহ করিবে, সেই কর্মে দক্ষ, পরিশ্রমী ও উপায়-কুশল হইতে হইবে। যেকাজ যে নিয়মে করা উচিত, সেনিয়মে তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে কি-না, তদ্বিষয়ে তত্ত্ব নিতে হইবে এবং প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ উৎসাহ রাখিতে হইবে।

সংরক্ষণ- বহুকষ্টে, বহুশ্রমে ও উদ্যোগে সঞ্চিত ভোগসম্পদ যেন অন্যায়-ভাবে কেহ আয়ত্ত না করে, চোরে যেন হরণ না করে, অগ্নিতে যেন দগ্ধ না হয়, বন্যার প্লাবনে যেন বিনষ্ট না হয় এবং জ্ঞাতিগণ যেন ঈর্ষাপরবশ হইয়া নষ্ট না করে; তদ্বিষয়ে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বনে সুষ্ঠুভাবে নিজের ভোগ-সম্পত্তি রক্ষা করাকে সংরক্ষণ বলে।

কল্যাণমিত্রের সংস্রব—যাঁহারা শ্রদ্ধাবান, পুণ্যবান, দাতা, সুশীল, সমদর্শী, প্রজ্ঞাবান, পরের মঙ্গলকামী, হিতোপদেশ দানে পরকে কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করেন, এবং বিপথগামীকে সুপথে পরিচালিত করেন, তাঁহারাই জগতে কল্যাণ-মিত্র নামে অভিহিত হন। সর্বদা এবম্বিদ কল্যাণমিত্রের সঙ্গে মেলা-মেশা, সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা করিয়া তাঁহাদের সৎগুণাবলী স্বীয়জীবনে প্রতিফলিত করিয়া তোলাই সমীচীন। কল্যাণমিত্রের কল্যাণকর উপদেশে কল্যাণজনক কার্য্য সম্পাদনের সুবুদ্ধি জাগ্রত হয়। ইহাতে দুর্লভ মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হয় এবং পরকালে সুগতি লাভের হেতু হয়। ইহাই হইল কল্যাণমিত্র সংসর্গের উপকারীতা।

শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন--স্বীয় আয়-ব্যয়ের পরিমাণ বুঝিতে হইবে।

কৃপণতা ত্যাগ করিয়া আয়ের অনুপাতে ব্যয় করিতে হইবে। মিতব্যয়ী হইতে হইবে। অর্থের সদ্ব্যহার করিতে হইবে। ব্যয়ের চেয়ে অধিক আয় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক থাকিতে হইবে। যাহারা আয়-ব্যয়ের পরিমাণ বুঝিয়া চলেনা, জগতে তাহারা সবকিছুতেই ব্যর্থ মনোরথ হয়। প্রভূত ভোগ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যাহারা কৃপণতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারাও ইহ-পারলৌকিক মঙ্গলদায়ক কোন কর্মই সাধন করিতে পারেনা। আয়-ব্যয়ের পরিমাণ বুঝিয়া যথারীতিমতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাকে "শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন" বলে।

বহু কষ্টে ও বহু শ্রমোদ্যোগে সঞ্চিত ভোগ-সম্পত্তি চারিটি কারণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। সেই চারিটি কারণ এই :—(১) বেশ্যাসক্তি, (২) মদ্যপানাসক্তি (৩) দ্যূতক্রীড়াসক্তি, (৪) দুঃশীল ও কুলোকের সহিত মিত্রতা। এই চারিটি বিষয় ধনক্ষয়ের প্রধান কারণ। এইসব সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিলে ইহকাল-পরকালের সুখ-সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

এজগতে চারিটি গুণ দ্বারা মানবের ইহকাল-পরকালের মহা উপকার সাধিত হয়। সেই চারিটি গুণ এই :—(১) শ্রদ্ধাগুণ, (২) শীলগুণ, (৩) দানগুণ, (৪) প্রজ্ঞাগুণ।

শ্রদ্ধাগুণ—যাঁহার নিকট এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা আছে যে—ভগবান বুদ্ধ "অরহত, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, সর্বশ্রেষ্ঠ, অদম্য পুরুষের দমনকারী সারথি এবং নর-দেব-ব্রহ্মাদি জীবকুলের শিক্ষক ও শাসক।" এই দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণাকেই "শ্রদ্ধাগুণ" বলে।

শীলগুণ—প্রাণীহত্যা, চুরি, পরদার লঙ্ঘন, মিথ্যা-পিশুন-পরুষ-সম্প্রলাপ ভাষণ ও সুরা-গাঁজা-অহিফেনাদি যে কোন নেশাদ্রব্য সেবন হইতে বিরত হওয়াকে "শীলগুণ" বলে।

দানগুণ কৃপণতা ত্যাগ করিয়া যথাশক্তি দান করা এবং তাহাতে প্রীতি উৎপাদন করা, ভিক্ষুসঙ্ঘ, পথিক, যাচক ও দীন-দুঃখী এমনকি পশু পক্ষীদিগকেও যথাশক্তি দান দিয়া উপকার করা, ইহাকে "দানগুণ" বলে।

প্রজ্ঞাগুণ- সংস্কারের অনিত্যতা উপলব্ধি অর্থাৎ জগতের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি ও বিনাশের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তির চেষ্টা করাকে "প্রজ্ঞাগুণ" বলে। এই চারিটি বিষয় গৃহীদের ইহ-পরকালের হিত-সুখাবহ।

—পুনঃপুন সূত্র—

পুনপ্পুনং চেব বপন্তি বীজং, পুনপ্পুনং বস্সতি দেবরাজা ;
পুনপ্পুনং খেত্তং কসন্তি কস্সকা, পুনপ্পুনং ধঞ্ঞমুপেতি রট্‌ঠং।
পুনপ্পুনং যাচকা যাচয়ন্তি, পুনপ্পুনং দানপতি দদন্তি ;
পুনপ্পুনং দানপতি দদিত্বা, পুনপ্পুনং সগ্গং উপেতি ঠানং।
পুনপ্পুনং খীরনিকা দুহন্তি, পুনপ্পুনং বচ্ছো উপেতি মাতরং ;
পুনপ্পুনং কিলমতি ফন্দতি চ, পুনপ্পুনং গব্ভো উপেতি মন্দো।
পুনপ্পুনং জায়তি মীয়তি চ, পুনপ্পুনং সীবথিকং হরন্তি ;
মগ্গঞ্চ লদ্ধা অপুনব্ভবায়, ন পুনপ্পুনং জায়তি ভূরি পঞ্ঞো।

বঙ্গার্থ— বীজ পুনঃপুন বপন করে। মেঘ পুনঃপুন বারি বর্ষণ করে। কৃষক পুনঃপুন ক্ষেত্র কর্ষণ করে। মাঠ হইতে ধান্য পুনঃপুন রাজ্যে বা গৃহে আনীত হয়। যাচকগণ পুনঃপুন যাচ্ঞা করে। দানপতি পুনঃপুন দান করে। দানপতিগণ পুনঃপুন দান দিয়া স্বর্গে উপনীত হন। দুগ্ধার্থীরা পুনঃপুন গো দোহন করে। বাছুর পুনঃপুন মাতার নিকট উপস্থিত হয়। দেব-নরগণ পুনঃপুন ক্লেশ পায় ও অষ্ট লোকধর্মে বিচলিত হইয়া থাকে। মন্দ-বুদ্ধিপরায়ণগণ পুনঃপুন গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। পুনঃপুন জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু হয়। শ্মশানে মৃতদেহ পুনঃপুন নিয়া যায়। মহাজ্ঞানিগণ ভবে পুনঃপুন অনুৎপন্নের মার্গ লাভ করিয়া, পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করেন না।

—দুর্লভ বচন—

মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ গন্ধকুটি অলিন্দে উপবেশন করিয়া হস্ত-পাদ প্রক্ষালনান্তর পাদপীঠে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুসংঘকে প্রত্যহ এই উপদেশটি দিতেন— "ভিক্খবে অপ্পমাদেন সম্পাদেথ, দুল্লভো বুদ্ধোপ্পাদো লোকস্মিং" "হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমাদের সহিত আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। জগতে বুদ্ধোৎপত্তি বড়ই দুর্লভ।" ভগবান বুদ্ধের এই অমোঘবাণীর প্রতি প্রত্যেকে অবহিত হওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। তিনি ত্রিপিটকের বহুস্থানে বহুপর্য্যায়ে এই অমূল্য বাণী প্রস্থাপন করিয়া জীবকুলকে সাবধান করিয়া গিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে "পমাদো মচ্চুনো পদং, অপ্পমাদো অমতং পদং।" অর্থাৎ প্রমাদ মৃত্যুর পদ এবং অপ্রমাদই অমৃতের পদ। বুদ্ধোৎপত্তির উপকারীতা সম্বন্ধে একস্থানে বলা হইয়াছে—

বুদ্ধাদিচ্চে অনুদিতে সিদ্ধিমগ্গাব ভাসকে,

মোহান্ধকারে বত্তন্তো কথং পুঞ্ঞং করিস্সতি ?

জগতে বুদ্ধরূপী মহাসূর্য্য উদিত না হইলে, জগত মোহান্ধকারে যখন আবৃত থাকিবে, এবং জীবকুলও সর্বজ্ঞতাজ্ঞানাভাবে তাহা ভেদ করিতে না পারিবে, তখন কিরূপে নির্বাণপ্রদায়ক পুণ্য সম্পাদন করিবে ?

য়ং ভাবনাময়ং পুঞ্ঞং সচ্চাভি সময়াবহং,

তস্সোকাসাভাবেন এতে অক্খণ সম্মতা।

চারি আর্য্যসত্য-জ্ঞান, মার্গ-ফল জ্ঞান ও শমথ-বিদর্শন ভাবনা জনিত যেই পুণ্য, বুদ্ধের অনুৎপত্তিকালে এবং বুদ্ধ-শাসন অবিদ্যমান অবস্থায় সেই নির্বাণ প্রদায়ক সত্যধর্ম লাভ করা সম্ভব নয়, তদ্ধেতু এই অসময়কে **"অক্ষণ"** নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

"দুল্লভো মনুস্সত্ত পটিলাভো"—মানবজন্ম লাভ করা বড়ই দুর্লভ। এক সময় ভগবান বুদ্ধ নখাগ্রে সামান্য বালুকা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুগণকে বলিলেন—"আমার নখাগ্রের এই বালুকা অধিক, না-কি এই পৃথিবী অধিক ?" প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুগণ কহিলেন—"ভন্তে, এই মহাপৃথিবীর মৃত্তিকার তুলনায় আপনার নখাগ্রে গৃহীত বালুকা অতি অকিঞ্চিৎকর।"

হাঁ ভিক্ষুগণ, তাই বটে ! এই অনন্ত পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীর মধ্যে যাহারা মৃত্যুর পর মানবজন্ম লাভ করে, তাহাদের সংখ্যা হইল আমার নখাগ্রে গৃহীত বালুকার পরিমানই। আর যাহারা অপায়ে গমন করে, তাহাদের সংখ্যা হইল—এই মহাপৃথিবীর অনন্ত বালুকারাশির প্রমাণই। হে ভিক্ষুগণ তদ্ধেতু তোমাদের এইরূপই শিক্ষা করা উচিত—"আমরা অপ্রমত্তভাবেই বাস করিব।"

সম্বুদ্ধের এই বাক্যে সম্যক প্রতীয়মান হয় যে—নর-নারীদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুর পর নরক, অসুর, প্রেত ও পশু-পক্ষী-কুলে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের সংখ্যাই অধিকতর। আর অতি অল্পসংখ্যক নরনারীই কায়িক-বাচনিক ও মানসিক কুশল সঞ্চয় করিয়া স্বর্গে কিম্বা মানবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। খাদ্য-খাদকের কুল বড়ই ভীতিজনক ! বড় সন্ত্রাসপূর্ণ তাহাদের জীবন। ভীত-সন্ত্রস্ত-অজ্ঞ পশু-পক্ষীর অন্তরে পুণ্য-চেতনা থাকা বা উৎপন্ন হওয়া কি সম্ভবপর ! তথা নরকে নারকীয় জীব, প্রেতলোকে প্রেতগণ, অসুরকুলে অসুরগণের দুর্বিসহ দুঃখ-বেদনার মাধ্যমে কি কুশল-চিন্তা আসিতে পারে ! অসম্ভব যদিও তা সম্ভবে পরিণত হয়, কাহারো অন্তরে যদিওবা কোনদিন বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায়

কুশল-চেতনা উৎপন্ন হয়, অবকাশ কোথায়? সুযোগ বা কোথায়? বড় জটিল সমস্যা! তাই মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ উদাত্তকণ্ঠে দিকে দিকে বিঘোষিত করিয়াছেন—"দুল্লভো মনুস্সত্ত পটিলাভো" মনুষ্য জন্ম লাভ করা বড়ই দুর্লভ।"

জগতে মানবের অসাধ্য কিছুই নাই। মানব ইচ্ছা করিলে রাজাধি-রাজ-দেবাতিদেব-ব্রহ্মাতিব্রহ্ম এমনকি জগতের একান্ত দুর্লভ সম্যক্‌সম্বুদ্ধত্ব, তাহাও আয়ত্তাধীন। আর যদি অধোগতির চরমসীমা লাভের ইচ্ছা করে, সর্বনিম্নতম অবীচিস্থ প্রাপ্ত হইতে পারে। প্রাণীমাত্রই কর্মাধীন। কর্মই একমাত্র স্বকীয়। কর্মই মাতা-পিতা, কর্মই সুখ-দুঃখ, কর্মই সৃজনকর্ত্তা, কর্মই নিয়ামক। হীন-প্রণীতে বিভাগ করিয়া দেয়, তাহাও কর্ম। নির্বাণে পৌঁছাইয়া দেয়, তাহাও কর্ম। একাধারে কর্মই সব।

প্রাণীজগতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কর্মকে চয়ন করিবার সদাসৎ বিবেচনা করিবার, উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধদিকে প্রবাহিত করিবার একমাত্র অজেয় শক্তি রহিয়াছে এই মানবের মধ্যে। তাই জগতের অদ্বিতীয় মানব বুদ্ধ বলিয়াছেন—"পরমার্থ মানবই মানবের অগ্রগণ্য।"

"দুল্লভা খণ সম্পত্তি"—ক্ষণ সম্পত্তি অতিশয় দুর্লভ।

অট্‌ঠক্খণ বিনিম্মুত্তো খণো পরম দুল্লভো
তং লদ্ধা কো পমজ্জেয্য সব্বসম্পত্তি সাধকং?

"অষ্ট অক্ষণ বিনির্মুক্ত সময় অতিশয় দুর্লভ। সেই সর্বসম্পত্তি সাধক সুখদায়ক সুক্ষণ লাভ করিয়া কোন্ জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রমত্ত হইবে?" অষ্ট অক্ষণ বা অসময় বলিলে—"তয়ো অপায়া"—নরক, প্রেত ও পশু-পক্ষীকুল, এই ত্রিবিধ অপায়। "অরূপাসঞ্ঞিম্পি চ"—অরূপ ও অসংজ্ঞ ব্রহ্মলোক। "পঞ্চি-ন্দ্রিয়ানং বেকল্লং"—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, কায় ও মন, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিকলতা। "মিচ্ছাদিট্‌ঠি চ দারুণ"—দারুণ মিথ্যাদৃষ্টি। "অপাতুভাবো বুদ্ধস্স সদ্ধম্মামত দায়িনো"—সদ্ধর্মামৃতদায়ক বুদ্ধের অনুৎপত্তি কাল। এই আটপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সেই দুর্ভাগা কোনপ্রকার কুশল কর্ম সাধন করিতে পারেনা। তাই এসব অবস্থাকে "অক্ষণ" বলিয়া কথিত হয়। উক্ত অষ্টবিধ "অক্ষণ" বিমুক্ত সুক্ষণ লাভ করিয়াও যাহারা প্রমত্ত হয়, তাহাদের জন্ম বাস্তবিকই নিরর্থকে পর্যাবসিত হয়। তাহারাই দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়।

"দুল্লভা পব্বজ্জা"—প্রব্রজ্যা লাভ বড়ই দুর্লভ। যেহেতু:— জন্মান্তরের কৃতপুণ্যবান না হইলে, সংস্কার না থাকিলে, "নেক্‌খম্ম সঙ্কপ্পো" নৈষ্ক্রম্য সংকল্প জন্মে জন্মে পূর্ণ করিয়া না আসিলে, সে কোনদিন প্রব্রজ্যায় রমিত হইতে পারে না। এই হেতু বুদ্ধ বলিয়াছেন—"প্রব্রজ্যা বড়ই দুর্লভ। গৃহবাস সম্বাধ পূর্ণ, প্রব্রজ্যা মুক্ত আকাশ সদৃশ।" গৃহীরা সাংসারিক কাজের তাড়া ও বিবিধ সেই বাধাবিঘ্ন হেতু সকল সময় কুশল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। প্রব্রজিতগণ সেই বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্ত। আকাশে যেমন বাধ-বিঘ্ন কিছুই নাই, প্রব্রজ্যাজীবনও সেইরূপ কুশল অর্জ্জনে নির্বিঘ্ন। এহেতু তাঁহাদের জন্য স্বর্গমোক্ষের দ্বার অবারিত।

"দুল্লভং সদ্ধম্ম সবণং"—'সদ্ধর্ম শ্রবণ বড়ই দুর্লভ।' অষ্ট অক্ষণের যেকোন একটা অক্ষণ সম্প্রাপ্ত হইলেই সদ্ধর্ম লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। যাঁহারা অষ্ট-অক্ষণ বিনির্মুক্ত, তাঁহারাই ভাগ্যবান। সেই শুভক্ষণে জন্মলাভী শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই সদ্ধর্মের স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মি সম্প্রাপ্ত হইয়া নিজকে ধন্য করেন। ইহার অভাবে 'ধর্মশৌণ্ডের' ন্যায় রাজাও সদ্ধর্ম শ্রবণের ইচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াও মানবকুলে সেই দুর্লভরত্ন লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ তখন ছিল—"অবুদ্ধকাল।" অষ্টঅক্ষণের এক অক্ষণ। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন—"সদ্ধর্ম শ্রবণ বড়ই দুর্লভ।"

"এরকপত্র নাগরাজ" সদ্ধর্ম শ্রবণ মানসে নাগের প্রিয় নিদ্রা ত্যাগ করিলেন কত যুগযুগান্তর অবধি। কিন্তু, আশা পূর্ণ হইল না। তখন ছিল "অবুদ্ধকাল।" তথাপি তিনি আশা ছাড়িলেন না। সদা জাগ্রত ঋদ্ধিমান্ নাগরাজ সুদীর্ঘ একবুদ্ধান্তরকাল কতই না কারসাজি করিলেন ঋদ্ধি প্রভাবে। তাঁহার সুমহান্ সুবিস্তৃত ফণায় নৃত্য-গীতে সুচতুরা অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী সুসজ্জিতা এক নাগ-কণ্যা নাচিতেছে আর গাহিতেছে। সুললিতা রাগিণী সমলঙ্কৃতা গীতিকার মাধ্যমে পরিস্ফুট হইতে লাগিল অশ্রুতপূর্ব প্রশ্নাবলী। যাহা অতি দুর্বোধ্য, জটিল, দার্শনিকতত্ত্ব পূর্ণ। যাহা বুদ্ধের বিষয়, বুদ্ধ ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই এপ্রশ্নের সমাধান করিতে। নাগরাজের উদ্দেশ্য, যেদিন এপ্রশ্নের সম্যক্ উত্তর মিলিবে, সেদিনই বুঝিতে পারিবেন বুদ্ধের আবির্ভাব। কিন্তু তাঁহার এই মনোভাব গোপন রাখিয়া জনসাধারণে প্রচার করিলেন—"যিনি প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিবেন, তাঁহাকে প্রভূত হীরা-মুক্তা-মণি-মাণিক্য সহ সম্প্রদান করিব এই রত্নোপমা নাগকন্যা।"

নাগরাজের অন্তরে বড় দুঃখ বড় সন্তাপ। কত যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার বাঞ্ছিত রত্ন মিলিল কৈ? কখন আবির্ভাব হইবেন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ? কখন শুনিতে পাইবেন তাঁহার মুখ নিঃসৃত অমৃতবাণী? শান্ত করিবেন তাপিতপ্রাণ! কখন আসিবে সেই শুভক্ষণ? বিপুল উদ্যম উৎসাহে, পূর্ণ আশা অন্তরে বাঁধিয়া সুচিরকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন "নাগরাজ" ভগবান গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন—"বুদ্ধদর্শন-সদ্ধর্ম শ্রবণ বড়ই দুর্লভ।"

সদ্ধর্ম শ্রবণের উপকারিতা কি? সদ্ধর্ম-বাণী যার মর্ম স্পর্শ করে, কুশল চেতনা অঙ্কুরিত হয়, তার অন্তরের অন্তঃস্থলে। ক্রমশঃ তাহা সদ্ধর্মের প্রবল প্রাবাহে রূপায়িত হইয়া ভাসাইয়া নিয়া যায় তাঁহাকে, সেই অন্তহীন অনুত্তর অচ্যুতের দিকে। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন—"কালেন ধম্ম সবণং এতং মঙ্গল মুত্তমং।" "উপযুক্ত সময় ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল।" ধর্ম শ্রবণ ব্যতীত প্রকৃত ধর্ম-ভাব জাগ্রত হয় না মানব অন্তরে। সদ্ধর্মরূপ বিশুদ্ধ জল ব্যতীত চিত্তের মোহরূপ গাঢ় কালিমা বিধৌত হইবার আর অন্য কিছুই মিলিবেনা এই জগতে। নীহার যেমন তিরোহিত হয় সূর্য্যের প্রখর কিরণ সম্পাতে; তদ্রূপ অন্তরের পাপ তিরোধান করিবার একমাত্র শক্তি রাখে সদ্ধর্মের অজেয় প্রভাবই।

ধর্ম বলিলে—"চতুরপায়তো ধারেতীতি ধম্মো"—জীবকুলকে ভীষণ দুঃখময় চতুর্বিধ অপায়ে পতিত হইতে না দিয়া ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্ম। জীবমাত্রেই সুখাভিলাষী। সুতরাং ইহপারত্রিক সুখ-শান্তি কামিগণ ছোট বড় যেকোন অকুশল কর্মকে বিষধর সর্পজ্ঞানে ত্যাগ করিতে হইবে বহুদূর হইতে। সর্বদা কায়-বাক্য-মনে "দশউপাসকগুণে" সম্যক্রূপে স্থিত থাকিয়া নিযুক্ত থাকিবেন কুশলকর্মে।

—উপাসকের দশগুণ—

(১) উপাসকো সঙ্ঘেন সমান সুখো দুক্খো হোতি, (২) ধম্মাধিপতেয়্যো হোতি, (৩) যথাবলং সংবিভাগরতো হোতি, (৪) জিনসাসন পরিহানিং দিস্বা অভিবুড্ঢিয়া বায়মতি, (৫) সম্মাদিট্ঠিকো হোতি, অপগতো কোতুহল মঙ্গলিকো, (৬) জীবিত হেতু পি ন অঞ্ঞং সত্থারং উদ্দিসতি, (৭) কায়িকং বাচসিকং চস্স রক্খিতং হোতি, (৮) সমগ্গারাম হোতি, (৯)

অনুস্মৃকো হোতি, ন চ কুহন বসেন সাসনে চরতি, (১০) বুদ্ধং সরণংগতো হোতি, ধম্মং সরণংগতো হোতি, সংঘং সরণং গতো হোতি।

বঙ্গার্থ:-- (১) যিনি উপাসক, তিনি হইবেন ভিক্ষুসংঘের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। (২) ধর্মকে গ্রহণ করেন অধিপতিরূপে, (৩) সর্বদা যথাশক্তি দানে থাকেন রত, (৪) বুদ্ধ-শাসনের পরিহানিমূলক কিছু দেখিলে তাহার অভিবৃদ্ধির জন্য করেন বিশেষ চেষ্টা, (৫) সম্যক্‌দৃষ্টি সম্পন্ন হন এবং যাবতীয় মিথ্যাদৃষ্টি মূলক বিষয় করেন ত্যাগ, (৬) জীবনান্তেও অন্য ধর্মগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন না, (৭) কায়-বাক্যে হন সুসংযত। (৮) সর্বদা মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থান করেন, (৯) ঈর্ষাহীন হন. প্রবঞ্চক হইয়া বুদ্ধ-শাসনে বিচরণ করেন না, (১০) সর্বদা বুদ্ধ-ধর্ম ও সঙ্ঘেরই শরণাপন্ন থাকেন। যাঁহারা এই দশ উপাসক গুণ-ধর্মে থাকিবেন প্রতিষ্ঠিত এবং সপ্তপরিহানীয় ধর্ম করিবেন ত্যাগ, তাঁহারা কখনও অপায়ে গমন করেন না।

—সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম—

"সত্তিমে ভিক্খবে ধম্মা উপাসকস্স পরিহানায় সংবত্তন্তি কত মে সত্ত?" হে ভিক্ষুগণ! সাত প্রকার ধর্ম আচরণ করিলে উপাসকের অবনতি ঘটে। সেই সপ্তবিধ ধর্ম কি?

(১) ভিক্ষু ও সাধু-সজ্জনাদি সৎপুরুষদের দর্শন হইতে বিরত হইলে, (২) সদ্ধর্ম শ্রাবণে উদাসীন হইলে, (৩) পঞ্চশীল শিক্ষা ও শীলন না করিলে, (৪) ভিক্ষু প্রভৃতি সাধু সৎপুরুষদের প্রতি অপ্রসন্ন হইলে, (৫) বিক্ষিপ্ত চিত্তে বা অমনোযোগে ধর্ম শ্রবণ করিলে, (৬) পরের দোষান্বেষী হইলে, (৭) বুদ্ধ-শাসনের বাহিরে দানাদি দিবার পাত্র অন্বেষণ করিলে। যাহারা বুদ্ধ বিগর্হিত এই সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম আচরণ করিবে, তাহাদের ইহকাল-পরকাল বড় দুঃখপূর্ণ হয়। সুতরাং উভয়কালের সুখকামী ব্যক্তিগণ উক্ত সপ্ত পরিহানীয় ধর্ম বিষবৎ ত্যাগ করিয়া, সপ্ত "অপরিহানীয়" ধর্ম আচরণ করিবেন। ইহাতে সেই সৎ-পুরুষগণের দুর্লভ মানব জীবন জয়যুক্ত হয় এবং জন্মান্তরও সুখময় হয়।

—সপ্ত অপরিহানীয় মূলক ধর্ম—

এক সময় ভগবান বুদ্ধ অজাত শত্রুর অমাত্যকে উপলক্ষ করিয়া আনন্দকে বলিয়াছিলেন—আনন্দ! ইহলোকে যাহারা সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তাহাদিগকে কেহই পরাজয় করিতে পারিবে না। বরং

ইহা তাহাদের ভবিষ্যতের হিতসুখেরই কারণ হইয়া থাকে। সেই সপ্তবিধ অপরিহানীয় ধর্ম কি? (১) অভিণ্হং সন্নিপাতা ভবিস্সন্তি, (২) বহুলা সমগ্গা সন্নিপতন্তি, সমগ্গা বুট্ঠহন্তি, সমগ্গা করণীয়ানি করোন্তি; (৩) অপঞ্ঞত্তং ন পঞ্ঞাপেন্তি, পঞ্ঞত্তং ন সমুচ্ছিন্দন্তি, যথা পঞ্ঞত্তে পোরাণে ধম্মে সমাদায় বত্তন্তি; (৪) মহল্লকে সক্করোন্তি, গরু করোন্তি, মানেন্তি, পূজেন্তি, তেসং চ সোতব্বং মঞ্ঞন্তি; (৫) যা কুলিত্থিয়ো কুল কুমারিয়ো ন ওক্কস্স পসয্হ বাসেন্তি; (৬) যানি যানি চেতিয়ানি অব্ভন্তরানি চেব বাহিরানি তানি সক্করোন্তি, গরুকরোন্তি, মানেন্তি, পূজেন্তি, তেসঞ্চ দিন্নপুব্বং কতপুব্বং ধম্মিকং বলিং নো পরিহাপেন্তি; (৭) অরহন্তেসু ধম্মিকা রক্খাবরণগুত্তি সুসংবিহিতা হোন্তি, কিন্তে অনগতা চ অরহন্তা বিজিতং আগচ্ছেয়্যুং, আগতা চ অরহন্তা বিজিতে ফাসুং বিহরেয়্যুং, বুড্ঢিয়েব পটিকঙ্খা নো পরিহানী।"

বঙ্গার্থ:—"(১) যাহারা সভা-সমিতিতে সর্বদা একত্রিত হয়; (২) সর্বদা একতাবদ্ধভাবে একত্রিত হয়, সভার শেষে সকলে একসঙ্গেই চলিয়া যায় এবং সভায় প্রস্তাবিত কাজ একযোগে সম্পাদন করে; (৩) যাহারা দেশে ও সমাজে কুনীতির প্রবর্ত্তন করে না, পূর্বের নির্দ্ধারিত সুনীতির উচ্ছেদ সাধন করে না এবং প্রাচীন সুনীতি যথাযথভাবে মানিয়া চলে; (৪) যাহারা বৃদ্ধগণকে সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করে এবং তাহাদের বাক্য শ্রবণ ও গ্রহণ করা উচিত বলিয়া মনে করে; (৫) যাহারা কোন কুল-স্ত্রী বা কুল কুমারীদের সতীত্ব নষ্ট করে না। বরং ধর্ম-দ্বারে নারীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করে; (৬) গ্রাম-মধ্যে ও বহিপ্রদেশে যেইসব চৈত্য আছে, যাহারা সেই চৈত্য সমূহের সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করে এবং সেই চৈত্য সমূহে পূর্ব প্রচলিত ধর্মতঃ দান-কর্ম ও পূজার পরিহানি করে না, (৭) যাহারা অরহত ও শীলবানদিগকে ধর্মতঃ রক্ষা করে, পালন করে, তাহাদের সুখ সুবিধার সুব্যবস্থা করে এবং দেশে যেই অরহতগণ আসেন নাই, তাঁহারা কি প্রকারে দেশে আসিবেন. উপস্থিত অরহতগণ দেশে নিরাপদে বাস করিতেছেন কিনা, সর্বদা এইসব অনুসন্ধান করে; তাহাদের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়া থাকে, পরিহানি হয় না। এই সপ্তবিধ অপরিহানীয় ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহকালিক "ভোগ সম্পত্তি পরিহীনের চতুর্বিধ কারণে" সর্বদা সতর্ক থাকিলে এজীবনের সুখৈশ্বর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

—ভোগসম্পত্তি পরিহীনের হেতু—

"(১) নটঠং ন গবেসন্তি, (২) জিন্নং ন পটিসঙ্করোতি, (৩) অপরিমিত পান-ভোজনা হোন্তি, (৪) দুস্সীলং ইত্থিং বা পুরিসং বা অধিপচ্চে ঠপেন্তি।"

বঙ্গার্থ :—(১) যাহারা কোন জিনিষ নষ্ট হইতে দেখিলে তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা করে না, (২) জীর্ণ বস্তুর পুনঃ মেরামত করে না, (৩) পান-ভোজনে আয়ের চেয়ে অধিক ব্যয় করে এবং (৪) দুঃশীল স্ত্রী অথবা পুরুষের হস্তে কর্ত্তৃত্বের ভার অর্পণ করে; তাহারা ভোগ-সম্পত্তিতে উন্নত হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে যেই সমাজের লোক ধনে-জনে হীন, তাহারা ইচ্ছাধীন আত্ম-পর হিতসাধনে ব্রতী হইতে পারে না। অধিকন্তু আলস্য পরায়ণ লোকের দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। উদ্যম-উৎসাহ সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ। সঙ্গে সঙ্গে মনের উৎকর্ষতা সাধন করাও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। উন্নতমনা মানুষই "মহাত্মা" নামের যোগ্য। হীনমনা পশুর-অধম। ভগবান বুদ্ধ মানুষকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করা হইল।

—চারি প্রকার মানব—

মানব চারি প্রকার। যথা—নৈরয়িক মানব, প্রেত মানব, তির্য্যগ মানব এবং পরমার্থ মানব।

(১) যাহারা দুঃশীল, অত্যাচার-অনাচারে ব্রতী, পাপকাজে উৎসাহী, হীনচিত্ত পরায়ণ এবং যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া হস্ত পদাদি ছেদনজনিত বিবিধ দুঃখ ভোগ করে, তাহাদিগকে **নৈরয়িক** মানব বলে। (২) পূর্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যের অভাবে এজগতে যাহারা খাদ্যাভাবে ক্ষুৎ-পিপাসায় দুঃখ ভোগ করে, আবর্জ্জনারাশি হইতে ও পরের ত্যক্ত উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া পরিভোগ করে, আহার অভাবে যাহাদের শরীর কৃশ, দুর্বল, তাহাদিগকে "**প্রেত** মানব" বলে। (৩) যাহারা অবিবেচক, অজ্ঞানী, পরাধীন, পরের ভার বহন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, সচ্চরিত্ররূপ প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অনাচারে প্রবৃত্ত হয়, বিবিধ অত্যাচারে জনগণকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে, রাজদণ্ড বা জনগণের ভয়ে বন-গহনের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং নিদ্রালস্য ও দুঃখ বহুল হইয়া পশুপক্ষীর ন্যায় বাস করে, তাহাদিগকে "**তির্য্যগ** মানব" বলে। (৪) আর যাহারা ধর্মপরায়ণ, জ্ঞানবান, হিতাহিত বিবেচনাসম্পন্ন, পাপে লজ্জা ও ভয়শীল,

মৈত্রীপরায়ণ, দয়াশীল, কর্ম-কর্মফলে বিশ্বাসী ও দান-শীল-ভাবনায় রত, তাদৃশ মানবকেই **"পরমার্থ** মানব" বলে। "দেবতা তাদিসমেব মনুস্‌সং ইচ্ছন্তি।" দেবগণ তাদৃশ মানবই ইচ্ছা করেন। তাঁহারা **"দেব সদৃশ** মানব" নামেও অভিহিত হন। এইরূপ মানুষই সকলের প্রিয়পাত্র হন। মানব মাত্রেই **পরমার্থ** মানবে নিজকে গঠিত করা একান্তই বাঞ্ছনীয়। জগতে **পরমার্থ** মানবই শ্রেষ্ঠ মানব।

—ভদ্রিয় সূত্র—

কপিল বাস্তুতে—একপ্রান্তে উপবিষ্ট শাক্যরাজ **ভদ্রিয়কে** ভগবান বুদ্ধ **বলিলেন**—হে ভদ্রিয়, যেই আর্য্য শ্রাবকগণ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি অত্যন্ত প্রসাদ পরায়ণ এবং কল্যাণ-শীলবান, তাহারা **স্রোতাপন্ন** বলিয়া অভিহিত হয়। এই চতুর্বিধ ধর্মে সমলঙ্কৃত ব্যক্তিগণ চতুরপায়ে জন্মগ্রহণ করে না। তাহারা সর্বদা **সম্বোধির** [চরম মুক্তির] দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

১। বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত প্রসাদ পরায়ণ ব্যক্তিগণ "ভগবান বুদ্ধ অরহত, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, পুরুষ দমনকারী শ্রেষ্ঠ সারথি, দেব মনুষ্যদের শিক্ষক, বুদ্ধ ভগবান" বুদ্ধের এই নবগুণে অটল অচল বিশ্বাসী হয়।

২। ধর্মের প্রতি অত্যন্ত প্রসাদ পরায়ণ ব্যক্তিগণ—ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম "স্বাখ্যাত, সন্দিট্ঠিক, অকালিক, 'আসিয়া দেখ' বলিয়া আহ্বান করিবার যোগ্য, নির্বাণ গমনের উপযোগী আর্য্যমার্গ উপনয়নকারী ও বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষকৃত" এই ষড়বিধ ধর্ম-গুণে অচল অটল বিশ্বাসী হয়।

৩। সঙ্ঘের প্রতি অত্যন্ত প্রসাদ পরায়ণ ব্যক্তিগণ—"ভগবান বুদ্ধের শ্রাবক সঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন, ঋজু প্রতিপন্ন, ন্যায়ে প্রতিপন্ন, সমীচিন প্রতিপন্ন, দান গ্রহণের যোগ্য পাত্র, দায়ক কর্তৃক আগ্রহসহকারে সংগৃহীত দানীয় বস্তু গ্রহণের যোগ্য পাত্র, পরলোক বিশ্বাস করিয়া প্রদত্ত দান গ্রহণের যোগ্য পাত্র, অঞ্জলিবদ্ধে বন্দনার যোগ্য পাত্র, শ্রেষ্ঠ পুণ্য ক্ষেত্র" এই নববিধ সঙ্ঘগুণে অচল অটল বিশ্বাসী হয়।

৪। আর্য্যজন প্রিয় কল্যাণ শীলবানগণের শীল-অখণ্ড, অচ্ছিদ্র, অশ্বল, কর্মজ্ঞ, মুক্ত, বিজ্ঞজন প্রশংসিত, পরিশুদ্ধ ও সমাধি প্রবর্ত্তক হইতে হইবে। যাহারা এই চতুর্বিধ বিষয়ে সমলঙ্কৃত, তাহারাই চারি অপায়ের অতীত, নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ **স্রোতাপন্ন** বলিয়া অভিহিত হয়।

বিভঙ্গ সূত্র—

শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিকের বিহারে—একদা বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে বলিলেন—হে ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে **প্রতীত্য সমুদ্‌পাদ** বিভাগ করিয়া দেশনা করিব, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। তখন ভিক্ষুগণ ভগবদ্বাক্যে মনোযোগী হইলেন। তিনি বলিলেন—

হে ভিক্ষুগণ, **প্রতীত্য সমুদ্‌পাদ** বলিতে এই বুঝায় যে—অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নাম-রূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা-মরণ-শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস উৎপন্ন হয়। এইরূপেই সমস্ত দুঃখরাশির সৃষ্টি হয়।

জরা-মরণ—প্রাণীদের বার্দ্ধক্যতা, জীর্ণতা, খাণ্ডিত্য, কেশ পক্কতা, লোম চর্ম্মতা, আয়ুর ক্ষয় ও ইন্দ্রিয় সমূহের পরিপক্কতাকেই **জরা** বলে। ইহলোক বা পরলোক হইতে প্রাণীদের চ্যুতি, ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালক্রিয়া, পঞ্চস্কন্ধের ভেদ, দেহের নিক্ষেপকেই **মরণ** বলে। সুতরাং এতদ্‌উভয়ের সংমিশ্রিত নাম **জরা-মরণ**।

জন্ম—এই প্রাণী-জগতে সত্ত্বদের জন্ম, সঞ্জাত, অবতরণ, উৎপত্তি, স্কন্ধ-সমূহের প্রাদুর্ভাব ও আয়তন প্রতিলাভকেই **জন্ম** বলে।

ভব ত্রিবিধ। যথা—কামভব, রূপভব ও অরূপভব।

উপাদান চতুর্বিধ। যথা—কামুপাদান, দৃষ্টুপাদান, শীলব্রতুপাদান ও আত্মবাদুপাদান।

তৃষ্ণা ষড়বিধ। যথা—রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা ধর্ম্মতৃষ্ণা।

বেদনা অর্থাৎ অনুভূতি ছয় প্রকার। যথা—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনসংস্পর্শজ বেদনা।

স্পর্শ ছয় প্রকার। যথা—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনসংস্পর্শ।

আয়তন ছয় প্রকার। যথা—চক্ষায়তন, শ্রোত্রায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন কায়ায়তন ও মনায়তন।

নামরূপ—বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, স্পর্শ ও মনোসংযোগ, এই পঞ্চকের

সমবায়কে **নাম** বলে। আর পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু, এই চতুর্মহাভূতকে **রূপ** বলে। এতদুভয়ের সমবায়কে **নামরূপ** বলে।

বিজ্ঞান ষড়্‌বিধ। যথা—চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনোবিজ্ঞান।

সংস্কার ত্রিবিধ। যথা—কায়, বাক্য ও মনোসংস্কার।

অবিদ্যা—দুঃখে, দুঃখ উৎপত্তি-বিষয়ে, দুঃখ নিরোধে ও দুঃখ নিরোধের উপায়ে যেই অজ্ঞানতা; তাহাকেই **অবিদ্যা** বলে।

হে ভিক্ষুগণ, এই অবিদ্যার হেতুতেই সংস্কার···। সুতরাং এই রূপেই সমস্ত দুঃখরাশির উৎপন্ন হয়।

এই অবিদ্যার নিরোধে সংস্কারের নিরোধ, সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধে নাম-রূপের নিরোধ, নাম-রূপের নিরোধে ষড়ায়তনের নিরোধ, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শের নিরোধ, স্পর্শের নিরোধে বেদনার নিরোধ, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণার নিরোধ, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদানের নিরোধ, উপাদানের নিরোধে ভবের নিরোধ, ভবের নিরোধে জন্মের নিরোধ, জন্মের নিরোধে বার্দ্ধক্য-মরণ-শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য ও উপায়াসের নিরোধ হয়। এইরূপেই সমস্ত দুঃখরাশির নিরোধ হয়।

—নজীরতি সূত্র—

দেবতার প্রশ্ন—

কিবা জীর্ণ হয় আর কিবা জীর্ণ নয়, বিপথ বলিয়া কিবা জানিব নিশ্চয়?
ধর্ম-কর্মে পরিপন্থী কিবা ভাব হয়, দিবা নিশি হয় সদা কিবা পরিক্ষয়?
ব্রহ্মচর্য্য-মল আর স্নান-জল ভবে, কিবা হয় বল প্রভু জিজ্ঞাসি যে এবে।
যেই ছিদ্রের হেতু হয় ভোগ-বিত্ত ক্ষয়, কয়টি এমন ছিদ্র বল দয়াময়।

—বুদ্ধের উত্তর—

ক্ষণে ক্ষণে প্রাণীদের রূপ জীর্ণ হয়, নাম গোত্র এ দুইটি জীর্ণ নাহি হয়।
কামরাগ বিপথ বলি জানিও নিশ্চয়, ধর্ম-কর্মে পরিপন্থি লোভ উক্ত হয়।
দিবা-নিশি প্রাণীদের আয়ু হয় ক্ষয়, মোহিত জনের ইহা বোধগম্য নয়।
নারী হয় ব্রহ্মচর্য্য-মল-স্বরূপিনী এতে মুগ্ধ হয়ে দুঃখ ভোগে বহু প্রাণী।

তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য দুই কর্ম্ম ভবে, উত্তম স্নানের জল সবাই জানিবে।
ধন স্থায়ী না হ'বার কারণ প্রধান, জগতেতে ষড়্‌ছিদ্র আছে বিদ্যমান।
আলস্যতা প্রমত্ততা দীর্ঘসূত্রী আর, অসংযম নিদ্রা তন্দ্রা ছিদ্র ছপ্রকার।
এই ষড় ছিদ্র বন্ধ যতনে করিবে, নতুবা সঞ্চিত বিত্ত ক্রমে ক্ষয় হবে॥

উপদেশ-পর্ব সমাপ্ত।

১৪। ত্রিপিটক পর্ব।

—ধর্ম—

"চতুসু অপায়েসু অপতমানো ধারেতীতি ধম্মো," নিরয়, প্রেত, অসুর ও পশু-পক্ষী এই চতুর্বিধ দুঃখপূর্ণ অপায়ে পতিত না হয় মত ধারণ করে, এই অর্থে **ধর্ম**।' তাহা হইল **সদ্ধর্ম**। এই সদ্ধর্ম কাহাকে ধারণ করে? "ধম্মো হবে রক্খতি ধম্মচারিং।" ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে বা ধারণ করে।" সেই সদ্ধর্ম ত্রিবিধ। যথা—পরিয়ত্তি ধর্ম, পটিপত্তি ধর্ম ও প্রতিবেধ ধর্ম।

ভগবান সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভাষিত ত্রিপিটক শাস্ত্রকে **পরিয়ত্তি ধর্ম** বলে। তেরপ্রকার ধুতাঙ্গ, চৌদ্দপ্রকার খন্ধকব্রত, অশীতিপ্রকার মহাব্রত, শীল, সমাধি ও বিদর্শন, এইসব আচরণের বিধানাবলীকে **পটিপত্তি ধর্ম** বলে। চতুর্বিধ আর্য্যমার্গ, চতুর্বিধ মার্গফল ও নির্বাণ, এই নয়প্রকার লোকুত্তর বিষয় প্রবোধকারক ধর্মকে **পটিবেধ ধর্ম** বলে।

এই ত্রিবিধ সদ্ধর্ম বুদ্ধ-ভাষিত, শ্রাবক-ভাষিত, ঋষি-ভাষিত ও দেব-ভাষিত ভেদে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সমগ্র বিনয়পিটক, সূত্রপিটকের ধর্মপদ, চরিয় পিটক, উদান, ইতিবুত্তক, জাতক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, এবং ব্রহ্মজাল সূত্রাদি "**বুদ্ধ ভাষিত**।" অনঙ্গণ, সম্যক্‌দৃষ্টি, অনুমাণ, চূলবেদল্ল, মহাবেদল্ল ইত্যাদি সারগর্ভ সূত্র সমূহ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী ও উপাসক উপাসিকা এইচারিপরিষদের অন্তর্ভুক্ত শ্রাবক দ্বারা ভাষিত। পরিব্রাজক বর্গ, পবারিয় ব্রাহ্মণের ষোলজন ব্রাহ্মণ-শিষ্যের প্রশ্ন ইত্যাদি বুদ্ধ-শাসনের বহির্ভূত পরিব্রাজকগণ দ্বারা ভাষিত বলিয়া সেই বিষয়-বস্তু সমূহকে **ঋষি-ভাষিত** বলে। সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে দেবতা সংযুক্ত, দেবপুত্র সংযুক্ত, মার সংযুক্ত, ও ইন্দ্র সংযুক্তাদি সূত্র সমূহ **দেব ভাষিত** বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকারে "পরিয়ত্তি ধর্ম" চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

—শাসন-বিশোধন—

সম্যক্ সম্বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর হইতে ২৩৫ বৎসর যাবৎ বুদ্ধ-শাসনের বিরুদ্ধপন্থী, বেদের পারদর্শী তীর্থিয়গণ বুদ্ধ-শাসনের উচ্ছেদ সাধন মানসে ভিক্ষু-বেশ গ্রহণ করিল। এই ছদ্মবেশধারী ভিক্ষুদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে ষাটি-

হাজারে উন্নীত হইল। তাহাদের অন্তর পাণ্ডিত্যাভিমানে ভরপুর ছিল। তাহারা যুক্তিতর্কের দ্বারা ও বাকৃচাতুর্য্যে অন্যায়কে ন্যায় এবং ন্যায়কে অন্যায় দেখাইয়া নর-নারীর অন্তর হইতে বুদ্ধ-শাসনের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিতে লাগিল। সেই ছদ্মবেশধারী বেদজ্ঞগণ কৌশম্বীতে সম্মিলিত হইয়া পরামর্শক্রমে ছয়ভাগে বিভক্ত হইল এবং তাহাদের অধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করিয়া বুদ্ধ-ভক্তদের শ্রদ্ধা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে "বিষকুম্ভ পয়ঃমুখ" হইয়া নানাদিকে চলিয়া গেল। অবুদ্ধ-বাক্য বুদ্ধ-বাক্য বলিয়া এবং নিজেদের মত নির্বাণমূলক বলিয়া জগতে প্রচার করিতে লাগিল।

তদানীন্তন কালেই সেই পণ্ডিতাভিমানী ভিক্ষু-বেশধারী তীর্থিয়গণ কুলুম্বসূত্র, রাজাবাদ সূত্র, চতুপরিবট্ট সূত্র, নন্দোপনন্দ দমন, আপলাড় দমন, তীক্ষেন্দ্রিয় সূত্র, বর্ণপিটক, অঙ্গুলিমাল পিটক, রট্‌ঠপাল গজ্জিত, আলবক গজ্জিত, গুলহ উম্মগ্‌গ, গুলহ বেস্‌সন্তর, গুলহ বিনয়, বৈতুল্য পিটক, দন্তকুট, মায়াজাল তন্ত্র, মহাসময় তন্ত্র, তন্ত্রসংগ্রহ, ভূতচামর, বৈন্তামৃত, চক্রসম্বর, মহাসময়, পদনিক্ষেপ, সর্ববুদ্ধ, সর্ব-গুহ্য ও সমুচ্চয়াদি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাছাড়া বুদ্ধবাক্যের বহির্ভূত আরও বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গীতি কারক অরহতগণ এইসব গ্রন্থাবলী বুদ্ধ-বাণী ত্রিপিটকান্তর্গত করিয়া গ্রহণ করেন নাই।

— ত্রিপিটক —

ত্রিপিটক বলিতে বুদ্ধের আদি মধ্য ও অন্তিমবাণীকেই বুঝায়। সিদ্ধার্থ বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করার পরমুহূর্ত্তে "অনেকজাতি সংসারং……তণ্‌হানং খয়মজ্ঝগা" *। এই গাথাটি বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাই বুদ্ধের **আদি বাণী**। তৎপর হইতে পঁয়তাল্লিশ বৎসর যাবৎ দেবমনুষ্যের হিত-সুখ কামনায় যাহা ভাষণ করিয়াছিলেন তৎসমুদায় **মধ্যমবাণী**। আর পরিনির্বাণের পূর্বমুহূর্ত্তে "হন্দদানি ভিকৃখবে, আমন্তয়ামি বো, বয়ধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ।" হে ভিক্ষুগণ, আমি এখন তোমাদিগকে একথা নিশ্চয়ই জানাইতেছি যে—"সংসারের যাবতীয় সংস্কার ধর্ম (উৎপন্ন বস্তু) ক্ষয় ও

* জন্মজন্মান্তর পথে, ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান, সে কোথা গোপনে আছে এসে গৃহ ক'রেছে নির্মাণ। পুনঃ পুনঃ দুঃখ পে'য়ে দেখা তব পেয়েছি এবার, হে গৃহকারক! গৃহ পারিবে না রচিবারে আর। ভে'ঙেছি তোমার স্তম্ভ চুরমার গৃহভিত্তিচয়, সংস্কার বিগত চিত্ত তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।"

ব্যয়শীল। সুতরাং তোমরা **অপ্রমাদের** সহিত আমার দেশিতবাণী সম্পাদন বা পালন কর" ইহাই বুদ্ধের **অন্তিমবাণী**। এই ত্রিবিধ বাণীর সমষ্টিকেই **ত্রিপিটক** বলে। ত্রিপিটকের মধ্যে প্রথম বিনয় পিটক, দ্বিতীয় সূত্র পিটক এবং তৃতীয় অভিধর্ম পিটক।

—নবাঙ্গ শাস্তা শাসন—

এই ত্রিপিটক অঙ্গবশে নয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—সুত্তং, গেয়্যং, বেয়্যাকরণং, গাথা, উদানং, ইতিবুত্তকং, জাতকং, অব্ভুতধম্মং ও বেদল্লং। (১) উভয় বিভঙ্গ, নিদ্দেশ, খন্ধক, পরিবার, সুত্তনিপাত, মঙ্গল সুত্ত, আলবক সুত্ত, তুবটক সুত্ত এবং সুত্ত নামে ব্যবহৃত বুদ্ধের অন্যান্য বাক্যকে **সুত্তং** বলিয়া কথিত হয়। (২) সংযুক্ত নিকায়ের সগাথাবর্গ এবং গাথা যুক্ত সমস্ত সুত্তকে **গেয়্যং** বলে। (৩) সমগ্র অভিধর্ম পিটক গাথা বিহীন সমস্ত সূত্র এবং অপর আটঅঙ্গের অন্তর্গত যে সব বুদ্ধ-বাক্য আছে, তৎসমুদয়কে **বেয়্যাকরণং** বলে। (৪) ধম্মপদ, থেরগাথা, থেরীগাথা ও সুত্তনিপাতের সূত্র ব্যতীত অন্যান্য পদ্যসমূহকে **গাথা** বলিয়া কথিত হয়। (৫) চিত্তের আনন্দ দায়ক বিবেক ও ধর্মভাবে পরিপূর্ণ বিরাশীটি সূত্রের সমষ্টিকে **উদানং** বলে। এই সূত্রসমূহের প্রত্যেকটি "ইমং উদানং উদানেসি" বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। (৬) "বুত্তং হি এতং ভগবতা" প্রথমে এইরূপ বলিয়া যেই যেই সূত্র আরম্ভ করা হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সমষ্টিকে **ইতিবুত্তকং** বলে। সারা ত্রিপিটকে এইরূপ সূত্রের সংখ্যা সর্বমোট ১১০টি। (৭) ভগবান বুদ্ধের পূর্বজন্মের অপণ্নক জাতকাদি ৫৫০টি অপূর্ব কাহিনীর সমষ্টিকে **জাতকং** বলে। (৮) "চত্তারো মে ভিক্খবে! অচ্ছরিয় অব্ভুত ধম্মা আনন্দে'তি" ইত্যাদি ক্রমে দেশিত বিস্ময় জনক ও রোমাঞ্চকর বুদ্ধ-বাক্য সমূহ এবং ভগবান বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের অলৌকিক ঋদ্ধি বিষয়ক বর্ণনা সমূহের সমষ্টিকে **অব্ভুত ধম্মং** বলে। (৯) চুলবেদল্ল, মহাবেদল্ল, সম্যক্‌দৃষ্টি, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রশ্ন, সংখারভাজনীয় ও মহাপুণ্ণম সূত্রাদি এবং ইহাছাড়া সূত্রান্তে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতবশে আরও যতপ্রকার জ্ঞান ও সন্তোষ উৎপাদক সূত্র আছে, তৎসমুদায়কে **বেদল্লং** বলে।

—বিনয় পিটক—

বিনয়ের সাধারণ অর্থ নিয়ম। এই বিনয় দ্বারা মন সংযত করা যায়। বিনয় পিটক অর্থ—ভিক্ষু-শ্রামণের প্রতিপালনীয় শীল বা নীতি।

— বিনয় শীলের সংখ্যা—

নবকোটি সহস্সানি অসীতিং সতকোটিয়ো,
পঞ্ঞাসং সতসহস্সানি ছত্তিংসা চ পুনাপরে।
এতে সংবর বিনয়া সম্বুদ্ধেন পকাসিতা,
পেয়্যাল মুখেন নিদ্দিট্ঠা সিক্খা বিনয় সংবরো'তি।

এই গাথায় যেই সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা যদি যোগ করা হয়, প্রথম সংখ্যা হইল—নয় হাজার কোটি, দ্বিতীয় সংখ্যা আশীশত কোটি, তৃতীয় সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ এবং চতুর্থ সংখ্যা ছয়ত্রিশ, অতএব সর্ব্বমোট সংখ্যা হইল—সতর হাজার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছয়ত্রিশটি।

দ্বিরুক্তিহীন সংক্ষেপেই নির্দ্দিষ্ট এই সমস্ত সংবর বিনয়শীল সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

বিনয় পিটক পাঁচখণ্ডে বিভক্ত। ১ম পারাজিকা, ২য় পাচিত্তিয়ং, ৩য় মহাবগ্‌গো, ৪র্থ চুল্লবগ্‌গো ও ৫ম পরিবার পালি। এখানে ১ম ও ২য় গ্রন্থকে উভয় বিভঙ্গ এবং ৩য় ও ৪র্থ গ্রন্থকে খন্ধক বলিয়াও কথিত হয়। ৫ম গ্রন্থটি উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত সার। এই পিটক ২১০০০ হাজার ধর্ম-স্কন্ধের সমষ্টি। এই মূল বিনয় পিটকের বহু অর্থকথা, টিকা, যোজনা ও সংগ্রহ গ্রন্থ আছে। বাহুল্য ভয়ে এখানে ঐসব গ্রন্থের উল্লেখ করা হইল না।

—সূত্র পিটক—

এই সূত্রপিটক ভিক্ষু-গৃহী উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতিপালনীয় বিষয়। ইহা বুদ্ধ-শাসনের সারসংগ্রহবশে ব্যবহারিক দেশনা। এই সূত্রপিটকে অভিধর্ম সংমিশ্রিত থাকাতে ইহাকে ধর্মও বলা হইয়া থাকে। সূত্রপিটক নিকায়ভেদে ৫ ভাগে বিভক্ত। যথা—দীঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় ও খুদ্দক নিকায়।

১। **দীঘনিকায়**—এই গ্রন্থ শীলবর্গ, মহাবর্গ ও পাটিকবর্গ ভেদে তিনবর্গে বিভক্ত। এই তিনবর্গে মোট ৩৪টি সুদীর্ঘ সূত্র আছে। ইহা ২৫ অযুত অক্ষরে সমষ্টি। ইহার অর্থকথার নাম সুমঙ্গল বিলাসিনী, ২য়-সারত্থ মঞ্জুসা।

(২) **মজ্ঝিম নিকায়**—এই গ্রন্থটি মূল, মজ্ঝিম ও উপরিপন্নাসক ভেদে তিনভাগে বিভক্ত। এই গ্রন্থে সর্বমোট ১৫২টি মধ্যমাকারের সূত্র সন্নিবেশিত আছে।

ইহা ১৫ বর্গে সমাপ্ত। এই গ্রন্থে সর্বমোট ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ছয়শত অক্ষর আছে। ইহার অর্থকথার নাম পপঞ্চসূদনী। (৩) **সংযুক্ত নিকায়**—ইহাতে ৭৭৬২টি সূত্র আছে। এই গ্রন্থটি আটলক্ষ অক্ষরের সমষ্টি। ইহা সাগাতক, নিদ্দেশ, খন্ধক, ষড়ায়তন ও মোহবর্গ ভেদে ৫ বর্গে বিভক্ত। এই গ্রন্থে বহু বিখ্যাত ব্যক্তি, দেবতা ও যক্ষগণের প্রশ্নসমূহের বিশদভাবে সুমীমাংসার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অর্থকতার নাম—সারত্থ পকাসিনী, ২য় সারত্থ মঞ্জুসা। (৪) **অঙ্গুত্তর নিকায়**—ইহাতে ৯৫৫৭ প্রকারের বিষয় সম্বন্ধে কথোপকথন, দেশনা ও মূল্যবান উপদেশাবলী আছে। এই গ্রন্থটি সূত্রপিটকের সারসংগ্রহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে ৯৫০৪০০ অক্ষর আছে। ইহার অর্থকথার নাম "মনোরথ পূরণী"।

(৫) **খুদ্দক নিকায়** এই নিকায়ের অন্তর্গত ১৫টি গ্রন্থ আছে। যথা—খুদ্দক পাঠ, ধর্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পটিসম্ভিদা মগ্গ, অপদান, বুদ্ধবংশ ও চরিয়াপিটক।

(১) **খুদ্দক পাঠ** ইহাতে শরণগমন, দশশিক্ষাপদ, বত্রিশপ্রকার অশুচি পদার্থের বিশ্লেষণ, কুমার প্রশ্ন, মঙ্গল সূত্র, রতন সূত্র, তিরোকুড্ড সূত্র, নিধি-কণ্ড সূত্র এবং করণীয় মেত্ত সূত্র, এই কয়েকটি বিষয় মাত্র সন্নিবেশিত আছে। (২) **ধর্মপদ**—এই গ্রন্থ ৪২৫টি অতি উপাদেয় মনোরম গাথার সমষ্টি। (৩) **উদান**—ভগবৎ শ্রীমুখ নিসৃতঃ ৮২টি সংক্ষিপ্ত আনন্দ প্রকাশক গাথার সমষ্টি। (৪) **ইতিবুত্তক**—পদ্য-গদ্য সংমিশ্রিত ১১০টি সংক্ষিপ্ত মূল্যবান ধর্মালোচনার সমষ্টি। (৫) **সুত্তনিপাত**—ইহা ৭০টি উৎকৃষ্ট উপদেশ পূর্ণ শ্লোকের সমষ্টি। (৬) **বিমানবত্থু**—এই গ্রন্থে দেবলোকে দেবতাদের বিমানের ও তাঁহাদের কৃতপুণ্যের কাহিনী সমূহ সবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। (৭) **পেতবত্থ**—ইহাতে প্রেতলোকের ও প্রেতদের কৃত কর্মের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। (৮) **থেরগাথা**—এই পুস্তকে ১০৭ জন অরহত স্থবিরের বিরচিত ভগবৎ স্তোত্র পদ্যছন্দে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। (৯) **থেরীগাথা**—ইহা ৭০ জন অরহত ভিক্ষুণী কর্তৃক বিরচিত ভগবান বুদ্ধের স্তুতি-গান দ্বারা পরিপূর্ণ। (১০) **জাতক**—ইহা ভগবান বুদ্ধের পূর্বজন্মের ৫৫০টি কাহিনীর সমষ্টি। (১১) **নিদ্দেশ**—ইহা সুত্তনিপাতের সবিস্তৃত ব্যাখ্যা। এই নিদ্দেশ গ্রন্থ, চূলনিদ্দেশ

ও মহানিদ্দেশ নামে দুইভাগে বিভক্ত। (১২) **পটিসম্ভিদা মগ্‌গ**—ইহাতে অরহতগণের জ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। (১৩) **অপদান**—ইহাতে পূর্ব পূর্ব জন্মে অরহতগণের স্বীয় স্বীয় কৃতপুণ্যের বিষয় পদ্যছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। (১৪) **বুদ্ধবংশ**—এই গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্ত্তী ২৪ জন অতীত বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। (১৫) **চরিয়া-পিটক** ইহাতে ভগবান বুদ্ধের অতীত ৩৪ জন্মের ঘটনাবলী পদ্য-ছন্দে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই পঞ্চদশ গ্রন্থের সমষ্টিকে **খুদ্দক নিকায়** বলে। এই পিটক ২১ হাজার ধর্মস্কন্ধে পরিশোভিত।

অভিধর্ম পিটক

অভিধর্ম পিটক অতিশয় গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্ব। ইহা সাধারণ মানবগণের ধারণার অতীত বিষয় বলিয়া ভগবান বুদ্ধ তাহা তাবতিংস স্বর্গের দেবগণের নিকটই প্রথম দেশনা করিয়াছিলেন ইহাতে জটিল মনঃস্তত্ত, মনোবিজ্ঞান ও ধ্যানের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দিয়াছেন। এই অভিধর্মপিটক সাতখণ্ডে বিভক্ত। যথা ধম্মসঙ্গণী, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি, কথা-বত্থু, যমক ও পট্‌ঠান।

(১) **ধম্মসঙ্গণী**—ইহাতে চিত্ত, চিত্তোৎপত্তি এবং চিত্তচৈতসিক সমূহের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। (২) **বিভঙ্গ**- ইহাতে অষ্টাদশ প্রকার মনঃস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। (৩) **ধাতুকথা**—ইহাতে ১৮ প্রকার ধাতু ও তৎসমুদায়ের বিশদ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। (৪) **পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি**—ইহাতে মানবগণের স্বাভাবিক মানসিক গতি, আকৃতি, প্রকৃতি, স্বভাব এবং নীতি বিষয়ক বর্ণনা আছে (৫) **কথাবত্থু**—ইহাতে ১০০০টি সূত্র আছে। ইহা দ্বারা তখনকার ভারতে প্রচলিত ৫০০ প্রকার বিরুদ্ধ ধর্মমতবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ মহর্ষি "মোগ্‌গলিপুত্র তিষ্য মহাস্থবির" দ্বারা বিরচিত। (৬) **যমক**—এই গ্রন্থে ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। (৭) **পট্‌ঠান**—ইহাতে চতুর্বিংশতি হেতুপ্রত্যয় (কার্য্যকারণ) সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মহাপট্‌ঠান প্রকাণ্ড ছয় খণ্ডে বিভক্ত। এই ত্রিপিটক গ্রন্থসমূহের বৃহদায়তন বহু অর্থকথা, টিকা, যোজনা ও সংগ্রহ পুস্তকাদি আছে। এই অভিধর্ম পিটক ৪২০০০ হাজার ধর্মস্কন্ধে পরিপূর্ণ।

—ধর্মস্কন্ধের পরিচয়—

একটিমাত্র যুক্তি বা ভাব প্রকাশকারী পদকে একটি **ধর্মস্কন্ধ** বলে। আর যে পদে বহু যুক্তি বা ভাব প্রকাশ করে, সেই পদে এক একটা যুক্তি বা ভাবে এক একটা ধর্মস্কন্ধ গণনা করিতে হইবে। পদ্য-ছন্দে রচিত গাথার একপদে একটি প্রশ্ন করিলে, তাহা একটি ধর্মস্কন্ধ। আর যে পদে উত্তর প্রদান করা হইয়াছে, তাহাও একটি ধর্মস্কন্ধ। অভিধর্ম পিটকে এক এক প্রকার তিক-দুক বিভাগ ও এক একটা চিত্তোৎপত্তির বিভাগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে এক একটা বিভাগ এক একটা ধর্মস্কন্ধ। এইরূপে সমগ্র ত্রিপিটকে ৮৪০০০ হাজার ধর্মস্কন্ধ আছে। তন্মধ্যে ৮২০০০ হাজার বুদ্ধভাষিত এবং ২০০০ শ্রাবক, দেবতা, ঋষি ও গৃহী-ভাষিত বলিয়া জ্ঞাতব্য।

—ত্রিপিটকে অক্ষরের সংখ্যা—

আট অক্ষরে **একপদ**। চারিপদে **একগাথা**। ২৫০ গাথায় **একভাণবার**। সমগ্র ত্রিপিটক ১১৮৩ ভাণবারে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। এই ত্রিপিটকে সর্বমোট ৯৪৬৪০০০ চরানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার অক্ষর আছে।

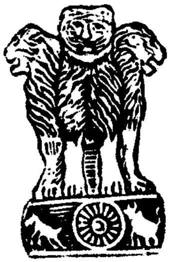

ত্রিপিটক-পর্ব সমাপ্ত।

১৫। লোক পর্ব

—:)০(:—

—অরূপ ব্রহ্মভূমি—

- নেব সঞ্ঞা না সঞ্ঞায়তন
- অকিঞ্চঞ্ঞায়তন
- বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন
- আকাসানঞ্চায়তন

—রূপ ব্রহ্মলোক—

- অকনিট্‌ঠ
- সুদস্‌সী
- আতপ্প
- অবিহ
- বেহপ্‌ফল | অসঞ্ঞসত্ত
- পরিত্ত সুভ | অপ্পমাণ সুভ | সুভ কিণ্‌হ
- পরিত্তাভ | অপ্পমাণাভ | আভস্‌সর
- ব্রহ্ম পারিসজ্জ | ব্রহ্ম পুরোহিত | মহাব্রহ্ম

—কাম সুগতি ভূমি—

- পর নিম্মিত বসবত্তী স্বর্গ
- নিম্মাণ রতি স্বর্গ
- তুষিত স্বর্গ
- যাম স্বর্গ
- তাবতিংস স্বর্গ
- চতুম্মহারাজিক স্বর্গ
- মনুষ্যলোক

—কাম দুর্গতি ভূমি—

- অসুর
- তির্য্যগ
- প্রেত
- নিরয়

লোক বলিতে কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক এই ত্রিলোককেই বুঝায়। তথায় কামলোক সুগতি ও দুর্গতি ভেদে দ্বিবিধ। কাম সুগতি

হইল—১টি মনুষ্যলোক এবং ৬টি দেবলোক। কামদুর্গতি ভূমি হইল—চতুর্বিধ অপায়। রূপলোক হইল—১৬টি রূপব্রহ্মভূমি। অরূপলোক হইল—৪টি অরূপ ব্রহ্মভূমি।

প্রতিপাদ্য বিষয়ে মনুষ্যলোক সম্বন্ধে বাদ দিয়া অন্যান্য লোক বা ভূমি সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইবে। মনুষ্যলোক সম্বন্ধে বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে, মনুষ্যদের আয়ু, বর্ণ, আহার, সুখ-দুঃখ, আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মানব মাত্রেই সুবিদিত। তদ্ধেতু আমাদের সাধারণ চর্মচক্ষুর যাহা গোচরীভূত নহে; দিব্যচক্ষুর যাহা গোচরীভূত, দেব-ব্রহ্মলোক এবং অপায় সম্বন্ধে ভগবান সর্বজ্ঞ বুদ্ধ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, অতি সংক্ষেপে তাহা এখানে বর্ণনা করা হইতেছে।

—কাম সুগতি লোক—

১। চতুর্মহারাজিক, ২। তাবতিংস, ৩। যাম, ৪। তুষিত, ৫। নির্মাণ-রতি ও ৬। পরনির্মিতবশবর্তী এই ছয়টি কামাবচর ভূমিকেই **স্বর্গ** বুঝায় প্রত্যেক স্বর্গে এক একটি দিব্য পুষ্পোদ্যান আছে। সেই উদ্যানকে **নন্দনকানন** বলে। ধার্মিক ও শীলবান মনুষ্যগণ মৃত্যুর পর ষোড়শ বর্ষীয় যুবকের অবয়বে দিব্যদেহে ঐ নন্দন কাননে হঠাৎ প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহারা মানবের ন্যায় মাতৃ-জঠরে বাস করেন না এবং মানবের ন্যায় তাঁহাদের ভূমিষ্ঠও হইতে হয় না। এইজন্য দেবগণকে **অযোনি সম্ভবা** বলিয়া কথিত হয়। দেবপুত্রগণ হঠাৎ নন্দনকাননে প্রাদুর্ভূত হইলে, তখনই স্বীয় স্বীয় পুণ্য-প্রভাবে অনুপমা দিব্যরূপ-সজ্জায় বিমণ্ডিতা বহু অপ্সরা ও সেবিকা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে পরিবেষ্টিতা হইয়া দিব্য নৃত্য-গীত-বাদ্যে তাঁহাকে অভিরমিত করে। আনন্দময়ী অপ্সরাগণ আনন্দের কলহাস্য ও দিব্য নৃত্য-গীত বাদ্য সহযোগে দেবপুত্রকে সুসজ্জিত করে দিব্যপুষ্পে-দিব্যমাল্যে ও দিব্য আভরণে। সকলেই মহা জাকজমকে দেবপুত্রকে নিয়া যায় তাঁহার পুণ্য-প্রভাবে প্রাদুর্ভূত অনুপম **বিমানে**। পুণ্যের তারতম্যানুসারে তাঁহারা দিব্য **পঞ্চকামগুণ** পরম সুখে পরিভোগ করিতে থাকেন। দেবতাদের আয়ুষ্কাল শেষ হইলে, চ্যুতির অব্যবহিত পূর্বেই তাঁহাদের নিকট নিম্নোক্ত পাঁচটি চ্যুতি-লক্ষণ প্রকট হয়। মহানুভব দেবতাগণই সেই লক্ষণ সমূহ অনুভব করিতে পারেন। ১। নন্দনকাননে উৎপত্তিক্ষণে যেই **পুষ্পমালা** গলে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা ম্লান হইয়া পড়ে। ২। **দিব্য পোষাক**-পরিচ্ছদ মলিন হইয়া যায়। ৩। দেহ হইতে **ঘর্ম** নিঃসরণ হইতে আরম্ভ করে। ৪। দিব্য **সুবর্ণ-বর্ণ-দেহ** বিবর্ণ হইয়া

পড়ে। ৫। **দেবাসনে** চিত্ত রমিত হয় না। যেই দেবতার নিকট উক্ত পঞ্চ চ্যুতি-লক্ষণ প্রকট হয়, তখন অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহাকে নন্দন কাননে নিয়া যান। সকলে তাঁহাকে বলেন—**ইতো চুতো সুগতিং গচ্ছ** "আপনি এই দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া সুগতি মনুষ্যলোকে গমন করুন"। এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহাকে পাদচারণা করাইতে থাকেন। এই পাদচারণার সময়েই তাঁহার দেহ হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়। দেবলোকে দিব্যদেহ নরদেহের ন্যায় পড়িয়া থাকে না।

সুমেরু পর্বত চক্রবালের ঠিক মধ্যভাগেই অবস্থিত। এই পর্বতরাজ সুমেরু সপ্তপর্বতে পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক পর্বতের মধ্যস্থলে সুবিস্তৃত সমুদ্র। পর্য্যায়ক্রমে সপ্ত সমুদ্র ও সপ্ত পর্বতে ঘেরা সুমেরু। এই পর্বত-বেষ্টনীর পূর্বপার্শ্বে দীর্ঘ প্রস্থে সাত হাজার যোজন বিস্তৃত **পূর্ববিদেহ** নামক মহাদ্বীপ। এখানের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল ৫ শত বৎসর। দক্ষিণ পার্শ্বে দীর্ঘপ্রস্থে ১ অযুত যোজন বিস্তৃত **জম্বুদ্বীপ**। এখানের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল অনির্দ্দিষ্ট। পশ্চিম পার্শ্বে দীর্ঘপ্রস্থে ৭ হাজার যোজন বিস্তৃত **অপরগোয়ান**। এখানের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল ৫ শত বৎসর। উত্তর ভাগে দীর্ঘপ্রস্থে ৮ হাজার যোজন বিস্তৃত **উত্তরকুরু**। এখানের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল ১ সহস্র বৎসর। সুমেরু পর্বতের উচ্চতা ৮৪ হাজার যোজন। এই পর্বতের অর্দ্ধভাগ পরিমাণ উচ্চে যুগন্ধর পর্বতের শীর্ষদেশে **চতুর্মহারাজিক** স্বর্গ অবস্থিত। যুগন্ধর পর্বতের শীর্ষদেশ-সান্নিধ্যেই চন্দ্র-সূর্য্য সুমেরুর চারিদিকে পরিক্রমণ করিয়া থাকে। **অসুর ভূমি** সুমেরুর পাদদেশে অবস্থিত।

মনুষ্যদের পঞ্চাশ বৎসরে চতুর্মহারাজিক দেবগণের এক দিবা-রাত্র। সেই দিব্য দিবারাত্রে ত্রিশদিনে মাস। সেই দিব্য বারমাসে এক বৎসর। সেই দিব্য বৎসরে চতুমহারাজিক দেবতাদের আয়ু ৫ শত বৎসর। মনুষ্যগণনায় নব্বইলক্ষ বৎসর। বিরূঢ়হক, বিরূপক্ষ, ধতরট্‌ঠ ও কুবের এই চারিজন মহারাজ এই দেবলোকের অধিপতি। এই দেবলোকে সুগতিশীল অহেতুক, দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুক ব্যক্তি এবং কোন কোন স্রোতাপন্ন ও সকৃদাগামী মানবই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই স্বর্গস্থান হইতে ৪২ হাজার যোজন উপরে **তাবতিংস** স্বর্গ।

আমাদের একশত বৎসরে "তাবতিংস" স্বর্গের এক দিবা-রাত্র। এই দিব্য দিনে-মাসে-বৎসরে তাবতিংস স্বর্গলোকবাসীদের আয়ু এক হাজার বৎসর। মনুষ্যগণনায় তিনকোটি ষাটলক্ষ বৎসর। দেবরাজ "ইন্দ্র" এই স্বর্গলোকের

অধিপতি। এই দেবলোকে দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুক পৃথগ্‌জন ও কোন কোন স্রোতাপন্ন এবং সকৃদাগামী ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাবতিংস স্বর্গ হইতে ৪২ হাজার যোজন উপরে **যাম স্বর্গলোক**। তাবতিংস স্বর্গ আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গে সংলগ্ন।

আমাদের দুইশত বৎসরে এই তৃতীয় "যাম" দেবলোকের একদিবা-রাত্র। এই দিব্য দিনে-মাসে-বৎসরে যামদেবলোকবাসীদের আয়ু দুইহাজার বৎসর। মনুষ্যগণনায় ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর। "সুযাম" নামক দেবপুত্র এই দেবলোকের অধিপতি। এই দেবলোকে দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুক পৃথগ্‌জন ও কোন কোন স্রোতাপন্ন এবং সকৃদাগামী মানবই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই স্বর্গের ৪২ হাজার যোজন উর্দ্ধে **তুষিত** স্বর্গ।

আমাদের চারিশত বৎসরে এই চতুর্থ তুষিত স্বর্গের এক দিবা-রাত্র। এই দিব্য দিনে-মাসে-বৎসরে এই স্বর্গবাসীদের আয়ু ৪ হাজার বৎসর। মনুষ্যগণনায় ৫৭ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর। "সন্তোষিত" নামক দেবপুত্র এই দেবলোকের অধিপতি। বোধিসত্ত্বগণ ও তাঁহাদের পিতা-মাতা প্রভৃতি মহাপুণ্যবান ব্যক্তিগণই এই দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এখানে দ্বিহেতুক, ত্রিহেতুক পৃথগ্‌জন ও কোন কোন স্রোতাপন্ন এবং সকৃদাগামী ব্যক্তিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই স্বর্গ হইতে ৪২ হাজার যোজন উর্দ্ধে **নির্ম্মাণরতি** স্বর্গ।

আমাদের ৮ শত বৎসরে এই পঞ্চম "নির্ম্মাণরতি" দেবলোকের এক দিবা-রাত্র। এই দিব্য দিনে-মাসে-বৎসরে এই দেবলোকবাসীদের আয়ু ৮ হাজার বৎসর। মনুষ্যগণনায় ২৩০ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর। "সুনির্ম্মিত" নামক দেবপুত্র এই দেবলোকের অধিপতি। এই দেবলোকে পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই স্বর্গের ৪২ হাজার যোজন উর্দ্ধে **পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী** স্বর্গ।

আমাদের ১৬শত বৎসরে এই ষষ্ঠ "পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী" দেবলোকের এক দিবা-রাত্র। এই দিব্য-দিনে-মাসে-বৎসরে এই দেবলোকবাসীদের আয়ু ১৬ হাজার বৎসর। মনুষ্য গণনায় ৯২১ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর। "বশবর্ত্তী" নামক দেবপুত্র এই দেবলোকের অধিপতি। এই দেবলোকে ও পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন।

—রূপ ব্রহ্ম লোক—

পরনির্ম্মিত বশবর্ত্তী দেবলোক হইতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে

প্রথম ধ্যানভূমির তিনটি ব্রহ্মলোক। যথা—**ব্রহ্মপরিসজ্জ, ব্রহ্মপুরোহিত** ও **মহাব্রহ্ম**। রূপাবচর ধ্যানের মধ্যে যাঁহারা প্রথম ধ্যান লাভ করেন, তাঁহারা গুণানুসারে উক্ত ত্রিবিধ ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। "ব্রহ্মপরিসজ্জ"বাসীর আয়ু এককল্পের তিনভাগের একভাগ। "ব্রহ্মপুরোহিত"বাসীর আয়ু অর্দ্ধকল্প এবং "মহাব্রহ্ম"বাসীর আয়ু পূর্ণ এককল্প। এই প্রথম ধ্যান-ভূমি হইতে দ্বিতীয় ধ্যান-ভূমি ৫৫ ল ৮ হাজার যোজন উপরে অবস্থিত।

পরিত্তাব, অপ্পমানাভ ও **আভস্সর** এই তিনটি ব্রহ্মলোক দ্বিতীয় ধ্যান-ভূমি। যাঁহারা রূপাবচর ধ্যানের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধ্যান লাভ করিবেন, তাঁহারা গুণানুসারে এই ত্রিবিধ ব্রহ্মভূমিতে উৎপন্ন হইতে পারিবেন। "পরিত্তাব" ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু দুই কল্প। "অপ্পমানাভ" ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু চারি কল্প। এবং "আভস্সর" ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু আট কল্প। এই দ্বিতীয় ধ্যান-ভূমি হইতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে তৃতীয় ধ্যান-ভূমি।

পরিত্তসুভ, অপ্পমানসুভ ও সুভকিণ্হ, এই তিনটি তৃতীয় ধ্যান-ভূমি। যাঁহারা রূপাবচর ধ্যানের মধ্যে চতুর্থ ধ্যান লাভ করিবেন, তাঁহারা গুণানুসারে উক্ত ব্রহ্মভূমিত্রয়ে উৎপন্ন হইবেন। "পরিত্তসুভ" ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু ১৬ কল্প। "অপ্পমানসুভ" ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু ৩২ কল্প এবং "সুভকিণ্হ" ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু ৬৪ কল্প। এই তৃতীয় ধ্যানভূমিত্রয় হইতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে চতুর্থধ্যান-ভূমি অবস্থিত।

"**বেহপ্ফল** ও **অসঞ্ঞসত্ত**" এই দুইটি ব্রহ্মলোক চতুর্থ ধ্যানভূমি। যাঁহারা রূপাবচর ধ্যানের চতুর্থ ধ্যান লাভ করিবেন, তাঁহারা "বেহপ্ফল" ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবেন। এই ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু পাঁচশত কল্প। আর যাঁহারা সংজ্ঞা বিরাগ ভাবনা করিবেন, তাঁহারা "অসঞ্ঞ" ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইবেন। এই "অসঞ্ঞ" ব্রহ্মলোকবাসীদের আয়ুও পাঁচশত কল্প। এই ব্রহ্মলোকদ্বয় হইতে অবিহ ব্রহ্মলোক ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে অবস্থিত।

১। **অবিহ** ব্রহ্মলোক– ইহাও চতুর্থ ধ্যান-ভূমি। "অবিহ" হইতে "অকণিট্‌ঠ" ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুদ্ধাবাস ভূমি। এই পাঁচটি ব্রহ্মলোকে অনাগামী ব্যক্তিগণই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। আয়ুষ্কাল পরিপূর্ণে তাঁহারা নিম্নগতি প্রাপ্ত না হইয়া সেই স্থান হইতেই নির্বাণ লাভ করেন। এই প্রথম সুদ্ধাবাস "অবিহ" ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু এক হাজার কল্প। এই ব্রহ্মলোক হইতে "আতপ্প" সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে অবস্থিত।

২। **আতপ্প** সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক—এই ব্রহ্মলোকেও অনাগামী ব্যক্তিগণই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মলোকের আয়ু দুই হাজার কল্প। ইহাও চতুর্থ ধ্যানভূমি। এই ব্রহ্মলোক হইতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে চতুর্থ ধ্যানভূমি "সুদস্স" সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক।

৩। **সুদস্স** সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক—এইখানেও অনাগামী ব্যক্তিগণই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু ৪ হাজার কল্প। এই ব্রহ্মলোক হইতে ৫৫লক্ষ ৮হাজার যোজন উপরে চতুর্থ ধ্যানভূমি "সুদস্সী" সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক।

৪। **সুদস্সী** সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক—ইহাতেও অনাগামী সত্ত্বগণই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মলোকবাসীদের আয়ু ৮ হাজার কল্প। এই ব্রহ্মলোক হইতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে চতুর্থ ধ্যানভূমি "অকণিট্‌ঠ" সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোক।

৫। **অকণিট্‌ঠ** ব্রহ্মলোক—এইখানেও অনাগামী ব্যক্তিগণই উৎপন্ন হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু ১৬ হাজার কল্প। এপর্য্যন্ত ১৬টি ব্রহ্মলোক **রূপব্রহ্ম** নামে অভিহিত হয়। এর পর চারিটি অরূপ ব্রহ্মলোকের কথা আরম্ভ হইতেছে।

—অরূপ ব্রহ্মলোক—

"অকণিট্‌ঠ" ব্রহ্মলোক হইতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে **আকাসানঞ্চায়তন** অরূপ ব্রহ্মলোক। "আকাশ অনন্ত" ভাবনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া এইব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইতে হয়। এই ব্রহ্মলোকবাসীর আয়ু ২০ হাজার কল্প। ইহার ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে **বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন** দ্বিতীয় অরূপ ব্রহ্মভূমি। মানবগণ "বিজ্ঞান অনন্ত" ভাবনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই এখানে উৎপন্ন হন। এই ব্রহ্মলোকবাসীদের আয়ু ৪০ হাজার কল্প।

উক্ত "বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন" ব্রহ্মভূমি হইতে ৫৫ লক্ষ ৮ হাজার যোজন উপরে তৃতীয় অরূপ ব্রহ্মভূমি **আকিঞ্চঞ্ঞায়তন** ব্রহ্মলোক। "আকিঞ্চন" "কিছু না, কিছু না" ভাবনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই এই ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। এই ব্রহ্মভূমিবাসীদের আয়ু ৬০ হাজার কল্প। এই ব্রহ্মভূমি হইতে ৫৫লক্ষ ৮হাজার যোজন উপরে চতুর্থ অরূপব্রহ্ম ভূমি **নেবসঞ্ঞানাসঞ্ঞায়তন** ব্রহ্মলোক। "সংজ্ঞাও নহে, অসংজ্ঞাও নহে" এই ভাবনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই এই ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। এ ব্রহ্মবাসীদের আয়ু ৮৪ হাজার কল্প।

—লোক সম্বন্ধে উপসংহার—

মনুষ্য ও স্বর্গলোককে কামসুগতি বলে। যেহেতু :—মনুষ্য ও স্বর্গলোকে উৎপন্ন সত্ত্বদের পঞ্চ কামগুণ সেবন-ইচ্ছা বশবর্তী। সুতরাং তাঁহারা পূর্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যানুসারে দিব্য পঞ্চকামসুখ ইচ্ছানুরূপ প্রচুর পরিমাণে পরিভোগ করেন। এই জন্য মনুষ্য ও স্বর্গলোককে কামাবচর কামসুগতি ভূমি বলে। উক্ত স্বর্গ ছয়টি। যথা—"চতুর্ম্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্ম্মাণরতি ও পরনির্ম্মিতবসবর্ত্তী" স্বর্গ। রূপব্রহ্মলোক ষোলটি। এতন্মধ্যে "ব্রহ্মপরিসজ্জ, ব্রহ্মপুরোহিত ও মহাব্রহ্ম" এই তিনটি প্রথম ধ্যান লাভীর স্থান। "পরিত্তাভ, অপ্পমানাভ ও আভস্সর" এই তিনটি দ্বিতীয় ধ্যান লাভীর স্থান। "বেহপ্ফল, অসঞ্ঞসত্ত, অবিহ, আতপ্প, সুদস্স, সুদস্সী ও অকণিট্ঠ" এই পাঁচটি সুদ্ধাবাস ভূমি" নামে অভিহিত। শুধু অনাগামী ফললাভী ব্যক্তিগণই ধ্যানস্তরভেদে এই পঞ্চ সুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। অরূপ ব্রহ্মলোক চারিটি। যথা—"আকাসানঞ্চায়তন, বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন, আকিঞ্চঞ্ঞায়তন ও নেবসঞ্ঞা নাসঞ্ঞায়তন।"

চারি অপায়, সপ্তবিধ কামাবচর সুগতিভূমি, ষোল প্রকার রূপ ব্রহ্মলোক, এবং চারিপ্রকার অরূপ ব্রহ্মলোক, মোট এই একত্রিশটি ভূমির মধ্যে অনাগামীর বাসস্থান পঞ্চসুদ্ধাবাসভূমি ব্যতীত অবশিষ্ট ২৬টি স্থান হইতে তৃষ্ণাক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত সকলেই জন্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই জন্ম, জরা, ব্যাধি ও চ্যুতির নিরোধ করিতে হইলে, লোকুত্তর সাধনারই প্রয়োজন।

লোক পর্ব সমাপ্ত।

—১৬ কর্ম বিভঙ্গ পর্ব ঃ—

প্রাণীদের কৃতকর্ম সমূহ সৌত্রান্তিক দেশনানুসারে (১) "দিট্‌ঠধর্ম্ম বেদনীয়ং, (২) উপপজ্জ বেদনীয়ং, (৩) অপরাপরিয় বেদনীয়ং, (৪) যগ্‌গরুকং (৫) যব্বহুলং, (৬) যদাসন্ন কম্মং, (৭) কটত্তাবাপন কম্মং, (৮) জনকং, (৯) উপথম্ভ-কং, (১০) উপপীলকং (১১) উপঘাতকং" ভেদে কর্ম একাদশ প্রকার। এখানে সকলের বোধ-সৌকর্য্যার্থ পর্য্যায়ক্রমে সংক্ষেপে প্রত্যেক কর্মের স্বরূপ বর্ণনা করা যাইতেছে।

১। **দৃষ্ট-ধর্ম বেদনীয় কর্ম**—যেই কৃতকর্ম ইহজীবনেই ফল প্রদান করিয়া থাকে, তাহাকেই "দৃষ্টধর্ম বেদনীয়" কর্ম বলে। তাহা কুশল ও অকুশল পক্ষীয় ভেদে দুই প্রকার। কুশল পক্ষে যেমন (১) রাজগৃহ নগরে **কাকবলি** নামক একজন দরিদ্র লোক বাস করিত। একদা তাহার স্ত্রী সামান্য যবাগূ ও শাক-পত্র রন্ধন করিয়াছিল। সেই দিবস **মহাকশ্যপ** স্থবির নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান-ভঙ্গের পর চিন্তা করিলেন—"অদ্য কাহার উপকার করিব।" তখন তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন—দীনহীন কাকবলিকে। যথাসময়ে তিনি ভিক্ষা-পাত্র হস্তে তাহার গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন কাকবলির স্ত্রী স্থবিরের হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণান্তর নিজদের জন্য প্রস্তুত সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জনে ভিক্ষা-পাত্র পূর্ণ করিয়া স্থবিরের হস্তে প্রদান করিল। স্থবির বিহারে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন বুদ্ধকে পূজা করিলেন। ভগবান বুদ্ধ তাহা হইতে নিজের প্রমাণমত রাখিয়া অবশিষ্ট খাদ্য পঞ্চশত ভিক্ষুকে পরিবেশন করিতে আদেশ দিলেন। পরিবেশন করা হইল। পঞ্চশত ভিক্ষু পরিপূর্ণ আহারের পরও অন্ন-ব্যঞ্জন আরও অবশিষ্ট রহিল। তখন কাকবলি তথায় উপস্থিত ছিল। সেও আহার করিল। স্থবির মহাকশ্যপ কাকবলির দানফলের কথা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান তদুত্তরে বলিলেন—সাতদিনের পর সে রাজগৃহের প্রধান শ্রেষ্ঠির পদ প্রাপ্ত হইবে।" কাকবলি এই কথা শ্রবণে আনন্দিত হইল। সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীকে এসব কথা জ্ঞাপন করিল।

সেইদিন রাজা নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন—একস্থানে একজন অপরাধীকে জীবন্ত শূলে দেওয়া হইয়াছে। শূলযন্ত্রনায় ব্যথিত ব্যক্তিটি রাজাকে দেখিয়া উচ্চস্বরে বলিল—"রাজন্, আপনার এবেলার ভোজ্যদ্রব্য দয়া করিয়া আমার জন্য প্রেরণ করিবেন। রাজখাদ্য ভোগ করিবার আমার একান্তই ইচ্ছা

হইয়াছে।” রাজা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়া অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সন্ধ্যার সময় রাজার জন্য আহার্য্য বস্তু আনিত হইল, তাহা ঐ অপরাধীর জন্য প্রেরণের আদেশ দিলেন এবং তাহা তথায় পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য একজন লোক অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তখন রাজপুরুষগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কাহাকে পাইল না। কারণ সেই মহাশ্মশানে রাত্রে যাইতে কেহ সাহস করে না। তখন অনন্যোপায় হইয়া সহস্র টাকা পুরস্কারের ঘোষণা করা হইল। এইরূপ ঘোষণা করাতে কাকবলির স্ত্রী স্বীকৃতা হইল। রাজপুরুষেরা সেই দরিদ্রের স্ত্রীকে রাজার নিকট উপস্থিত করিল। সেই সাহসীনী নারী সশস্ত্রে পুরুষ-বেশে খাদ্য-ভোজ্য লইয়া নগর হইতে বাহির হইল।

নগরের বাহিরে অত্যুচ্চ এক তালবৃক্ষ। সেই বৃক্ষে “দীঘতফল” নামক এক যক্ষ ছিল। এই পুরুষবেশ ধারিণী নারী উক্ত তালবৃক্ষের সমীপবর্ত্তিনী হইলে যক্ষ তাহাকে বিকট শব্দে বলিল—“ওগো, দাঁড়াও। আমি তোমাকে ভক্ষণ করিব”। তখন সেই নারী বলিল—“আমি রাজ-দূত। আমাকে খাইতে পারিবে না”। “তুমি কোথায় যাইবে”? “জীবন্ত শূলে আরোপিত ব্যক্তির নিকট”। “তুমি আমার একটি সংবাদ প্রচার করিতে পারিবে কি”? “হাঁ নিশ্চয়ই পারিব”। “দীঘতফল যক্ষের দেবকন্যা নাম্নী স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করিয়াছে”। এই সংবাদটুকু প্রচার করিও। আর এই তালবৃক্ষের মূলদেশে সাত কলসী ধন প্রোথিত আছে। তাহা তুমি নিয়া যাইও”। কাকবলির স্ত্রীও যক্ষের কথিতানুসারে উক্ত খবর প্রচার করিতে করিতে চলিতে লাগিল। তখন ‘সুমন দেবরাজ’ যক্ষসভায় বসিয়া ঐ প্রচার-বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন—“এই মানবটি আমাদের আনন্দদায়ক খবর প্রচার করিতেছে। তাহাকে এখানে আহ্বান কর”। তাহাকে তথায় আহ্বান করা হইল। তাহার মুখে সমস্ত সংবাদ বিশদভাবে জ্ঞাত হইয়া দেবরাজ বলিলেন—“আমাদের এই আনন্দদায়ক সংবাদ আহরণের পুরস্কার তোমাকে দিব। এই বৃক্ষের ছায়া যতদূর স্থানে পতিত হয়, ততদূর ব্যাপিয়া নিধিকুম্ভ প্রোথিত আছে। সেই নিধিকুম্ভগুলি তোমাকে দেওয়া হইল”। তৎপর কাকবলির স্ত্রী ভোজ্য-দ্রব্য লইয়া শূলারোপিত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহা তাহাকে প্রদান করিল। সে ভোজনের পর মুখ মুছিবার সময় নারী-গন্ধ পাইয়া পুরুষ-বেশধারিণী কাকবলির স্ত্রীর শিরকেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। তৎমুহূর্ত্তে সে স্বীয় কেশগুচ্ছ অসি দ্বারা ছেদন

করিয়া নিজকে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত করিল। সে যথাসময় রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদনের কথা রাজাকে নিবেদন করিল। রাজা বলিলেন—"তুমি যে ভোজ্য-বস্তু নিয়া শূলারোপিত ব্যক্তিকে ভোজন করাইয়াছ, তাহার নিদর্শন কি?" "মহারাজ, আমার কেশই তাহার একমাত্র নিদর্শন।" এই বলিয়া তাহার মস্তক রাজাকে দেখাইল এবং আনুপূর্বিক সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। পরদিবস যক্ষের পুরস্কৃত সমস্ত ধন আনাইয়া একস্থানে রাশি করা হইল। "অন্য কাহারও নিকট এত অধিক ধন নাই।" রাজা এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কাকবলিকে "ধনশ্রেষ্ঠীর" পদে অভিষিক্ত করিলেন। (২) রাজগৃহ নগরের "পূর্ণ" নামক দরিদ্র ব্যক্তি নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান হইতে উত্থিত সারীপুত্র মহাস্থবিরকে দান দিয় তদ্দিবসেই শ্রেষ্ঠীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ "বিমানবথু' গ্রন্থের "উত্তর বিমান" বর্ণনায় দ্রষ্টব্য। এই দুইটি ঘটনা "দৃষ্টধর্ম বেদনীয়" কর্মের কুশল পক্ষীয় ফল বলিয়া জ্ঞাতব্য।

(১) অকুশল পক্ষে দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্মের ফল— শ্রাবস্তীতে নন্দ নামক জনৈক গো-ঘাতক ৫০ বৎসর যাবৎ গোহত্যা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছিল। একদা সে ভোজনের সময় মাংস না পাইয়া তখনই একটি জীবন্ত গরুর জিহ্বা ছেদনান্তর প্রজ্জলিত অঙ্গারে সেকিয়া ভোজন করিল। ইত্যবসরে তাহার জিহ্বা সমূলে ভাতের থালায় খসিয়া পড়িল। তৎপর সে চিৎকার করিতে করিতে মৃত্যু বরণ করিল। পাপীষ্ঠ মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হইয়াছিল॥

(২) একদা রাত্রে নন্দ নামক এক যক্ষ তাহার এক সঙ্গী যক্ষ সহ আকাশ-পথে যাইতেছিল। তখন খোলাস্থানে সারীপুত্র মহাস্থবিরকে উপবিষ্টাবস্থায় দেখিতে পাইয়া নন্দ যক্ষ মহাস্থবিরের মাথায় আঘাত করিতে ইচ্ছা করিল। তাহার সেই কু-অভিপ্রায় সঙ্গী যক্ষকে জ্ঞাপন করিলে, সে নন্দের এই কুপ্রস্তাবে জোরে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মহাস্থবিরের মস্তকে প্রহার করিল। প্রহার করা মাত্রই নন্দযক্ষ "জ্বলিতেছি জ্বলিতেছি" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে অবীচি নরকে উৎপন্ন হইয়াছিল। কোকালিক, সুপ্রবুদ্ধ, দেবদত্ত ও চিঞ্চার ঘটনাও এতাদৃশ দৃষ্টধর্ম বেদনীয় অকুশল পক্ষীয় কর্মফল বিশেষ।

দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্মফল ইহজীবনে ফল প্রদান করিতে না পারিলে অহোসি * রূপে পরিণত হয়।

২। **উপপজ্জ বেদনীয় কর্ম**— এই "উপপজ্জ বেদনীয়" কর্ম কুশল পক্ষে অষ্টসমাপত্তি এবং অকুশল পক্ষে পঞ্চ অনন্তরিয়কর্ম † এজন্মের পরজন্মে অর্থাৎ মৃত্যুর পর ফল প্রদান করে। অষ্টসমাপত্তির মধ্যে একটিমাত্র সমাপত্তি লাভের দ্বারাও ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হওয়া যায়। যদি কেহ ইহজন্মের অবসানেই পরজন্মে বিপাকদায়ক পাঁচটি অনন্তরিয় কর্মের যে কোন একটি কর্ম সম্পাদন করে এবং সেহেতু নরকে উৎপন্ন হয়, তবে অবশিষ্ট সমাপত্তি-কর্ম "অহোসিকর্ম" রূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়।

৩। **অপরাপরিয় বেদনীয় কর্ম**— পূর্বোক্ত উভয় কর্মের মধ্যবর্তী পঞ্চ জবন চেতনাকে "অপরাপরিয়" [অপরাপর্য্য] বেদনীয় কর্ম বলে। সংসারে প্রাণীদের জন্মগ্রহণ করিবার হেতু থাকিলে, যখন অবকাশ পায়, তখনই তাহা বিপাক প্রদান করিয়া থাকে। এই কর্ম কখনো "অহোসি" হয় না। কুকুর দ্বারা শিকারী ব্যক্তি যেমন মৃগ দেখিয়া কুকুর ছাড়িয়া দেয়, কুকুর ও মৃগের পশ্চাদ্-ধাবন করিতে করিতে যেখানে সুযোগ পায়, সেখানেই মৃগকে হত্যা করে। ঠিক সেইরূপই এই অপরাপর্য্য বেদনীয় কর্মও যেখানে সুযোগ পায়, সেখানেই বিপাক দিয়া থাকে। এই কর্মের ফল হইতে কেহ অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না

৪। **যুগ্‌গরুক [গুরু] কর্ম**—কুশল এবং অকুশল কর্মের মধ্যে ছোট বড় যেইসব কর্ম আছে, তন্মধ্যে যাহা গুরুতর কর্ম, তাহাকেই "গুরু" কর্ম

---

* যেমন শিকারী মৃগ দেখিয়া শর নিক্ষেপ করিলে, তাহা যদি অব্যর্থ হয়, তবে মৃগ তথায়ই হত্যা হয়, আর যদি নিক্ষিপ্ত শর ব্যর্থ হয়, তবে মৃগ পলায়নান্তর নিরাপদ স্থানে চলিয়া যায়। এখানে অব্যর্থ শরের ন্যায়ই "দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্মের" ফল প্রদান। আর ব্যর্থ শরের ন্যায়ই "অহোসি" কর্ম। অর্থাৎ কর্ম-বিপাকের অভাব প্রাপ্তি।

† ১। মাতৃহত্যা, ২। পিতৃহত্যা, ৩। অরহত হত্যা, ৪। বুদ্ধের পাদ হইতে আক্রোশচিত্তে বিন্দুমাত্রও রক্তপাত করা, ও ৫। সঙ্ঘভেদ, এই পাঁচটি গুরুতর কর্মই "অনন্তরিয়" কর্ম। মৃত্যুর পরই অবীচি নরকে যাইতে হইবে, এবং অন্তর বা ফাঁক নাই, এই অর্থেই অনন্তর।

বলে। তাহা কুশল পক্ষে মহদ্‌গত কর্ম, আর অকুশলপক্ষে 'অনন্তরিক' কর্ম। এই গুরুকর্ম বর্ত্তমান থাকিলে, অন্যান্য কুশল-অকুশল কোন কর্মই ফল প্রদান করিতে পারে না। উক্ত গুরু কর্মের ফল ভোগ করিতেই হয়। ক্ষুদ্র পাষাণ-খণ্ড বা লৌহগুটিকা মাসেককাল ধরিয়া জলে থাকিলেও তাহা যেমন জলের উপরে ভাসিয়া উঠেনা, বরং জলের তলদেশেই থাকে, তদ্রূপ কুশলাকুশলের মধ্যে যাহা গুরু কর্ম, তাহারই ফল ভোগ করিতে হয়।

৫। **য়ব্বহুল [বহুল] কর্ম**—কুশলাকুশল কর্মের মধ্যে যাহা বহুতর কর্ম, তাহাকেই "বহুল" কর্ম বলে। তাহা দীর্ঘকাল আচরণের দ্বারা বহুত্বে পরিণত হয়। কুশলকর্ম বহুলভাবে সঞ্চিত হইলে তদ্বারা **সৌমণস্য** এবং অকুশল কর্ম বহুলভাবে সঞ্চিত হইলে, তদ্দ্বারা **চিত্ত-সন্তাপ** উপস্থিত হয়। যেমন দুইজন যোদ্ধা রণভূমিতে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তন্মধ্যে যে অধিক শক্তিশালী, সে অপর দুর্বল যোদ্ধাকে পরাস্ত করে, সেইরূপ যেই কৃতকর্ম বলবান হয়, সেই কর্মেরই ফল ভোগ করিতে হয়।

৬। **য়দাসন্ন [আসন্ন] কর্ম**—মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কুশল এবং অকুশল কর্মের মধ্যে যাহা স্মরণ করা হয়, তাহাই "আসন্ন" কর্ম নামে অভিহিত হয়। জীবনে কুশলাকুশল কর্ম বহু থাকিলেও কিন্তু মৃত্যুর পূর্বক্ষণের 'আসন্ন' কর্মই প্রথমে বিপাক প্রদান করে। যেমন বহু গরু পরিপূর্ণ গোশালার দ্বার উন্মুক্ত করা মাত্রই, দুর্বল হউক বা সবল হউক, যেই গরুটি দ্বার-আসন্নে থাকে, সেইটিই প্রথমে বাহির হয়; আসন্ন কর্মের ক্রিয়াও তদ্রূপ।

মধুঅঙ্গন নামক গ্রামে 'দ্বারিক' নামক জনৈক দ্রাবিড় বাস করিত। সে সমস্ত দিন বড়শী দ্বারা মৎস্য শিকার করিত। প্রাপ্ত মৎস্যের তিনভাগের দুইভাগ দিয়া চাউল ও দধি বিনিময় করিত। আর একভাগ রন্ধন করিত। সে এই প্রকারে ৫০ বৎসর যাবৎ জীবিকা নির্বাহ করিয়া অন্তিমে বার্দ্ধক্যের নীষ্পেষণে শর্য্যাশায়ী হইল। তাহার উত্থান শক্তি রহিত হইল। তৎকালে গিরি বিহারবাসী তিষ্য মহাস্থবির চিন্তা করিলেন—"এই দারুণ পাপী আমার বিদ্যমানে নিরয়ে উৎপন্ন না হউক"। এই মনে করিয়া তিনি দ্বারিকের গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাহার স্ত্রী স্থবিরকে দেখিয়া স্বামীকে জ্ঞাপন করিল—"ওগো, আমাদের গৃহ-দ্বারে স্থবির উপস্থিত হইয়াছেন"। দ্বারিক চিন্তা করিল—"৫০ বৎসরের মধ্যে ভুলেও কোনদিন আমি স্থবিরের নিকট যাই নাই। অথচ আমার কি গুণ দেখিয়াই স্থবির আমার নিকট আসিয়াছেন"?

এই চিন্তা করিয়া তাহার পত্নীকে বলিল—"আচ্ছা, তাঁহাকে যাইতে বল"। তখন তাহার স্ত্রী স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া, স্থবিরকে যাইতে না বলিয়া বরং একটু অপেক্ষা করিবার জন্য করযোড়ে প্রার্থনা করিল। স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—"উপাসক কেমন আছে"? প্রত্যুত্তরে বলিল—"ভদন্ত, তিনি বড়ই দুর্বল"। স্থবির তখন গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বারিককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি শীল গ্রহণ করিবে"? সে প্রফুল্ল চিত্তে বলিল—"হাঁ প্রভো, গ্রহণ করিব"। অনন্তর স্থবির ত্রিশরণ সহ **পঞ্চশীল** দিতে আরম্ভ করিলেন। পঞ্চশীল বলিবার সময় তাহার বাক্-শক্তি রোধ হইয়া গেল। স্থবির "ইহাও যথেষ্ট হইয়াছে" মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই দ্রাবিড়ও তৎমুহূর্ত্তে পরপারে যাত্রা করিয়া চতুর্মহারাজিক স্বর্গে উপস্থিত হইল। কোন্ কর্মের ফলে তাহার এই দিব্য-সম্পদ লাভ হইল"? ইহা দেবপুত্র নিরীক্ষণ করিলেন দিব্য দৃষ্টিতে। জানিতে পারিলেন—"স্থবিরের একমাত্র অনুগ্রহ"। তখন দেবপুত্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন-মানসে তৎমুহূর্ত্তে স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনান্তর দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্থবির তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"তুমি কে গো"? দেব, আমি দ্রাবিড় দ্বারিক"। "তুমি কোথায় জন্ম নিয়াছ"? "প্রভো, চতুর্মহারাজিক দেবলোকে। ভন্তে, আমি যদি সেই সময় পঞ্চশীল পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ঊর্দ্ধতন দেবলোকে উৎপন্ন হইতে পারিতাম"। "বাপু, আমি কি করিব; তুমি যে গ্রহণ করিতে পারিলে না"। সে এইমাত্র আলাপ-প্রত্যালাপান্তে স্থবিরকে বন্দনা করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। ইহা কুশল পক্ষীয় "আসন্ন" কর্মের ফল।

গঙ্গার নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামে "মহাবাচংকাল" নামক জনৈক ব্যক্তি বাস করিত। সে স্রোতাপত্তি মার্গ লাভের একান্ত ইচ্ছায় ত্রিশবৎসর যাবৎ দেহের **দ্বাত্রিংশ অশুভ** বিষয়ের ভাবনা করিয়াছিল। এই দীর্ঘকাল ভাবনা করা সত্ত্বেও কোন ফল বা ধ্যান লাভ করিতে পারিল না। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাহার অন্তরে মিথ্যা ধারণার সঞ্চার হইল। সে চিন্তা করিল—"বুদ্ধ-শাসন নৈর্বানিক নহে মনে হয়।" তাহার চিত্তে এইরূপ মিথ্যা দৃষ্টি-ভাব পোষণ করিয়া মৃত্যুর পর সে মহা-গঙ্গায় 'কুম্ভীর প্রেত' হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। একদা এই প্রেত গঙ্গার কচ্ছক নামক ঘাটে ষাটি-শকট বোঝাই পাষাণ-স্তম্ভসহ শকটের সমস্ত গরু গলাধঃকরণ করিয়াছিল, ইহা অকুশল পক্ষীয় আসন্ন কর্মের ফল।

৭। **কটত্তবাপন কর্ম** গুরু, বহুল, আসন্ন, এই তিন প্রকার কর্ম ব্যতীত অজ্ঞানতাবশে যেইসব কর্ম কৃত হয়, তৎসমুদায়ই "কটত্তাবপণ" কর্ম নামে কথিত হয়। উন্মাদ নিক্ষিপ্ত ঢিল বা দণ্ডের পতনস্থান যেমন অনির্দ্দিষ্ট, অর্থাৎ যেখানে সেখানে পতিত হয়, "কটত্তাবাপণ" কর্মের বিপাকও গুরুতর কর্মাদির অভাবে যেখানে সেখানে বিপাক দান করিয়া থাকে।

৮। **জনক কর্ম** যেই কর্ম শুধু প্রতিসন্ধিই প্রদান করিয়া থাকে, অথচ প্রবর্ত্তির [আরব্ধের] সময় কোন প্রকার বিপাক দান করে না, তাহাকে "জনক কর্ম বলে। যেমন মাতা পুত্র প্রসব করিল, কিন্তু সেই পুত্রকে পোষণ করিতে লাগিল ধাত্রী। এখানে জনক কর্ম মাতার ন্যায় প্রতিসন্ধিকারক। আর প্রবর্ত্তিতও বা জীবন-প্রবাহে আরব্ধ কর্মই ধাত্রীর ন্যায়।

৯। **উপত্তম্ভক কর্ম**—ইহা কুশল-অকুশল উভয় কর্মেই বৈস্ প্রদান করিয়া থাকে। জীব কুশল কর্মদ্বারা সুগতি-ভবে উৎপন্ন, হইলে, তথায় আবার কুশল কর্মদ্বারা পূর্বকৃত কুশল কর্মকে উপত্তম্ভিত অর্থাৎ দৃঢ় করে। তদ্দ্বারা সে বহু সহস্র বৎসর সুগতিতে সুখে অবস্থান করিয়া থাকে। আর অকুশল কর্মের দ্বারা দুর্গতিতে উৎপন্ন হইলে, তথায়ও পুনঃ পুনঃ অকুশল কর্ম সম্পাদনান্তর পূর্বকৃত অকুশলকে আরও শক্তিশালী করিয়া বহু সহস্র বৎসর চারি আপয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কুশলপক্ষীয় উপত্তম্ভক কর্ম সকল প্রকার অন্তরায় বিনাশ করে এবং অকুশল পক্ষীয় উপত্তম্ভক কর্ম বহুবিধ দুঃখবিপাক আনয়ন করে।

১০। **উপপীড়ক কর্ম**—যেই কর্ম জীবের সুখ-দুঃখে বাধার সৃষ্টি করিয়া করিয়া সেই সুখ-দুঃখকে দীর্ঘদিন ভোগ করিতে দেয় না, সেই কর্মকেই উপপীড়ক কর্ম বলে। প্রাণী কুশল কর্মের বিপাক ভোগ করিবার সময় পূর্বকৃত দুর্বল অকুশল কর্ম উপপীড়করূপে উপস্থিত হইয়া সেই সুখভোগে বাধার সৃষ্টি করে। আর অকুশল কর্মের দুঃখ-বিপাক ভোগ করিবার সময় পূর্বকৃত দুর্বল কুশলকর্ম উপপীড়করূপে উপস্থিত হইয়া দুঃখ ভোগে বাধা জন্মায়। যেমন কোন একটা প্রবর্দ্ধমান তরু বা লতার অগ্রভাগ দণ্ডাঘাতে বিচ্ছিন্ন করিলে, তাহার বর্দ্ধনে বিঘ্ন ঘটে, সেইরূপ কুশল-কর্মের-বিপাক ভোগের সময় অকুশল কর্মের বিপাক, এবং অকুশল কর্মের বিপাক ভোগের সময় কুশল কর্মের বিপাকদ্বারা উপপীড়িত হইয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।

কুশল কর্ম-বিপাক, অকুশল কর্মের বিপাককে কিরূপে বাধা প্রদান করিয়া থাকে, এখানে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত কাহিনীর অবতারণা করা হইতেছে।

রাজগৃহ নগরে "বাতকালক" নামক জনৈক ব্যক্তি ৫০ বৎসর যাবৎ চোরঘাতক কর্মে নিযুক্ত ছিল। যখন সে বার্দ্ধক্যের আক্রমণে কর্ম-শক্তি রহিত হইয়া আসিল, তখন রাজ-সরকার তাহাকে উক্ত চাকুরী হইতে অবসর প্রদান করিলেন। 'বাতকালক' যতদিন যাবৎ চোরঘাতক কর্মে নিযুক্ত ছিল, ততদিন যাবৎ একদিনও উত্তম পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান ও সুবাসিত-অসুবাসিত কোন প্রকার তৈল এবং পুষ্পমালাদি ব্যবহার করিতে পারে নাই। সে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল—"আমি দীর্ঘদিন যাবৎ জঘণ্যবেশে ও কর্মে কাল যাপন করিয়াছি। অদ্য একটু উত্তম বেশভূষা পরিধান করিব এবং উত্তম খাদ্য ভোজন করিব।" এই মনে করিয়া স্বীয় স্ত্রীকে পায়সান্ন পাক করিতে আদেশ প্রদানান্তর উত্তম বস্ত্র, জামা ও স্নানের উপকরণাদি লইয়া স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে নব-বস্ত্র, জামা পরিধান, সুগন্ধ দ্রব্য লেপন ও পুষ্পমালাদিতে সজ্জিত হইয়া উৎফুল্ল চিত্তে গৃহাভিমুখে ফিরিবার সময় সারীপুত্র মহাস্থবিরকে দেখিতে পাইল। তৎমুহূর্তে সে "আমি অতি দারুণ কর্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি। এমতাবস্থায় অদ্য এই আর্য্যকেও দেখিতে পাইলাম। সুতরাং অদ্য আমার বড়ই সৌভাগ্য।" এই মনে করিয়া মহাস্থবিরকে স্বীয় গৃহে নিয়া গেল এবং তথায় মাখন, ঘৃত, চিনি ও নানা সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত পায়সান্ন দান করিল। মহাস্থবিরও তাহার দানের অনুমোদনচ্ছলে ধর্মদেশনা করিলেন। ইহাতে সে ধর্মমতি পরায়ণ হইল। মহাস্থবির বিহারে চলিয়া যাইবার সময় বাতকালক মহাস্থবিরের পশ্চাৎ কিয়দ্দূর অনুগমন করিল। সে পুনরায় গৃহে ফিরিবার সময় এক সদ্যপ্রসূতা গাভীর আক্রমণে তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সে এই কুশল কর্মের ফলে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। তখন ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"প্রভো, চোরঘাতক অদ্য পাপকর্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া অদ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সে এখন কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে"? "ভিক্ষুগণ, সে এখন তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছে"। "ভন্তে, তবে কি পাপকর্মের ফল নাই"? "হাঁ আছে বৈ কি। তবে সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে শীলবান কল্যাণমিত্র ধর্মসেনাপতি সারীপুত্রকে দান করিয়াছে, ধর্ম শ্রবণ করিয়া ধর্মপ্রাণ হইয়াছিল। এতদ্‌ফলেই তাহার স্বর্গলাভ ঘটিয়াছে।

এবম্প্রকারে বাতকালকের সঞ্চিত কুশলকর্ম, প্রবল অকুশল কর্মের ফলকে বাধা দিয়াছিল। দুর্বল কুশল কর্মের প্রভাবে মনুষ্যজন্ম লাভ করিলেও

প্রতিসন্ধিকাল হইতেই উপপীড়ক কর্ম সর্বদা তাহাকে দুঃখ দিয়া অসাড় করিয়া দেয়। যেমন কোন কোন সন্তান-সন্ততি মাতৃ-জঠরে উৎপন্ন হওয়ার কাল হইতেই পিতা-মাতার সুখ-শান্তি তিরোহিত হয়। তাহাদের নানাপ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয়। ভোগ-সম্পত্তির পরিহানি হয়, দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমিয়া যায়। সুবাধ্য গরু প্রচণ্ড হয়, কাণা-খোড়া হয় ও সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। চাকর-চাকরাণী অবাধ্য হয়, আশানুরূপ ফসল জন্মে না। সম্পত্তি নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। এমনকি জীবিকা নির্বাহ করাও দুঃখসাধ্য হইয়া পড়ে। প্রসবের পর মাতার স্তনে বাত-ক্ষত ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হইয়া মাতাও দুঃখ ভোগ করে, সন্তানও স্তন্যপানে বঞ্চিত হয়। ইহাতে সন্তান দৈনন্দিন জীর্ণ-শীর্ণ ও বিবিধ রোগক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা **উপপীড়ক** কর্মেরই বিপাক।

১১। **উপঘাতক কর্ম**— এই কর্ম, দুর্বল কুশল-অকুশল উভয়বিধ কর্মের ফলকে বিধ্বংস বা বাধা প্রদান করিয়া স্বীয় বিপাকই প্রদান করে। এই উপঘাতক-কর্মকে 'উপচ্ছেদক' কর্মও বলা হয়। কুশল কর্মের বিপাক দানের সময় অকুশল কর্মের বিপাকদান এবং অকুশল কর্মের বিপাকদানের সময় কুশল কর্মের বিপাক দান; তাহাই উপঘাতক বা উপচ্ছেদক কর্ম বলিয়া জ্ঞাতব্য। অজাতশত্রু ও অঙ্গুলিমাল স্থবিরের কর্ম অকুশল উপচ্ছেদক কর্ম। উপপজ্জ বেদনীয় ও অপরাপর্য্য বেদনীয়, এই উভয় বিধ কর্ম, অর্হত হইলেই সমূলে বিধ্বংস হইয়া থাকে কিন্তু দৃষ্টধর্মবেদনীয় কর্মফল অর্হত্ব ফল প্রাপ্তির পরও বিপাক দিয়া থাকে। দীর্ঘায়ুষ্কর কর্মে দীর্ঘজীবী প্রাণীর পরমায়ু উপচ্ছেদক-কর্মে ছেদন করে। যেমন কোন ব্যক্তি দূরগামী শর নিক্ষেপ করিল। অপর একব্যক্তি তৎমুহূর্ত্তেই এমন একটি শর নিক্ষেপ করিল যে—তাহার আঘাতে পূর্বশরের গতি রোধ হইল। উপচ্ছেদক কর্মের ক্রিয়াও ঠিক এইরূপই বুঝিতে হইবে। চোরের আঘাতে, ব্যাঘ্র-কুম্ভীরাদির আক্রমণে, বজ্রপাত অথবা বৃক্ষ হইতে পতন ইত্যাদি আকস্মিক দুর্ঘটনায় যেই মৃত্যু, তাহাই উপচ্ছেদক কর্মের বিপাক।

কৃত সদাসদ্ কর্মের বিপাক দানের স্থান—কায়িক-বাচনিক ও মানসিক কুশলাকুশল কর্ম এখানে বা ওখানে কোথায় স্থিত আছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখান যায় না। যেমন বৃক্ষ-লতা ফলবতী হইবার পূর্বে ফল-ফুল যে বৃক্ষের কোন্ স্থানে আছে, শিকড়ে না কাণ্ডে, শাখায় না প্রশাখায়, তাহা যেমন নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না; সেইরূপ কৃতকর্মের ফলও যে কোন্‌খানে থাকে, তাহা নির্দ্দিষ্ট

করিয়া বলা যায় না। কর্ম-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন এবং কর্ম-ফল অচিন্তনীয়। তদ্ধেতু কৃতকর্মের ফল এখানে বা ওখানে বা কোথায় আছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখান সম্ভব নহে।

কুশল ফল প্রবর্দ্ধমানের প্রমাণ—পাপকর্ম কৃত হইলে, "আহাঃ, আমার দ্বারা পাপকর্ম কৃত হইয়াছে" এইরূপ যতই চিন্তা করে, ততই অনুতাপ উৎপন্ন হয়। এই অনুতাপ হেতু পাপ বৃদ্ধি হইতে পারে না। কিন্তু পুণ্য কর্ম কৃত হইলে, চিত্ত প্রমোদিত হয়। প্রমোদিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীত ব্যক্তির দেহ প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ে সুখ অনুভূত হয়। সুখীর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। সুতরাং সমাহিত চিত্তে সকল বিষয় যথাযথ জ্ঞাত হওয়া যায়। এই হেতু পুণ্য বর্দ্ধিত হয়। একটি জলাধারের একপথে জল প্রবেশ করিয়া অন্য পথে বাহির হইতে থাকিলে, জলাধারের জল যেমন কমিতে পারে না, তদ্রূপ কুশল কর্মীর কুশল-ফল সর্বদা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। যে হেতু ঃ—কুশল কর্ম করিয়া তাহা উৎফুল্ল-মনে চিন্তা করে। সেই কুশল চিন্তার দ্বারা কুশল বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হস্ত-পদ ছিন্ন জনৈক ব্যক্তি একটি পদ্মের তোরা বুদ্ধকে পূজা করিয়া ৯১ কল্প দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ইহাতেও সম্যক্ প্রতীয়মান হয় যে, পুণ্য **প্রবর্দ্ধনশীল** এবং পাপ **অবর্দ্ধনশীল**।

অজ্ঞানকৃত পাপের বিপাকই অধিক—যাহারা না জানিয়া বা অজ্ঞানে পাপ কর্ম করে, তাহাদের পাপ অধিক হয়। অবোধ না জানিয়া জলন্ত লৌহ-গোলক গ্রহণ করিলে দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়। বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জানিয়া সাবধানে তাহা গ্রহণ করিলে দগ্ধ হয় না। না জানিয়া বা অজ্ঞান-কৃত পাপকর্মের ফল যে অধিক হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ।

নারকীয় সত্ত্বার নিরয়াগ্নিতে ভস্ম বা মৃত্যু না হওয়ার কারণ—প্রাকৃতিক অগ্নি হইতে নিরয়াগ্নির তাপ যে কত অধিক তাহা নিম্নোক্ত উপমায় জ্ঞাতব্য। অগ্নিতে ক্ষুদ্র একখণ্ড পাষাণ সমস্ত দিন দগ্ধ করিলেও তাহা ভস্ম হয় না। কিন্তু, পর্বতপ্রমাণ পাষাণ-খণ্ড নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পাপকর্ম-ফলে জীবগণ নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইলেও তাহাদের মৃত্যু হয় না। ইহার কারণ, যতদিন তাহাদের ফলভোগের সমাপ্তি না হইবে, ততদিন তাহাদের মৃত্যু ঘটিতে পারে না। ইহা নরকের ধর্মতা।

ময়ূর, উটপাখী ও কপোতাদি পক্ষী সমূহ শক্ত পাষাণ কঙ্করাদি গলাদকরণ করিয়া তাহাদের ধর্মতানুসারে তাহা জীর্ণ করে। কিন্তু উহাদের জঠরস্থ কোমল ডিম্ব-ত জীর্ণ হয় না। সুকোমল দেহ বিশিষ্টা নারীগণ মাংসাদি বিবিধ শক্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া তাহা জীর্ণ করে। কিন্তু, তাহাদের উদরস্থ সন্তান জীর্ণ হয় না। ইহার কারণ এই যে— ডিম্ব ও সন্তানের কর্মাধিক্য হেতু মাতৃজটরাগ্নিতে ডিম্ব ও সন্তান জীর্ণ হয় না। তদ্রূপ অকুশল কর্মাধিক্যতা বিধায় নিরয়-গর্ভেও কল্পকাল দগ্ধ-বিদগ্ধ হইলেও নারকীর মৃত্যু হয় না।

ক্ষমা প্রার্থনা কর্ম—ক্রোধান্ধ ব্যক্তি পিতা, মাতা, চৈত্য, বোধিদ্রুম ও প্রব্রজিতের প্রতি কোনও প্রকার অপরাধ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে যদি তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে কৃতকর্মের বিপাক "অহোসি" কর্মে পরিণত হয়। সুতরাং ইহাতে আর স্বর্গ মোক্ষের কোনই অন্তরায় ঘটে না।

এক সময় সোরেয়্য শ্রেষ্ঠীর পুত্র স্বায় বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিবার উদ্দেশ্যে নদীতে যাইতেছিলেন। পথে দেখিতে পাইলেন মহাকচ্চায়ণ স্থবিরকে। তিনি নদীতে স্নান করিয়া দেহ শুকাইবার জন্য খোলা গায়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার শরীর ছিল সোনার বরণ। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রেষ্ঠীপুত্রের কামচিত্ত উৎপন্ন হইল। তিনি চিন্তা করিলেন—"অহো, ইনি যদি আমার স্ত্রী হইত, আর কথাই ছিল না।" এইরূপ চিন্তা করা মাত্রই তিনি নারীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। নারী-সুলভ সর্বধর্মের প্রাদুর্ভাব হইল। ইহাতে তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখীত ও লজ্জিত হইলেন। এই হেতু তিনি পলায়ন করিলেন। তক্ষশীলার জনৈক শ্রেষ্ঠীপুত্র তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। সুতরাং উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। বিবাহের পর কালক্রমে তাঁহার গর্ভে দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। সোরেয়্য নগরেও তাঁহার ঔরষজাত দুইটি সন্তান ছিল। এক সময় সোরেয়্য শ্রেষ্ঠীপুত্রের সেই বন্ধু পঞ্চশত শকট পণ্য দ্রব্য বোঝাই করিয়া বাণিজ্য উদ্দেশ্যে তক্ষশীলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় ঘটনাক্রমে দেখা হইল বন্ধুর সঙ্গে। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন, পুরুষ স্ত্রীত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সকল কথা শুনিলেন। অবস্থা কি, তাহাও বুঝিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাকচ্চায়ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছ?" "না, করি নাই।" "ক্ষমা

প্রার্থনা করিতে হইবে।" যথাসময়ে স্থবিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হইল। স্থবিরও ক্ষমা দিলেন। তৎমুহূর্ত্তেই তিনি পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তিনি স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি অরহত্ব ফল লাভ করিয়া সর্বদুঃখের অবসান করিলেন।

দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা না করার পরিণাম—রাজগৃহ নগরে "বর্ষকার" নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি মহাকচ্চায়ণ স্থবিরকে গৃধ্রকূট পর্বত হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া "ইনি-ত বানরের ন্যায়" এইরূপ কটূক্তি করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণের এইকথা পরম্পর জানিতে পারিয়া বলিলেন—"বর্ষকার ব্রাহ্মণ যদি অপরাধ স্বীকার করিয়া কচ্চায়ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, উত্তম। যদি না করে, তাহা হইলে মৃত্যুর পর বানর হইয়া এই বেণুবনেই বিচরণ করিবে।" বর্ষকার পরম্পরের নিকট বুদ্ধের এই ভবিষ্যৎ বাণী শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন—"সর্বজ্ঞ বুদ্ধের বাক্য অন্যথা হয় না। যাহা বলেন তাহাই হয়।" তিনি অভিমানবশে স্থবিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না। "বানর হইলে খাইতে পারিব," মনে করিয়া অতি যত্নে বেণুবনে নানাবিধ ফলের বৃক্ষ রোপণ করিতে লাগিলেন। তিনি যথাকালে মৃত্যুর পর বেণুবনে বানর হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহার রোপিত সেই বাগানের ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। তখনও তাহাকে বর্ষকার বলিয়া আহ্বান করিলে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। এই ঘটনাই সম্যক্ বুঝা যায় যে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে স্বর্গ-মোক্ষের অন্তরায় ঘটে।

চেতনানুসারে কায়-বাক্য কর্মের তারতম্যতা— প্রদুষ্ট চিত্তে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া নিজকে প্রিয় করিবার ইচ্ছায় যে সমস্ত বাক্য বলা হয়, তাহাই পিশুন বাক্য। এই পিশুন বাক্য দ্বারা যাহাদের ভেদ সৃষ্টি করে, তাহাদের গুণানুসারে পাপেরও তারতম্য হইয়া থাকে। সদ্‌গুণীদের বিচ্ছেদ ঘটাইলে অধিক পাপ হয় এবং অল্পগুণী বা হীন ব্যক্তিদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইলে অল্প পাপ হইয়া থাকে।

পরুষ বাক্যের তারতম্য— পরের মর্ম-ভেদী বাক্য প্রয়োগ করার নাম পরুষ বাক্য। এক সময় কোন এক বালক মাতার নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া অরণ্যে যাইতেছিল। মাতা ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিল— "রে দুষ্ট, তোকে অরণ্যে প্রচণ্ড মহিষ আক্রমণ করুক।" মাতার অভিশপ্ত বালক

অরণ্যে প্রবেশ করা মাত্রই তাহার সম্মুখে এক প্রচণ্ড মহিষ আসিয়া উপস্থিত হইল। বালক তখন আত্মরক্ষার কোনই উপায় না দেখিয়া "আমার স্নেহময়ী মাতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই অন্তরের কথা নহে।" এই সত্যক্রিয়া প্রভাবে এই দারুণ মহিষ দমিয়া যাউক।" এই বলিয়া সত্যক্রিয়া করিল। বালকের সত্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহিষ দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এই কাহিনী হইতেই বুঝা যায় যে,— সরল ও অপ্রদুষ্ট চিত্তে হিতকামী হইয়া কর্কশ বাক্য ভাষণ করিলেও তাহা পরুষ বাক্যের মধ্যে পরিগণিত হয় না। কখন কখন পিতা-মাতা পুত্রকে "চোরগণ তোকে বাঁধিয়া খণ্ড খণ্ড করুক, হত্যা করুক।" এইরূপ বলিয়া থাকে। অথচ ছেলের দেহে সামান্য কোমল পত্র পতিত হইলেও তাহাদের চিত্তে দুঃখানুভব করে। সেইরূপ আচার্য্য-উপাধ্যায়গণও কখন কখন শিষ্যদিগকে "এই নির্লজ্জ, দুর্বিনীত শিষ্যদের দ্বারা কি হইবে? ইহাদিগকে কঠোর শাস্তি দাও।" এইরূপ আদেশ করেন বটে, কিন্তু ধর্ম-বিনয়ে শিষ্যদের উন্নত জীবন দেখিবার জন্য গুরু সর্বদা উদ্‌গ্রীব থাকেন। সরল ও হিতকামনায় ভাষিত পরুষবাক্য, পরুষ বাক্যের মধ্যে গণ্য হয় না। তবে প্রদুষ্ট চিত্তে ভাষিত মৃদুবাক্যও পরুষ বাক্যে পরিগণিত হয়; যেমন— বধ করিবার ইচ্ছুক হইয়া "তুমি এখানে সুখে শয়ন কর, মিষ্টি খাও, ভাত খাও।" ইত্যাদি মিষ্টি বাক্য বলিলেও তাহা পরুষ বাক্যে পরিগণিত হয়। ইহাও যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, তাহাদের গুণানুসারে পাপ পূর্বোক্ত নিয়মে গুরু-লঘু হইয়া থাকে।

সম্প্রলাপ হিতোপদেশ বিহীন অনর্থ জ্ঞাপক রাজকথা, চোর কথা, যুদ্ধকথাদি বলাকে সম্প্রলাপ বলে। সেই সম্প্রলাপে উৎসাহিত হইয়া অল্প অনর্থ জনক কাজ করিলে অল্পদোষ এবং বহু অনর্থ জনক কাজ করিলে, বহু দোষ হইয়া থাকে।

অভিধ্যা— পরের সম্পত্তির প্রতি বিষম লোভ করাকে "অভিধ্যা" বলে। ইহাতেও পর সম্পত্তির অল্পত্ব-বহুত্ব হিসাবে পাপ সঞ্চয় হইয়া থাকে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর গুণানুসারে দোষেরও বেশ-কম হয়। পর বস্তুতে লোভ উৎপন্ন হইলেও "ইহা আমার হউক" এই স্বার্থসিদ্ধি বা নিজস্ব করিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত একরূপ পাপ, আত্মসাৎ করার পর অন্যরূপ পাপ হইয়া থাকে।

ব্যাপাদ— প্রদুষ্ট চিত্তে পরের হিত-সুখ অথবা হিত-সুখের মূল রুদ্ধ বা ধ্বংস করার চেষ্টাকে "ব্যাপাদ" বলে। ইহার ফলও পূর্বোক্ত নিয়মে গুণানুসারে বেশ-কম হইয়া থকে। ক্রোধবশে "এই ব্যক্তি বিনাশ হউক," এই বলিয়া যাবৎ তাহার অনিষ্ট চিন্তা না করিবে, তাবৎ কর্মফল কার্য্যকরা হইবে না।

মিথ্যা দৃষ্টি— কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস না রাখিয়া, যথাযথ ধারণার অভাবে বিপরীত দর্শন বা চিত্ত ভাবকে "মিথ্যা দৃষ্টি" বলে। অনিয়ত মিথ্যা দৃষ্টি ব্যক্তিদের দোষ অল্প এবং নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিদের দোষ অধিক হইয়া থাকে।

কর্ম-বিভঙ্গ পর্ব সমাপ্ত।

১৭। নিরয়-পর্ব ?

নহি ধম্মো অধম্মো চ উভো সম বিপাকিনো।

অধম্মো নিরয়ং নেতি ধম্মো পাপেতি সুগতিং॥

বঙ্গার্থ— ধর্ম এবং অধর্ম এই দুইটি সমফল দায়ক নহে। কারণ অধর্ম নিরয়ে নিয়া যায় এবং ধর্ম সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত করায়।

বিজ্ঞানবিদ সর্বজ্ঞ বুদ্ধ পৃথিবীর, স্থূলত্ব দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার যোজন বলিয়া নির্ণয় করিয়াছে/। এতন্মধ্যে ১২ অযুত যোজন **শিলা** পৃথিবী, তদুপরি ১২ অযুত যোজন **পাংশু** পৃথিবী শিলা পৃথিবীর, উপরে '**অবীচি** মহানিরয়' অবস্থিত। এই অবীচি মহানিরয় সহ মহানিরয় মোট আটটি যথা ঃ—

সঞ্জীবো কালসুত্তো চ সঙ্ঘাতো রোরুবো তথা,

মহারোরুবো তাপো চ পতাপো চ অবীচিংচাতি॥

প্রত্যেকটি মহানিরয় এক একটা হইতে ১৫ হাজার যোজন উপরে অবস্থিত। সর্বোপরি অবস্থিত "**সঞ্জীবো**" নামক প্রথম নিরয়ের ১৫ হাজার যোজন উর্দ্ধে মনুষ্য ভূমি।

—নিরয় সমূহের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ বর্ণনা—

উক্ত আটটি মহানরক চারিকোণ ও চারিদ্বার বিশিষ্ট। প্রত্যেক মহা-নরকের চারিপার্শ্বে, নীচে ও উপরে লৌহ-প্রাচীরা পরিবেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাচীর ৯ শত যোজন হিসাবে উচ্চ এবং ৯ যোজন পরিমাণে পুরু। প্রত্যেক নরক দীর্ঘ-প্রস্থে এক শত যোজন। এই মহানরকের সমস্ত প্রাচীর, ছাদ ভূমিপ্রদেশ সর্বদা প্রজ্জ্বলিত পাথুরী কয়লার ন্যায় দাউ দাউ করিয়া সুতীব্র তেজোময় অগ্নিতে জ্বলিতে থাকে। প্রত্যেক মহানিরয়ের প্রত্যেক পার্শ্বে চারিটি চারিটি "**উস্সদ**" নিরয় আছে। এই হিসাবে একটি মহানিরয়ে ১৬ টি উস্সদ-নিরয় এবং আটটি মহানিরয়ের চতুপার্শ্বে সর্বমোট ১২৮ টি "**উস্সদ**" নিরয় আছে।

—উস্সদ নিরয় সমুহের নাম—

"বেতরণী, পচ্ছন, সুনখ, সজ্যোতিঃ, অঙ্গারকাসু, ১ম লৌহ-কুম্ভি, ২য় লৌহ-কুম্ভি, পহুত সলিলা, সেলময়, সনাপণ, মীলূহপিণ্ড, অসুচীরহদ, বলি-

সবিষ্ম, অয়পক্কত, অয়মুগ্গর, সিম্বলী ও পচ্চনক।" এই সমস্ত উস্‌সদ নরকের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা পরে দেওয়া হইবে।

পৃথিবীতে যাহারা মহাপাপী, কোন কোন সময় তাহাদিগকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য যমদূতগণ এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে। যেমন শ্রদ্ধাবান **নন্দিক** বণিকের পাপীষ্ঠা স্ত্রী **রেবতীকে** নিয়া গেল। এতদ্ব্যতীত অন্য ন্য পাপীগণ মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই উস্‌সদ নিরয়ের পার্শ্বে নারকীয়-দেহ ধারণ করিয়া উৎপন্ন হয়। তখন যমদূতগণ তথায় উপস্থিত হইয়া পাপীকে যমরাজের নিকট নিয়া যায়। ইত্যবসরে, পূর্বকৃত সামান্য পুণ্যও যদি থাকে তাহা স্মরণ করিতে পারিলে, কিছু কালের জন্য নরক-দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। নিরয়পালগণ এবং যমরাজ স্বয়ং নারকীদিগকে কৃতপুণ্য স্মরণ করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কারণ পাপীদিগকে তাহারা দুঃখ দিতে অনিচ্ছুক। যেমন বিচারকের ইচ্ছা নহে—মানুষকে ফাঁসি দিবার। তাঁহারা কেবল আইন প্রকাশ করেন মাত্র। যমরাজ ও নিরয়পালগণ বৈমানিক প্রেতরূপে কর্মফল ভোগ করিবার নিমিত্তই নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু নিরয়ে বাস করা তাহারাও দুঃখ মনে করে। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য এখানে সর্বজ্ঞ বুদ্ধের শ্রীমুখ-নিঃসৃত দেবদূত সূত্রের সঠিক অনুবাদ দেওয়া হইল।

—দেবদূত সূত্র—

ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর অনাথ পিণ্ডিক নির্মিত জেতবন বিহারে অবস্থান করিবার সময় একদা তিনি ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন— "হে ভিক্ষুগণ, মনে কর দুই গৃহের মধ্যস্থলে কোন চক্ষুষ্মাণ পুরুষ স্থিত হইলে— সে যেমন দেখিতে পায়, কোন্ গৃহে কে প্রবেশ করিতেছে এবং কে বহির্গত হইতেছে। আরও দেখিতে পায়, গৃহে প্রবিষ্ট ব্যক্তির ইতস্ততঃ বিচরণ, উপবেশন ও কার্য্য-কলাপ। আমিও সেইরূপ লৌকিক লোকুত্তরের সন্ধি-পথে অবস্থান করিয়া মানব-চক্ষের অতীত বিশুদ্ধ দিব্য-চক্ষে সম্যকরূপে দেখিতে পাই— প্রাণীদের অবস্থা ও গতি। কোন্ কর্মে কোন্ প্রাণী হীন ও শ্রেষ্ঠ হয়, সুশ্রী ও বিশ্রী হয়, সুগতি ও দুর্গতি পরায়ণ হয়, কার কখন মৃত্যু হইতেছে, মৃত্যুর পর কে কোথায় জন্ম নিতেছে এবং উৎপত্তিস্থলে কে কিরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে।

ইহাও আমি বিশেষভাবে দেখিতেছি যে—ইহজগতে মানবগণ কায়-বাক্য-মনে ত্রিরত্নের আশ্রয়ে কুশল কর্ম সম্পাদন করিয়া স্বর্গে ও মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিতেছে। আর যাহারা পাপী, মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ, আর্য্য-নিন্দুক ও মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরুবর্গের সেবা-পূজা করে না, অগৌরব করে, তাহারা মৃত্যুর পর নরক, প্রেত, অসুর ও পশু-পক্ষীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দারুণ-দুঃখ ভোগ করিতেছে।

পাপী নিরয়ে গমন করে। নিরয়পাল তাহাকে যমরাজের নিকট নিয়া যায়। যমরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—"ওহে, তুমি এত পাপকার্য্য করিলে কেন?" তখন পাপী বলে—"ধর্মাবতার, আমি বুঝিতে পারি নাই। তখন যমরাজ বিস্ময়ের স্বরে বলে—কি আশ্চর্য্য! তুমি কি "প্রথম দেবদূতের দর্শন পাও নাই!" "কৈ ধর্মরাজ, আমি ত কোনও দেবদূতকে দেখি নাই!" কেন? তুমি কি মানবকুলে দুগ্ধপোষ্য উত্তানশায়ী শিশুকে স্বীয় মল-মূত্রে লিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখ নাই? 'হাঁ তা-ত দেখিয়াছি প্রভো।" "তাহাকে দেখিয়া তুমি কি চিন্তা কর নাই? এই শিশু পূর্বজন্মস্থান হইতে মৃত্যুর পর মানবকুলে জন্ম নিয়াছে, তুমিও যে সে জন্ম-মৃত্যুর হাত এড়াইতে পার নাই। তুমিও মরিবে, আবার জন্ম নিবে; তা কি চিন্তা কর নাই?" "তাহা ভুল হইয়াছে প্রভো।" তুমি পাপ সঞ্চয় কালে এরূপ চিন্তা করিয়াছ কি? আমার পাপ আমাকেই ভোগ করিতে হইবে, মাতা-পিতা-স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজন জগতে এমন কেহ নাই যে, আমার এই পাপের অংশ গ্রহণ করিবে অথবা আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া লইবে।" "ধর্মাবতার, আমার ভুল হইয়াছে।" "তুমি প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া পুণ্যার্জ্জনে ভুল করিয়াছ অথচ পাপ কার্য্য করিতে ছাড় নাই। প্রাণী মাত্রেই কর্মাধীন, তোমার অর্জ্জিত কর্ম তুমিই ভোগ করিবে।"

মৃত্যুরাজ পুনরায় বলেন—"ওহে, তুমি দ্বিতীয় দেবদূতের দর্শন পাইয়াছিলে কি?" "না প্রভো, আমি-ত সেরূপ কাহাকেও দেখি নাই।". "কেন, তুমি কি জরা-জীর্ণ যষ্টি পরায়ণ বৃদ্ধ, দন্তহীন, পক্ককেশ, লোলচর্ম, বার্দ্ধক্য পীড়িত ব্যক্তি দেখ নাই?" "হাঁ ধর্মাবতার দেখিয়াছি।" সেরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়া তুমি কি চিন্তা কর নাই? আমিও একদিন এরূপ বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হইব, জরায় জীর্ণ হইলে কোনও পুণ্য কাজ সম্পাদন করিতে পারিব না সুতরাং সময় থাকিতে কায়িক-বাচনিক-মানসিক কুশল সম্পাদন করা প্রয়োজন।" "ধর্মরাজ, তাহা

আমার ভুল হইয়াছে।" "তুমি ভুলে প্রমাদে কুশল না করিয়া পাপই করিয়াছ, তজ্জন্য-ত কেহ দায়ী হইবে না, তোমার মাতা-পিতাই বল অথবা স্ত্রী-পুত্রই বল, জগতে কেহই তোমার পাপের ভাগী হইবে না। তোমার কর্মফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে।

যমরাজ পাপীকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে, তুমি মনুষ্যলোকে তৃতীয় দেবদূতের দর্শন পাইয়াছিলে কি?" "না দেব, আমি দেখি নাই।" তুমি মনুষ্যদের মধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত-দুঃখীত স্ত্রী-পুরুষকে শায়িতাবস্থায় স্বীয় মলমূত্রে লিপ্ত এবং অপরের সাহার্য্যে উঠিতে-বসিতে ও পথ্যাদি সেবন করিতে কি দেখ নাই?" "হাঁ দেব, তাহা-ত দেখিয়াছি।" "ওহে তখন তুমি বুদ্ধি প্রাপ্ত এবং বৃদ্ধ হইয়াও কি এরূপ চিন্তা কর নাই?—"আমিও ব্যাধি-ধর্মপরায়ণ. ব্যাধি-ধর্মকে অতিক্রম করিতে পারি নাই; সুতরাং নিশ্চয়ই আমি কায়-বাক্য-মনে কল্যাণ ধর্ম আচরণ করিব"। "দেব, প্রমাদবশে তাহা করিতে সক্ষম হই নাই"। "ওহে, তুমি প্রমাদবশে কায়-বাক্য-মনে কল্যাণ ধর্ম আচরণ কর নাই; অথচ পাপ কার্য্য করিতে ছাড় নাই সুতরাং তুমি প্রমাদবশে যাহা পাপকর্ম করিয়াছ, তাহা তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতী, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দেবতা কেহই তোমার পাপের অংশ নিবে না, তোমাকেই এই পাপের বিপাক ভোগ করিতে হইবে।

যমরাজ তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—"হে পুরুষ, তুমি মনুষ্যলোকে চতুর্থ দেবদূতের দর্শন পাইয়াছ কি?" না দেব, তাহা-ত আমি দেখি নাই।" "কি আশ্চর্য্য: মনুষ্যদের মধ্যে চোরকে ধরিয়া রাজ-পুরুষগণ রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে কি তুমি দেখ নাই?" "হাঁ দেব, দেখিয়াছি" "ওহে, তখন ৮-- বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন বৃদ্ধ হইয়াও কি এরূপ চিন্তা কর নাই? "জগতে যাহারা পাপ কর্ম করে, তাহাদিগকে ইহলোকেই এরূপ বিবিধ শাস্তি প্রদান করে, পরলোকের কথাই বা কি? নিশ্চয়ই আমি কায়-বাক্য-মনে কল্যাণ কর্ম সম্পাদন করিব"। "দেব, তাহা আমি প্রমাদবশে আচরণ করি নাই"। ওহে, তুমি প্রমাদবশে কল্যাণ ধর্ম আচরণ কর নাই অথচ পাপ কার্য্য করিতে ছাড় নাই। প্রমাদিত হইয়া যে সমস্ত পাপ কর্ম করিয়াছ, সেই পাপ তুমিই করিয়াছ, অন্যে নহে। তদ্ধেতু তুমিই ইহার বিপাক ভোগ করিবে।

যমরাজ পাপীকে আবার জিজ্ঞাসা করেন—"ওহে, তুমি মনুষ্যলোকে পঞ্চম দেবদূতের দর্শন পাইয়াছিলে কি"? "না দেব, তাহা আমি দেখি নাই"।

"তুমি মনুষ্যলোকে কোন স্ত্রী বা পুরুষের মৃতদেহ কি দেখ নাই? যেই মৃতদেহ একদিন, দুইদিন, অথবা তিনদিন পরে ভস্ত্রার ন্যায় স্ফীত হইয়া অতিশয় বিশ্রী দেখাইতেছে। মৃতদেহের মাংসবহুল স্থানে রক্তবর্ণ, পুঁজ সঞ্চিত স্থানে শ্বেতবর্ণ এবং দেহের অন্যান্য স্থানে নীল-বস্ত্রাবৃতের ন্যায় দেখা যায়? যেই মৃতদেহে ভীষণ দুর্গন্ধ পুঁজ বাহির হইতেছে"? "হাঁ দেব, দেখিয়াছি"। "ওহে, তখন তুমি বৃদ্ধ হইয়াও কি এরূপ চিন্তা কর নাই—"আমিও মরণ ধর্মপরায়ণ; মরণ ধর্ম অতিক্রম করিতে পারি নাই; সুতরাং আমি কায়-বাক মনে কল্যাণ ধর্ম আচরণ করিব"? "দেব, তাহা আমি প্রমাদবশে চিন্তা করিতে সক্ষম হই নাই।ওহে তুমি প্রমাদবশে কল্যাণ ধর্ম আচরণ কর নাই অথচ পাপ কার্য্য করিতে ছাড় নাই, তুমি যেই পাপ কর্ম করিয়াছ, তাহার বিপাক তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে।

যমরাজ পাপীকে এইরূপে পঞ্চম দেবদূত সম্বন্ধে প্রকাশ করার পর নিরব হন; তখন নিরয়পালগণ পাপীর দুই করতলে দুইটি, দুই পদতলে দুইটি এবং বক্ষস্থলে একটি তাল-বৃক্ষ প্রমাণ প্রজ্জ্বলিত লৌহ-শূল বিদ্ধ করিয়া আবদ্ধ করে। এই **পঞ্চবন্ধনে** আবদ্ধ হইয়া নারকী বর্ণনাতীত দুঃসহ দুঃখ-বেদনা অনুভব করিতে থাকে। পাপকর্মের বিপাক শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাতেও তাহার মৃত্যু ঘটে না।

—নারকীদের দেহের প্রমাণ—

নিরয়ে কোন কোন নারকীর দেহ ৩ মাইল ৩২০ গজ, কাহারো অর্দ্ধ যোজন, আর কাহারো শতযোজন দীর্ঘ হয়, তদুপযোগী শরীরও বড় হইয়া থাকে। **দেবদত্তের** দেহ একশত যোজন দীর্ঘ হইয়াছে। নারকীদের সর্বদেহ পক্ক বিস্ফোটকের ন্যায় সর্বদা তীব্র বেদনাময় হয়। এই জন্য তাহারা সামান্য স্পর্শেও মহাদুঃখ অনুভব করে। নিরয়পালগণ প্রথমে নারকীকে উক্তরূপে পঞ্চবন্ধনে বাঁধিয়া শয়ন করায়। তৎপর কুঠারী ও তক্ষনী দ্বারা কাষ্ঠের ন্যায় চারিপাট, আটপাট করিয়া তক্ষণ করে। তদনন্তর তাহাকে উৎকট নারকীয় অগ্নি-সন্তাপে সন্তপ্ত করে এবং উর্দ্ধপাদ-অধোশিরে স্থাপন করিয়া খরশান তক্ষনী দ্বারা তক্ষণ করে। ইহার পর তাহাকে প্রকাণ্ড রথে জুড়িয়া প্রজ্জ্বলিত সজ্যোতিঃভূত লৌহ-পৃথিবীতে তাহার দ্বারা এদিক ওদিক টানাইতে থাকে। এইরূপে দীর্ঘদিন কষ্ট দেওয়ার পর সুতীব্র জলন্ত অঙ্গার-পর্বতে উঠা-নামা করাইতে থাকে। তৎপর উক্ত পর্বত হইতে নামাইয়া প্রজ্জ্বলিত ও সজ্যোতিঃভূত তপ্ত-তৈল পূর্ণ লৌহকুম্ভীতে পাদদ্বয়ে ধরিয়া অধোশিরে নিক্ষেপ করে। তখন তথায় সে প্রচণ্ড উত্তাপে পক্ক হইতে ফেন-বুদ্বুদের ন্যায় একবার

লৌহকুম্ভীর তলদেশে, ঊর্দ্ধদেশে, একবার এপাশে, একবার ওপাশে যাইতে যাইতে তীব্র দুঃখ-বেদনা ভোগ করিতে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত নারকীদের পাপ-বিপাক ক্ষয় না হয়, ততদিন যাবৎ তাহাদের মৃত্যু হয় না। ঈদৃশ তীব্র দুঃখ-বেদনা ভোগের পরও নিরয়পালগণ পুনরায় নারকীদিগকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ করে।

—মহানিরয়ের স্বরূপ—

মহানিরয় চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। তাহা প্রজ্জ্বলিত তীব্র লৌহ-প্রাচীরে পরিক্ষিপ্ত ও আচ্ছাদিত। ইহার প্রত্যেক পার্শ্বে এক একটি দরজা। তাহার ভূমিভাগও প্রজ্জ্বলিত তেজোময় লৌহ-পাতে আবৃত। এই নিরয়াগ্নির প্রখর তেজ সর্বদা মহানিরয়ের চতুর্দ্দিকে শতযোজন ব্যাপী বিস্তৃত থাকে।

এই মহানিরয়ের পূর্বপ্রাচীরের তীব্র অগ্নি-শিখা পশ্চিম প্রাচীর-গাত্রে বেগে অাঘাত করে, দক্ষিণ প্রাচীরের শিখা উত্তর প্রাচীরে, এইরূপে পশ্চিম হইতে পূর্বে, উত্তর হইতে দক্ষিণে, নিম্ন হইতে উপরে এবং উপর হইতে নিম্নে তীব্র শিখা আসিয়া আঘাত করে। নারকীয়-প্রাণী তথায় যেই দারুণ দুঃখ ভোগ করে, তাহা অবর্ণনীয়। কর্মফলের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের মৃত্যু হয় না।

—নরকে দেবদত্তের অবস্থা—

দেবদত্ত যখন অবীচি মহানরকে পতিত হয়, তখন তাহার জানু পর্য্যন্ত প্রজ্জ্বলিত লৌহময় ভূমিতে নিমগ্ন হইয়াছিল। হস্তদ্বয়ের কণুই পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বের অগ্নিময় প্রাচীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং চক্ষুর উপরিভাগস্থ মস্তক প্রজ্জ্বলিত লৌহ-ছাদে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ভূমিতল হইতে তালবৃক্ষ প্রমাণ এক জ্বলন্ত লৌহশূল উত্থিত হইয়া গুহ্যদেশে প্রবেশান্তর মস্তক ভেদ করিয়া উপরিছাদে প্রবেশ করিয়াছিল। এইরূপ পশ্চিম প্রাচীর হইতে লৌহশূল নির্গত হইয়া বক্ষস্থল ভেদ করিয়া পূর্বপ্রাচীরে, উত্তর প্রাচীর হইতে লৌহশূল নির্গত হইয়া পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া দক্ষিণ প্রাচীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। "নিশ্চল তথাগত বুদ্ধের প্রতি অপরাধকারিগণ এইরূপ নিশ্চলভাবে নিরন্তর অবীচি-মহানিরয়ে দীর্ঘকাল পক্ক হইতে থাকে বলিয়া ইহার নাম অবীচি মহানরক। দীর্ঘ-প্রস্থে শতযোজন বিস্তৃত মহানিরয়ের লৌহময় ভূমিভাগে এমন একটুও খালিস্থান নাই যে—যেখানে নারকীয় প্রাণী দুঃখ ভোগ করিতেছে না। সেই বিস্তীর্ণ ভূমিভাগ নারকীয় প্রাণীতে পরিপূর্ণ। এই হেতুও ইহাকে **অবীচি**

নরক বলে। তীব্র অগ্নি-বীচিমালার বিরাম নাই বলিয়াও ইহাকে অবীচি বলে।

কখন কখন অতি দীর্ঘকাল পরে মহানিরয়ের পূর্বদ্বার খুলিয়া যায়। তখন নারকী এই দুঃখময় স্থান ত্যাগ করিবার আশায় অপরপ্রান্ত হইতে বেগে ঐ খোলা দরজার দিকে অগ্রসর হয়। গমনের সময় তাহার চর্ম-মাংস স্নায়ু দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া অস্থিসমূহ হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে। যখন সে খোলা দ্বারের সমীপবর্ত্তী হয়, তখনই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে সে ভগ্নমনোরথ হইয়া উৎকট দুঃখ-বেদনা অনুভব করে। তথাপি তাহার মৃত্যু হয় না। পুনঃ বহু দীর্ঘকালান্তর এক একবার পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দ্বার খুলিয়া যায়। নারকী ঐরূপে বহু দুঃখ-কষ্টে দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্রই দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। এই প্রকারে নারকী বহু দীর্ঘকাল ব্যাপী দুঃখ ভোগের পর পুনঃ পূর্বদ্বার খুলিয়া যায়। এবারও সে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া পূর্বদ্বারে বহির্গত হইবামাত্রই **গূথনিরয়ে** পতিত হয়।

মহানিরয়ের পাশেই সংলগ্ন প্রকাণ্ড (১) "গূথনিরয়।" এই নরকে প্রকাণ্ড নৌকাপ্রমাণ **সূচীমুখ** নামক এক প্রকার প্রাণী আছে। ইহার মুখ অতি তীক্ষ্ণ সুবৃহৎ সূচী-সদৃশ। অগণিত সূচীমুখ প্রাণী নারকীদের চর্ম-মাংস-স্নায়ু ও অস্থি ভেদ করিয়া অস্থি-মজ্জা খাইতে থাকে। ইহাতে সে তীব্র দুঃখ-বেদনা ভোগ করিতে থাকে। এই নিরয়ের পার্শ্বেই (২) **কুক্কুল** নামক নিরয়। এই নিরয়ের বিস্তৃতি শতযোজন। ইহার অভ্যন্তরে কূটাগার প্রমাণ প্রজ্জ্বলিত বহু অঙ্গার পর্বত। বহুকাল পরে নারকীগণ গূথনিরয় হইতে উঠিয়াই এই "কুক্কুল" নরকে পতিত হয়। এই নরকে পড়া মাত্রই নারকী কটিদেশ পর্য্যন্ত উক্ত প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার রাশিতে নিমগ্ন হয়; আর মাথার উপর প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার ও ছাই ঘনাকারে বর্ষিত হয়। এই নিরয়ে এরূপে দীর্ঘকাল নিরন্তর দারুণ দুঃখ ভোগ করার পর, ইহার পার্শ্বে সংলগ্ন (৩) **সিম্বলীবন** নামক নিরয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। 'সিম্বলীবন' একযোজন উচ্চ কণ্টকময় অগণিত বৃক্ষ। কণ্টকের পরিমাণ ষোল আঙ্গুল দীর্ঘ। এই বৃক্ষ প্রজ্জ্বলিত লৌহময়। নারকীরা নিরয়পালের প্রজ্জ্বলিত লৌহ-মুদ্গরের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া এই বৃক্ষে সুদীর্ঘকাল উঠা-নামা করিতে হয়। সেই সিম্বলীবনের পার্শ্বেই প্রকাণ্ড (৪) **অসিপত্রবন** নামক নিরয়। নারকীরা বহুকাল পরে 'সিম্বলী' নরক হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া "অসিপত্রবন" নিরয়ে পতিত হয়। নারকী এই নিরয়ে উপস্থিত হওয়া মাত্রই প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে অসিপত্রবনের বৃক্ষ হইতে নিরন্তর পত্র ঝড়িতে আরম্ভ করে। সেই পত্রসমূহ এক একখানি খরশান অসির ন্যায়। এই পত্ররূপ অসির আঘাতে নারকীর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনবরত ছিন্ন হইতে থাকে। হস্ত-পদাদি যাহা ছিন্ন হয়, তাহা পুনঃ আবির্ভাব হয় এবং পুনঃ ছিন্ন হয়। এরূপে সুদীর্ঘকাল যাবৎ নারকীরা নরকে দুঃখ ভোগ করে। তদনন্তর এই নরক হইতে অব্যাহতি পাইয়া ইহার সংলগ্ন (৫) **ক্ষারজল নদী** নামক প্রকাণ্ড নরকে পতিত হয়। এই নদীতে দীর্ঘকাল যাবৎ অনুস্রোতে ও প্রতিস্রোতে ভাসিয়া-ডুবিয়া দারুণ দুঃখ ভোগিতে থাকে।

বহু দীর্ঘকাল পরে নিরয়পালগণ ঐ ক্ষারজলপূর্ণ মহানদীর তীরে স্থিত হইয়া প্রকাণ্ড **বড়শীতে** নারকীদিগকে বিদ্ধ করে। বড়শী দ্বারা মৎস্য তোলার ন্যায় তাহাদিগকে তীরে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করে—"এখন তুমি কি ইচ্ছা কর?" তখন নারকী কাতরকণ্ঠে বলে—"দেব, এখন আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত।" তখন নিরয়পালগণ জলন্ত লৌহ-সাঁড়াশি দ্বারা নারকীর মুখ ব্যাদান করিয়া জলন্ত লৌহ-গুটিকা সমূহ মুখে প্রক্ষেপ করিতে থাকে। ইহাতে নারকীর ওষ্ঠ, জিহ্বা, কণ্ঠ, মুখ, উদর ও নাড়ী ভুঁড়ি সমস্তই বিদগ্ধ করিয়া লৌহ-গুটিকাসমূহ অধোভাগে বহির্গত হয়। এবম্বিধ অবর্ণনীয় দুঃখ বেদনা ভোগ করিলেও পাপ-ফল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নারকীদের মৃত্যু হয় না। ইহার পর নিরয়পাল বলে—"ওহে, এখন তুমি কি ইচ্ছা কর?" প্রত্যুত্তরে নারকী বলে—"দেব, এখন আমি অতিশয় পিপাসিত।" তখন নিরয়পাল প্রকাণ্ড জলন্ত লৌহ-সাঁড়াশি দ্বারা নারকীর মুখ ব্যাদান করিয়া তীব্র উত্তপ্ত গলিত লৌহ প্রচুর পরিমাণে মুখে ঢালিতে থাকে। ইহাতে তাহার ওষ্ঠ, জিহ্বা, মুখ, কণ্ঠ ও উদর দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া নাড়ী-ভুঁড়া সহ সেই লৌহ-রস অধোভাগে বহির্গত হয়। তথাপিও কর্মফল শেষ না হওয়ায় তাহাদের মৃত্যু হয় না। এই মহাদুঃখ ভোগের পরও নিরয়পালগণ পুনরায় পাপীকে মহানিরয়ে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়।

হে ভিক্ষুগণ, পূর্বে একসময় যমরাজের এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হইয়াছিল—"জগতে যাহারা পাপকর্ম করে, তাহারা ঈদৃশ দারুণ দুঃখ ভোগ করে। অহো! আমি যদি মনুষ্যজন্ম লাভ করিতে পারি, সেই সময় যদি তথাগত অরহত সম্যক্সম্বুদ্ধ জগতে উৎপন্ন হন, সেই ভগবানকে যদি আমি সেবা-পূজা করিতে পারি, তিনি যদি আমাকে ধর্মদেশনা করেন, তাহা হইলে আমি

ভগবানের ধর্ম জ্ঞাত হইয়া নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারিব।”

“হে ভিক্ষুগণ, এইসব আমি কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কাহারও নিকট শুনিয়া বলিতেছি না। আমি যাহা নিজেই দেখিয়াছি, জানিয়াছি এবং বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাই তোমাদিগকে বলিলাম।” উপসংহারে ভগবান ইহাও প্রকাশ করিলেন—

“জগতে যেই মানবগণ “দেবদূত” দ্বারা অনুশাসিত হইয়াও প্রমাদিত হয়, কুশলকর্মে অবহেলা করে; তাহারা অপায়ে যাইয়া দীর্ঘকাল অনুতাপ করে।” ইহলোকে জ্ঞানী-সৎপুরুষগণ “দেবদূতের” অনুশাসন হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুদ্ধের একান্ত নৈর্বাণিক আর্য্য-সত্য-ধর্মে **অপ্রমত্ত** হন। কালে তাঁহারা তৃষ্ণা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অপায়াদিতে ভয়দর্শী হইয়া জন্ম-মৃত্যু নিরসনের উপায় করেন। প্রজ্ঞাবানেরা ইহলোকেই পাপ-ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া পরম সুখে সুখী হন।

মহানিরয় বর্ণনা।

—১। সঞ্জীব মহানিরয়—

সুমেরু পর্বতের পাদদেশ হইতে ১৫ হাজার যোজন নিম্নে **সঞ্জীব** মহানিরয়। এই নিরয়ে নিরয়পালগণ নিরন্তর ধাবমান নারকীদের পশ্চাৎ অনুধাবণ করিয়া খরশান খড়্গাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ডাকারে কাটিতে থাকে। তাহাদের দেহ হইতে জলপ্রবাহের ন্যায় রক্ত প্রবাহ অনর্গলধারায় প্রবাহিত হয়। ছিন্নস্থান হইতে দাবাগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড অগ্নি আবির্ভূত হইয়া পাপীদের ক্ষত-বিক্ষত দেহ বিদগ্ধ করিতে থাকে। পাপীগণ এই নিরয়ে এবম্প্রকার বারম্বার ছিন্ন ও বিদগ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জীবিতসঞ্জীবিত হয়। তদ্ধেতু এই নরক “সঞ্জীব মহানিরয়” নামে অভিহিত হয়।

“চতুর্মহারাজিক” দেবলোকের আয়ু মনুষ্যগণনায় নব্বই লক্ষ বৎসর। ইহা সঞ্জীব মহানিরয়ের এক দিব-রাত্রি মাত্র। এই নারকীয় ত্রিশদিনে মাস, সেই বারমাসে বৎসর। সেই **পাঁচশত** বৎসর এই নিরয়বাসীদের আয়ু। যাহারা ক্রোধী পর-স্ত্রী লঙ্ঘনকারী, প্রবঞ্চক ও কর্কশভাষী, তাহারা এই নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

—২। কালসূত্র মহানিরয়—

“সঞ্জীব” নিরয়ের ১৫ হাজার যোজন নিম্নে এই দ্বিতীয় মহানিরয় অবস্থিত। সূত্রধর যেমন কাষ্ঠে কালসূত্রের দাগ দিয়া যথাপ্রয়োজন মত করাত দ্বারা কাষ্ঠ

বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ এই **কালসূত্র** নরকেও পাপীদিগকে শয়ন করাইয়া নিরয়পালগণ কালসূত্রের দাগ দেয় এবং উৎকট জলন্ত করাত দ্বারা কাঠের ন্যায় বহুভাগে চিড়িতে থাকে। সেই জন্য এই নিরয় "কালসুত্ত" নামে অভিহিত হয়।

"তাবতিংশ" দেবলোকের আয়ু মনুষ্যগণনায় তিনকোটি ষাটলক্ষ বৎসর। ইহা 'কালসুত্ত' নিরয়ের একদিবা-রাত্র মাত্র। এই দিন, মাস ও বৎসরে "কালসুত্ত" নিরয়বাসীদের আয়ু **একহাজার** বৎসর। যাহারা ইহলোকে পিতা, মাতা, আচার্য্য, ভিক্ষুসংঘ ও পূজনীয় ব্যক্তিদিগকে সম্মান করে না, অপমান করে, বিবিধ উপায়ে মৎস্যাদি প্রাণীহত্যা করে ও প্রাণীকে যন্ত্রণা দেয়, তাহারা এই নিরয়ে উৎপন্ন হয়।

—৩। সঙ্ঘাত মহানিরয়—

"কালসুত্ত" নিরয়ের পনর হাজার যোজন নিম্নে **সঙ্ঘাত** মহানিরয়। এই নিরয়ে পাপীদিগকে কটিদেশ পর্য্যন্ত ভূমিতে প্রোথিত করিয়া তদুপরি দুইদিক হইতে প্রজ্বলিত সুবিশাল লৌহপর্বত দ্বারা নিষ্পেষণ করিতে থাকে। এই নিষ্পেষণের ফলে তথায় ভীষণ রক্ত প্লাবনের সৃষ্টি হয়। তাহা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় যাইয়া চক্রবাল-পর্বত-গাত্রে সজোরে আঘাত প্রাপ্ত হয়। পাপিগণ এই নিরয়ে দুই পর্বতের সংঘর্ষণে পুনঃ পুনঃ নিষ্পেষিত হয় বলিয়া এই নিরয় "সঙ্ঘাত" নামে পরিচিত।

'যাম' দেবলোকবাসী দেবতাদের আয়ু মনুষ্যগণনায় চৌদ্দকোটি চল্লিশ লক্ষ বৎসর। ইহা 'সঙ্ঘাত' মহানিরয়ের এক দিবা-রাত্র মাত্র। এই দিন মাস ও বৎসরে 'সঙ্ঘাত' নিরয়বাসীদের আয়ু **দুই হাজার** বৎসর। ইহলোকে যাহারা মৎস্য, পশু-পক্ষী শিকার, যুদ্ধ বৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করে, অন্যায়রূপে দণ্ডদাতা সেনাপতি, অধার্মিক দুঃশীল রাজা ও প্রজা, ঘুষখোর, দান-ধর্মে অবিশ্বাসী ও দুশ্চরিত কর্মে জীবন-যাপনকারী লোকগণ এই নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

—৪। রোরুব মহানিরয়—

'সঙ্ঘাত' নিরয় হইতে পনর হাজার যোজন নিম্নে এই **রোরুব** মহানিরয়। এই নিরয়ে সর্বদা তীব্র, উৎকট ও বিষাক্ত প্রচুর ধূমোদ্গার হইতে থাকে। এই ধূমের যন্ত্রণায় পাপীরা অনবরত ছটফট ও রোদন করিতে থাকে। সময়ে

সময়ে সেই ধূম হইতে প্রচণ্ড অগ্নিজ্বালা উত্থিত হইয়া পাপীদিগকে দগ্ধ-বিদগ্ধ করে। এই কারণে "ধূমরোরুব" ও "জ্বালারোরুব" ভেদে এই নিরয় দ্বিবিধ। এই নিরয়ে ধূম ও অগ্নির অসহ্য যন্ত্রণায় নারকিগণ অবিরাম রোদন করে বলিয়া ইহা "রোরুব" নামে অভিহিত।

"তুষিত" দেবলোকবাসীদের আয়ু মানুষ্যগণনায় সাতান্ন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর। ইহা "রোরুব" নিরয়ের এক দিবারাত্র মাত্র। এই দিন, মাস ও বৎসরে এই নিরয়বাসীদের আয়ু **চারি হাজার** বৎসর। যাহারা অপরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, জীবিত প্রাণী দগ্ধ করে ও যে কোন নেশাদ্রব্য সেবন করে, তাহারা এই নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

—৫। মহারোরুব নিরয়—

"রোরুব" নিরয় হইতে পনর হাজার যোজন নিম্নে **মহারোরুব** নিরয় অবস্থিত। এই মহানিরয় নিত্য ধূম বিহীন তীব্র অগ্নিতে ভরপূর থাকে। এখানে পাপিগণ জ্বলিয়া পুড়িয়া সর্বদা পিণ্ডাকৃতি হয়। উঠিতে বসিতে পারে না। সুতরাং "রোরুব" নিরয় হইতে এই নিরয় অতিশয় যন্ত্রণা দায়ক। এই হেতু ইহা "মহারোরুব" নামে অভিহিত।

"নির্মাণরতি দেবলোকবাসীদের আয়ু মনুষ্যগণনায় ২৩০ কোটি ৪০ লক্ষ বৎসর। ইহা উক্ত নিরয়ের এক দিবা-রাত্র। এই দিন, মাস ও বৎসরে এই নিরয়ের আয়ু **আট হাজার** বৎসর। মানবজন্মে যাহারা চুরি করে বলপূর্বক পরসম্পত্তি ছিনাইয়া আনে, শঠ, প্রবঞ্চক ঘুষখোর, অবিচারক, কম ওজনে বিক্রেতা, মিথ্যুক, গৃহদাহকারী' ভয় দর্শাইয়া সম্পত্তি লুণ্ঠনকারী, বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সম্পত্তি আত্মসাৎকারী' সঙ্ঘিক বস্তু ভোগী ও নেশাপায়ী তাহারা এই নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে।

—৬। তাপন মহানিরয়—

"মহারোরুব" নিরয় হইতে পনর হাজার যোজন নিম্নে **এই তাপন** মহানিরয় অবস্থিত। এই নিরয়ের উত্তাপ কতইযে প্রখর তাহা বর্ণনাতীত। এইখানে উৎপন্ন নারকীদের গুহ্যদ্বারে তালবৃক্ষপ্রমাণ জ্বলন্ত লৌহ-শূল প্রবেশান্তর মস্তক ভেদ করিয়া বাহির করে। উদরের পার্শ্বদেশে উক্ত প্রমাণ লৌহ-শূলে বিদ্ধ করিয়া অপর পার্শ্বে বাহির করে। হস্ত ও পাদদ্বয়ে জ্বলন্ত লৌ-কিলক বিদ্ধ করিয়া স্থিরভাবে প্রখর অগ্নিসন্তাপে সন্তপ্ত করিতে থাকে। এই হেতু ইহাকে "তাপন" নিরয় বলে।

"পরনির্মিত বশবর্ত্তি" দেবলোকবাসীদের আয়ু মনুষ্যগণনায় নয়শত একুশ হাজার ষাট লক্ষ বৎসর। ইহা 'তাপন' মহানিরয়ের একদিবা-রাত্র। সেই দিন, মাস ও বৎসরে 'তাপন" নিরয়বাসীদের আয়ু ষোল হাজার বৎসর। ইহজগতে যাহারা গরু, ছাগল, শূকর, কুক্কুট বধ করে, বন্দুক ও বিবিধ মারণাস্ত্র তৈয়ার ও বিক্রয় করে, স্থলজ-জল, প্রাণীর ব্যবসা করে, অস্ত্র-বিষাদি পঞ্চ বাণিজ্য ও প্রাণী হত্যার বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করে, তাহারাই এই নিরয়ে মহাদুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

—৭। মহাতাপন মহানিরয়—

"তাপন" নিরয়ের পনর হাজার যোজন নিম্নে এই মহাতাপন নিরয় অবস্থিত। এই নিরয়ে প্রখর নারকীয় অগ্নিতে জলন্ত লৌহময় অত্যুচ্চ পর্বত হইতে পাপিগণ অধোশিরে নিম্নদিকে পড়িতে থাকে। পর্বতের পাদদেশে উত্তপ্ত তীক্ষ্ণ ধারাল বক্রমুখ লৌহ-শৈল্য ঘনাকারে প্রোথিত আছে। পাপীগণ এই শূলে নিপতিত হইয়া ক্ষত-বিক্ষত হইতে থাকে। তৎপর সেই মহানিরয়ের অভ্যন্তরেই জলন্ত লৌহ-কণ্টক পূর্ণ বিস্তৃত অরণ্যময় স্থানে ভীষণ প্রহার করিতে করিতে প্রবেশ করান হয়। ইহাতে কোন কোন পাপীদের নাড়ী-ভুঁড়ি, কাহারও চক্ষু কাহারও মাংস ঐ কণ্টকে সংলগ্ন হইয়া থাকিয়া যায়। তথায় দীর্ঘকাল এপ্রকারে মহাদুঃখ প্রদান করিয়া পুনঃ ঐ প্রজ্জ্বলিত লৌহ-পর্বতে তুলিয়া দেয়। তথাকার বিষাক্ত বায়ুবেগে ও তীব্র অগ্নি-উত্তাপে নারকীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া তুলার ন্যায় উড়িয়া যায়। এই নিরয়ের উত্তাপ "তাপন" নিরয়ের উত্তাপ হইতেও অত্যধিক প্রখর বিধায় ইহাকে "মহাতাপন" নিরয় বলা হয়। এই নিরয়ের আয়ু একঅন্তর কল্পের অর্দ্ধভাগ।

যাহারা ইহজগতে বুদ্ধ, বুদ্ধের ধর্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, মিথ্যাদৃষ্টি গ্রহণ করে, পরকাল ও পুনঃজন্ম বিশ্বাস করে না, উচ্ছেদবাদী, স্বর্গ-নরক-কর্ম-কর্মফল বিশ্বাস করে না ও স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা গ্রহণ করাইবার ইচ্ছায় অন্যকে উৎসাহিত করে, তাহারাই এই ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া মহাদুর্গতি ভোগ করিতে থাকে।

—৮। অবীচি মহানিরয়—

"মহাতাপন" নিরয়ের পনর হাজার যোজন নিম্নে শিলা পৃথিবীতেই এই

অবীচি মহানিরয় প্রতিষ্ঠিত। এই নিরয়ই সর্বাপেক্ষা ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক। পাপীগণ এই নিরয়ের অভ্যন্তরে অগ্নি-সন্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া যখন এদিক ওদিক ছুটা-ছুটি করিতে থাকে, তখন চারিদিক ও উর্দ্ধ-অধোদিক, এই ষড়্দিক হইতে অজস্র তালবৃক্ষ প্রমাণ জ্বলন্ত লৌহ-শূল বৃষ্টি সজোরে বর্ষিত হইয়া পাপীদের দেহ ভেদ করিতে থাকে। পূর্বোক্ত সাতটি মহানিরয়ে যেসব অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এই নিরয়েও তৎসমুদায় ভোগীতে হয়।

এই নিরয়বাসীর আয়ু **এক অন্তর কল্প**। ইহজগতে যাহারা পিতা-মাতা হত্যা করে, অরহত হত্যা করে, আঘাত প্রদানে বুদ্ধের চরণ হইতে রক্তপাত করে, সঙ্ঘভেদ করে, বোধিবৃক্ষ ও বুদ্ধমূর্ত্তি নষ্ট করে, সাধু-সজ্জনের অপবাদ করে, অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাদৃষ্টিভাবেই জীবন যাপন করে, তাহারাই এই মহানিরয়ে উৎপন্ন হইয়া দুর্বিসহ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। "দেবদত্ত" অবিচল বুদ্ধের শ্রীপাদ হইতে আঘাত দ্বারা রক্তপাত করিয়া, অদ্যাবধি অবিচলভাবে এই নিরয়ে দুঃখ ভোগ করিতেছে। **অজাতশক্র** পিতৃহত্যা করিয়া এই নিরয়ে উৎপন্ন হইবার হেতু উৎপাদন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে তিনি বিপুল ভাবে পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করাতে এবং বুদ্ধের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা হেতু অবীচির দণ্ড লাঘব হইয়া "ফাঁসি দণ্ডে পুষ্পাঘাতের ন্যায়" **লৌহকুম্ভী** নরকেই পতিত হইয়াছেন। এই হেতু "অঙ্গুলিমাল" স্থবির বলিয়াছেন— "যাহারা পূর্বকৃত পাপকে কুশল-কর্ম দ্বারা আচ্ছাদন করিতে পারে, তাহারাই পাপের বিপাককে লঘু করিতে সমর্থ হয়। একারণে অজাতশক্রর কৃত পাপের বিপাক লঘুতর হইয়াছে।

—অন্তর কল্পের পরিমাণ—

মানবের আয়ু যখন হ্রাস হইয়া ক্রমে দশ বৎসরে আসে, পুনঃ সেই দশ বৎসর হইতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য বৎসরে যায়, পুনঃ তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া দশ বৎসরে আসে, তখন এক অন্তরকল্প হয়।

—ষোড়শ উসসদ নিরয়ের সংক্ষিপ্ত কাহিনী—

১। **বৈতরণী উস্সদ নিরয়**— এজগতে যাহারা শারীরিক বল-মদে মত্ত হইয়া গায়ের জোর ও বাক্যের গরিমা দেখায়, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার হিংসা ও ক্রোধ করে, প্রাণীদিগকে বধ-বন্ধনে যন্ত্রণা দেয় ও চুরি ডাকাতি করে, তাহারা ঐ "বৈতরণী" নদীতে উৎপন্ন হয়। তথায় নিরয়পালগণ প্রজ্বলিত ও সুতীক্ষ্ণ অসি-শূলাদি অস্ত্রে নির্মমভাবে ছেদন ও বিদ্ধ করিয়া

মহাদুঃখ প্রদান করে। তাহারা এই দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাচ্ছন্ন নদীতে পতিত হয়। তথায় বহু শত-সহস্র বৎসর প্রজ্জ্বলিত তীক্ষ্ণ ক্ষুর-ধারে পড়িয়া খণ্ড-বিখণ্ড হয়। পুনঃ নদী-তলে তালবৃক্ষ প্রমাণ লৌহ-শূলে পতিত হয়। ঐ অনন্ত লৌহ-শূলে মৎস্যের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া মহা দুঃখ ভোগিতে থাকে। সুদীর্ঘকাল পরে সেই শূল হইতে গলিয়া সুতীক্ষ্ণ ও প্রজ্জ্বলিত লৌহ-পদ্ম-পত্রে নিপতিত হয়। তথায়ও ছেদন-ভেদনাদি জনিত বহু দুঃখ ভোগিতে থাকে। পুনঃ তথা হইতে স্খলিত হইয়া নদীর তপ্ত ক্ষার-জলে নিমগ্ন হয়। সেই জলও প্রজ্জ্বলিত এবং বিষ-বাষ্পে দূষিত। ইহার পর নদীর নিম্ন তলদেশে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরধারায় পড়িয়া ভৈরব রবে আর্তনাদ করিতে থাকে। এই প্রকারে একবার অনুস্রোতে একবার প্রতিস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সুদীর্ঘকাল অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

২। **পচ্চল সুনখ উসসদ নিরয়** – এজগতে যাহারা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও সাধু-সজ্জনকে আক্রোশ ও ভর্ৎসনা করে, কৃপণ ও দান নিবারক, তাহারা এই নিরয়ে পতিত হয়। এই নিরয়ে পঞ্চবর্ণ মহাহস্তী প্রমাণ একজাতীয় প্রচণ্ড কুকুর, শকট প্রমাণ বৃহৎ শকুন ও কাক আছে। তাহারা নারকীদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতে থাকে।

৩। **সজ্জ্যোতি উসসদ নিরয়** – এজগতে যাহারা শীলবান ও নির্দ্দোষী ব্যক্তিদিগকে বাক্যবানে পীড়া প্রদান করে, অন্যায়মতে বড় কথা বলে, দণ্ড দ্বারা আঘাত ও বধ-বন্ধন করে, তাহারা এই নিরয়ে পতিত হয়। এই নিরয় অবিরাম ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে। এই নরকে পতিত নারকীগণ নিরয়পালদের তীব্র তাড়নায় ঐ প্রজ্জ্বলিত ভূমভাগে অনিচ্ছ সত্ত্বেও ইতস্ততঃ চলা-ফেরা করিতে হয়। ইহাতে নারকীগণ দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া ম্রিয়মান হয়। এদিকে নিরয়পালগণ তাহাদের পশ্চাৎ অনুধাবন করিয়া তালবৃক্ষ প্রমাণ প্রজ্জ্বলিত লৌহমুদ্গরের আঘাত করিতে থাকে এবং ভূপাতিত করিয়া আরও ভীষণভাবে প্রহার করিতে থাকে। পাপীগণ এই প্রহারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। আবার সেই পূর্ব শরীর প্রাদুর্ভূত হয়, আবার সেই উৎপীড়ন। মৃত্যু নাই, পাপকর্মের বিপাক অনুসারে এদুঃখ ভোগ করিতেই হইবে।

৪। **অঙ্গারকাসু উসসদ নিরয়** – ইহলোকে যাহারা "বিহার সেতু নির্মাণ করিব, ধর্ম পূজা করিব, ইত্যাদি কপট বাক্যের আশ্রয়ে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাহা আত্মসাৎ করে, তাহারা এই নিরয়ে পতিত হয়। গোপালকগণ

যেমন বহু গরুকে পরিবেষ্টনান্তর প্রহার করিয়া গোশালায় প্রবেশ করায়, নিরয়পালগণও তদ্রূপ এই নরকে উৎপন্ন প্রাণীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া উত্তপ্ত তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে ছেদন করিতে করিতে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার-গর্ত্তে নিক্ষেপ করে। নারকাগণ অঙ্গারে কটিদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হয়। তাহাদের মস্তকোপরি প্রকাণ্ড লৌহ-পাত্র-পূর্ণ জ্বলন্ত অঙ্গার ঢালিতে আরম্ভ করে।

৫। **প্রথম লৌহকুম্ভী উসসদ নিরয়—** ইহজগতে যাহারা শীলবান-সুসংযত শ্রমণ-ব্রাহ্মণকে হিংসা ও রোষ করে, তাহারা এই নিরয়ে পতিত হয়। এই লৌহকুম্ভী প্রকাণ্ড পর্বত হইতেও বৃহৎ। এই কুম্ভীতে কল্পকাল যাবৎ নারকীয় অগ্নির তীব্র সন্তাপে লৌহ গলিয়া পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নিরয়পালগণ পাপীদিগকে পাদদ্বয়ে ধরিয়া অধোশিরে ঐ কুম্ভীতে নিক্ষেপ করে। তাহারা সেই প্রজ্জ্বলিত লৌহ-রসে সিদ্ধ হইয়া মহাদুঃখ ভোগিতে থাকে।

৬। **দ্বিতীয় লৌহকুম্ভী উসসদ নিরয়—** যাহারা ইহলোকে পশু-পক্ষীর গ্রীবা ছেদন করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করে, তাহারা এই নিরয়ে পতিত হয়। তাহাদের শরীর হয় ৩ মাইল ৩২০ গজ দীর্ঘ। তদুপোযোগী মোটা। নিরয়পালগণ প্রজ্জ্বলিত রজ্জুদ্বারা পাপীদের গ্রীবাদেশ বন্ধন করিয়া এই প্রকাণ্ড দেহ জ্বলন্ত লৌহময় ভূমিদেশে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে করিতে মস্তক দেহচ্যুত করে। সেই গ্রীবাচ্ছিন্ন প্রকাণ্ড দেহ প্রজ্জ্বলিত লৌহশূলে বিদ্ধ করিয়া লৌহকুম্ভীর তপ্ত-লৌহরসে নিক্ষেপ করে এবং তৎমুহূর্ত্তে নিরয়পালগণ অট্টহাস্য করিয়া উঠে। এবম্প্রকারে শতবার, সহস্রবার গ্রীবাচ্ছিন্ন হইলেও পুনরায় তাহা নূতনভাবে সংযোজিত হয়।

৭। **পচ্ছত সলিলা নদী উসসদ নিরয়—** যাহারা ইহজগতে "খাটি ধান্য দিতেছি" বলিয়া, চোবা-চিটা সহ ক্রেতা বা পাওনাদারগণকে দিয়া প্রতারণা করে, খারাপ বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া বিক্রয় করে, তাহারাই এই নরকে উৎপন্ন হয়। এই নরকে প্রচুর জলসম্পন্না এক রমণীয়া নদী আছে। অগ্নিসন্তাপে অসহনীয় তৃষ্ণাতুর নারকীগণ বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে প্রজ্জ্বলিত ভূমির উপর দিয়া ঐ নদীতে অবতরণ করে। পাপীরা জলস্পর্শ মাত্রই ভূসির ন্যায় হয় এবং দাউ-দাউ করিয়া ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠে। তাহারা পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া উভয় হস্তে সেই ভূসি খাইতে আরম্ভ করে। তাহা উদরস্থ হওয়া মাত্রই সমস্ত দেহ দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া অধোভাগে নির্গত

হইয়া যায়। তাহারা এই ভীষণ দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ক্রন্দন করে।

৮। **সেলময় উস্সদ নিরয়**—এজগতে যাহারা পর-সম্পত্তি গরু, ছাগল ও জমি প্রভৃতি আত্মসাৎ করে, সিঁদ্‌ কাটিয়া প্রবঞ্চণা-শঠামি ও জুয়াচুরি করিয়া পরদ্রব্য হরণ করে, তাহারা এই নিরয়ে পতিত হয়। এই নিরয়ে নিরয়পালগণ অরণ্যে ঘেরাও করিয়া মৃগ ধরার ন্যায় নারকীর চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া শেল-বল্লম দ্বারা তাহার চতুর্পার্শ্বে বিদ্ধ করিতে থাকে। ইহাতে নারকী ছিদ্র-বিচ্ছিদ্র হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করে।

৯। **সূণাপণ উস্সদ নিরয়**—এজগতে যাহারা জীবিকা নির্বাহের জন্য মৎস্য, কুক্কুট, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীহত্যা করিয়া দোকান সাজাইয়া বিক্রি করে, পুকুরে মৎস্য, গৃহে কুক্কুট, হংস ও কপোতাদি পোষণ করিয়া বিক্রি করে, তাহারা এই নরকে উৎপন্ন হয়। এই নিরয়ে নিরয়পালগণ রজ্জু দ্বারা পাপীদের গলা বন্ধন করিয়া জ্বলন্ত লৌহভূমিতে এদিক ওদিক টানা-টানি করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদনান্তর খণ্ডখণ্ড করিয়া দোকানের ন্যায় সাজাইতে থাকে।

১০। **মিলূহপিণ্ড উস্সদ নিরয়**—ইহজগতে যেসব কর-উশুলকারী ব্যক্তি প্রজাদের নিকট হইতে অন্যায়ভাবে কর আদায় করে, অন্যায়ভাবে প্রজাদের দণ্ড-বিধান করে, যাহারা মিত্র-ভেদ করিয়া বিবাদ বাধাইয়া দেয়, যাহারা পরের ঘরে খাদ্য-ভোজ্য, আসন-বসনে সুখে লালিত-পালিত হইয়া পরে প্রতিপালকের সর্বনাশের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, যাহারা ঘুষ খাইয়া অপরের সর্বনাশ সাধন করে, তাহারা এই নিরয়ে পতিত হয়। এই নরকের নারকিগণ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া কল্পকাল পক্ব, ধূমায়িত ও প্রজ্জ্বলিত পুরাতন বিষ্ঠা পিণ্ডাকারে ভক্ষণ করিতে থাকে।

১১। **অসুচি হ্রদ উস্সদ নিরয়**—যাহারা পিতা, মাতা ও অরহত হত্যা করে, পিতা-মাতার সম্পত্তি ভোগ করে বটে, কিন্তু তাহাদের কোনই উপকার করে না, তাহারা এই নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এই নিরয়ে উত্তপ্ত রক্ত-পুঁজ পূর্ণ ও অশুচি-দুর্গন্ধযুক্ত প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। নারকিগণ ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া ঐ হ্রদের রক্ত-পুঁজ পান করিতে আরম্ভ করে। উহা পান করামাত্রেই তাহাদের সর্বদেহ দগ্ধ-বিদগ্ধ হয়, নাড়ী-ভুঁড়ি সহ উক্ত অশুচি পদার্থ অধোভাগে নির্গত হইয়া যায়।

১২। **বলিসবিন্ধ উস্‌সদ নিরয়**—এজগতে যাহারা ঘুষ লইয়া ও দালালি করিয়া লোকের সর্বনাশ করে, যেই দোকানদার ক্রেতাদিগকে ওজনে ঠকায় ও যাহারা কৃত্রিম টাকা-পয়সা দিয়া লোক ঠকায়, তাহারা এই নিরয়ে উৎপন্ন হয়। এখানে নিরয়পালগণ তালবৃক্ষ-প্রমাণ প্রজ্জ্বলিত বড়শী নারকীদের জিহ্বায় বিদ্ধ করিয়া টানিতে টানিতে প্রজ্জ্বলিত লৌহভূমিতে নিপাতিত করে এবং গরুর চর্ম উৎপাটনের ন্যায় শত-শত প্রকাণ্ড বড়শী দ্বারা তাহাদের চর্ম উৎপাটন করে। তখন পাপিগণ স্থলে উৎক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায় ছট্‌ফট্ করে। তাহারা এই দারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আর্ত্তনাদ করে এবং পুনঃ পুনঃ থুথু বমন করিতে থাকে।

১৩। **অয়পব্বত উস্‌সদ নিরয়**—যে সকল নারী স্বীয় স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে, তাহারা এই নিরয়ে পতিত হয়। এখানে পাপিনীরা নিরয়পালদের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অতিশয় বিরূপা ও ঘৃণিতা হয়। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত-ধারা প্রবাহিত হয়। রক্ত-পুঁজ-লিপ্ত বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে ক্রন্দন রতা হয় এবং কটিদেশ পর্য্যন্ত তপ্তলৌহ-পর্বতে প্রবিষ্ট হইয়া দৃঢ়বদ্ধ হয়। তৎপর অন্য এক প্রজ্জ্বলিত লৌহ-পর্বত দ্রুতবেগে আসিয়া পাপিনীকে নিষ্পেষণ করিয়া চলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে নূতন দেহ ধারণ করে। আবার অন্যদিক হইতে তদনুরূপ আর একটি পর্বত ভীমরবে আসিয়া পাপিনীকে নিষ্পেষণ করে। এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে পর্বত আসিয়া আসিয়া বহুবৎসর যাবৎ নিষ্পেষণ করিতে থাকে। তাহারা এই প্রকারে যন্ত্রে ইক্ষু-নিষ্পেষণের ন্যায় নিষ্পেষিতা হওয়ায় তথায় অতি প্রবলবেগে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়।

১৪। **অয়মুদ্‌গর উস্‌সদ নিরয়**—ইহজগতে যেসব পুরুষ পরনারী হরণ ও লঙ্ঘন করে, তাহারা এই নিরয়ে উৎপন্ন হয়। পরনারী লঙ্ঘনকারিগণও পূর্বোক্ত পরপুরুষ সেবিনী স্ত্রীর ন্যায় এই নিরয়ে বহু দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। নিরয়পালগণ তাহাদিগকে উর্দ্ধপাদ অধঃশির করিয়া প্রজ্জ্বলিত লৌহভূমিতে নিপাতিত করে এবং প্রকাণ্ড প্রজ্জ্বলিত লৌহমুদ্‌গর দ্বারা পিটিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে শেল-বল্লমাদি দ্বারাও ছিদ্র-বিচ্ছিদ্র করে।

১৫। **সিম্বলী উস্‌সদ নিরয়**—ইহলোকে যেসব নরনারী উপপত্নী ও উপপতি সেবন করে, তাহারা এই নিরয়ে পতিত হইয়া থাকে। এই সিম্বলীবন যোজন প্রমাণ উচ্চ প্রজ্জ্বলিত লৌহময় বহু সিম্বলী বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। এই বৃক্ষ

সমূহের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা ষোড়শাঙ্গুল দীর্ঘ ও প্রজ্জ্বলিত সুতীক্ষ্ণ কণ্টকে সমাচ্ছন্ন। নিরয়পালগণ এই নরকের নারকীদিগকে নারকীয় শেল-বল্লম-অসি ও মুদ্গর দ্বারা নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে করিতে ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিতে বাধ্য করায়। বৃক্ষে আরোহণ করিবার সময় বৃক্ষের কাঁটাগুলি নিম্নমুখী হয়। ইহাতে নারকীদের ক্ষত-বিক্ষত দেহের ছিন্ন-চর্ম ও মাংসপেশী কণ্টকে সংলগ্ন হইয়া থাকে। এইরূপে দারুণ দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিয়া নারকিগণ বৃক্ষাগ্রে আরোহণ করার পর পুনঃ তাহাদিগকে অবতরণ করিবার নিমিত্ত পূর্বোক্ত নিয়মে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। তাহারা প্রহারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া পুনঃ যখন অবতরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন বৃক্ষ-কণ্টক সমূহ পুনর্বায় উর্দ্ধমুখী হয়। সুতরাং নারকিগণ নিরয়পালদের ভীষণ প্রহারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। এবারও পূর্বের ন্যায় ক্ষত-বিক্ষত দেহের ছিন্ন-চর্ম ও মাংসপেশী কণ্টকে রাখিয়া অবতরণ করে। এপ্রকারে সুদীর্ঘকাল যাবৎ উপপতি ও উপপত্নী সেবনের বিপাক স্মরণ করাইয়া দিয়া অবিরামগতিতেই নারকীদিগকে ঐ বৃক্ষে উঠা-নামা করিয়া ভীষণ দুঃখ প্রদান করে।

১৬। **পচ্চনক উস্সদ নিরয়**—এজগতে যাহারা কর্ম, কর্ম-ফল ও পরলোক বিশ্বাস করে না, ধার্মিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও ধর্মকর্মের প্রতি আস্থা নাই, এতাদৃশ মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ব্যক্তিগণই এই নিরয়ে পতিত হয়। আর যাহারা অন্যকে কুপরামর্শ প্রদানে বিপথে পরিচালিত করিয়া দুঃখের ভাগী করে, তাহারাও এই নিরয়ে উৎপন্ন হয়। যতপ্রকারের নৈরয়িক দুঃখ আছে, নিরয়পালগণ এই নরকের নারকীদিগকে তৎসমুদায় দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। মিথ্যাদৃষ্টিদের নিরয়দুঃখের একটা সীমা নাই। তাহারা নানা প্রকারে বহু শতসহস্র বৎসর এই নিরয়ে দুঃখ ভোগিয়া থাকে।

আটটি মহানিরয়ের চতুর্পার্শ্বের ১২৮টি উস্সদ নিরয় ব্যতীত গ্রামক্ষেত্র পরিমাণ আরও বহু উস্সদ নিরয় আছে বলিয়া "জিনালঙ্কারবর্ণনা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

—আর্য্যনিন্দুকদের দশবিধ নিরয়—

(১) অব্বুদ, (২) নিরব্বুদ, (৩) অবব, (৪) অটট, (৫) অহহ, (৬) কুমুদ, (৭) সোগন্ধিক, (৮) উপ্পল, (৯) পুণ্ডরিক, ও (১০) পদুম নিরয়।

ইহলোকে যাহারা শীলবান ভিক্ষু-শ্রমণ ও সাধু-সজ্জনদের অনর্থক দুর্নাম, নিন্দা, হিংসা, আক্রোশ ও ভৎর্সনা করে এবং দ্বেষ চিত্তে-রোষচক্ষে দর্শন

করে, তাহারা কর্মের তারতম্য হিসাবে উক্ত দশবিধ নিরয়ের মধ্যে যে কোন একটা নিরয়ে পতিত হইয়া অবিরামগতিতে মহাদুঃখ ভোগ করিতে থাকে।

—উক্ত নিরয় সমূহের আয়ুর পরিমাণ—

উক্ত নিরয় সমূহের আয়ু এতই দীর্ঘ যে—তাহা সংখ্য' দ্বারা গণনা করা যায় না। সেই কারণে বুদ্ধ উক্ত নিরয় সমূহের আয়ু নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে নিম্নোক্ত উপমা প্রদান করিয়াছেন। তাহা এই—

১৩৪ মণ তিল-রাশি হইতে **শতবৎসর** অন্তর এক একটি করিয়া তিল ত্যাগ করিলে, বহুকাল পরে ঐ তিলরাশি নিঃশেষ হইবে, তথাপি **অব্বুদ** নিরয়ের আয়ু নিঃশেষ হইবে না। এই অব্বুদ নিরয়ের বিশগুণ অধিক আয়ু **নিরব্বুদ** নিরয়ের। নিরব্বুদের বিশগুণ অধিক আয়ু **অবব** নিরয়ের। অববের বিশগুণ অধিক আয়ু **অটট** নিরয়ের। অটটের বিশগুণ অধিক আয়ু **অহহ** নিরয়ের। অহহের বিশগুণ অধিক আয়ু **কুমুদ** নিরয়ের। কুমুদের বিশগুণ অধিক আয়ু **সোগন্ধিক** নিরয়ের। সোগন্ধিকের বিশগুণ অধিক আয়ু **উপ্পল** নিরয়ের। উপ্পলের বিশগুণ অধিক আয়ু **পুণ্ডরিক** নিরয়ের। পুণ্ডরিকের বিশগুণ অধিক আয়ু **পদুম** নিরয়ের।

—পরলোকে আয়ুর হ্রাস-বৃদ্ধির হেতু—

দেবলোকে কোন কোন দেবতার আয়ু নির্দ্দিষ্ট দিব্য আয়ু হইতে ক্ষয় পাইয়া থাকে। মানবগণ ইহলোকে কুশল কর্ম সম্পাদন করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হন। তাঁহারা তথায় দিব্য সুখৈশ্বর্য্যের বিপুলতা বিধায় **পঞ্চকামগুণের** প্রতি অত্যধিক আসক্তি পরায়ণ, অহঙ্কারী, চঞ্চল, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য বহুল হন। তদ্ধেতু দেবগণের কুশলচিত্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। কোন সময় তাহাদের দান-শীলাদি কুশল কর্ম সম্পাদনের কুশল চেতনা উৎপন্ন হইলেও ক্ষেত্র মিলে না, অবসরও পান না। কারণ দেবগণ ঐশ্বর্য্য ও পঞ্চকামগুণে মত্ত। নিত্য নূতন কাম-সুখে অভিরমিত হন। অধিকন্তু নূতন পুণ্য উৎপাদনেও অক্ষম এবং পূর্বার্জ্জিত পুণ্যও পরিভোগ হেতু ও অকুশল চেতনা হেতু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এতৎসঙ্গে আয়ুরও পরিহানি হয়। দেবতাদের আয়ু ক্ষয় হইবার ইহাই প্রধান কারণ। প্রভূত পুণ্যবান দেবতা যেই দেবলোকে অবস্থান করিতেছেন, সেই দেবলোকের আয়ু শেষ হইলে, পুণ্যের বল যদি প্রবল থাকে, তাহা হইলে

সেই দেবতা সেই দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া অন্য দেবলোকে অথবা আবার সেই দেবলোকেই উৎপন্ন হন।

কেহ কেহ ইহলোকে বিবিধ অকুশল কর্ম সম্পাদন করিয়া নরকে উৎপন্ন হয়। তাহারা নরকের দুর্বিষহ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার সময় পূর্বজন্মার্জ্জিত পাপকর্ম স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হয়। স্বীয় কর্মকে ধিক্কার দিতে দিতে নিজের উপরও ক্রোধের সঞ্চার হয়। এতৎবিধায় আবেগভরে বলিয়া উঠে—"কী মূর্খ আমি, স্ত্রী-পুত্রের পোষণের নিমিত্ত সারাজীবন কতই না পাপকর্ম করিয়াছি, জ্ঞানীদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছি, কুশল কর্ম কিছুই করি নাই।" এইরূপে পাপীগণ নরকে নিরন্তর ক্রোধমিশ্রিত অনুশোচনা করিয়া পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করে, ইহাতে নরকে নারকীর আয়ুও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এক নিরয়ের আয়ু শেষ হইলে, নারকীগণ পুনঃ অন্য নিরয়ে গিয়া পতিত হয়। নৈরয়িক আয়ু শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নারকীগণ কোন নরক-দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। সেই কারণে কথিত হইয়াছে—

তথ সত্তা মহালুদ্ধা মহা কিব্বিসকারিনো,
অচ্চন্তা পাপকম্মন্তা পচ্চন্তি ন চ মিয়্যরে।
জাতবেদ সমো কায়ো তেসং নিরয়বাসীনং,
তস্স কম্মানং দলূহত্তং ন ভস্মং হোতি মংসিপি।

মহালোভী ও মহাপাপকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিগণ অত্যন্ত পাপকর্মহেতু নরকে দুর্বিষহ দুঃখ ভোগ করে, তথাপি মৃত্যু হয় না। সেই নরকবাসীদের শরীর নিরন্তর তীব্র নারকীয় অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও ভস্ম হয় না। কারণ তাহাদের পাপ এত ভারী ও অক্ষয় যে, বিপাক অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত এই জটিলতার মাধ্যমেই অতিক্রম করিতে হইবে।

—পহাস নিরয়—

এই নিরয় অবীচি মহানিরয়ের কোনও একপার্শ্বে অবস্থিত। এজগতে যাহারা নানাপ্রকার নৃত্য-গীত-বাদ্যে প্রমত্ত থাকে, এবং অপরকেও প্রমাদিত বা মোহিত করে, তাহারা **পহাস** নরকে উৎপন্ন হয়। যাহারা নৃত্য-গীত প্রদানের ব্রতী বা উৎসাহী, তাহারা বহুজনকে প্রমাদে নিমগ্ন করে এবং জনগণের জীবনধারাকে নিম্নস্রোতে প্রবাহিত করিয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করে। ইহাই জটিল অপরাধ! তাহারা নরকে উৎপন্ন হয়, বিরাট অস্থিকঙ্কালময়

দেহ নিয়া। তাহারা নরকের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে থাকে, উল্লম্ফন করিতে থাকে। ইহাতে যেন মনে হয়, তাহারা নারকীয় নটবেশে নৃত্য-গীত করিতেছে। পূজা-মানসে বুদ্ধসংকীর্ত্তন অথবা বিরাগজনক নৃত্য-গীত করিলে বা করাইলে, পুণ্য সঞ্চয় হয় বলিয়া অঙ্গুত্তর নিকায় ও সংযুক্ত নিকায় গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

—লোকান্তরিক নিরয়—

তিনটি চাকা পাশাপাশি সংলগ্ন করিয়া স্থাপন করিলে, মধ্যস্থলে যেই ত্রিকোণাকার একটা স্থান হয়, তদ্রূপ তিনটি চক্রবাল-পর্বতের মধ্যস্থানে যেই ৬৮ হাজার যোজন বিস্তৃত ত্রিকোণাকার স্থান, তাহাই **'লোকান্তরিক** নরক।' এই নরক ঘনান্ধকারে আবৃত, নিম্নপ্রদেশ তীব্র ক্ষারজলে পূর্ণ। নরকের উপরিভাগ আচ্ছাদন হীন এবং তলদেশ বৰ্জ্জিত। সুতরাং ইহার উর্দ্ধে আকাশ ও নিম্নে পৃথিবী সন্ধারক শীতলতর তীব্র ক্ষারজল। এই নিরয় সূর্য্যালোক বিবর্জ্জিত বিধায় এখানে উৎপন্ন নারকীয় প্রাণীদের চক্ষু নাই। তাহাদের হস্ত-পদের অঙ্গুলি সমূহ দীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ নখর যুক্ত। তাহারা চক্রবাল-পৃষ্ঠে ঐ নখর সাহায্যে বাদুরের ন্যায় বিলম্বন অবস্থায় থাকে। তাহারা এদিক ওদিক সংসরণ করে। কোন কোন সময় একটা অপরটির গায়ে আসিয়া পড়ে। তখন পরস্পরের মধ্যে আক্রমণ চলে। কারণ, তাহারা মনে করে— "বহু দীর্ঘকাল পরে আহার্য্য বস্তু লাভ করিয়াছি।" তাহারা পরস্পর সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে আক্রান্ত হইয়া ভীষণরূপে ক্ষত-বিক্ষত হয়। অগত্যা উভয়েই রক্তাক্ত কলেবরে নিম্নতম সুতীব্র ভয়ঙ্কর শীতময় ক্ষারজলে নিপতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে জলে বিলীন প্রাপ্ত হয়। প্রতি তিনটি চক্রবাল-পর্বত-পৃষ্ঠে এক একটি করিয়া লোকান্তরিক নরক অবস্থিত আছে। এরূপ অনন্ত চক্রবালে অনন্ত লোকান্তরিক নরক।

যাহারা ইহলোকে পিতা-মাতা, ধার্মিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের প্রতি কায়-বাক্য-মনে অত্যাচার করে এবং প্রাণীহত্যা ও চুরি করে, তাহারাই এই লোকান্তরিক নিরয়ের যাত্রী।

—অহঙ্কারীদের পরিণাম—

এজগতে যাহারা গৃহের অহঙ্কার করে, তাহারা মৃত্যুর পর যক্ষ অথবা প্রেত হইয়া সেই গৃহের ঘৃণ্য আবর্জ্জনা-ময়লাদি শিরে বহন করিয়া দীর্ঘকাল

বিচরণ করিতে থাকে এবং পরে তপ্ত লৌহ প্রাচীরযুক্ত নরকে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করে।

যাহারা ইহলোকে কুলের বা বংশমর্য্যাদার অহঙ্কার করিয়া বিচরণ করে, তাহারা জন্মে জন্মে বড়ই অনুতাপগ্রস্ত হয়, রক্তবমি, বিসূচিকা, আমাশয় প্রভৃতি রোগে ভীষণ দুঃখ ভোগ করে। এমন কি নাড়ী-ভুঁড়ি পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া বাহির হয়। চণ্ডাল-মেথরাদি নীচকুলে দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

জগতে যাহারা লাভ-অহঙ্কারে স্ফীত হয়, তাহারা মৃত্যুর পর যক্ষ' প্রেত ও অজগর সর্প হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরে বিষ্ঠাকুণ্ড নরকে উৎপন্ন হইয়া বহু দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। মানবকুলে জন্ম নিলেও অলাভী ও অভাব-গ্রস্ত হইয়া কালাতিপাত করে।

যাহারা নিজের সৌন্দর্য্য ও গুণের অহঙ্কার করে, তাহারা জন্মে জন্মে বিশ্রী, গুণহীন, তোৎলা ও বোবা হইয়া দুঃখ ভোগ করে।

যাহারা ধার্মিক বলিয়া অহঙ্কার করে, তাহারা 'কুক্কুল' নিরয়ে উৎপন্ন হইয়া প্রজ্জ্বলিত সজ্যোতিভূত অঙ্গার ও ছাই দ্বারা দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া বহু দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। সুতরাং যেকেহ কোনও বিষয়ে অহঙ্কার করা একান্তই অনুচিত। (সু-বি)

নিরয়-পর্ব সমাপ্ত।

১৮। প্রেত-পর্ব।

—প্রেত—

"সুখসমূহতো পকট্ঠং দূরং ইতো গতাতি পেতা"—'সুখসমূহ হইতে সুদূর-প্রাপ্ত-গত-স্থিত' এই অর্থে—**প্রেত**। প্রেত বিবিধশ্রেণীর আছে। কর্মের তারতম্যানুসারে প্রেতগণ বহুপ্রকারের দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। 'পেতবথু' অট্ঠকথায় বর্ণিতানুসারে দেখা যায়, কোন কোন বৈমাণিক প্রেতগণ দিবসে দিব্য সুখ ও রাত্রিতে দুঃসহ প্রেত-দুঃখ ভোগ করে। আবার কোন কোন

প্রেতগণ রাত্রিতে দিব্য-সুখ ও দিবসে অসহ্য প্রেত-দুঃখ ভোগিতে থাকে। আর কোন কোন প্রেতগণ অবিরামগতিতেই ভীষণ দুঃখ ভোগ করে। কোন কোন প্রেত বর্ণনাতীত বিশ্রী ও দুর্গন্ধময়। পালিগ্রন্থের বর্ণনায় বহুস্থানে দেখা যায়—প্রেত প্রধানতঃ ছয়ভাগে বিবক্ত। যথা—(১) খন্তুপজীবি, (২) ক্ষুৎপিপাসিক, (৩) নিজ্ঝামতৃষ্ণিক, (৪) কালকঞ্জিক, (৫) পাংশুপিশাচ ও (৬) পরদত্তোপজীবী।

(১) "**খন্তুপজীবী**" প্রেতগণ সময়ে সময়ে তাহাদের স্বাভাবিক আহার্য্যের দ্বারাই অতি দুঃখের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে'

(২) যেই প্রেতগণ বহু লক্ষ লক্ষ বৎসর যাবৎ ক্ষুৎ-পিপাসায় জর্জ্জরিত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরাফেরা করিয়া অসীম দুঃখ ভোগ করে, তাহাদিগকে '**ক্ষুৎপিপাসিক**' প্রেত বলে।

(৩) অগ্নি-বিদগ্ধমান বৃক্ষ-কোটর সদৃশ ক্ষুৎ-পিপাসায় যেই প্রেতদের উদর সর্বদা জ্বলিতে থাকে, জল ও খাদ্যবস্তু সম্মুখে থাকিলেও তাহার দর্শন পায় না, দেখিলেও তাহা গ্রহণকালে অতিশয় ঘৃণ্য রক্ত-পুঁজে পরিণত হয়, সেই প্রেতদিগকে "**নিজ্ঝামতৃষ্ণিক**" প্রেত বলে।

(৪) কোন কোন প্রেত কোন কোন অসুরের পরিণয় উৎসবে যোগদান করে। এজন্য সে সব অসুরও প্রেতপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই অসুরদের মধ্যে 'কালকঞ্জিক' নামক একশ্রেণীর অসুর আছে। তাহাদের দেহ রক্ত-মাংস বিহীন শুষ্ক পত্রের ন্যায়। চক্ষুদ্বয় কর্কট-চক্ষুর ন্যায় আলৃগা ও মস্তকে অবস্থিত। মুখখানি সূচী-ছিদ্রবৎ সূক্ষ্ম। তাহা আবার মস্তকোপরি অবস্থিত। সুতরাং তাহারা অবনত হইয়া মস্তক ঘষিতে ২ অধোশিরে আহার গ্রহণ করিতে হয়। ইহারা অতি নিম্নস্তরের অসুর। তাহারা অতি ভয়ঙ্কর হিংসুক ও ঈর্ষাপরায়ণ। সর্বদা কলহ-বিবাদ, কাটা-কাটি, মারা-মারিতে লিপ্ত থাকিতেই তাহারা ভালবাসে। সুতীক্ষ্ণ অসি হস্তে পরস্পরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে এবং 'দুষ্ট প্রেত' বলিয়া ভর্ৎসনা করে। এই কারণে '**কালকঞ্জিক**' অসুরগণও প্রেতপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(৫) যেই প্রেতগণ অশুচি স্থানে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে '**পাংশুপিশাচ**' বলে। তাহারা এক জাতীয় বৃক্ষ-শিকড় ধারণ করিয়া অদৃশ্য শরীরে বিচরণ করে। গর্ভমলাদি ঘৃণ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া আহার করে।

(৬) যেই প্রেতদের নিকট জ্ঞাতী-প্রদত্ত দান-ধর্মের পুণ্য অনুমোদন ও লাভ

করিবার ক্ষমতা থাকে এবং সেই জ্ঞাতী-প্রদত্ত পুণ্য লাভে সুখী হয়, তাহাদিগকে **"পরদত্তোপজীবী"** প্রেত বলে। অতএব এই পরদত্তোপজীবী প্রেত ব্যতীত অন্যান্য প্রেতগণ জ্ঞাতী-প্রদত্ত পুণ্যে সুখী হইতে পারে না। যদি দায়কের কোনও জ্ঞাতী উক্ত শ্রেণীর প্রেত হইয়া জন্ম ধারণ নাও বা করে, তাহা হইলে ঐ পুণ্যসমূহ দায়কেরই হইবে। ইহাতে দায়ক ভবিষ্যতে শান্তি-সুখের অধিকারী হইবেন। অতএব দানের ফল ব্যর্থ হয় না তবে আদি-অন্ত বিরহিত এই সুদীর্ঘ জন্মাবর্ত্তের মধ্যেও যে, এক রক্তের সম্বন্ধ জ্ঞাতীপ্রেত না থাকিবে, এমন কারণ কখনও হইতে পারে না।

—প্রেতদের স্বরূপ বর্ণনা—

জগতে যাহারা কৃপণ, লোভী, হিংসুক, নিজেও অদাতা, অপরকেও দান দিতে নিবারণ করে, সঙ্ঘের দানীয় বস্তুর অন্তরায় বা আত্মসাৎ করে, দান না দিবার জন্য অথবা অধিক বা উত্তম না দিবার জন্য কায়-বাক্য-মনে চেষ্টায় ত্রুটি করে না, দায়কের ব্যয়-সঙ্কোচ করিলাম বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহাদের পরশ্রীকাতরতা ও হিংসাপ্রযুক্ত চিত্ত বিধায় গ্রহীতাদের প্রতি মন প্রদুষ্ট ও অপ্রসন্ন করে, এবং হাস্যচ্ছলে দাতা ও গ্রহীতাকে ঈর্ষামিশ্রিত বিদ্রূপবাণী প্রয়োগ করে; তাহারা প্রেতকুলে উৎপন্ন হয়। প্রেতগণ শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ ও কোটি বৎসর, এমন কি একবুদ্ধান্তর কল্পকাল পর্য্যন্ত কোনও আহার বা একবিন্দু জলও পায় না। সুতরাং নিরন্তর ক্ষুৎ-পিপাসায় জর্জ্জরিত হইয়া তাহাদের রক্ত-মাংস বিশুষ্ক হয়। প্রেতদের এই ভীতিজনক কঙ্কালময় দেহ কিম্ভূতকিমাকারে পরিণত হয়। দেহের বড় বড় স্নায়ুগুলি ভাসিয়া উঠে। পৃষ্ঠ-কণ্টকের সহিত উদর-চর্ম লাগিয়া যায়। অনুর্বর ক্ষেত্রের ন্যায় দেহে ফাটল ধরে, এলো-মেলো কেশ মুখখানি ঢাকিয়া যায়। উলঙ্গ-দুর্বল-বিশ্রী-বিরাট দেহ-পঞ্জর ভয়ঙ্করে পরিণত হয়। তাহা এক অবর্ণনীয় ব্যাপার। তাহারা শুধু পূর্বার্জ্জিত পাপ স্মরণে অনুতাপ ও রোদন করিতে করিতে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে। পরে অনন্যোপায় হইয়া শ্রান্তদেহে কোন এক দুর্গন্ধময় নিভৃত স্থানে এলো-মেলো বিশ্রীভাবে পড়িয়া থাকে। বহু বৎসরান্তর এক একবার দৈববাণী শ্রুতিপথে ধ্বনিত হয়—"আস আস জল পান কর, ভোজন কর"। তাহারা স্বপ্নবৎ এই শব্দ শ্রবণমাত্র আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও উঠিতে না পারিয়া গড়াগড়ি ও হামাগুড়ি দিতে দিতে বহুযোজন অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু কোথাও

কাহারও দর্শন পায় না আহার-জলের দায়ক। অহোঃ! দুঃখের উপর দুঃখ! তখন প্রেতগণ বিকট চীৎকারে বলিয়া উঠে—"দাও দাও জল দাও, আহার দাও"। তখন আকাশ-বাণী ধ্বনিত হয়—**নাই-নাই-নাই** এই অসারবাণী প্রেতের অন্তরে বিষ-দিগ্ধ শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়। ছিন্ন তরুর ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়ে ভূমিতলে। নৈরাশ্যময় ক্ষুব্ধ অন্তরের জ্বালায় অশরীরী ক্রন্দনে ভরিয়া উঠে আকাশ-বাতাস—একি প্রহেলিকা! একি প্রহেলিকা!! তাই কথিত হইয়াছে—

কিন্নু সোস্‌সত্তি তে পেতা নত্থি সদ্দং সুদারুণং?
য়েহি সন্তেসু দেয়্যেসু খিত্তা নত্থী'তি যাচকা।
পেতলোক ভবং দুক্খং অনন্তং সত্তজীবিকা,
কথন্নু বণ্ণয়ন্তী'হ বিন্দুমত্তং বা বণ্ণিতং।

বঙ্গার্থ—অহো! বহুকালের পর প্রেতগণ **নাই** এই সুদারুণ বাক্যটি কেন শ্রবণ করিল? ইহার কারণ এই যে—মানবকুলে তাহাদের নিকট দিবার বস্তু থাকা সত্ত্বেও **নাই** বলিয়া যাচকদের যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। এই কারণে প্রেতলোকেও তাহারা **নাই** শব্দ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। প্রেতলোকে যে, কিরূপ অনন্ত দুঃখ তাহা কিরূপে বর্ণনা করিব! কেবল এখানে বিন্দুপরিমাণ বর্ণনা করা গেল মাত্র। (জি-ব)

—মিথ্যা শপথকারী প্রেত—

এজগতে যাহারা অপরের অনর্থক দুর্নাম ও অপবাদ করে, এবং দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রের মস্তক অথবা বুদ্ধমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়া "আমি করি নাই" এরূপ মিথ্যা শপথ করে, তাহারা মৃত্যুর পর প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই প্রেতগণের দেহ অত্যন্ত বিশ্রী হয়' সর্বাঙ্গ অতিশয় দুর্গন্ধ হয়। সর্বদা নীলমক্ষিকা তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ভীষণ যন্ত্রণা দেয়। শতবৎসর খাইলেও তাহারা উদর পূর্ণ করিতে পারে না। আর পেত্নী হইলে, নিজে পুত্র প্রসব করিয়া নিজেই তাহা ভক্ষণ করে তথাপি তাহারা অবিরাম ক্ষুধায় জ্বলিতে থাকে।

—প্রেতদের দেহের প্রমাণ—

প্রেতলোকের মধ্যে কোন কোন প্রেত ৬০-৭০-৮০ হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কেহ সুশ্রী, কেহ বিশ্রী ও কেহ অস্থিপঞ্জরময় হইয়া থাকে। দীর্ঘ পৃষ্ঠজাতীয় প্রেতগণ ৬০ যোজন দীর্ঘ হইয়া থাকে। (সু-বি)

—কয়েকটি প্রেতদের সংক্ষিপ্ত দুঃখ বর্ণনা—

একব্যক্তি ইহলোকে কায়িক কোনপ্রকার দুশ্চরিতাচরণ করে নাই বটে, কিন্তু তাহার মুখখানি বড়ই অসংযত ছিল। সে সর্বদা মিথ্যা-বৃথা-কটু-ভেদ, এই চতুর্বিধ বাচনিক পাপ করিত। ইহার ফলে সে মৃত্যুর পর **বৈমানিক প্রেত** হইয়াছিল। তাহার দেহখানি সুবর্ণবর্ণ ছিল এবং সেই দেহের জ্যোতিতে সর্বদা চারিদিক আলোকিত থাকিত বটে, কিন্তু তাহার মুখখানি শূকরের মুখের ন্যায় হইয়াছিল। এই হেতু সে সর্বদা অনুতপ্ত হৃদয়েই কালযাপন করিত।

১। রাজগৃহ নগরে এক গো হত্যাকারী ব্যক্তি বহুলক্ষ বৎসর নিরয়-দুঃখ ভোগ করার পর সেইখান হইতে চ্যুত হইবার সময় তাহার নিকট **গো-অস্থি নিমিত্ত** [মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কর্মানুরূপ যাহা দর্শন করে] উৎপন্ন হইয়াছিল। সে সেই রূপই গতি প্রাপ্ত হইল। প্রেতলোকে **অস্থিপঞ্জর** প্রেত হইয়া সে জন্মগ্রহণ করিল। ২। একসময় রাজগৃহবাসী একব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের জন্য গো হত্যা করিয়া মাংস বিক্রি করিত। সে মৃত্যুর পর "**মাংসপেশী**" প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। ৩। রাজগৃহে এক পক্ষী হত্যাকারী ব্যাধ মৃত্যুর পর **মাংসপিণ্ডাকৃতি প্রেত** হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ৪। রাজগৃহে ছাগ হত্যাকারী একব্যক্তি মৃত্যুর পর **চর্মবিহীন প্রেত** হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। এই চারিজাতীয় প্রেতকে প্রেতকুলে সর্বদা কাক-শকুন-কুণাল প্রভৃতি ভীমকায় পক্ষীকুল দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া উভয় পার্শ্বে তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা বিদ্ধ করিত। তাহারা বেদনায় অস্থির হইয়া অবিশ্রান্ত ক্রন্দনেই রত থাকিত।

৫। রাজগৃহে শূকর হত্যা করিয়া জীবিকা নির্বাহকারী জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুর পর **অসিলোম প্রেত** হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। তাহার লোম সমূহ তীক্ষ্ণ অসির ন্যায় ধারাল ছিল। সে নিত্য স্বীয় লোমের আঘাতে শতধা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহ হইয়া অবিরাম ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিত।

৬। রাজগৃহে জনৈক ব্যাধ মৃগ শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। সে মৃত্যুর পর **শক্তিলোম প্রেত** হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার লোমগুলি শেলের ন্যায় তীক্ষ্ণ ধারাল ছিল। ৭। এক জল্লাদ রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে নানাপ্রকার দুঃখ প্রদানান্তর তীক্ষ্ণ শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বধ করিত। সেই জল্লাদ মৃত্যুর পর **শরলোম প্রেত** হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহার দেহের লোমগুলি শরের ন্যায় তীক্ষ্ণ ছিল। ৮। জনৈক গো ও অশ্ব রক্ষক ব্যক্তি সর্বদা গো ও অশ্বগুলিকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাতে কষ্ট দিত। উক্ত

ব্যক্তি মৃত্যুর পর **সূচীলোম প্রেত** হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার লোমগুলি সূচীর ন্যায় তীক্ষ্ণ ছিল। এই তিনটি প্রেত অনবরত স্বীয়লোমে বিদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিত।

৯। রাজগৃহবাসী জনৈক **টল্লি** পরস্পরকে বিবাদ বাধাইয়া দিত, একের সম্পত্তি অপরকে দিয়া দিত। এরূপে সে লোকের বহু দুঃখের কারণ হইত। সেই পিশুন বাক্যভাষী টল্লি মৃত্যুর পর সূচীলোম প্রেত হইয়া উৎপন্ন হইল। তাহার সমস্ত লোম সূচীর ন্যায় তীক্ষ্ণ ছিল। লোমগুলি তাহার মস্তক বিদ্ধ করিয়া মুখদ্বারে বাহির হইত, মুখদ্বারে প্রবেশান্তর বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইত, উদরে প্রবেশান্তর উরু ভেদ করিয়া বাহির হইত, উরুদেশে প্রবেশান্তর জঙ্ঘা ভেদ করিয়া বাহির হইত এবং জঙ্ঘায় প্রবেশান্তর পাদ ভেদ করিয়া বাহির হইত। এরূপে তাহার সর্বশরীর সেলাই করার ন্যায় অবিরামগতিতে দুঃখ ভোগ করিত।

১০। পূর্বে রাজগৃহে ঘুষখোর অবিচারক এক অমাত্য ছিল। সে সর্বদা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া লোককে উচিত স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিত। মৃত্যুর পর উক্ত অমাত্য **কুড়ল প্রেত** হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। তাহার অণ্ডকোষদ্বয় এতই প্রকাণ্ড হইল যে—চলিবার সময় তাহা স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হয়, বসিবার সময় তাহার উপরই বসিতে হয়, পক্ষীকুল সর্বদা তাহাকে তীক্ষ্ণ চঞ্চুরাঘাতে ভীষণ দুঃখ প্রদান করিত। এসব কারণে সে বেদনায় অস্থির হইয়া আর্তস্বরে চিৎকার করিতে থাকে। তাহার সেই গোপন ঘুষের কথা প্রকাশের জন্যই এই ব্যাধির সৃষ্টি এবং লোককে দণ্ড প্রদানে অসহ্য বোঝা বহন করাইত বলিয়া স্বীয় কুড়ল স্বীয় স্কন্ধে বহন করিতে হইত। সুতরাং ঘুষখোর ও প্রবঞ্চনাকারীদের নিকটই **কুড়ল** হইয়া থাকে।

১১। রাজগৃহবাসী একব্যক্তি পরদার লঙ্ঘন করিয়া নারীদের সতীত্ব নষ্ট করিত। মৃত্যুর পর সে প্রেতলোকে জন্মগ্রহণের পর সর্বদা **বিষ্টাকুণ্ডে** নিমগ্ন হইয়া ভীষণ দুঃখ ভোগ করিত। ১২। কশ্যপবুদ্ধের কালে এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ তাহার গৃহে উপস্থিত হইলে, সে ভিক্ষুদিগকে বিষ্টা ভক্ষণ করিতে বলিয়াছিল। এই কর্মফলে সে মৃত্যুর পর প্রেতকুলে জন্মগ্রহণান্তর সর্বদা **বিষ্টাকুণ্ড** হইতে উভয় হস্তে বিষ্টা লইয়া ভোজন করিত।

১৩। রাজগৃহে এক পরপুরুষ সেবিনী নারী ছিল। স্বামীর অধিকারভুক্ত স্পর্শকামগুণাদি দ্বারা অপর পুরুষের সেবা করিয়াছিল। সে মৃত্যুর পর

চর্মবিহীণা পেত্নী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। সে অবিশ্রান্ত কাক-কুলালাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ভীষণ দুঃখ ভোগ করিত।

১৪। রাজগৃহে মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্না এক নারী ছিল। সে গ্রামবাসী নারীদিগকে সর্বদা বলিত—"তোমরা যদি এরূপে পূজাকর এবং বলিদান কর, তাহা হইলে তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে," ইত্যাদি প্রলোভন দেখাইয়া লোকের অর্থ নাশ করিত ও নানা কুক্রিয়া সম্পন্ন মিথ্যাদৃষ্টি শিক্ষা দিত। এই কুকর্মের ফলে সে মৃত্যুর পর ভীষণ বিরূপা ও দুর্গন্ধ দেহ বিশিষ্টা পেত্নী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। সেই পেত্নী আকাশপথে কিম্বা ভূমি পথে চলিবার সময় কাক-কুলালগণ তাহাকে সর্বদা নিদারুনভাবে চঞ্চুরাঘাতে ভীষণ দুঃখ প্রদান করিত। ১৫। একসময় কলিঙ্গরাজ্যের অগ্রমহিষী ঈর্ষাবশতঃ তাহার সতীনের মস্তকোপরি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারপাত্র ঢালিয়া দিয়াছিল। উক্ত পাপকর্মের ফলে সে মৃত্যুর পর প্রেতলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বদা প্রজ্জ্বলিত অঙ্গাররাশিতে পরিব্যাপ্তা থাকিত। তাহার দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পূঁজ ক্ষরিত হইয়া দিবা-রাত্র মহাদুঃখ ভোগ করিত।

১৬। রাজগৃহে হারিক নামক জনৈক চোরহত্যাকারী জল্লাদ ছিল। তাহার উক্ত পাপ-কর্মের ফলে সে প্রেতলোকে শিরহীন প্রেত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। চোরগণের শিরশ্চেদন হেতু তাহার মস্তক লুপ্ত হইয়াছে এবং মুখ ও চক্ষু দুইটি তাহার বক্ষের উপরই অবস্থিত। ১৭। দান দিবার সময় এক স্ত্রী সর্বদা তাহার স্বামীকে বাধা প্রদান করিত। এই কর্ম-ফলে উক্ত নারী মৃত্যুর পর পেত্নী হইয়া সর্বদা কৃমিপূর্ণ বিষ্ঠা পান করিত।

১৮। এক নারীর দুইটি সবলকায় যুবক পুত্র ছিল। সে পুত্রদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া গর্বিতান্তরে সর্বদা স্বীয় স্বামীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিত। এই পাপকর্মের ফলে সে প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল। তাহার দুর্গন্ধময় দেহ নিত্য মক্ষিকা বেষ্টিত থাকিত। পেত্নী ১৪টি পুত্র প্রসব করিয়া নিজেই তাহা ভক্ষণ করিয়াছিল, তথাপি তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই। সে সুদীর্ঘকাল ক্ষুধার জ্বালায় মহাদুঃখ ভোগ করিতেছিল।

১৯। একসময় মহাস্থবির "মহামোগ্‌গল্লায়ণ" এক পেত্নীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"হে পেত্নী! তোমার অগ্রে শ্বেতহস্তীতে আরূঢ় একজন পুরুষ, শ্বেত অশ্ব-যোজিত রথে আরূঢ় আর একজন পুরুষ, তারপর পাল্কীতে চড়িয়া একজন রূপসী কন্যা যাইতেছে; আর তুমি কাঁদিতে কাঁদিতে লাঠী,ছোরা হস্তে ছিন্ন-ভিন্ন

দেহে দৌড়িতেছ কেন?" প্রত্যুত্তরে পেত্নী বলিল—দেব, এখানে প্রথমটি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, দ্বিতীয়টি মধ্যম পুত্র এবং তৃতীয়টি আমার কনিষ্ঠা কন্যা। তাহারা সর্বদা দান-শীলাদি পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিত। কিন্তু, আমি ছিলাম বড়ই কৃপণ স্বভাবা লুব্ধা নারী। আমার গৃহে ভিক্ষু-শ্রমণ উপস্থিত হইতে দেখিলে, তাঁহারা ভবিষ্যতে যেন আমার গৃহে না আসেন, আমি তেমনভাবে তাঁহাদিগকে ভৎর্সনা ও আক্রোশ পূর্ণ বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিতাম। এই কর্মের ফলেই আমি মৃত্যুর পর প্রেতকুলে উৎপন্ন হইয়াছি। অপরকে মারিয়া-ধরিয়া সারাদিন ভক্ষণ করিলেও ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না। বহুকাল যাবৎ ক্ষুধার জ্বালায় মহাদুঃখ ভোগ করিতেছি।" ২০। এক নারী ঈর্ষা বশতঃ ভিক্ষু-সংঘকে ভৎর্সনা করিয়াছিল। এই কর্মের ফলে সে মৃত্যুর পর পেত্নী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে সর্বদা বিষ্ঠাকুণ্ড হইতে পঁচা বিষ্ঠা পান করিয়া অতি দুঃখে জীবিকা নির্বাহ করিত। ২১। জনৈক বিচারক নানাপুণ্যকর্ম করিত বটে, কিন্তু সুবিচার করিত না। মিথ্যুক ও প্রতারক ছিল। সে মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হইল। তখন তাহার দেহখানি চন্দন লিপ্ত, মুখখানি প্রসন্ন প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় শোভনশীল। তাহার কাঞ্চন-বৈদূর্য্য পরিহিতা দশসহস্র সেবিকা ছিল। কিন্তু অবিচার, মিথ্যা ও প্রবঞ্চণার ফলে সে নিজের পৃষ্ঠমাংস নিজেই সুতীক্ষ্ণ নখরাঘাতে ছিন্ন করিয়া সর্বদা ভক্ষণ করিত। নানা পুণ্যকর্মী, অবিচারক, মিথ্যুক ও প্রতারক ছিল বলিয়া সে সুখ-দুঃখ উভয় প্রকার ফল ভোগ করিতেছে। ২২। জনৈক ব্যাধ এক শীলবান ভিক্ষুর উপদেশে রাত্রিকালে প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিল। কিন্তু, দিবসে প্রাণীহত্যা হইতে বিরত করিতে পারে নাই। উক্ত ব্যাধ মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন। তথায় সে সারারাত্রি দিব্যসুখ ভোগ করিত রাত্রি শেষ হওয়া মাত্রই সমস্ত দিন এদিক ওদিক ধাবমান অবস্থায় স্বীয় দেহ-মাংস ভক্ষণ করিত।

কয়েকটি মাত্র প্রেতর বিষয়ই এখানে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল। মৎপ্রণীত পেতবত্থু গ্রন্থে বহু প্রেতদের বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। পারাজিকা গ্রন্থেও নাতিবিস্তৃত কয়েকটি প্রেতের কাহিনী বর্ণিত আছে।

প্রেত পর্ব সমাপ্ত

১৯। গৃহী-বিনয়-পর্ব্ব।

অমিত প্রভাবশালী ত্রিলোক-গুরু ভগবান বুদ্ধ গৃহীদের ইহ-পারত্রিক মঙ্গলের জন্য যেই নীতিগুলি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে কতকগুলি নীতি সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল। যিনি এই গৃহী-বিনয়ের নীতি-গুলি ধারণ-পালন করিবেন, তিনি ইহলোকে বিজয়-সৌভাগ্যের অধিকারী হইবেন। মৃত্যুর পর উর্দ্ধতনলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দিব্যসুখের অধিকারী হইবেন এবং অন্তিমে পরম শান্তিময় **নির্বাণ** লাভ করিবেন।

- গৃহীদের প্রতি বুদ্ধের অনুজ্ঞাবলী—

১। **প্রাণীহত্যা** করিবে না এবং তাহার কারণও হইবে না। প্রাণী-হত্যা কাজে কায়িক-বাচনিক-মানসিক এই ত্রিবিধ উপায়ের কোনও উপায় অবলম্বন করিবে না। তাহা দেখিয়া মনে আনন্দও আনিবেন না। কাহারও একখানা সূত্র-নাল পর্যন্ত **চৌর্য্যচিত্তে** গ্রহণ করিবে না। চুরি-কার্য্যে অপরকে নিয়োজিত ও সাহায্য করিবে না। সম্মত হউক অথবা অসম্মতেই হউক, পর স্ত্রী,, কন্যা, ও পুরুষের সহিত **কামসেবন** করিবে না। প্রাণান্তেও **মিথ্যা** কথা বলিবে না। তদ্বিষয়ে কাহাকেও নিয়োজিত এবং সাহায্য করিবে না। হাসিবার জন্যও মিথ্যা বলা অবিধেয়। ঠাট্টাচ্ছলে পিতার নামে পুত্রকে, পুত্রের নামে পিতাকে, ভ্রাতার নামে পিতাকে, শ্বশুরের নামে জামাতাকে এবং জামাতার নামে শ্বশুরকে আহ্বান করাও মিথ্যাকথার মধ্যে গণ্য হয়। সুরা-গাঁজা-অহিফেন -ভাঙ্ ইত্যাদি **নেশাদ্রব্য** সেবন করিবে না। তদ্বিষয়ে কাহাকেও নিয়োজিত ও সাহায্য করিবে না।

২। কর্কশ, ভেদ, ঠাট্টা ও বিদ্রূপ বাক্য বলিবে না। অন্যায় পক্ষাবলম্বন করিয়া যে কোন বিচার ও কাজ করিবে না। প্রতিহিংসা বশতঃ কাহারও ক্ষতি করিবে না। কাহারও ভয়ে ভীত হইয়া অন্যের কোনপ্রকার অনিষ্ট সাধন করিবে না। ভ্রমেও কোন প্রকার পাপকর্ম করিবে না। পক্ষাবলম্বন, হিংসা ও মোহচিত্ত যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করাও মহাপুণ্য।

৩। রাত্রে পথে-ঘাটে বিচরণ ও খারাপ গান-বাদ্যাদিতে যোগদান করিবে না। তাস, পাশা ও জুয়াজাতীয় যত প্রকার ক্রীড়া আছে, তৎসমুদয় সর্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। ধূর্ত্ত, দুশ্চরিত্র, নেশাখোর, জুয়াচোর, প্রবঞ্চক ও

দুঃসাহসিক প্রভৃতি পাপীদের সঙ্গে মেলামেশা করিবে না। অবসর সময়ে সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করিবে। এখন অতিশীত, অতিগ্রীষ্ম, অতি সকাল, অতি দ্বিপ্রহর, অতি রাত্রি ইত্যাদি ভাবিয়া করণীয় কাজ অসম্পূর্ণ রাখিবে না। অলসতা দ্বারা অনুৎপন্ন ধন উৎপন্ন হয় না, বরং উৎপন্ন ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ভোরেই শয্যা ত্যাগ করিবে। আধঘণ্টার অধিক দিবানিদ্রা যাওয়া অবিধেয়।

৪। কৃপনতা ত্যাগ করিয়া মিতব্যয়ী হইবে। নিজ হইতে অধিক জ্ঞানীদের সহিতই মেলা-মেশা করিবে। তদ্‌অভাবে সমশ্রেণী লোকের সঙ্গেই মিশিবে। অজ্ঞানীকে উপদেশ দানে জ্ঞানবান ও ধার্মিক করিবার চেষ্টা করাও মহাপুণ্য। পরস্বাপহারক, বাক্যবীর, চাটুকার ও অপকর্মে সাহায্যকারী-দের সহিত মিত্রতা করা মহাপাপ। তাহারা মিত্ররূপী শত্রু বলিয়া জানিবে। অতীতের ভোগসম্পত্তির অহঙ্কার ও ভবিষ্যৎ-সমৃদ্ধি দেখাইয়া আস্ফালন করিবে না। অনর্থক অতিরিক্ত কথা বলা সম্প্রলাপ দোষে গণ্য হয়। উপস্থিত কার্য্যে ভয় করিবে না এবং অপরকেও ভয় দেখাইবে না। অকুশল কর্মে অসম্মতি প্রদান ও কল্যাণকর কর্মে সম্মতি প্রদান করিবে। পরোক্ষে কাহারও নিন্দা করিবে না। মিত্ররূপী শত্রুকে দূর হইতেই বর্জ্জন করিবে। বন্ধুকে পাপকর্মে নিবারণ ও কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করিবে, অশ্রুত ধর্মবিষয় শ্রবণ করাইবে এবং স্বর্গারোহণের রাস্তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবে। বন্ধুর অধঃপতন দেখিয়া উৎফুল্ল হইবে না। তাহার উন্নতিতে আনন্দানুভব করিবে। কেহ বন্ধু ও গুরুজনের নিন্দা করিলে, নিজে তাহার প্রতিবাদ করিবে, সুখ্যাতি করিলে তাহার প্রশংসা করিবে।

৫। সর্বদা পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। সর্বজীবের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইবে। সদুপদেশ দানে ও হিতসাধনে রত থাকিবে, প্রমত্তকে রক্ষা করিবে এবং তাহার বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করিবে। ভয়ার্ত্তকে আশ্রয় দিবে। উপস্থিত কার্য্যে সফলতা অর্জ্জনের সহায়তা করিবে। বন্ধুর গোপনীয় বিষয় সাবধানে গোপন রাখিবে। আপদ-বিপদে বন্ধুকে ত্যাগ করিবে না। বন্ধুর হিতের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকিবে। দৈনিক বা মাসিক আয়কে চারিভাগ করিয়া, একভাগ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ কাজ-কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে এবং চতুর্থভাগ যে কোন আপদ-বিপদের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবে।

৬। পূর্বদিকরূপী পিতামাতা কর্তৃক সযত্নে লালিত পালিত বলিয়া বার্দ্ধক্যে ও অসহায় অবস্থায় তাঁহাদের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করিবে। স্বীয় কাজ রাখিয়া পূর্বে তাঁহাদের কাজ সম্পাদন করিবে। কুলের সদাচার ও মর্য্যাদা বজায় রাখিবে। তাঁহাদের উপদেশে থাকিয়া তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে এবং পূর্বপুরুষের সদ্‌গতির জন্য সময়ে দানাদি পুণ্যকর্ম করিবে। পুত্রকে পাপ হইতে রক্ষা এবং কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করিবে। উপযুক্তকালে ধর্মকরী ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিবে। উপযুক্ত সময় উপযুক্ত পাত্রীর সহিত বিবাহ দিবে এবং যথাকালে বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিবে।

৭। দক্ষিণদিকরূপী আচার্য্য বা শিক্ষক সম্মুখীন হইলে, আসন হইতে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিবে, তাঁহাকে দিবসে তিনবার বন্দনা করিবে। এবং তাঁহার সেবা ও আদেশ পালন প্রাণপণে করিবে। মনোযোগসহকারে উপদেশ শ্রবণ ও বিদ্যাভ্যাস করিবে। শিক্ষকতা করিবার সময়ে ভদ্র চালচলন শিক্ষা ও খুটিনাটি শিক্ষণীয় বিষয়াদি শিক্ষা দিবে। পঠনীয় কি ও অপঠনীয় কি, তাহা বলিয়া দিবে। ছাত্রের আত্মীয়-স্বজনের নিকট তাহার প্রশংসা করিবে এবং দেশবিদেশে ও আপদ-বিপদে যাহাতে রক্ষা পায় তৎপ্রতিবিধান করিবে।

৮। পশ্চিমদিকরূপী ভার্য্যার প্রতি যথোচিত সম্মান ও ভদ্রোচিত বাক্য ব্যবহার করিবে। তাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগী হইবে। যথাবিহিত কর্তৃত্ব প্রদান করিবে এবং সাধ্যানুরূপ অলঙ্কার ও বসন-ভূষণাদি প্রদান করিবে। স্ত্রীও সুচারুরূপে গৃহ-কর্ম সম্পাদন করিবে, স্বামীর মিত্র-পরিজন ও অথিতি-অভ্যাগতদের যথাসাধ্য সংবর্দ্ধনা করিবে। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি রাখিবে। যাহাতে স্বামীর বিষয়-সম্পত্তির অপচয় না হয়, তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কামানো দ্রব্যসম্ভার তালাস করিয়া যথাস্থানে রাখিবে। সকল কার্য্যে সুদক্ষা ও আলস্য বিহীনা হইবে। স্বামীর পরেই শয়ন করিবে ও পূর্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবে। গৃহ-সম্ভার পরিষ্কার পরিচ্ছিন্নরূপে শৃঙ্খলার সহিত সুসজ্জিত করিয়া রাখিবে। ব্যবহার্য্য বস্ত্র, লেপ-কাঁথা, এমনকি ছেড়া কাপড়ও ভাঁজ করিয়া রাখিবে।

৯। উত্তরদিকরূপী আত্মীয়-স্বজনকে প্রয়োজনবোধে যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিবে। তাহাদের সহিত প্রিয় ব্যবহার করিবে, সহৃদয়তা দেখাইবে, প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন এবং সরল ব্যবহার করিবে। প্রমত্ত আত্মীয়কে রক্ষা করিবে ও তাহার বিষয়-সম্পত্তিও রক্ষা করিবে। ভীত হইলে, অভয় দান করিবে।

আপদ-বিপদে ত্যাগ করিবে না। মাঙ্গলিক উৎসবাদিতে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে।

১০। অধোদিকরূপী কর্মচারীদের শক্তি অনুযায়ী কার্য্য-ভার প্রদান করিবে এবং উপযুক্ত আহার ও পারিশ্রমিক দিবে। রোগের সময় সেবা-শুশ্রূষা করিবে। উত্তম খাদ্য-ভোজ্য তাহাদিগকে সমানাংশে ভাগ করিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে অবসর দিবে। পর্বোপলক্ষে তাহাদের দ্বারাও পুণ্যকর্ম করাইবে। কর্মচারিগণ প্রত্যহ প্রত্যূষে গৃহ-স্বামীর পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করিবে এবং রাত্রে পরেই শয়ন করিবে। প্রভুর অজ্ঞাতসারে কিছুই আত্মসাৎ করিবে না, প্রদত্ত বস্তুই গ্রহণ করিবে। তাঁহার কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিবে এবং সর্বসাধারণের নিকট তাঁহার সুখ্যাতি ও সম্মানবর্দ্ধনকর বাক্য বলিবে।

১১। উর্দ্ধদিকরূপী ভিক্ষুসংঘকে ভক্তিসহকারে সেবা-পূজা ও অন্ন-বস্ত্র দান করিবে এবং অবসর সময়ে ধর্মশ্রবণ ও ধর্মালোচনা করিবে। অপরকেও ধর্ম-শ্রবণে উৎসাহিত করিবে। সর্বদা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইবে। সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা এবং উত্তম খাদ্য-ভোজ্য ও পানীয়াদি পূজা করিবে। যেহেতু:—ভিক্ষুসংঘ দায়কদিগকে পাপ-পথ হইতে বিরত করেন, হিতকার্য্যে নিয়োজিত করেন, মঙ্গলকামনা করেন, অশ্রুত ধর্ম্মবিষয় শ্রবণ করান, ভুল বিষয় সংশোধন করিয়া দেন এবং সুগতি লাভের উপায় দেখাইয়া দেন।

১২। পূর্ণিমা, অষ্টমী ও অমাবস্যাতিথিতে বিহারে গিয়া উপোসথশীল গ্রহণ ও পালন করিবে। অপরকেও সেই পথে আনিতে চেষ্টা করিবে। দৈনিক ন্যূনপক্ষে দুইবার ত্রিরত্ন বন্দনা করিবে। কোন বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হইলে, অভিজ্ঞ ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া সন্দেহ বিনোদন করিবে। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে—জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলে, পরজন্মে প্রজ্ঞাবান হয়। আর ঠকাইবার জন্য প্রশ্ন করিলে জন্মে জন্মে অজ্ঞ হয়। যথালাভে সন্তুষ্ট থাকিবে। অনুৎপন্ন ভোগসম্পত্তি ও ধর্ম-পুণ্য উৎপাদনে সর্বদা ধর্মতঃ চেষ্টা করিবে। উৎপন্ন ভোগ-সম্পত্তি ও ধর্ম-পুণ্য স্থিতি ও অভিবৃদ্ধির জন্য সর্বদা ধর্মতঃ উদ্যোগী হইবে। প্রাণী, বিষ, নেশা, অস্ত্র, ও মাংস বাণিজ্য করিবে না। প্রত্যেক অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে যথাসাধ্য অন্ন দান করিবে। সর্বজীবের প্রতি দয়া রাখিবে। অবসর সময়ে কিছুক্ষণ ভাবনার অভ্যাস করিবে, ইহাতে পরকালের মঙ্গল সাধন হইবে। সর্বদা ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করিবে।

মনে মিথ্যাদৃষ্টি-ভাব উদয় হইতে দিবে না। সময়ে যথাসাধ্য ঔষধ দান করিবে। ইহাতে জন্মে জন্মে নিরোগী হইবে।

এখানে অতি সংক্ষেপে গৃহী-বিনয়ের কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করা হইল। এই নীতিগুলি ত্রিলোক-শাস্তা সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমোঘবাণী। যাঁহারা এই নীতিগুলি শ্রদ্ধাসহকারে পালন ও ধারণ করিবেন, তাঁহারা চারি অপায়ে জন্ম-পরিগ্রহ করিবেন না। পরম সুখ শান্তিময় উর্দ্ধলোকেই তাঁহাদের গতি সুনিশ্চিত।

গৃহী-বিনয়-পর্ব সমাপ্ত।

গৃহী-নীতি-পব

সদাচারই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ করিয়া তোলে। যাহার নিকট সদাচার ও সংযম নাই, সে অন্তঃসার শূণ্য নলের ন্যায় অথবা মরুভূমির ন্যায় বিশুষ্ক বলিয়া জ্ঞাতব্য। মরুভূমিতে যেমন বপিত বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সদাচার ও সংযম বিহীন চিত্তেও তেমন মনুষ্যত্ব বিকাশ হয় না। সুতরাং মানবমাত্রেরই সদাচার এবং সংযম শিক্ষা ও আচরণ করা একান্তই কর্ত্তব্য। উক্ত সদাচার ও সংযম শিক্ষা এবং আচরণের সুবিধার নিমিত্ত চিরব্রহ্মচারী, সদাচার সম্পন্ন, সদ্ধর্মের গৌরব বর্দ্ধনকারী, বৌদ্ধজগত বরেণ্য অনাগারিক মহাত্মা শ্রীমৎ **ধর্মপাল** 'গৃহীদিন চরিয়া' নামক এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা সিংহলী ভাষায় প্রণয়ন করেন। "ইহা সর্বসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়" এই মনে করিয়া তাহা এখানে বঙ্গানুবাদ করিয়া দেওয়া হইল।

—প্রাতঃকৃত্য—

প্রত্যেকে অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দন্তধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিবে। তৎপর জল, পুষ্প ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা বুদ্ধ-পূজা ও বন্দনা করিবে। বুদ্ধের পূজা ও বন্দনা বিহারে গিয়া সম্পাদন করিলে অতি উত্তম। পূজোপকরণের ঘ্রাণ লইবে না। শ্রদ্ধার সহিত বুদ্ধ-পূজার

কাজ সমাপন করিয়া উৎকুটিক আসনে উপবেশনান্তর "নমোতস্স" ও ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল গ্রহণ করিবে। তৎপর বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ এবং সঙ্ঘের নয়গুণ অনুস্মরণ করিতে করিতে বন্দনা করিবে। অনন্তর অর্দ্ধপদ্মাসনে উপবেশন করিয়া অল্পক্ষণ "আণপাণ" স্মৃতি ভাবনা করিবে। ইহার পর আচার্য্য, পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, কালগত জ্ঞাতি, যক্ষ ও পিচাশাদি সকলের প্রতি মৈত্রী কামনা করিয়া পুণ্য দান দিবে এবং করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ করিবে।

এইরূপে বন্দনার কাজ সমাপণ করিয়া অল্পক্ষণ নিজের শয়ন ঘরের খাঠ, পালঙ্ক চেয়ার ও টেবিল প্রভৃতি আসবাব সমূহ পরিষ্কার করিবে এবং আবর্জ্জনাদি একস্থানে ফেলিয়া দিবে। তৎপর প্রাতঃরাশ সমাপণান্তর "সমস্ত প্রাণী সুখী হউক. নিরোগী হউক" এইরূপ মৈত্রীভাবনা করিতে করিতে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্মে মনসংযোগ করিবে। পথ চলিবার সময়ও উক্তরূপে মৈত্রীভাবনা করিবে। মনোযোগের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম সম্পাদন করিবে। ইহাতে কার্য্যের ও পদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

—আহার প্রণালী—

ভোজনের পূর্বে স্নানান্তর মুখ, হাত, পা, উত্তমরূপে ধৌত করিবে। পরিশুদ্ধ ও প্রফুল্ল-চিত্তে ভোজনাসনে উপবেশনান্তর ভোজন-কৃত্য সমাপণ করিবে। উচ্ছিষ্ট হাতে ভাত-তরকারী লইবে না। অন্যমনস্ক না হইয়া আহার করিবে। মুখে গ্রাস আনয়নের পূর্বে ব্যাদান করিবে না। খাইবার সময় চপ্ চপ্ শব্দ করিবে না। ভালরূপে চর্ব্বণ করিয়া আহার করিবে। মুখে আহার্য্য-বস্তু লইয়া কথা বলিতে নাই ভোজনের সময় নিন্দা করিবার ইচ্ছায় অন্যের ভোজন-পাত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজ্য-পাত্র হইতে আহার্য্য-বস্তু গ্রহণ করিয়া ভোজন করিবে না। উচ্ছিষ্ট-থালায় জল দেওয়া ও হাত ধৌত করা অনুচিত। বিশেষ প্রয়োজন বোধে পার্শ্বে উপবিষ্ট ভোজনকারীকে বলিয়া আসন ত্যাগ করতঃ মুখ হাত ধুইবে। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে সকলে একসঙ্গেই আসন ত্যাগ করিয়া মুখ-হাত ধৌত করা বিধেয়।

ভোজনের পর মুখ-হাত ধৌত করিয়া পরিষ্কার গামছা দ্বারা প্রথমে মুখ ও পরে হাত মুছিবে। নীরবেই ভোজন করা উচিত। অপরের ব্যবহার্য্য গামছা দ্বারা নিজের মুখ হাত মুছিতে নাই। খাওয়ার সময় ছুরি-কাঁটা

ব্যবহার করিলে, তাহাতে কট্ কট্ শব্দ না হয় মত ব্যবহার করিবে। বাম-হাতে ছুরি-কাঁটা ও ডানহাতে চামচ ব্যবহার করিতে হয়। ভোজন টেবিলে অপরিষ্কার বস্ত্র দেওয়া অনুচিত। ভোজনের পর হস্ত লেহন করিবে না। মুখে আঙ্গুল দিয়া নখ কামড়ান বড়ই অন্যায়। ভোজনের পর মুখে দুর্গন্ধ না থাকে মত ভালরূপে মুখ ধুইবে। হাঁটিতে হাঁটিতে খাদ্য-দ্রব্যাদি খাওয়া অনুচিত। জলপান করিবার সময় "গড্ গড্" শব্দ না করিয়া, বসিয়া নিঃশব্দে জলপান করিবে। অপরের উচ্ছিষ্ট জল পান করিবে না। নোংড়া সামান্য বস্ত্রখণ্ড বা কৌপিন পরিধান করিয়া ভোজন করা আর্য্যোচিত আচার নহে। প্রাণী মাত্রেরই জীবন ধারণের প্রধান সহায় আহার। সুতরাং এবম্বিধ আহার মনানন্দে ভোজন করা উচিত।

—তাম্বুল সেবনের বিধান—

যে কোন খাদ্য-ভোজ্য খাওয়ার পর পরিমিতভাবে ভাল সুপারী, চুণ, মসল্লা ও কস্তুরী প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য সহযোগে পান খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত পান খাওয়া এবং তৎসঙ্গে তামাকপাতা ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ঙ্কর অনিষ্টকর। সুতরাং তামাকপাতা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। গৃহের আশেপাশে, লোকের গমনাগমন-পথে, রেলগাড়ীতে ও বিহারে পানের পিচ্ ত্যাগ করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধঃ লিখা-পড়া, ধর্মদেশনা ও ধর্মশ্রবণের সময় পান খাওয়া ও ধূমপান করা মহা অন্যায় ও অভদ্রতা। শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে পান খাওয়া ও ধূমপান করা সর্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। যে দিকে মানুষ থাকে, সে দিকে এবং বায়ুর বিপরীতদিকে থুথু ত্যাগ করা অনুচিত। চুণার কোটা হইতে পানের বোটা দ্বারা চুণ খাওয়া উচিত। যে কোন খাঠ-পালঙ্কে, ঘরের চৌকাটে, দেওয়ালে ও পর্দ্দাদিতে আঙ্গুলের অবশিষ্টাংশ চুণ মুছিবে না।

—বস্ত্র পরিধানের বিধান—

মলিন বস্ত্র পরিধান করা অনুচিত। সামান্য বস্ত্র থাকিলেও তাহা নিজে ক্ষার দ্রব্যাদি দ্বারা ধৌত করিবে। পরিধানের বস্ত্র দেশভেদে প্রমাণমত হওয়া বিধেয়! কাপড়ে ঘর্মের গন্ধ হইলে, তাহা ধৌত না করিয়া পুনঃ পরিধান করিবে না। দুই তিনদিন অন্তর পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করা উচিত। বস্ত্র ভালরূপে পরিধান করিয়া স্নান করিবে। বিবস্ত্র বা অর্দ্ধাবৃত দেহে. স্নান

করা অনার্য্যাচার। সুস্থাবস্থায় প্রত্যহ স্নান করা উচিত। নাসিকার লোম, মস্তকের কেশ ও আঙ্গুলের নখ দীর্ঘ করিয়া রাখিবে না।

—পায়খানার বিধান—

পায়খানায় ঢুকিলে, পায়খানা-গৃহের বায়ু যেন মুখ ও নাসিকা দিয়া দেহে প্রবেশ না করে, সে রূপভাবে সাবধানে নিশ্বাস গ্রহণ করিবে। পা পিছলাইয়া পায়খানার মল-মূত্রে না পড়ে মত সাবধানে পায়খানা-ঘরে ঢুকিবে এবং তথা হইতে বাহির হইবে। মল-কূপে মূত্র ও শৌচ করা জল না পড়ে মত একখানা নালা সংযোগ করিয়া দিবে। ইহাতে পায়খানার উৎকট গন্ধ দুরীভূত হয়। পায়খানা করা শেষ হইলে, মসৃণ কাঠি দ্বারা গুহ্যস্থান মুছিয়া তৎপর উত্তমরূপে জল শৌচ করিবে। পায়খানা হইতে বাহির হইয়া ছাই-মাটি অথবা সাবান দ্বারা উত্তমরূপে হস্ত ধৌত করিবে। লোকের সম্মুখে, রাস্তার ধারে, অথবা কোন প্রসিদ্ধ স্থানে পায়খানা-প্রস্রাব করিবে না। কদাচও দাঁড়াইয়া পায়খানা-প্রস্রাব করিবে না,

—পথ চলার বিধান—

বড় ও প্রসিদ্ধ রাস্তায় চলিবার সময় প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় বামপার্শ্ব ধরিয়া চলিবে। পথ চলিবার সময় হাতে ছাতা ও যষ্টি থাকিলে, তাহা অপরের দেহে না লাগেমত লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে। হাত ও মস্তক না নাড়িয়া, ইতঃস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, রাস্তা লক্ষ্য করিয়া চলিবে। পথ চলিবার সময় মনের বিকার উৎপাদক কোন দৃশ্য দৃষ্টি-পথে পতিত হইলে, তাহা পুনঃ বিশেষভাবে দর্শনের জন্য ইচ্ছা উৎপাদন করিবে না। পথে যেকোন বিপদাপন্ন প্রাণী দেখিলে, তাহাদিগকে বিপদ-মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে। পথ চলিতে চলিতে পান চর্বণ ও ধুম-পান করা অনুচিত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর সম্বন্ধ বিহীনের ন্যায় করিয়া অতি দুর্বলভাবে পথ চলিবে না। ছাতা-লাঠি লইয়া পথ চলিবে। রাস্তায় যেকোন নেশা-দ্রব্যাদির দোকানে এবং পুরুষ বিহীন স্ত্রীলোকের গৃহে যাইবে না ও বসিবে না।

—সভায় আচরণ-বিধি—

যেকোন সভায় মলিন-বসন পরিয়া খোলাদেহে যাইবে না। পরিষ্কার পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া, উত্তরিয় চাদর লইয়া সভায় যাইবে। তথায় দেশাচারভেদে সভাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পিছনে নীরবে উপবেশন করিবে। ভিড় করিয়া বসিবে না। সভাপতির বিনাদেশে সভায় বক্তৃতা

দিবে না। সভাপতি মহোদয়ও বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বক্তাদিগকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া উচিত। সভাপতির আদেশ লঙ্ঘণ করা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। নিজের কোন বক্তব্য প্রকাশ করিবার থাকিলে, তাহা সভাপতির নিকট হইতে অবসর লইয়া বলা উচিত। সভায় বক্তৃতা করিবার সময় সভাপতি প্রমুখ সভাসদ্‌গণের প্রতি গৌরব সহকারে কথা বলা সমীচীন। সভায় বক্তৃতাচ্ছলে কর্কশ ও দুর্বোধ্য বাক্য ব্যবহার করা অনুচিত। সভায় নিজের দক্ষতা ও বাগ্মিতা দেখাইবার ইচ্ছায় বক্তৃতা না করিয়া সভার উদ্দেশ্যানুযায়ী আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় কথা বলিবে। সভায় উচ্চহাস্য ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা মহা অন্যায় ও অভদ্রতা। সভায় বক্তৃতা বা ধর্মদেশনা করিবার সময় সভাসদ মনোযোগের সহিত ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করা উচিত; তৎসময় কথা বলা, পত্রিকা বা বই পড়া নেহাত অভদ্রতা। সভায় যে কেহ বাজেকথা বলিয়া সভার নীরবতা ভঙ্গ করা মহাপাপ। সভায় বক্তৃতা আরম্ভ করিবার সময় প্রথমে সভাপতি প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ, সজ্জনমণ্ডলী, প্রিয় বন্ধুগণ অথবা সহৃদয় ভ্রাতৃবৃন্দ ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া কথা আরম্ভ করিতে হয়। সভায় ধূমপান করা, পান খাওয়া, পানের পিচ্ বা থুথু এদিক ওদিক ফেলা ভদ্রজনোচিত আচার নহে। সভায় বক্তা অথবা ধর্মদেশক পানের পিচ্ ফেলান, মুখ ধৌত করা ইত্যাদি বিকৃতিভাব দেখান উচিত নহে। সভায় ক্রোধসহকারে কথা বলিতে নাই। কাহাকেও নিন্দা অথবা আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিবে না। বিশেষ চিন্তাশীলতার সহিত সভার উদ্দেশ্যানুযায়ী বক্তৃতা করিবে। সভায় বসিয়া দেহের নানাস্থানে চুলকান, মাটি আঁচড়ান ইত্যাদি করিবে না ঘর্ম হইলে, তাহা স্বীয় গামছা দ্বারা মুছিয়া লইবে।

— নারীদের কর্ত্তব্য—

যাহাতে স্বামীর কোনপ্রকার কষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে। পরপুরুষের প্রতি ভ্রমেও খারাপ মনোভাব লইয়া দৃষ্টিপাত করিবে না। পতি-ব্রতা ধর্ম উত্তমরূপে রক্ষা করিবে। স্বামীপ্রমুখ বাড়ীস্থ সকলের সুখ-অসুখ সম্বন্ধে সর্বদা জিজ্ঞাসা করিবে। স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি পূজনীয়দিগকে যথাসময়ে মুখ ও হাত-পা ধুইবার জন্য প্রত্যহ গরম জল কিম্বা শীতল জলের প্রয়োজন হইলে শ্রদ্ধার সহিত তাহা যথাসময় প্রদান করিবে। মুখ-হাত ধৌতকরা হইলে, মুখ মুছিবার পরিষ্কার গামছা আনিয়া দিবে। সর্বদা বাস-গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আসবাব পত্র শৃঙ্খলা করিয়া রাখিবে। টেবিল-টুল-চেয়ার

এবং কাচ ও ধাতব দ্রব্য-সম্ভার প্রত্যহ পরিষ্কার করিবে। অবসর সময়ে সর্বদা বাগান মেরামত ও পরিষ্কার করিবে। নিজের ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে শৃঙ্খলার সহিত সামলাইয়া রাখিবে। রান্নাঘর সর্বদা পরিষ্কার রাখিবে। চাকর চাকরাণী থাকিলে, তাহাদিগকে নিজের ছেলে-মেয়ের মত স্নেহ করিবে এবং তাহাদের খোঁজ নিবে।

স্বামীর পূর্বেই শর্য্যা ত্যাগ করিয়া তাহার জন্য মুখ হাত ধুইবার জল দিবে। তৎপর চাকরদের যাহা প্রয়োজন, তাহা তাহাদিগকে দিয়া কাজে নিযুক্ত করিবে। তদনন্তর শারীরিক কৃত্যাদি সমাপনান্তে মুখ-হাত ধুইয়া শান্তমনে অল্পক্ষণ হইলেও বুদ্ধ-বন্দনা করিবে। ছেলে-মেয়ে থাকিলে তাহাদিগকেও সঙ্গে বসাইয়া বন্দনা করিবে। ইহাতে তাহাদেরও বন্দনা করিবার অভ্যাস হইবে। বন্দনা সমাপ্তির পর নিজে নিজে হইলেও পঞ্চশীল গ্রহণ করিবে। সমস্ত জীব-জগতের হিত-সুখের জন্য পুণ্য-দান করিবে। বন্দনার পূর্বে বুদ্ধ-পূজা করিবার জন্য বাড়ীর প্রাঙ্গনের আশে-পাশে কয়েকটি ফুলের গাছ রোপন করিয়া রাখিবে। আলস্য ও বিরক্তি মনে না করিয়া প্রত্যেক অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে প্রত্যেকে আগ্রহের সহিত অষ্টশীল গ্রহণ ও পালন করিবে। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ অষ্টশীল গ্রহণ করিতে না পারিলে, সেই দিন ধর্ম-শ্রবণের জন্য হইলেও বিহারে যাইবে। প্রাতঃসন্ধ্যা দুইবেলা উপাসনার পূর্বে বাস-গৃহ ধূপ-ধুনা দ্বারা সুবাসিত করা একান্তই প্রয়োজন। পিণ্ডাচরণার্থ ভিক্ষু গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হইলে, একদিনও বাদ না দিয়া প্রত্যহ শ্রদ্ধার সহিত পিণ্ডদান করিবে। প্রত্যহ ন্যূনকল্পে একমুটা চাউল কিম্বা একটি পয়সা বুদ্ধ-শাসনের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবার নিমিত্ত জমা রাখিবে। আত্মীয়-কুটুম্ব স্বীয়-গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে যথেষ্টরূপে আদর-আপ্যায়ণ করিবে এবং সাধ্যানুযায়ী আহারাদির ব্যবস্থা করিবে। স্বীয় জ্ঞাতী ও ইষ্ট-কুটুম্বদের গৃহে মধ্যে মধ্যে গিয়া আত্মীয়তা বজায় রাখিবে। মুরগী ও হাঁস প্রভৃতি কদর্য্যপ্রাণী পোষণ করিবে না। দিবা-নিদ্রা ও অগ্নির উত্তাপ সেবন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর। সুতরাং তাহা সর্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। যাহাতে উদর ও স্তন দেখা না যায়, সেরূপভাবেই বস্ত্র পরিধান করিবে ও গায়ে দিবে। সর্বদা পরিষ্কার বস্ত্র ব্যবহার করিবে। পুরুষের সম্মুখে চুল আঁচড়াইবে না এবং উকুন ধরিবে না। নিজের শয়নের পাটি, বালিশ, বিছানের চাদর, লেপ, তোষক ও ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি লোকের গমনাগমন-পথের ধারে শুকাইতে

দিবে না। বালক-বালিকাদিগকে সাদরে মধুর-বাক্যে আহ্বান করিবে। পান-তামাক খাইয়া, নানা অসার গল্প-গুজব করিয়া তাস-পাশাদি নানা ক্রীড়ায় বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া এবং অসময়ে নিদ্রা না যাইয়া সদুপদেশ পূর্ণ ধর্মগ্রন্থ অথবা পত্রিকাদি পাঠ করিবে। দ্বিপ্রহরে কাজের অবসর সময় শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামীর ও ছেলে-মেয়ে প্রভৃতির ছেড়া বস্ত্র সমুহ তালাস করিয়া শেলাইয়া রাখিবে। ছেলে-মেয়েদিগকে শৈশবকালে ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ধর্মশ্রবণের জন্য বিহারে প্রেরণ, পুষ্পাদি দ্বারা বুদ্ধ-পূজা করন, সকলকে সন্তোষ ও আদর করন, নিত্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, উৎসাহী-উদ্যোগী হওয়া, দেশহিতৈষিতা, বয়োবৃদ্ধদিগকে সম্মান করা এবং ভদ্রতা, নম্রতা ও শিষ্টতা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। নিজের চাকর-চাকরাণীর প্রতি "তুই, তে" ইত্যাদি বলিয়া কর্কশ ব্যবহার করিবে না। ছেলে-মেয়েদের জাতিগত ধর্মানুমোদিত নামই রাখিবে। বালক-বালিকাদের উত্তমরূপে বস্ত্র পরিধান, লজ্জাশীলতা ও গৃহ-কর্ম শিক্ষা দিবে। রান্নাঘর, পায়খানা, গৃহ ও প্রাঙ্গণ ইত্যাদি নিত্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

—বালক বলিকাগণের কর্ত্তব্য—

সূর্যোদয়ের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া নিম্ব বা কেরুঙের ডাল দ্বারা দন্ত ধাবন করিয়া মুখ-হাত প্রক্ষালণ করিবে তৎপর সুন্দররূপে বস্ত্র পরিধান করিয়া নির্জন -স্থানে স্মৃতিসহকারে অল্পক্ষণ বুদ্ধ-বন্দনা করিবে। ইহাতে মূঢ়তা নষ্ট হইবে এবং স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হইবে। প্রত্যহ পঞ্চশীল গ্রহণ করিবে এবং একটি পুষ্প দ্বারা হইলেও বুদ্ধ-পূজা করিবে। অনর্থক পাঠের সময় নষ্ট করিবে না। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে পিতা-মাতাকে অভিবাদন করিয়া পাঠশালায় যাইবে। শিক্ষক প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি ভদ্রতা ও নম্রতা সূচক ব্যবহার করিবে। পাঠশালা-গৃহে থুথু ত্যাগ করিবে না। বিড়ি, সিগারেট ও তাম্বুল সেবন করিবে না। কর্কশ ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলিবে না। মৎস্য শিকারের স্থানে অথবা যেকোন প্রাণীহত্যার স্থানে, মদ্য-বিক্রয়ের স্থানে ও মদ্যাদি যে কোন নেশাদ্রব্য পানের স্থানে গিয়া দাঁড়াইবে না ও বসিবে না। মিথ্যা, বৃথা, কটু, পিশুন ও ভেদবাক্যাদি বলিবে না। সদ্ধর্মের, দেশের ও জাতির উন্নতির জন্য প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকিবে। দেহের শক্তি বৃদ্ধির জন্য শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা ও চর্চ্চা করিবে। নিকটবর্ত্তী বিহারে কমপক্ষে সপ্তাহে একবার হইলেও যাইয়া ধর্মশ্রবণ করিবে। সাইকেলে

পথ চলিবার সময় পথে ভিক্ষু-শ্রমণ—অথবা গুরুজন দেখিলে, সাইকেল হইতে নামিয়া যাইবে। ভিক্ষু-শ্রমণ ও মাতা-পিতা প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মুখে উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না। ছোট বড় প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়া পরায়ণ হইবে। প্রত্যেক উপোসথ দিবসে উপোসথশীল গ্রহণ করিবে। যে কোন ধর্মসম্বন্ধীয় কার্য্যে সামর্থানুযায়ী কায়িক বাচনিক ও আর্থিক সাহার্য্য করিবে। কৌতুকচ্ছলেও কাহারও প্রতি অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিবে না।

—ভিক্ষুদের প্রতি দায়কদের কর্ত্তব্য—

শ্রমণ ধর্ম পালনের সহায় স্বরূপ শয়নাসন, চীবর, আহার ও ঔষধ-পথ্যাদি শাসনের চিরস্থিতি কামনা করিয়া প্রিয়শীল, শিক্ষাকামী ও শীলবান ভিক্ষু-শ্রামণেরদিগকে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। স্বীয়-শক্তিতে না কুলাইলে, অপরের দ্বারা হইলেও তাহা দান দেওয়াইবে। ন্যূনকল্পে দিবসে একবার হইলেও ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সুখ-দুঃখ ও সুবিধা-অসুবিধার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। কোন বস্তুর অভাব হইলে, তাহা নিজের বা অন্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দিবে। ভিক্ষু-শ্রামণেরদিগকে দান দিবার সময় অতি পবিত্র অন্তরেই দান দিবে। নিমন্ত্রিত ভিক্ষু-শ্রামণের অথবা অপর যে কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়া মাছ-মাংস দান করিলে দায়কের বহু অপুণ্য সঞ্চয় হয়। এই মাছ-মাংস তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই হত্যা করা হইয়াছে. ইহা জ্ঞাত হইয়াও আহার করিলে, ভোজনকারীদেরও পাপ হয়। পঁচা মৎস্য, মাংসাদি নিকৃষ্ট বস্তু দান করিবে না। যে হেতু :—নিকৃষ্ট বস্তু দান দ্বারা কখনও উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় না। ঘৃত, মাখন, মধু, দধি, দুগ্ধ ও পায়সান্ন ইত্যাদি উপাদেয় বস্তু সময়ে সময়ে দান দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। হাতঘড়ি ইত্যাদি গৃহীজন ব্যবহারোপযোগী কোনই বস্তু ভিক্ষুদিগকে দান করিবে না। ভিক্ষুগণ বিনয়বিধানানুযায়ী যাহা ব্যবহার করিতে পারেন, তাহাই দান দিবে। রেল-ষ্টীমারে গমনকালীন ভিক্ষুদের আসনাদি যে-কোন বিষয়ের অসুবিধা হইলে, তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবে। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ভিক্ষুদিগকে "ভন্তে" ব্যতীত "ঠাকুর" বলিবে না। ভিক্ষুদের প্রতি "ঠাকুর" শব্দ ব্যবহার করাটা সদ্ধর্মে অশিক্ষিত ও অশ্রদ্ধাবানের পরিচায়ক।

—গ্রামবাসীদের কর্ত্তব্য—

প্রত্যেক গ্রামে পল্লীউন্নয়ন, গ্রামরক্ষাকারী, দেশকল্যাণ বা বৌদ্ধ ত্রিরত্নাঙ্কুর সমিতি ইত্যাদি যেকোন একটি নামকরণে সমিতি গঠন করিয়া রাখিবে। আবাল-

বৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেকে উক্ত সমিতির মেম্বার থাকিতে হইবে। সমিতির কার্য্যকরী কমিটির নির্দ্দেশ প্রত্যেকে নির্বিবাদে মানিয়া কর্মে নিরত হইলে, অচিরে দেশের উন্নতি হয়। অন্যান্য দেশের সদাশ স্বীয় দেশে প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিবে। উক্ত সমিতির মারফতে দেশে প্রচলিত বেত্র-শিল্প, বয়ন-বিদ্যা, সূচী-শিল্প, কৃষী-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যাদি উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। শিশু-নৈশ-পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের নিরক্ষরতা ঘুচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। আলস্য ও তাশ পাশাদি ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ত্রিরত্ন-বন্দনা শিক্ষার বাধ্যতা মূলক ব্যবস্থা করিয়া দিবে। পঞ্চশীল পালনের জন্য পরস্পর পরস্পরকে উৎসাহিত করিবে। দেশের রাস্তা, মাঠ. পুকুর ও বিহার প্রভৃতি তিনমাস অন্তর একএকবার সমিতির মারফতে নিজেরাই মেরামত ও পরিষ্কার করিয়া দিবে। সম্মিলিতভাবে তৎপরতার সহিত বীরদর্পে বাহ্যিক শত্রুর আক্রমণে বাধা জন্মাইতে ঔদাসীন্যতা প্রকাশ করিবে না। সমিতির আইন অমান্যকারীদের জন্য সমিতির পরামর্শানুসারে কোন একটা দণ্ডের বিধান করিয়া রাখিবে। সমিতির অধিবেশনে যাহা স্থির-সিদ্ধান্ত হয়, তদনুযায়ী কাজ করিবে। বাহিরে গিয়া বর্গ কমিটি দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিবে না।

—রোগী দেখিতে যাওয়ার বিধান—

রোগী দেখিতে যাওয়ার সময় সাগু, বার্লি, চিনি, মিশ্রি, আঙ্গুর, বেদানা, আনার, ও দুগ্ধ ইত্যাদির মধ্যে যে কোন পথ্য রোগীর জন্য সঙ্গে নেওয়া উচিত। রুগ্ন ব্যক্তি দরিদ্র হইলে, তাহার রোগের চিকিৎসা ও পথ্যের জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহার্য্য করা একান্তই প্রয়োজন। রোগীর অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে সাহস ও ভরসা দিবে। তাহার রোগ-দুঃখে সহানুভূতি সূচক দুঃখ প্রকাশ করিয়া সহসা চলিয়া যাইবে। রোগীর ঘরে বসিয়া অধিক আলাপ ও পান-তামাক সেবন করা মহা অন্যায়।

—মৃত দর্শনের বিধান—

মৃত দর্শনের জন্য যাইবার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাইবে। মৃতদেহের বাতাস স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। তদ্ধেতু শবদেহ দর্শনের ও সৎকারের কাজ সমাধা করিয়া স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্নান করিবে এবং অন্যবস্ত্র পরিধান করিবে। যেই ঘরে লোক মারা যাইবে সেই ঘরে ২ | ৪ দিনের মধ্যে পানভোজনাদি করা অনুচিত। আত্মীয়-স্বজন মারা যাওয়ার পর

তথায় সমবেদনা প্রকাশার্থ উপস্থিত হইয়া কান্নাকাটি করা মহা অন্যায়। যেহেতু :—শোকার্ত্ত কুটুম্বের শোকানল দ্বিগুণভাবে জ্বালিয়া দেওয়া প্রকৃত বন্ধুর পরিচায়ক নহে। বরং সান্ত্বনা বাক্যে শোকার্ত্তের শোক বিনোদন করিবে। শোকার্ত্তের গৃহে যাইবার সময় যেই দুধ-কলাদি উপহার নেওয়া হয়, তাহা নিজেরা না খাইয়া শোকার্ত্তদিগকেই খাওয়ান উচিত। তথায় আহারাদির ব্যবস্থা করিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ শোকার্ত্ত অবস্থায় অতিথি সৎকারের বন্দোবস্ত করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে শোকার্ত্ত আত্মীয়-স্বজনের যথাসম্ভব উপকার করিবে। "জগতে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অনিত্যতায় পরিব্যাপ্ত। এহেতু জগতে পূর্ব-পশ্চাৎ প্রত্যেকেই মৃত্যুর কাল-করালে কবলিত হইতে হইবে। মৃত্যুর করাল-কবল হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই।" ইত্যাদি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে।

— চাষীদিগের কর্ত্তব্য—

সাধারণতঃ গরুই গৃহীদের প্রধান সম্পত্তি। সুতরাং এবম্বিধ গোধনকে প্রত্যেকে যত্নের সহিত পোষণ করা একান্তই কর্ত্তব্য। যেইসব গরু দ্বারা হাল কর্ষণ করা হয়, সেইসব গরুকে পেঠভরা উত্তম আহার দেওয়া উচিত। যাহাতে গরুগুলি সুন্দর ও বলিষ্ঠ থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। গরুকে প্রত্যহ স্নান করাইবে এবং গায়ে তৈল মাখাইবে। যে জমিতে নাঙ্গল টানিতে গরুর কষ্ট হয়, সেই জমি যাহাতে নরম হয়, চিন্তা সহকারে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবে। গরুকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করা বড়ই অন্যায় ও অকৃতজ্ঞের পরিচায়ক। মধ্যাহ্নকালে গরুকে স্নান করাইয়া বিশ্রাম করিতে দিবে ও উৎকৃষ্ট আহার দিবে। কৃষকগণ অবসর সময়ে ধর্মগ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠ করিবে। চাষের সময় সপ্তাহে একবার হইলেও বিহারে গিয়া বন্দনাদি করিবে। স্বীয় স্বীয় সন্তান-সন্ততিদিগকে লিখা-পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। গোশালা সর্বদা পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখিবে। সর্বদা গরুর সুখ ও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

—ধর্মানুমোদিত জাতীয় নামের তালিকা—

বৌদ্ধ মাত্রেই স্বীয় স্বীয় সন্তান-সন্ততিগণের নাম বৌদ্ধ ধর্মানুমোদিতভাবেই রাখা একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে জাতীয় বৈশিষ্টতা ও ঐতিহ্য বজায় থাকে। সিংহল-বার্মা ও শ্যাম প্রভৃতি শাসন প্রতিরূপ দেশে স্বীয় স্বীয় ছেলে-মেয়েদের নাম পালিসাহিত্যের ইঙ্গিতানুসারে ধর্মানুমোদিতভাবেই রাখা হয়। সুতরাং

তাহাদের নাম শ্রবণ করিলেই বুঝাযায় তাহারা বৌদ্ধ। পালি-সাহিত্যে সুন্দর ও অর্থসম্পন্ন নামের অভাব নাই। একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে অথবা কোন একজন অভিজ্ঞ ভিক্ষুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইলে, জাতীয় নাম বহুল পরিমাণে পাওয়া যাইবে। এখানে কয়েকটি মাত্র নাম লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি।

পুরুষের নাম—প্রিয়দাস, প্রিয়দর্শী, প্রিয়দর্শন, সুদর্শন, বুদ্ধানন্দ, ধর্মানন্দ, সংঘদাস, সংঘবোধি, সংঘপাল, ধর্মপাল, বুদ্ধকিঙ্কর, আর্য্যমিত্র, বোধিপাল, সুভূতি, জিনদাস, জিনপ্রিয়, শাক্যপদ, শাক্যবোধি, গৌতমদাস, বুদ্ধদাস, বিজয়বাহু, বিজয়-সিংহ, বুদ্ধরক্ষিত, ধর্মরক্ষিত, সংঘরক্ষিত, পরাক্রমবাহু, মৈত্রী, করুণা, আনন্দ, উপেক্ষ, শাসন, সুগুণপাল, দেবানন্দ, লোকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শীলানন্দ, শীল-ব্রত, সত্যপ্রিয় ইত্যাদি।

নারীদের নাম—শাক্যবালা, গোপাবালা, প্রজাবতী, মহামায়া, সোনাবতী, লীলাবতী, শ্যামাবতী; সুজাতা, সুধা, সুপ্রিয়া, বিশাখ, ধর্মদিন্না, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, শীলবতী, অমলা, সুশীলা, ধর্ম্মা, মুদিতা, চম্পা, ভূষিতা, তোষিতা নন্দা, সুধর্ম্মা, চিত্তা, সুধা, শুভা, রত্নমালা, করুণাময়ী, যশোধরা ইত্যাদি।

—শিক্ষকগণের কর্ত্তব্য—

শিক্ষকগণ শীলবান ও সুসংযত হইতে হইবে। কোমলমতি বালক-বালিকা-গণ স্বভাবতঃ অনুকরণশীল। তাহারা বয়োবৃদ্ধের নিকট হইতে যাবতীয় আচরণ অনুকরণ করিয়া প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে প্রয়াসী। তদ্ধেতু সচরাচর দেখা যায়, প্রায় ভদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েগণ অনুন্নত পরি-বারের ছেলে-মেয়েদের চেয়ে বহু উন্নত ধরণের। বালক-বালিকাগণ প্রায় সমস্ত দিন পাঠশালার শিক্ষা হইতে প্রাইভেট্ শিক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষকের সংসর্গেই থাকে। শিক্ষক শীলবান ও সংযত হইলে, ছাত্র-ছাত্রিগণও প্রায় তদনুরূপ চলিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। তদ্ধেতু এখানে সংক্ষেপে শিক্ষকদের কয়েকটি আচরণীয় নীতি লিপিদ্ধ করা হইল।

শিক্ষক সর্বপ্রথমে প্রাণী হত্যাদি দশ অকুশল কর্ম ত্যাগ করিয়া পঞ্চশীলে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। জাতিগত যাহা সদাচার ও সদানুষ্ঠান আছে, তাহা ত্যাগ করিবেন না * এবং লজ্জার খাতিরে তাহার বিরুদ্ধাচরণও করিবেন না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শিক্ষা দিতে আসিবেন।

ছাত্র-ছাত্রীগণকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পাঠশালায় আসিতে উপদেশ দিবেন। পাঠশালায় ধুমপান ও নেশাদ্রব্য সেবন করিবেন না। দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ছাত্রদিগকে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যায়াম চর্চ্চা করাইবেন। ছাত্র-ছাত্রিগণ পাঠশালায় খোলা দেহে না আসিবার জন্য উপদেশ দিবেন। পাঠশালা ছুটির পর প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদিগকে শৃঙ্খলা সহকারে সঙ্গে বিহারে নিয়া ন্যূনকল্পে ৫।৬ মিনিট বুদ্ধ-বন্দনা করিবেন এবং প্রত্যেক উপোসথ দিবসে বিহারে যাইয়া পুষ্প-পূজাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিবেন। ছাত্রদিগকে সর্বদা জাতীয় হিতকর কাজ, সৎব্যবসা বাণিজ্যের উপায় এবং পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবার জন্য মৈত্রী-ধর্ম শিক্ষা দিবেন। স্মৃতিমান হইবার জন্য **আনপানস্মৃতি** ভাবনার নীতি শিক্ষা দিবেন।

—শ্রমিকগণের করণীয়—

ঘরে-বাহিরে ব্যবহার্য্য পোষাক-পরিচ্ছদ সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। কাজের অবসর সময়ে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য হিতোপদেশমূলক পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিবে। প্রত্যেক উপোসথ দিবসে উপোসথশীল গ্রহণ করিবে। তাহা যদি একান্ত পারা না যায়, তাহলে অতি প্রত্যুষে বিহারে গিয়া পুষ্প পূজা ও বুদ্ধের উপাসনা করিয়া কাজে যাইবে। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া বুদ্ধগুণ স্মরণান্তর "আমার কোন প্রকার দুঃখ না হউক, সকল প্রাণী সুখী হউক" এই কামনা করিতে করিতে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। যে কোন কাজ করিবার সময় **স্মৃতিসহকারে** সম্পাদন করিবে। স্বীয় ব্যবহার্য্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরিষ্কারভাবে শৃঙ্খলার সহিত সামলাইয়া রাখিবে। কর্ত্তার বাক্য ও মন রক্ষা করিয়া সামর্থ্যানুসারে যাবতীয় কাজ নিরলসভাবে সম্পাদন করিবে। সর্বদা কর্ত্তার উন্নতি কামনা করিবে। বাকী কাজ উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়া দিবে। কথায় ও কাজে সর্বদা কর্ত্তার একান্ত অনুগত থাকিবে।

—পর্বানুষ্ঠান—

বৈশাখী পূর্ণিমা—এই দিবস বোধিসত্ত্বের অন্তিম জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহা-পরিনির্বাণ লাভ। **জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা**—শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের ১ম ধর্মপ্রচার, সিংহলে ১ম ধর্মপ্রচারক ধর্মাশোক-পুত্র মহিন্দ মহাস্থবিরের মহাপরিনির্বাণ। **আষাঢ়ী পূর্ণিমা**—মহামায়ার জঠরে বোধিসত্ত্বের প্রতিসন্ধি গ্রহণ, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, ঋষিপতনে ১ম ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন, বুদ্ধ অলৌকিক যমক ঋদ্ধি প্রদর্শন করিতে করিতে শ্রাবস্তী হইতে তাবতিংস স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রাসনে ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত

গ্রহণ, তৎপ্রতিপদ দিবসে ভিক্ষুগণের বর্ষাব্রতাধিষ্ঠান। **ভাদ্র পূর্ণিমা**— (মধু পূর্ণিমা) পারিলেয়্যবনে বুদ্ধকে হস্তীরাজের সেবা, বানরের মধুদান। (এই দিবস প্রত্যেকে মধু দান দেওয়া উচিত।) **আশ্বিনী** (প্রবারণা) **পূর্ণিমা**— বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত সমাপণান্তে বহুবিধ অসাধারণ ঋদ্ধি সহযোগে শাঙ্কশ্য নগর-দ্বারে অবতরণ, "বহুজনহিতায় সুখায়" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া দেশ বিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য ভিক্ষুসংঘকে ভগবান কর্তৃক নির্দেশ দান, ভিক্ষুগণের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত সমাপন ও কঠিন চীবর দানারম্ভ। **কার্ত্তিকী অমাবস্যা**—অগ্রশ্রাবক মহামোগগল্লায়ণের পরিনির্বাণ। **কার্ত্তিকী পূর্ণিমা**— অগ্রশ্রাবক সারীপুত্র মহাস্থবিরের মহাপরিনির্বাণ। অজাত শত্রুর মত পরিবর্ত্তন ও বুদ্ধের নিকট দীক্ষাগ্রহণ কঠিন চীবর দান শেষ। **পৌষ পূর্ণিমা**—ধর্ম প্রচারার্থ তথাগত বুদ্ধের সিংহল যাত্রা। **মাঘী পূর্ণিমা**—বৈশালীর চাপাল চৈত্যে তথাগত কর্তৃক স্বীয় মহাপরিনির্বাণ ঘোষণা। **ফাল্গুনী পূর্ণিমা**— শাক্যরাজ্যে গমন, পিতা শুদ্ধোধনকে দীক্ষাদান, জ্ঞাতী সম্মেলনোৎসব। **চৈত্র সংক্রান্তি** পুরাতন বৎসরের শেষ দিন ও নূতন বৎসরের প্রথম দিন উপলক্ষে পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। প্রথম কারণ হইল—উপঘাতক অথবা গুরুতর কর্মের সঙ্ঘাতে না পড়িয়া এক বৎসর অতীত করিলাম, তাই আপন সুকর্মকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া কর্মকে আরও উত্তম ও উজ্জ্বল করিবার মানসে দান-শীল-ভাবনাদি পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করা। অপর কারণ হইল—সর্বমোট আয়ু হইতে এক বৎসর কমিয়া গেল, ক্রমশঃ আয়ু শেষ হইয়া যাইতেছে, মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছি। পরজন্মে আর ও অধিক সুখের প্রত্যাশী হইয়া পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করা। সমগ্র নূতন বৎসর যাহাতে মঙ্গলময় হয় এবং সুখ শান্তিতে অতিবাহিত করা যায়, এই কামনায় কুশলকার্য্য সম্পাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য। উক্ত পর্বদিন সমূহে প্রত্যেক আবাল-বৃদ্ধ বৌদ্ধ নর-নারী মাত্রেই ধর্মানুমোদিত পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম-প্রীতি-ভরা চিত্তে দিন অতিবাহিত করা একান্তই কর্ত্তব্য।

—উপাসক উপাসিকাগণের বিহার ব্রত—

যেই বিহারে বুদ্ধের পূতাস্থি, ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক ও ভিক্ষুসংঘ থাকে, সেই বিহারে প্রবেশ করিবার সময় বুদ্ধের প্রতি গৌরব সহকারে শ্রদ্ধাচিত্তে প্রবেশ করিবে। বিহারেও বিহার-প্রাঙ্গণে থুথু ও পানের পিচ্ ফেলিবে না। ধুমপান করিবে না, জুতা পায়ে ও টুপি মাথায় দিয়া প্রবেশ করিবে না। বিহার অতিশয় পবিত্র তীর্থস্থান। বিম্বিসার, কোশলরাজ, অজাতশত্রু, ধর্মাশোক, দেবানম্প্রিয়

প্রিয়তিষ্য, বর্ত্তগামিনী ও পরাক্রমবাহু প্রভৃতি মহারাজাধিরাজগণ অতি গৌরবের সহিত বিহারে যাইতেন। সুতরাং আধুনিক বৌদ্ধগণেরও সেই আদর্শ গ্রহণ করা একান্তই উচিত।

—পিতা-মাতার প্রতি ছেলে-মেয়েদের কর্ত্তব্য—

পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের পক্ষে মহাব্রহ্মা সদৃশ। তাঁহারাই আদিগুরু, মহাউপকারী ও মঙ্গলকামী। তদ্ধেতু পিতা-মাতাকে ছেলে-মেয়েগণ অত্যধিক সম্মান, গৌরব ও ভক্তি করিবে। পিতা-মাতা যেই দিকে আছেন, ছেলে-মেয়েগণ সেইদিকে পাদপ্রসারণ করিয়া শয়ন করিবে না। প্রবাসে যাইবার সময় পিতা-মাতাকে ভক্তির সহিত অভিবাদন করিয়া যাত্রা করিবে। প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিলেও উক্তরূপে অভিবাদন করিবে। পিতা-মাতাকে কখনও "তুই" শব্দ ব্যবহার করিবে না। তাঁহাদের সম্মুখে ক্রোধান্বিত হইয়া কোন অগৌরবনীয় কথা বলিবে না। পিতা-মাতা দাঁড়াইয়া থাকিলে বা কোন নীচাসনে উপবিষ্টা-বস্থায় থাকিলে, ছেলে-মেয়েগণ উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না। পিতা-মাতাকে পূর্বে খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইবে। নূতন অথবা ভাল-খাদ্য-দ্রব্য পাইলে তাহা হইতে কতেকাংশ প্রথমে ভিক্ষুসংঘকে ও পিতা-মাতাকে দিয়া পরে অবশিষ্টাংশ নিজে পরিভোগ করিবে। বৃদ্ধকালে পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষা, খাওয়া-পরা এবং যে সময়ে যাহা প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করা পুত্র-কন্যার একান্ত কর্ত্তব্য। কনিষ্ঠগণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পূর্বোক্ত নিয়মে গৌরবনীয় আচরণ করিবে। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনদের কোন প্রকার দুঃখ বা অসুবিধার সৃষ্টি হইলে, তাহা নিরসনের চেষ্টা করিবে। পিতা-মাতার মৃত্যু হইলে তাঁহাদের মৃতাত্মার সৎগতির জন্য কুশল কর্ম করিয়া পুণ্যদান দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। বংশ-পরম্পরা কুল ধর্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত কালগত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান একান্তই অপরিহার্য্য। পিতা-মাতাকে সর্বদা কুশল কর্মে নিয়োজিত করা ছেলে মেয়েদের একান্তই কর্ত্তব্য।

—আনুষ্ঠানিক পর্বদিন—

গৃহ প্রবেশের দিন, গৃহারম্ভের দিন, সন্তান-সন্ততির ভূমিষ্ঠের দিন, তাহাদের নামকরণ দিবস, কর্ণভেদের দিন, অন্ন প্রাশনের দিন, প্রথম কেশচ্ছেদনের দিন, বিদ্যারম্ভের দিন ও আবাহ-বিবাহের দিন। উক্ত মাঙ্গল্য দিন সমূহে সামর্থ্যানু-যায়ী একজন বা ততোধিক ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়া পিণ্ডদানের পর পরিত্রাণ

ধর্ম শ্রবণ করাইবে। বুদ্ধের এই সত্যবাণী প্রভাবে ভৌতিক সর্বপ্রকার উপদ্রব ও অন্তরায় দূরীভূত হইয়া পরম শান্তির সূচনা হইবে।

গৃহী-নীতি পর্ব সমাপ্ত।

২১। বৌদ্ধ পরিণয় পর্ব।

—পরিণয়-পদ্ধতি—

পালি সাহিত্যে পুরুষের পরিণয়কে **আবাহ** এবং কন্যার পরিণয়কে **বিবাহ** বলিয়া কথিত হইয়াছে। জাতকাদি পৌরাণিক গ্রন্থ দৃষ্টে জানা যায়, এই বিবাহ আবাহ নীতি লোক সমাজে সৃষ্টির আদিকাল হইতেই নানা জাতির নানা ভাবেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তবে দেখা যায় প্রত্যেক জাতি স্বীয় স্বীয় সামর্থ্যানুসারে নিমন্ত্রণ দানাদি কুশল কর্ম্ম সহযোগে আবাহ বিবাহের কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে। উক্ত আড়ম্বরের আভ্যন্তরিক প্রধান উদ্দেশ্য এই যে—"এই কুশল কর্মের প্রভাবে বর-পাত্রীর পরিণয়-সূত্র যেন সারাজীবন সুদৃঢ়ও আনন্দময় থাকে এবং তাহারা যে পরস্পর পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইল, উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত নর নারীবৃন্দও **সাক্ষী** হইল। এই আবাহ-বিবাহ অনুষ্ঠানে আরও অধিকতর মঙ্গলের নিমিত্ত কোন কোন জাতি স্বধর্মের পুরোহিত নিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন।

অঙ্গুত্তর নিকায় গ্রন্থে দেখা যায়, এক সময় ভগবান বুদ্ধ ভদ্দিয় নগরের সমীপবর্ত্তী "জাতীয়" নামক বনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন উগ্‌গহ মেণ্ডকের নাতি বুদ্ধের নিকট আসিয়া বলিলেন—"ভন্তে ভগবান! আগামীকল্যের জন্য আমার গৃহে আপনি সহ চারিজন ভিক্ষুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" ভগবান তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। পর দিবস ভগবান বুদ্ধ যথাকালে সশিষ্যে মেণ্ডকনাতির গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন মেণ্ডক-নাতি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সংঘকে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যাদি স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। ভোজনকৃত্য সমাপন হইলে তিনি বুদ্ধকে বিনীতভাবে বলিলেন—"ভন্তে এই কুমারীগণ পতি-কুলে যাইবে। অতএব আপনি তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান ও অনুশাসন করুন, যাহাতে তাহাদের দীর্ঘদিন হিত-সুখ লাভ হয়।"

তখন ভগবান বুদ্ধ সেই কন্যাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে কুমারীগণ তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিত—

১। "আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পরম হিতৈষী ও অনুকম্পাকারী পিতা-মাতা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে যেই স্বামীর হস্তে অর্পণ করিতেছেন, আমরা প্রত্যুষে তাঁহার পূর্বেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিব।" প্রত্যহ সকলের পূর্বে উঠিয়া কর্মচারীদিগকে কাজে নিযুক্ত করিয়া দিবে। গাভী দোহন করিবে। নিজেই যাবতীয় গৃহকর্মের তত্ত্বাবধান করিবে। প্রত্যেক কর্ম নিজে পরিদর্শন করিয়া তাহা সম্পাদনের উপায় নির্দ্ধারণ করিবে। ছোট বড় প্রত্যেকের প্রতি কোমল-ভাষিনী হইবে। রাত্রিতে গুরুজনদের পরে আহার ও শয়ন করিবে। পরিবারস্থ সকলের ভোজনকৃত্য সমাপ্ত হইলে, আসবাবপত্র সামলাইয়া রাখিবে। ভোজ্য দ্রব্য নিঃশেষ হইলে, পরে নিজে পাক করিয়া ভোজন করিবে। গোশালায় সমস্ত গরু আসিয়াছে কিনা, তাহার তত্ত্ব লইবে। পর দিবস কোন্ কোন্ সময়ে কে কি কাজ করিতে ও করাইতে হইবে, তাহা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিবে। সিন্দুক-বাক্সের চাবিগুলি সাবধানে রক্ষা করিবে। হে কুমারীগণ, এইভাবে তোমরা পতি-গৃহে যাবতীয় কর্ত্তব্য কাজ নির্ভুলরূপে সম্পাদন করিবে।

২। হে কুমারিগণ, তোমাদের স্বামীর পিতা, মাতা, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনবর্গের সৎকার, গৌরব, সম্মান ও পূজা করিবে। অতিথিদিগকে আসন ও জলাদি দানে সেবা করিবে। ইহাও তোমাদের অবশ্য প্রতিপালনীয় বিষয় বলিয়া জানিবে।

৩। হে কুমারিগণ, শ্বশুরালয়ে ছাগ-মেষাদির লোমের কার্য্য, বয়নশিল্প, রঞ্জনের অথবা সুতা কাটার কার্য্য থাকিলে, তাহা নিরলসভাবে দক্ষতা ও উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিবে বা করাইবে। ইহাও তোমাদের একান্ত করণীয় বিষয় বলিয়া জানিবে।

৪। হে কুমারিগণ, তোমাদের স্বামী-গৃহে যেসব কর্মচারী থাকিবে, তাহাদের মধ্যে কে কতক্ষণ কাজ করিয়াছে, কে বা করে নাই, কে কত বেতন পাইবার যোগ্য ইত্যাদি বিষয়ের খোঁজ নিবে। যেই দিন যাহা খাদ্য-ভোজ্য যোগাড় হয়, সেই দিন তাহা চাকর চাকরাণীদিগকেও সমভাবে ভাগ করিয়া দিবে। তাহাদের রোগ হইলে, ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং যত্নের সহিত সেবা করিবে। মনিব, কর্মচারীদের আহার-বিহারে রোগের সময় ঔষধ

পথ্যাদির প্রতি যত্ন না নিলে, ভবিষ্যতে চাকর চাকরাণী পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে, অধিকন্তু দুর্নামও রটাইয়া থাকে।

৫। হে কুমারিগণ, তোমাদের স্বামী ধন-ধান্য ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি যাহা কিছু সম্পদ উপার্জন করিবে, তাহা সযত্নে রক্ষা করিবে। তাহা অপহরণ বা বিক্রয়াদি করিয়া নষ্ট করিবে না। এই বিষয়ে তোমরা সর্বদা অবহিত থাকিবে। হে কুমারিগণ, যাহারা এই পাঁচটি উপদেশ সম্যক্রূপে পালন করিয়া গৃহিস্থ্য জীবন যাপন করে, তাহারা মৃত্যুর পর **নির্মাণরতি** নামক দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া ইচ্ছানুযায়ী দেবসম্পত্তি ভোগ করে।

তথাগত ভগবান বুদ্ধের এইসব সরল ও অমোঘ উপদেশ-বাণী অঙ্গুত্তর নিকায়ের অষ্টম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। সুষ্ঠুরূপে গৃহিস্থ্য জীবন যাপনের অমোঘ ভেষজ স্বরূপ আরও বহু সূত্র, সূত্রপিটকে বর্ণিত আছে। যথা—মঙ্গলসূত্র, করণীয় মেত্ত সূত্র, সিগালোবাদ সূত্র, পরাভব সূত্র, ব্যগ্ঘপজ্জ সূত্র ও বসল সূত্র ইত্যাদি।

আবাহ-বিবাহ উপলক্ষে ভিক্ষু সংঘ নিমন্ত্রণ করিয়া পিণ্ডদান ও ধর্ম শ্রবণ করা আবাহ-বিবাহ ব্যাপারের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। যে হেতু :—গৃহীদের এই আবাহ-বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য বর্ষাব্রতের সময়ও ভিক্ষুদিগকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিলে, ঐ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য ভগবান বুদ্ধ ও বিনয় মহাবর্গ গ্রন্থে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিয়াছেন। যথা—"যদি বর্ষাব্রতের সময় কোন কুলপুত্রের বা কন্যার আবাহ-বিবাহকালে ভিক্ষু-সংঘের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়া বলে, "আর্য্যগণ, আমি দান দিতে, ধর্ম শ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষু দর্শন করিতে ইচ্ছুক। অতএব আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আমার আশা পূর্ণ করুন।" "হে ভিক্ষুগণ, তাহা হইলে সপ্তাহের বিদায় লইয়া যাইবে। পুনঃ সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে।"

ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে বর্ষাবাসের অভ্যন্তরেও অবকাশ প্রদান করিয়া গৃহীগণের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত যাহা নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুরূপ আচরণ করিতে হইলে, কন্যাকে শ্বশুরালয়ে নিয়া যাইবার দিন কন্যার পিত্রালয়ে ন্যূনকল্পে পাঁচজন ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিয়া ঐ কন্যার মঙ্গলার্থ সংঘদান করা ও পরিত্রাণ শ্রবণ করা একান্তই উচিত। ভিক্ষুসংঘও কন্যাকে পতি-গৃহের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে পূর্বোক্ত পঞ্চ উপদেশ দিবেন।

বরের গৃহে কন্যা নেওয়া হইলে, সেইদিন যথাসময়ে বরকন্যা উভয়ে ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান করিবে এবং পঞ্চশীল গ্রহণান্তর পরিত্রাণ ধর্ম শ্রবণ করিবে। তৎপর ধর্মকথিক শীলবান ভিক্ষু বরকন্যাকে স্বামী-স্ত্রীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যানের জন্য অঙ্গুত্তর নিকায়ের একক নিপাতের উপাসক নকুলের পিতা, উপাসিকা নকুলের মাতা এবং বিনয় মহাবর্গ হইতে সুপ্রিয় ও সুপ্রিয়া প্রভৃতি শ্রদ্ধাবান-শ্রদ্ধাবতীদের পুণ্য কাহিনী বর্ণনা করিবেন।

বর্ত্তমানকালে সিংহলী বৌদ্ধগণের বিবাহ পদ্ধতিও প্রায় চট্টল বৌদ্ধগণের বিবাহ পদ্ধতির ন্যায়। তবে প্রভেদের মধ্যে এইযে—তাহারা নানাবিধ পুষ্প-পল্লবে সুসজ্জিত ও মনোরম কারুকার্য্য খচিত বিবাহবাসর-মণ্ডপ প্রস্তুত করেন। তাহাতে পুষ্প পল্লবে সুসজ্জিত করিয়া একটি পূর্ণ মঙ্গলঘট স্থাপন করেন। উক্ত বেদীতে বরকন্যাকে বসাইয়া, সমাজের মধ্যে যিনি ধার্মিক, শ্রদ্ধাবান, শীলবান, প্রতিষ্ঠাবান ও অভিজ্ঞ, তিনি জয়মঙ্গলাষ্টক গাথা আবৃত্তি করিয়া স্বামী-স্ত্রীর কর্ত্তব্য সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। এতদ্ব্যতীত তাহাদের বিবাহের আর কোনই মন্ত্র নাই। ব্রহ্মদেশেও ব্রহ্মিগণ নবদম্পতি দ্বারা ভিক্ষুসংঘকে পিণ্ডদান ও ধর্মশ্রবণ করাইয়া বিশিষ্ট কয়েকজন লোকের উপস্থিতিতে যথাশক্তি আড়ম্বরের মাধ্যমেই বিবাহ-কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

—সম্প্রদাতার উপদেশ—

কুমারী, অদ্য আমরা তোমাকে যাহার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি এই হইতে তাহারই সম্পূর্ণ অধীনা। অদ্য হইতে তুমি তাহারই আদেশ-উপদেশ রক্ষা করিবে এবং তাহার সুখ-দুঃখের ভাগিনী হইবে। তুমি সর্বদা সকলের মঙ্গল সাধনে রত থাকিয়া পিতৃ ও পতিকুলের গৌরব বর্দ্ধন করিবে।

বুদ্ধের জীবদ্দশায় মহাশ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় স্বীয় কন্যা পুণ্যবতী বিশাখাকে পতিকুলে প্রেরণ করিবার সময় যেই দশটি অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমিও সেই দশটি উপদেশ স্মরণ করিয়া তোমাকে বলিতেছি। তাহা তুমি যাবজ্জীবন রক্ষা করিবে।

মা, শ্বশুর-গৃহে বাস করিবার সময় "(১) **ঘরের আগুন বাহিরে নিও না**"—শ্বশুরালয়ের কাহারও কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে, তাহা বাহিরে প্রকাশ করিও না। "(২) **বাহিরের অগ্নি ঘরে আনিওনা**" —পাড়াপড়শীর কোন নর-নারী তোমার শ্বশুরের পরিবারস্থ কাহারও দোষের কথা তোমার

নিকট প্রকাশ করিলে, তাহা পুনঃ তোমার শ্বশুরের বাড়ীর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। "(৩) **যে দেয় তাহাকেই দিবে"** যাহারা ধার নিয়া পুনরায় পরিশোধ করে, তাহাদিগকেই ধার দিবে। "(৪) **যে দেয় না তাহাকে দিবেনা"**—যাহারা ধার নিয়া পরিশোধ করে না, তাহাদিগকে ধার দিবে না। "(৫) **যে দেয় বা না দেয়, তাহাকে দিবে"**—আত্মীয় স্বজন দরিদ্র হইলে, তাহারা ধার নিয়া পুনঃ তাহা পরিশোধ করিতে না পারিলেও তাহাদিগকে ধার দিবে। "(৬) **সুখে বসিবে"**—যেখানে বসিলে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, স্বামী ও গুরুজন প্রভৃতিকে দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠিতে হয়, তেমন স্থানে বসিবে না। "(৭) **সুখে আহার করিবে"** শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদের আহারকৃত্য সমাপণ হইলে এবং পরিবারস্থ অন্যান্যদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিজে আহার করিবে। "(৮) **সুখে শয়ন করিবে"**—শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনের শয়নের পূর্বে নিজে শয়ন না করিয়া, তাঁহাদের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদনান্তর তাঁহাদের শয়নের পরেই নিশ্চিন্তমনে শয়ন করিবে। "(৯) **অগ্নি পরিচর্য্যা কবিবে"**—শ্বশুর, শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনবর্গ কনিষ্ঠদের পক্ষে অগ্নির ন্যায়। যেহেতুঃ—গুরুজনবর্গ দুঃখীত ও কুপিত হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলে, তাহাতে দৈহিক ও মানসিক দুঃখ দ্বারা দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতে হয়। তদ্ধেতু তাহাদিগকে অগ্নির ন্যায় মনে করিয়া তাঁহাদের সেবা-পূজা ও যত্ন করিবে। "(১০) **অন্তঃ দেবতাকে নমস্কার করিবে"** শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও স্বামী প্রভৃতি গুরুজনকে দেবতার ন্যায় মনে করিয়া ভক্তি ও পূজা করিবে। এই ১০টি উপদেশ ও সযত্নে রক্ষা করিও। ইহাতে তোমার ও আমাদের বহু কল্যাণ সাধন হইবে।

—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য—

১। **সম্মাননা**—স্বামী, স্ত্রীর প্রতি মর্য্যদা সূচক ব্যবহার করিবে। ২। **অবমাননা**—স্বামী, স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা সূচক আচরণ করিবে না। ৩। **অনতিচারিয়া**—স্বামী অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হইবে না এবং স্ত্রীর প্রতি অনাচার করিবে না। ৪। **অলঙ্কারানুপ্পদানং** স্ত্রীকে যথাসময়ে স্বীয় সামর্থানুযায়ী বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিবে।

—স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য—

১। **সুসংবিহিতা কম্মন্তা**—সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে গৃহ-কর্ম সম্পাদন

করিবে। ২। **সুসঙ্গহিত পরিজনা**—বিনীত ও ভদ্রতা ব্যবহার এবং সহৃদয়তার দ্বারা আত্মীয় স্বজন ও পরিবারস্থ সকলের সন্তোষ বিধান করিবে। ৩। **অনতিচারিণী** মন্দ মনোভাব লইয়া পরপুরুষের প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করিবে না। ৪। **সম্ভতঞ্চ অনুরক্খনং**—স্বামীর সঞ্চিত সম্পত্তি ও গৃহসামগ্রী সযত্নে রক্ষা করিবে। ৫। **দক্খা চ অনলসা সব্বকিচ্চেসু**—পতিগৃহের সমস্ত কর্ম আলস্য বিহীনা হইয়া উৎসাহ ও দক্ষতার সহিতই সম্পাদন করিবে।

বিবাহ-মন্ত্র।

—১। মন্ত্রদাতার উপদ্রব বন্ধ করা—

অম্হাকং খো পন ভগবা দীপঙ্কর পাদমূলতো পট্ঠায় পঠমং দানপারমী, দুতিয়ং সীলপারমী, ততিয়ং নেক্খম্মপারমী, চতুত্থং পঞ্ঞাপারমী, পঞ্চমং বিরিয়পারমী, ছট্ঠমং খন্তিপারমী, সত্তমং সচ্চপারমী, অট্ঠমং অধিট্ঠানপারমী, নবমং মেত্তাপারমী, দসমং উপেক্খাপারমীতি দস পারমিয়ো, দস উপপারমিয়ো, দস পরমত্থপারমিয়ো'তি সমতিংস পারমিয়ো পূরেসি। তাসং পারমীনং অনুভাবেন ম্হং সব্বে উপদ্দবা বিনাসমেন্তু।

২। বরকন্যার উপদ্রব বন্ধ করা—

পুরত্থিমায় দিসায়, দক্খিণায় দিসায়, পচ্ছিমায় দিসায়, উত্তরায় দিসায়, পুরত্থিমায় অনুদিসায়, দক্খিণায় অনুদিসায়, পচ্ছিমায় অনুদিসায়, উত্তরায় অনুদিসায়, হেট্ঠিমায় দিসায়, উপরিমায় দিসায় সব্বে সত্তা, সব্বে পাণা, সব্বে ভূতা, সব্বে পুগ্গলা, সব্বে অত্তভাব পরিয়াপন্না, সব্বা ইত্থিয়ো, সব্বে পুরিসা, সব্বে অরিয়া, সব্বে অনরিয়া, সব্বে বিনিপাতিকা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানংপরিহরন্তু, দুক্খা মুঞ্চন্তু, যথালদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মস্সকা! ইমিনা মেত্তানুভাবেন জয়ম্পতিনো সব্বে উপদ্দবা **বিনাসমেন্তু**।

৩। মন্ত্রদাতার গুরুপ্রণাম ও শরণ গমন—

পঠমং দ্বত্তিংস মহাপুরিসলক্খণ-সম্পন্নং অসীতি অনুব্যঞ্জন পতিমণ্ডিতং নিরোধসমাপত্তিতো উট্ঠহিত্বা নিসিন্নং বিয় ভগবন্তং অরহন্তং সম্মাসম্বুদ্ধং নমামি, দুতিয়ং আচরিয়ং নমামি, ততিয়ং তিরতনং সরণং গচ্ছামি।

—৪। বরকন্যার আসন রক্ষা করা—

যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, যো চামনাপো সকুণস্স সদ্দো; পাপগ্গহো

দুস্সুপিনং অকন্তং, বুদ্ধানুভাবেন **বিনাসমেন্তু**। ধর্ম্মানুভবেন **বিনাসমেন্তু**। সঙ্ঘানুভবেন **বিনাসমেন্তু**।

—৫। বরকে কন্যা সম্প্রদান—

তুয়হং দীঘরত্তং হিতায় সুখায় ইমং কঞ্ঞং গণ্হাহি।

—৬। বরের হস্তে কন্যার হস্ত স্থাপন—

দ্বিহত্থং সম্বন্ধং বিয় তুম্হেপিসব্বকালং সমগ্গভাবেন এসথ; অঞ্ঞমঞ্ঞং দেবদেবীনং বিয় সংবাসোচ হোতু।

—৭। বর ও কন্যার পদ সংযুক্ত করা—

ইমং পাদদ্বয় সম্বন্ধ করণং তুম্হাকং য়াবজীবং অঞ্ঞমঞ্ঞ গিহীধম্মং সমাদানায় চেব কুসলকম্ম করণায় চ অবিসংয়োগস্স পচ্চয়ো হোতু।

৮। মন্ত্রদাতা কর্ত্তৃক বর ও কন্যার মঙ্গল কামনা—

নত্থিতে সরণং অঞ্ঞং বুদ্ধো তে সরণং বরং, বুদ্ধ তেজেন লোকস্স তাণালেণা পরায়ণা; এতেন সচ্চবজ্জেন হোতুতে জয় মঙ্গলং। নত্থিতে সরণং অঞ্ঞং ধম্মো তে সরণং বরং, ধম্মতেজেন লোকস্স তাণা লেণা পরায়ণা; এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং। নত্থিতে সরণং অঞ্ঞং সঙ্ঘো তে সরণং বরং, সঙ্ঘতেজেন লোকস্স তাণা লেণা পরায়ণা; এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং।

[এইবার "আবাহ-বিবাহ মঙ্গল কামনা' করিবার সময় বরকন্যার সম্মুখস্থিত সপল্লব পূর্ণঘট হইতে মন্ত্রদাতা কর্ত্তৃক পল্লবদ্বয় উভয় হস্তে লইয়া পল্লবের অগ্রভাগ কলসীতে ঢুকাইয়া দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করিবে। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে, পল্লবদ্বয় দ্বারা বর কন্যার শিরোপরি জল ছিটিয়া দিবে। এইরূপে সাতবার মন্ত্র পাঠ করিয়া সাতবার জল ছিটিয়া দিতে হইবে]

—৯। আবাহ-বিবাহ মঙ্গল কামনা—

সিদ্ধিরাজস্স সাসনে সিদ্ধিকিচ্চঞ্চ কারতো, সিদ্ধিভাব সমিজ্ঝন্তু সিদ্ধিলাভ ভবন্তু তে। জয়ন্তো বোধিয়ামূলে সক্যানং নন্দিবড্ঢনো, এবমেব জয়ো হোতু জয়স্সু জয়মঙ্গলে। অপরাজিত পল্লঙ্কে সীসে পুথু বিমুক্খলে, অভিসেকে সম্বুদ্ধানং অগ্গপ্পত্তো পমোদতি; এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জয়মঙ্গলং। জয়-জয়-মঙ্গলং বোধিপল্লঙ্কং'ব, জয়-জয়-মঙ্গলং ধম্মচক্কং'ব, জয়-জয়-মঙ্গলং সব্বগুণ পাণিনং'ব, জয়-জয়-মঙ্গলং ঞাণদিত্তিং'ব, জয়-জয়-মঙ্গলং সাধু সুপ্পতিট্ঠিতানং ব'।

—১০। বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা—

সমসীলা সমসদ্ধা ভবন্তু উভয়ো সদা, আয়ু-বণ্ণং-সুখং-বলং-পাটিভানং ভবন্তুতে।
ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্‌খন্তু সব্বদেবতা, সব্ব বুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থিভবন্তু তে।
ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্‌খন্তু সব্ব দেবতা, সব্ব ধম্মানুভাবেন সদা সোত্থি ভবন্তু তে।
ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্‌খন্তু সব্বদেবতা, সব্ব সঙ্ঘানুভাবেন সদা সোত্থি ভবন্তু তে।
(জয়মঙ্গলাষ্টক গাথা বলিয়া সমাপ্ত করিবে)

বৌদ্ধ পরিণয় পর্ব সমাপ্ত।

২২। ভিক্ষু কর্ত্তব্য পর্ব।

—আপত্তি দেশনা—

কনিষ্ঠ ভিক্ষু—অহং ভন্তে, সব্বা আপত্তিয়ো আরোচেম্যামি। দুঃ-তঃ-অহং ভন্তে, সব্বা আপত্তিয়ো আরোচেয়্যামি।

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—সাধু আবুসো, সাধু।

কনিষ্ঠ—অহং ভন্তে, সম্বহুলা নানাবথুক আপত্তিয়ো আপজ্জিং। তা তুম্হমূলে পটিদেসেমি।

জ্যেষ্ঠ—পস্সসি আবুসো, তা আপত্তিয়ো।

কনিষ্ঠ—আম ভন্তে, পস্সামি।

জ্যেষ্ঠ— আয়তিং আবুসো সংবরেয়্যাসি।

কনিষ্ঠ—সাধু সুট্ঠু ভন্তে, সংবরিস্সামি। দুঃ-তঃ-সাধু সুট্ঠু ভন্তে সংবরিস্সামি।

জ্যেষ্ঠ—অহং আবুসো, সব্বা আপত্তিয়ো আরোচেয়্যামি, দুঃ-তঃ--অহংআ বুসো, সব্বা আপত্তিয়ো আরোচেয়্যামি।

কনিষ্ঠ—সাধু ভন্তে, সাধু।

জ্যেষ্ঠ—অহং আবুসো, সম্বহুলা নানাবথুকা আপত্তিয়ো আপজ্জিং। তা তুয্হমূলে পটিদেসেমি।

কনিষ্ঠ— পস্সথ ভন্তে, তা আপত্তিয়ো।

জ্যেষ্ঠ—আম আবুসো, পস্সামি।

কনিষ্ঠ—আয়তিং ভন্তে, সংবরেয়্যাথ।

জ্যেষ্ঠ— সাধু সুট্ঠু আবুসো, সংবরিস্সামি। দুঃ-তঃ সাধু সুট্ঠু আবুসো, সংবরিস্সামি।

কনিষ্ঠ—সাধু ভন্তে, সাধু। অহং ভন্তে দেসনা দুক্কটাং আপত্তিং আপজ্জিং। তং তুম্হামূলে পটি-দেসেমি।

জ্যেষ্ঠ— পস্সসি আবুসো তং আপত্তিং।

কনিষ্ঠ—আম ভন্তে, পস্সামি।

জ্যেষ্ঠ—আয়তিং আবুসো, সং-বরেয়্যাসি।

কনিষ্ঠ—সাধু সুট্ঠু ভন্তে, সংবরি-স্সামি। দুঃ-তঃ-সাধু সুট্ঠু ভন্তে, সংবরিসসামি।

জ্যেষ্ঠ—সাধু আবুসো, সাধু।

—উপোসথ বিধান—

সম্মজ্জিত্বা পদীপেত্বা পট্ঠপেত্বা'দকাসনং,
গণঞত্তিং ঠপেত্বা কত্তব্বো তীহু'পোসথং।

উপোসথ-স্থান সম্মার্জ্জনান্তর তথায় জল, আসন ও প্রদীপ স্থাপন করিয়া সীমাতে উপস্থিত ভিক্ষু গণনা করার পর উপোসথ করিতে হয়। সূর্য্যালোক

থাকিলে, উপসোথ-স্থানে প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। উপোসথ করিবার সময় সম্প্রাপ্ত উপোসথটি কোন্ ঋতুর, কোন্ উপোসথ, সেই ঋতুতে কয়টি উপোসথ অতীত হইয়াছে এবং কয়টি অবশিষ্ট আছে, তাহা হিসাব করিয়া তথায় প্রকাশ করিতে হয়। তৎপর দেশনা করিয়া উপোসথ কর্ম আরম্ভ করিতে হয়। চারিজন কিম্বা ততোধিক ভিক্ষু সীমায় উপস্থিত থাকিলে, প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিয়া "সঙ্ঘোপোসথ করিতে হয়। এই সঙ্ঘোপোসথের বিধান ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষের প্রথমভাগে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তিনজন ভিক্ষু উপস্থিত থাকিলে "অঞ্ঞমঞ্ঞ পরিশুদ্ধি" উপোসথ, দুইজন উপস্থিত থাকিলে "পরিশুদ্ধি উপোসথ" এবং একজন ভিক্ষু হইলে "অধিষ্ঠানোপোসথ" করিতে হইবে।

—অঞ্ঞমঞ্ঞ উপোসথ-বিধান—

সীমায় উপস্থিত ভিক্ষুত্রয় উত্তরাসঙ্গ বা সংঘাটি একাংশ করিয়া গায়ে দিয়া আপত্তি দেশনাদি করার পর যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি, অসমর্থতায় যে কোন ভিক্ষু উৎকুটিকভাবে বসিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিবে। তৎপর নিম্নোক্তরূপে 'ঞত্তি' স্থাপন করিবে। "সুণান্ত মে আয়স্মন্তা অজ্জুপোসথো পন্নরসো [চতুদ্দসো], য়দায়স্মন্তানং পত্তকল্লং ময়ং অঞ্ঞমঞ্ঞং পরিসুদ্ধি উপোসথং করেয়্যামাতি।৩॥" এইরূপে ঞত্তি স্থাপনের পর বয়োবৃদ্ধ হইতে প্রত্যেকে ক্রমান্বয়ে নিম্নোক্ত কর্ম-বাক্যটি বলিবেন। "পরিসুদ্ধো অহং আবুসো, পরিসুদ্ধোতি মং ধারেথ। ৩॥ কনিষ্ঠ ভিক্ষু—পরিসুদ্ধো অহং ভন্তে, পরিসুদ্ধোতি মং ধারেথ। ৩॥

—পরিসুদ্ধি উপোসথ কর্মবাক্য—

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—পরিসুদ্ধো অহং আবুসো, পরিসুদ্ধোতি মং ধারেহি। ৩॥
কনিষ্ঠ ভিক্ষু—পরিসুদ্ধো অহং ভন্তে, পরিসুদ্ধোতি মং ধারেথ। ৩॥

—অধিষ্ঠানোপসথ কর্মবাক্য—

অজ্জ মে উপোসথো পন্নরসো [চতুদ্দসো] অধিট্ঠামি। ৩॥

—ছন্দ পরিশুদ্ধি—

খণ্ডসীমা ব্যতীত কোন গ্রাম্য বা মহাসীমায় উপোসথাদি বিনয়কর্ম করিবার সময় রোগাতুর ভিক্ষুগণ ভিক্ষুসংঘের হস্তপাশে [দেড় হাতের মধ্যে] আসিতে না পারিলে, তাঁহাদের নিকট হইতে "ছন্দ ও পরিশুদ্ধি" আনয়ন করিয়া উপোসথাদি বিনয় কর্ম সম্পাদন করিতে হয়। ছন্দ পরিশুদ্ধি দান দ্বারা রোগাতুর

ভিক্ষুদের শুধু উপোসথ কর্মই সমাধা হয়। কিন্তু সংঘের যাবতীয় বিনয় কর্ম সম্পাদন করিবার বাধাবিঘ্ন রহিত হইয়া যায়।

—ছন্দ পরিশুদ্ধি দান ও আনয়নের বিধান—

সংঘের পক্ষ হইতে একজন ভিক্ষু রোগাতুর ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইবেন। রোগাতুর ভিক্ষু আপত্তি দেশনা করার ন্যায় আগত ঐ ভিক্ষুর নিকট এক একজনে বলিবেন—"ছন্দং দম্মি, ছন্দং মে হর, ছন্দং মে আরোচেহি। ৩॥ পরিসুদ্ধিং দম্মি, পরিসুদ্ধিং মে হর, পরিসুদ্ধিং মে আরোচেহি। ৩॥ তৎপর সংঘ হইতে আগত ঐ ভিক্ষু পুনঃ সঙ্ঘের হস্তপাশে গিয়া বলিবেন—"ছন্দারহানং ভিক্খুনং ছন্দ পরিসুদ্ধি আহরণং নিট্‌ঠিতং। ৩॥ এইরূপে ছন্দ ও পরিশুদ্ধি আনয়ন করিয়া সংঘ যে কোন বিনয়কর্ম সম্পাদন করিতে পারেন। সংঘের সমবেত স্থানে উপস্থিত হইবার সামর্থ্য থাকিলে ছন্দপরিশুদ্ধি দান অবিধেয়।

—বর্ষাব্রতাধিষ্ঠান কর্মবাক্য—

[মনে ২ একটা সীমা ঠিক করিয়াই আষঢ়ী পূর্ণিমার ভিক্ষু-উপোসথের পর দিবসই প্রথম বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান করিতে হয়।] "ইমাস্মীং বিহারে ইমং তেমাসং বস্‌সং উপেমি, ইধবস্‌সং উপেমি। ৩॥

—স্নান চীবর অধিষ্ঠান কর্মবাক্য—

"ইমং বস্‌সিক সটিকং বস্‌সানং চতুমাসং অধিট্‌ঠামি, ততোপরং বিকপ্পেমি। ৩॥" [এই বর্ষাবাসিক স্নান বস্ত্র আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা-দিন পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া তৎপর বিকল্পন করিয়া রাখিতে হয়।]

- সপ্তাহ করণীয় কর্মবাক্য—

সঙ্ঘ কম্মে বজে ধম্ম সবণত্থং নিমন্তিতো,
গরুহি পহিতো বা'পি গরূনং বা'পি পস্‌সিতুং ।

বর্ষাবাস-অভ্যন্তরে, সংঘকর্মে, ধর্মদেশনার জন্য নিমন্ত্রিত হইলে, গুরু কর্ত্তৃক কোন কাজে প্রেরিত হইলে ও গুরু দর্শনের জন্য এবং বিনয়-বিধানানুযায়ী আরও অন্যান্য কারণে নিমন্ত্রিত হইলে, এক সপ্তাহের জন্য বিদায় লইয়া যাইতে পারে। সপ্তাহভ্যন্তরে পুনঃ বিহারে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই বিদায় কর্মবাক্যটি সেই বিহারবাসী কোন ভিক্ষুর নিকট, তদ্‌অভাবে উত্তরাসঙ্গ একাংশ করিয়া করযোড়ে বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে বলিতে হয়। বিদায় কর্মবাক্য—"**সচে মে কোচি অন্তরায়ো ন ভবেয্য, সত্তভ্যন্তরে পুন নিবত্তিস্‌সামি।** ৩॥

—আচার্য্য গ্রহণ-কর্মবাক্য—

"আচাবিয়ো মে ভন্তে হোহি, আয়স্মতো নিস্সায় বচ্ছামি। ৩॥
আচার্য্য বলিবেন—পাসাদিকেন সম্পাদেহি।

—প্রবারণ কর্মবাক্য—

প্রথম বর্ষাবাস ব্রত অধিষ্ঠানকারিগণ আশ্বিনী পুর্ণিমার দিনই প্রবারণা [বর্ষাবাস ব্রত ত্যাগ] করিতে হয়। এই বর্ষাবাস ব্রত ত্যাগের কর্মবাক্য দ্বারা সেই দিবসের উপোসথের কাজও সারিয়া যায়। শুধু একজন ভিক্ষু হইলে, উপোসথ দিবসের ন্যায় সম্মার্জ্জনাদি যাবতীয় ব্রত সম্পাদন করিয়া প্রবারণা অধিষ্ঠান করিতে হয়। অধিষ্ঠান—অজ্জমে পবারণা পন্নরসি অধিট্ঠামি। ৩॥

—দুইজন ভিক্ষুর প্রবারণা—

জ্যেষ্ঠ ভিক্ষু—"অহং আবুসো আয়স্মন্তং পবারেমি, দিট্ঠেন বা সুতেন বা পরিসঙ্কায় বা বদন্তু মং আয়স্মা অনুকম্পং উপাদায়, পস্সন্তো পটিকরিস্সামি। ৩॥"
কনিষ্ঠ ভিক্ষু—"অহং ভন্তে আয়স্মন্তং পবারেমি, দিট্ঠেন বা সুতেন বা পরিসঙ্কায় বা বদন্তু মং আয়স্মা অনুকম্পং উপাদায়, পস্সন্তো পটিকরিস্সামি। ৩॥

—তিনজন ভিক্ষুর প্রবারণা—

উপস্থিত তিনজন ভিক্ষুর মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি নিম্নোক্ত কর্ম-বাক্যটি বলিয়া প্রথমে 'ঞত্তি' স্থাপন করিবেন। তৎপর বয়োজ্যেষ্ঠক্রমে প্রত্যেকে "দুইজন ভিক্ষুর প্রবারণা কর্মবাক্যটি" তিন তিনবার করিয়া বলিবেন। ঞত্তি—"সুনান্তু মে আয়স্মন্তা, অজ্জ পবারণা পন্নরসী, যদায়স্মন্তানং পত্তকল্লং মযং অঞ্ঞমঞ্ঞং পবারেয্যামা। ৩॥

—চারিজন ভিক্ষুর প্রবারণা—

চারিজন ভিক্ষুর প্রবারণাও তিনজন ভিক্ষুর প্রবারণার ন্যায় জ্ঞাতব্য। তবে "ঞত্তির" মধ্যে 'আয়স্মন্তা' স্থানে আয়স্মন্তো বলিতে হইবে।

—পাঁচ কিম্বা ততোধিক ভিক্ষুর প্রবারণা—

এক সীমায় একত্রিত পাঁচ কিম্বা ততোধিক ভিক্ষুর মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি অসমর্থতায় অন্য যে কোন একজন ভিক্ষু নিম্নোক্ত প্রকারে প্রথমে

ঞত্তি' স্থাপন করিবেন। **ঞত্তি**—"সুনাতু মে আবুসো (কনিষ্ঠ হইলে "ভন্তে" বলিবেন।) সঙ্ঘো, অজ্জ পবারণা পন্নরসী। যদি সঙ্ঘস্স পত্তকল্লং সঙ্ঘো, তে বাচিক পবারেয্যা। ৩॥" এইরূপ ঞত্তি স্থাপনের পর বয়োজ্যেষ্ঠক্রমে প্রত্যেকে "দুইজন ভিক্ষুর প্রবারণা-কর্মবাক্যটি" তিনবার করিয়া বলিবেন।

—বিকালে গ্রামে যাওয়ার বিনয় বিধান—

নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত অবস্থায় ভিক্ষুগণ যে কোন প্রয়োজনে বিকালে গ্রামে দায়কদের গৃহে যাইতে হইলে, বিহারের অন্য যে কোন একজন ভিক্ষুকে, তদ্‌অভাবে বুদ্ধমূর্ত্তিকে করযোড়ে নিম্নোক্ত কর্মবাক্যটি বলিয়া যাইতে হয়। অন্যথায় আপত্তিগ্রস্ত হইতে হয়। "অহং ভন্তে, বিকালে গামপ্পবেসনং আপুচ্ছামি। ৩॥"

—চীবরাদিতে বিনয়-কর্ম-বিধান—

ভিক্ষুগণ ন্যূনপক্ষে একহাত দীর্ঘ ও একবিগত প্রস্থ পরিমিত অতিরিক্ত শ্বেতবস্ত্রখণ্ডও অধিষ্ঠান বা বিকল্পন না করিয়া, দশদিন অতিক্রম করিলে "নিস্সগ্গিয় পাচিত্তিয়" আপত্তি হয়। ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্ত্র অধিষ্ঠান বা বিকল্পন করিতে হয় না। নিম্নোক্ত প্রত্যেক বস্ত্রাদি হস্তে স্পর্শ করিয়াই অধিষ্ঠান বা বিকল্পন করিতে হয়।

সংঘাটি অধিষ্ঠান—"ইমং সংঘাটিং অধিট্‌ঠামি। ৩॥"

উত্তরাসঙ্গ অধিষ্ঠান—"ইমং উত্তরাসঙ্গং অধিট্‌ঠামি। ৩॥"

অন্তর্বাস অধিষ্ঠান "ইমং অন্তরবাসকং অধিট্‌ঠামি। ৩॥"

গামছা অধিষ্ঠান—"ইমং মুখপুঞ্ছনচোলং অধিট্‌ঠামি। ৩॥"

বহু গামছা একত্রে অধিষ্ঠান ইমানি মুখপুঞ্ছনচোলানি অধিট্‌ঠামি। ৩॥

চীবর 'পরিক্খার চোলে' অধিষ্ঠান—ইমং চীবরং পরিক্খারচোলং অধিট্‌ঠামি। ৩॥

বহু চীবর একত্রে পরিক্খার চোলে অধিষ্ঠান—ইমানি চীবরানি পরিক্খার চোলানি অধিট্‌ঠামি। ৩॥

বহু শ্বেত বস্ত্র একত্রে অধিষ্ঠান—ইমানি পরিক্খার চোলানি অধিট্‌ঠামি।

পাত্র অধিষ্ঠান—ইমং পত্তং অধিট্‌ঠামি।

—প্রত্যুদ্ধার কর্ম—

উক্ত অধিষ্ঠান কৃত দ্রব্য সমূহের মধ্যে যে কোন একটি প্রত্যুদ্ধার করিবার প্রয়োজন মনে করিলে, তাহা হাতে স্পর্শ করিয়া "অধিট্‌ঠামি" শব্দের স্থানে **পচ্চুদ্ধরামি** শব্দটি বসাইয়া বলিলেই প্রত্যুদ্ধার কর্ম হয়। যথা—"ইমং সঙ্ঘাটিং পচ্চুদ্ধরামি। ৩॥

ইহা মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যুদ্ধারকৃত উক্ত চীবরাদি অতিরিক্ত দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। সুতরাং এই জিনিষগুলি দশদিন অতিক্রম না হইতেই পুনঃ অধিষ্ঠান বা বিকল্পন করিতে হয়। অন্যথায় "নিস্‌সগ্‌গিয় পাচিত্তিয়" হয়। নিস্‌সগ্‌গিয় হইলে, তাহা নিম্নোক্ত বিধানে দেশনা করিতে হয়।

—নিস্‌সগ্‌গিয় দেশনা-বিধান—

নিস্‌সগ্‌গিয় আপত্তি প্রাপ্ত ভিক্ষু নিস্‌সগগিয় বস্ত্রখানি করযোড়ে গ্রহণান্তর উৎকুটিকভাবে বসিয়া অন্য একজন ভিক্ষুকে বলিবেন—"ইমং ভন্তে, [জ্যেষ্ঠ হইলে, আবুসো] চীবরং দসাহতিক্কন্তং নিস্‌সগ্‌গিয়ং, ইমাহং আয়স্মতো নিস্‌সজ্জামি। ৩॥" এই বলিয়া চীবরখানি সেই ভিক্ষুর হাতে দিবেন। তৎপর উভয়ে দেশনা করিবেন। দেশনার পরে পুনঃ নিস্‌সগ্‌গিয় আপত্তি প্রাপ্ত ভিক্ষুকে চীবর গ্রহণকারী ভিক্ষু "ইদং চীবরং আয়স্মতো দম্মি" এই বাক্যটি তিনবার বলিয়া দিবেন। চীবর বা শ্বেতবস্ত্র অথবা গামছা একখানির অধিক হইলে বহুবচনে বলিতে হয়। যথা—"ইমানি মে ভন্তে, চীবরানি [পরিক্খার চোলানি, মুখ পুঞ্ছনানি] দসাহতিক্কন্তানি নিস্‌সগ্‌গিয়ানি অহং আয়স্মতো নিস্‌সজ্জামি। ৩॥" প্রতিগ্রাহক ভিক্ষুও এই বলিয়া পুনঃ চীবরগুলি আপত্তি প্রাপ্ত ভিক্ষুকে দিবেন—"ইমানি চীবরানি আয়স্মতো দম্মি। ৩॥"

নিস্‌সগ্‌গিয় চীবর বস্ত্রাদিতে উক্ত নিয়মে বিনয়কর্ম না করিয়া পরিভোগ করিলে, **দুক্কট** আপত্তি হয়। পাত্র 'নিস্‌সগ্‌গিয়' হইলেও উক্তরূপে বিনয়কর্ম করিয়া লইতে হয়।

—চীবরে রাত্রি বিপ্রযুক্ত নিস্‌সগ্‌গিয়ের প্রতিবিধান—

যেই ভিক্ষুর নিকট ত্রিচীবর অধিষ্ঠান থাকিবে, তিনি যদি উক্ত ত্রিচীবরের মধ্যে যেকোন একখানি চীবর হস্তপাশের [দেড় হাতের] বাহিরে রাখিয়া অরুণোদয় করে, তবে সেই চীবরখানি "নিস্‌সগ্‌গিয়" হয়। এরূপে "নিস্‌সগ্‌গিয়" হইলে চীবরখানি করযোড়ে গ্রহণান্তর উৎকুটিকভাবে বসিয়া "ইদং মে ভন্তে,

চীবরং রত্তি বিপ্পবুথং অঞ্ঞত্র ভিক্খু সম্মুতিয়া নিস্সগ্গিয়ং, ইমাহং আয়স্মতো নিস্সজ্জামি। ৩॥ এই বলিয়া চীবরখানি অন্য একজন ভিক্ষুকে দিবেন। তৎপর উভয়ে দেশনা করিয়া ঐ অন্য ভিক্ষু করযোড়ে চীবরখানি গ্রহণান্তর "ইদং চীবরং আয়স্মতো দম্মি। ৩।" বলিয়া চীবরখানি পুনঃ চীবর-স্বামীকে দিবেন। চীবরের অধিষ্ঠান ভঙ্গ [প্রত্যুদ্ধার] করিয়া অন্যত্র গেলে 'নিস্সগ্গিয়' হয় না। তবে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পুনঃ তাহা অধিষ্ঠান করিতে হয়। নতুবা দশদিন অতিক্রান্তে 'নিস্সগ্গিয়' হয়।

—প্রবারিতের প্রতিবিধান—

ভিক্ষু প্রাতরাশের [প্রথম ভোজনের] কালে অন্ন, ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদি যে কোন মিষ্টি দ্রব্য ভোজন করিবার সময় দায়ক পুনঃ উক্ত দ্রব্যগুলি গ্রহণান্তর ভোজনে রত ভিক্ষুর দেড় হাতের ভিতর আসিয়া তাহা দ্বিতীয়বার দেওয়ার জন্য উদ্যত হইলে, তাহাকে যদি ঐ ভিক্ষু বারণ করে, তবে সেই ভিক্ষু ভোজনে **প্রবারিত** হয়। প্রবারিত ভিক্ষু সেই দিবস সেই আসন হইতে উঠিয়া দ্বিতীয়বার ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলে, স্বীয় পরিমাণমত অন্নব্যঞ্জনাদি একপাত্রে গ্রহণান্তর তাহা একজন **অপ্রবারিত** ভিক্ষুর হাতে অর্পণ করিবেন। তখন সেই অপ্রবারিত ভিক্ষু প্রবারিত ভিক্ষুর হস্তপাশে থাকিয়া **অলমেতং সব্বং** এই বাক্যটি তিনবার বলিয়া উক্ত পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ আহার্য্য স্বীয় মুখে দিয়া পুনঃ সেই পাত্রটি ঐ প্রবারিত ভিক্ষুকে প্রদান করিবেন। এইরূপে বিনয়কর্ম সম্পাদন করিয়া ভোজন করিলে, প্রবারিত ভিক্ষুর আপত্তি হয় না।

ভিক্ষু কর্ত্তব্য পর্ব সমাপ্ত।

২৩। বুদ্ধের লক্ষণ-পর্ব।

— বুদ্ধের বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ —

(১) **"সুপ্পতিট্‌ঠিত পাদো"**—সুপ্রতিষ্ঠিত পদ। বুদ্ধের পদতল, সুবর্ণ-নির্মিত পাদুকা-তলের ন্যায় সমগ্র পদ-তল পৃথিবীতে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত। (২) **"হেট্‌ঠা পদতলেসু চক্কানি জাতানি সহস্‌সারানি সনেমিকানি সনাভিকানি সব্বাকার পরিপূরানি"**—সহস্র অর, নেমি ও নাভি সম্পন্ন সর্বাকার পরিপূর্ণ দুইটি চক্র-চিহ্ন দুই পদতলে ছিল। সর্বাকার অর্থ— শক্তি, আয়ুধ, শ্রীঘর, দক্ষিণাবর্ত্ত পুষ্প, ত্রিরেখা, কর্ণাভরণ, গৃহাকৃতি, মৎস্য যুগল, ভদ্রপীঠ, অঙ্কুশ, প্রাসাদ, তোরণ, শ্বেতছত্র, খড়্‌গ, তালব্যজনী, ময়ুরপুচ্ছ-ব্যজনী, চামর, উষ্ণীষ, মণি, পাত্র, সুমনপুষ্প-হার, নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, পদ্ম, পুণ্ডরীক, পূর্ণ কলস, পূর্ণপাত্র, সমুদ্র, চক্রবাল, হিমালয়, সুমেরু, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি চারিমহাদ্বীপ ও দুই সহস্র ক্ষুদ্র দ্বীপ প্রভৃতির চিহ্ন ঐ চক্রদ্বয়ে অঙ্কিত ছিল। (৩) **"আয়ত পণ্‌হি"**— দীর্ঘ পাষ্ণি বা পরিপূর্ণ পায়ের মুড়ি। বুদ্ধের পায়েরমুড়ি পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার পায়ের চারিভাগের দুইভাগ পদাগ্রের দিকে, তৃতীয় ভাগে জঙ্ঘা সংস্থিত এবং চতুর্থভাগ জঙ্ঘাকে মণ্ডলাকারে পরিবেষ্টিত ছিল। (৪) **"দীঘঙ্গুলি"**—হস্ত-পদের অঙ্গুলিসমূহ মূলের দিকে স্থূল এবং অগ্র-ভাগ ক্রমশঃ সরু, সুগঠিত, সুন্দর ও সমান ছিল। (৫) **"ব্রহ্ম ৰজুগত্তো"**—দেহ দেবনগরের সুবর্ণ-তোরণ সদৃশ ও ব্রহ্মার ন্যায় সোজা সুঋজু ছিল। ছিল। (৬) **"সত্তুস্‌সদো"**—হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের পৃষ্ঠ, দুই স্কন্ধ ও গ্রীবা, এই সপ্তস্থানে মাংস পূর্ণ ছিল। তাঁহার দেহের কোনই অংশে শিরাজাল এবং কণ্ঠাস্থি দেখা যাইত না। (৭) **"মুদুতলুন হত্থপাদো"**—হস্ত ও পদতল মৃদু। শত ধুনিত কার্পাস ঘৃতসিক্ত হইলে যেইরূপ কোমল হয়, বুদ্ধের হস্ত-পদতলও সারাজীবন সেইরূপ কোমল ছিল। (৮) **"জাল হত্থপাদো"**—হস্ত-পদ সমঙ্গুলি বিশিষ্ট। বুদ্ধের হস্তাঙ্গুলি চারিটি এবং পদাঙ্গুলি পাঁচটি একসমান ছিল। কেবল হস্তদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় একটু হ্রস্ব ছিল। (৯) **"উসসঙ্খপাদো"**—ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্ত্তনশীল পদ। ভগবান বুদ্ধ পথ চলিবার সময় তাঁহার গুল্‌ফ পরিবর্ত্তিত হইয়া সমগ্র পদতল দেখা যাইত এবং নাভির উপরিভাগ নৌকায় স্থাপিত সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল থাকিত। শুধু নাভির অধোভাগই মৃদু মৃদু

কম্পিত হইত মাত্র। তিনি ইচ্ছামত পদ নাড়াচাড়া করিতে পারিতেন। তাঁহার পূর্ব্ব পশ্চাৎ ও উভয় পার্শ্বের মধ্যে যে কোন দিক হইতেই তাঁহার সম্পূর্ণ পদতল দেখা যাইত। (১০) **'উদ্ধগ্‌গ লোমো"**— লোম সমূহের অগ্রভাগ ঊর্দ্ধমুখী ছিল। (১১) **এণিজঙ্ঘো"**—পদজঙ্ঘা এণিমৃগের ন্যায় মাংসল ছিল। অর্থাৎ শালিধান্যের খোরের ন্যায় চারি পার্শ্বে মাংসর দ্বারা সমভাবে আবৃত ছিল। (১২) **"সুখুমচ্ছবি"**– চেয়ারা অতিশয় মসৃণ ও স্নিগ্ধ ছিল পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, বুদ্ধের দেহেও সেইরূপ কোন ধূলা-ময়লাদি সংলগ্ন হইত না। তবে বুদ্ধ কেবল ঋতু সেবনার্থ, দায়কবর্গের পুণ্যলাভার্থ এবং ব্রত সম্পাদনার্থই হস্ত-পদাদি ধৌত ও স্নান করিতেন। (১৩) **"সবণ্ণ বণ্ণো"**—ভগবান বুদ্ধের দেহ সুবর্ণ বর্ণ ছিল। তাঁহার চর্মের বর্ণ সুঘন, সুস্নিগ্ধ, মৃদু কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জল ছিল। (১৪) **"কোসোহিত বথগুয়্হো"**—উপস্থ বা জনেন্দ্রিয় গজরাজ ও বৃষভের ন্যায় চর্মাভ্যন্তরে লুক্কায়মান ছিল। কেশের বর্ণ ছিল সুবর্ণ বর্ণ। (১৫) **"নিগ্রোধ পরিমণ্ডলো"**— দেহ সুপরিমণ্ডলাকার বটবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ প্রস্থে সমান ছিল। যে হেতু:— তাঁহার দেহ ও ব্যাম একসমান ছিল। (১৬) **"অনেনামন্তো"**—অনবনমিত দেহ। বুদ্ধ কুব্জ বা বামন হন না। কুব্জগণের উপরি-দেহ এবং বামনগণের নিম্নদেহ অপরিপূর্ণ হয়। বুদ্ধ দেহ নমিত না করিয়াই স্বীয় জানুমণ্ডল বিনা-ক্লেশে উভয় হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারিতেন। (১৭) **"সীহপুব্বদ্ধকায়ো"**— সমস্ত দেহ সিংহের সম্মুখদেহের ন্যায় পরিপূর্ণ ছিল। মনোহর কর্ম সম্পাদনের ফলে দীর্ঘ হ্রস্ব স্থুল কৃশ ও বিস্তৃত প্রভৃতির মধ্যে যেখানে যেইরূপ শোভা পায়, সেখানে সেইরূপভাবেই বুদ্ধের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত ছিল। দান পারমী প্রভাবেই তাঁহার সুশোভিত দেহ সুবর্ণ বর্ণ হইয়াছিল। কোন শিল্পী বা ঋদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার দেহের ন্যায় লক্ষণ বিশিষ্ট দেহ নির্মাণ করিতে পারিতেন না। (১৮) **"চিতন্তরংসো"** সম্পূর্ণ পৃষ্ঠদেশ সুবর্ণ ফলকের ন্যায় মাংসপটলে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং তাঁহার পৃষ্ঠ সাধারণ মানুষের ন্যায় দুই-ভাগে বিভক্ত দেখা যাইত না। (১৯) **"সমবত্তখন্ধো"**—গ্রীবা সুবর্ণস্কন্ধের ন্যায় সমগোলাকার ছিল। কথা বলিবার সময় তাঁহার গ্রীবা-স্নায়ু ফুলিয়া উঠিত না। কণ্ঠস্বর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় মহৎ ও মনোহর ছিল। (২০) **"রসগ্‌গ-সগ্‌গি"**—সপ্তশত রসহরণী সম্পন্ন জিহ্বা। বুদ্ধের জিহ্বায় সপ্তশত রসনার কাজ করিত। বুদ্ধাঙ্কুর ষড়বৎসর কঠোর সাধনা-কালে তাঁহার জিহ্বায় একটা

তণ্ডুল বা মুগ দিতেন। ইহাতে তাঁহার সর্বদেহে রস পরিব্যাপ্ত হইত বলিয়াই তিনি জীবিত ও নিরোগ ছিলেন। (২১) **"অভিনীলনেত্তো"**—চক্ষু উমাপুষ্পের ন্যায় অতিশয় বিশুদ্ধ নীলবর্ণ ছিল। পীতবর্ণ স্থানে কর্ণিকার পুষ্পতুল্য, লোহিবর্ণ-স্থানে বন্ধুজীবক পুষ্পতুল্য, শ্বেতবর্ণ স্থানে শুকতারকা-বর্ণ তুল্য এবং কৃষ্ণবর্ণ স্থানে আর্দ্রারিষ্ট-বর্ণ-তুল্য ছিল। তাঁহার চক্ষুদ্বয় সুবর্ণ বিমানে উদ্ঘাটিক মণিময় সিংহ-পঞ্জর সদৃশ দেখাইত। (২২) **"গোপাখুমো"**—চক্ষু-কোটর সদ্যজাত রক্তবর্ণ গো-বাছুরের চক্ষুর ন্যায় পরিপূর্ণ, সুধৌত ও সুমার্জ্জিত মণিগোলকের ন্যায় মৃদু-স্নিগ্ধ নীলাভ ছিল।

(২৩) **"উণ্হীস সীসো"**—মস্তক রাজ-মুকুটের ন্যায় শোভা পাইত। তাঁহার ললাট ও মস্তক পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার দক্ষিণ কর্ণ-চুল হইতে মাংসপেশী একটু উচু আকারে সমস্ত ললাট আচ্ছাদন করিয়া বামকর্ণ চুলে সংলগ্ন ছিল। এই হেতু তাঁহার মস্তক রাজমুকুট পরিহিত শিরের ন্যায় শোভা পাইত। কথিত আছে—"তাঁহার মস্তক দেখিয়াই রাজাগণ শিরোষ্ণীষ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (২৪) **"একেকলোমো"**—প্রত্যেক লোমকূপে একখানির অধিক লোম ছিল না। (২৫) **"উণ্ণা"**—দুই ভ্রূর মধ্যভাগে ও নাসিকার শিরোদেশে অতি পরিশুদ্ধ শুকতারার ন্যায় বর্ণশালী এবং সর্পিমণ্ড-সিক্ত শত ধুণিত কার্পাসতুল্য একহাত দীর্ঘ, দক্ষিণাবর্ত্ত ও উর্দ্ধাগ্রভাবে অবস্থিত একখানি উর্ণা ছিল। তাহা সুবর্ণ থালার মধ্যভাগে রজত বুদ্বুদের ন্যায়, সুবর্ণ ঘট হইতে নিষ্ক্রান্ত ক্ষীর-ধারা তুল্য এবং অরুণ-প্রভা-রঞ্জিত আকাশে তারকার ন্যায় সমুজ্জ্বল ছিল। (২৬) **"চত্তালীস দন্তো"**—বুদ্ধের শ্রীমুখ গহ্বরে প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে বিশটি বিশটি করিয়া চল্লিশটি দন্ত স্বর্ণ লতায় গ্রথিত বজ্র পঙ্‌ক্তির ন্যায় ছিল। তাঁহার দন্তের মধ্যে ফাঁক ছিল না। সমস্ত দন্ত শঙ্খ পটলের ন্যায় একসমান ও সমুজ্জ্বল ছিল। (২৭) **"অবিরল দন্তো"**—অবিরল বা ফাঁক হীন সমুজ্জ্বল দন্ত। বুদ্ধের দন্ত একটার পর একটা এমনভাবে সুসজ্জিত ছিল যে—দেখিতে তাহা যেন কোন সুদক্ষ বিচিত্র শিল্পী তুলিকাযোগে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। (২৮) **"পহূতজিহ্বো"**—জিহ্বা মৃদু, দীর্ঘ, বিস্তৃত ও সমুজ্জ্বল ছিল। তাঁহার জিহ্বা কেহ দেখিতে ইচ্ছা করিলে, মৃদু বিধায় তিনি জিহ্বাকে শলাকার ন্যায় ঘুরাইয়া আনিয়া নাসারন্ধ্রদ্বয়ে প্রবেশ করাইতেন। বিস্তৃত বিধায় জিহ্বা দ্বারা সমস্ত ললাট আচ্ছাদন করিতেন। দীর্ঘ বিধায় কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইতেন। তাঁহার জিহ্বা এই ত্রিলক্ষণ সম্পন্ন ছিল। (২৯) **"ব্রহ্মস্সরো"**—স্বর

মহাব্রহ্মের পিত্ত-শ্লেষ্মা-হীন বিশুদ্ধ স্বরের ন্যায় ও সুমধুর স্বর বিশিষ্ট করবীক পক্ষীর স্বরের ন্যায় অতীব প্রাণারামদায়ক অমৃত মধুর ছিল। পূর্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য-ফলে তাঁহার হৃদয়কোষ অতিশয় পরিশুদ্ধ ছিল। সেই কারণে তাঁহার নাভিদেশ হইতে সমুত্থিত মঞ্জুঘোষ অষ্টাঙ্গিক মধুর স্বরে ধ্বনিত হইত। (৩০) **"সীহহনু"**—সিংহের নিম্নস্থ হনুর ন্যায় বুদ্ধের উভয় হনু দ্বাদশীর চন্দ্রের ন্যায় পরিপূর্ণ ও সুশোভিত ছিল। (৩১) **"সমদন্তো"**—চল্লিশটি দন্ত সুশ্রী শঙ্খ-পটলের ন্যায় একসমানই ছিল। (৩২) **'সুসুক্কদাঠো"**—দন্ত-জ্যোতিঃ শুক্-তারার ন্যায় অতিশয় সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ সম্পন্ন ছিল।

পূর্ব পূর্ব জন্মের কৃত পুণ্য-ফলেই বুদ্ধের নিকট এই বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছিল। কোন্ পুণ্যকর্মের ফলে কোন্ লক্ষণ প্রকটিত, তাহার বিস্তৃত কাহিনী "জিনালঙ্কার বর্ণনায়" বর্ণিত আছে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাহা এখানে বর্ণনা করা হইল না।

—বুদ্ধের অশীতি অনুব্যঞ্জন লক্ষণ—

১ বুদ্ধের নখ তাম্র অর্থাৎ আরক্তবর্ণ, ২ স্নিগ্ধ অর্থাৎ আভ্রবৎ এবং ৩ উচ্চ অর্থাৎ মধ্যভাগ উন্নত ছিল। ৪ অঙ্গুলি সমূহ ছত্রচিহ্ন বিশিষ্ট, ৫ ক্রমান্বয়ে সুগোল এবং ৬ চিত্রিতের ন্যায় দেখাইত। ৭ দেহে শিরা ও ৮ শিরাগ্রন্থি দেখা যাইত না। ৯ গুল্ফ গূঢ় ও ১০ পাদদ্বয় সমান ছিল। ১১ পদক্ষেপ সিংহের ন্যায়, ১২ পদচালনা গজরাজের ন্যায়, ১৩ পদবিন্যাস হংসের ন্যায় এবং ১৪ মত্ত বৃষভের ন্যায় স্বচ্ছন্দ গতিসম্পন্ন ছিলেন। ১৫ দক্ষিণ চরণ প্রথমেই বিন্যাস হইত। ১৬ মনোহর লীলাযুক্ত ও ১৭ সরল গতি ছিল। ১৮ দেহ গোলাকার ও মাংসল ছিল। ১৯ গাত্র যেন এই এইমাত্র পরিমার্জ্জিত করা হইয়াছে, সেইরূপ পরিমৃষ্ট ছিল। ২০ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্বাপরক্রমে সুবিভক্ত বা সুগোল, ২১ দেহ-কান্তি উজ্জ্বল, ২২ অঙ্গ বা চেয়ারা কোমল, ২৩ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুপবিত্র, ২৪ সকল অঙ্গ ও লক্ষণ পরিপূর্ণ, ২৫ দেহ স্থূল, মনোহর ও সুগোল, ২৬ পদ-বিক্ষেপ সমান, ২৭ চক্ষু বিশুদ্ধ ও ২৮ দেহ কোমল ছিল। ২৯ দেহে দৈন্যতা ও ক্ষোভ-চিহ্ন ছিল না। ৩০ দেহ সর্বদা উৎসাহ উদ্যোগ সম্পন্ন ছিল। ৩১ উদর গম্ভীর (ভুঁড়ি হীন), ৩২ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুপ্রসন্ন (হাস্যময়) ও ৩৩ সুবিভক্ত (যেখানে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন হওয়া উচিত, সেখানে তাহা তেমনভাবে বিভক্ত), ৩৪ দেহ-জ্যোতিঃ পরিশুদ্ধ আলোকের ন্যায়, ৩৫ উদর গোল (চেপ্টা নহে), ৩৬ মার্জ্জিত অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট, ৩৭ কুক্ষি অতুঙ্গ

(কোল্ কুঁজো বিহীনতা), ৩৮ ক্ষীণ (স্থূল নহে), ৩৯ নাভি গভীর, ৪০ দক্ষিণাবর্ত্ত, ৪১ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শকদের আনন্দ দায়ক, ৪২ আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ (বিশুদ্ধাচারের দ্বারা অঙ্গের একপ্রকার অসাধারণ লাবণ্য জন্মে। সেই লাবণ্য অনির্বচনীয়।), ৪৩ দেহ তিলক-চিহ্ন বিহীন, ৪৪ হস্ত-তল তুলার ন্যায় কোমল, ৪৫ হস্ত-রেখা স্নিগ্ধ, ৪৬ গম্ভীর, ৪৭ দীর্ঘ, ৪৮ বচন ও স্বর অতি উচ্চও নহে, কর্কশও নহে অথচ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, ৪৯ ওষ্ঠ পক্ক বিম্বফলের ন্যায় আরক্তবর্ণ, ৫০ জিহ্বা কোমল, ৫১ পাত্‌লা (ইহা যোগীর লক্ষণ) ও ৫২ রক্তবর্ণ, ৫৩ গলার স্বর মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর, ৫৪ মিষ্ট ও মনোহর, ৫৫ দন্ত সুগোল, ৫৬ তীক্ষ্ণ, ৫৭ শুভ্রবর্ণ, ৫৮ দন্ত-পঙক্তি সমান ও ৫৯ পূর্বাপরক্রমে সাজানো, ৬০ নাসিকা উন্নত ও ৬১ উজ্জ্বল, ৬২ নেত্র বিশাল, ৬৩ নেত্র-পত্রের লোম অতিশয় সুদৃশ্য, ৬৪ চক্ষুর ক্ষেত্র ও মণি শ্বেত ও নীলপদ্মের পাপ্‌ড়ির ন্যায় সুশোভন ছিল। ৬৫ ভ্রূযুগল আয়ত, ৬৬ উজ্জ্বল ও ৬৭ সুস্নিগ্ধ, ৬৮ বাহুদ্বয় স্থূল ও আয়ত, ৬৯ কর্ণদ্বয় সমান, ৭০ কর্ণেন্দ্রিয় তেজস্বী, ৭১ ললাট সুপ্রসন্ন উজ্জ্বল, ৭২ বিস্তীর্ণ ও উচ্চ, ৭৩ মস্তক পরিপূর্ণ (কোন স্থানে উচু-নীচু নহে), ৭৪ কেশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও ৭৫ আশ্চর্য্যজনক (কাহারো নিকট সেইরূপ কেশ নাই), ৭৬ নিদ্রা স্বাধীন (ইচ্ছাধীন), ৭৭ কেশ ঈষৎ কুঞ্চিত ও ৭৮ স্নিগ্ধ (রুক্ষ নহে) এবং ৭৯ সুগন্ধ, ৮০ হস্ত-পদ-তলে শ্রীবৎস ও স্বস্তিকাদি বহুবিধ চিহ্নাঙ্কিত ছিল।

বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন লক্ষণ, সমত্রিংশৎ পারমীধর্ম পরিপূরিত অন্তিম দেহধারী বোধিসত্ত্ব অথবা বুদ্ধের নিকট ব্যতীত সাধারণ লোকের নিকট থাকে না। চিত্রকরেরা প্রথমে রেখা চিত্র অঙ্কিত করিয়া, পরে বর্ণপূরণের দ্বারা চিত্রের সজীবতা ধর্ম আনয়ন করে। সেই বর্ণপূরণকেই **অনুব্যঞ্জন** বলে।

বুদ্ধের লক্ষণ-পর্ব সমাপ্ত।

ভক্তি পর্ব।

সূক্ষ্মতঃ বিচার করিতে গেলে **ভক্তিই** শ্রদ্ধার আদি পর্ব। ভক্তির পূর্বে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতে পারে না। ভক্তিতে যখন চিত্ত পরিপূর্ণ হয়, তখন ~~সদাসদ~~ বিচারের ক্ষমতা সম্পন্ন প্রজ্ঞার উদ্রেক হয়। প্রজ্ঞা সহযোগে যেই ভক্তি, তাহাই প্রকৃত শ্রদ্ধা। প্রজ্ঞাশাসিত ভক্তিই ভব-অন্ধকার বিনাশের প্রধান আলোক বর্ত্তিকা। এই ভক্তি-পর্বখানি প্রজ্ঞাশাসিত ভক্তিরই নিদর্শন। ইহা কবি রামচন্দ্র ভারতীর প্রজ্ঞাশাসিত ভক্তি-প্রবাহ। কবি রামচন্দ্র ভারতী বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে বারেন্দ্র জেলায় বেরবতী গ্রামে কাত্যায়ণ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণ সন্তান তর্ক, ব্যাকরণ, ছন্দ, পুরাণ ও বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দিতে সিংহলরাজ পরাক্রম বাহুর রাজত্বকালে তথায় অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন সুপণ্ডিত, বাগ্মী, বিদ্বান ও প্রসিদ্ধ কবি সংঘরাজ শ্রীমৎরাহুল নামক জনৈক মহাস্থবির বাস করিতেন। এই সময়ে কবি রামচন্দ্র ভারতী সিংহলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত মহাস্থবিরের অত্যুজ্জ্বল গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে তিনি ত্রিপিটক অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এতদ্‌ফলে তাঁহার এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইল যে—"বুদ্ধ ধর্মই একমাত্র নির্বাণ দায়ক ধর্ম।" তৎপর তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ত্যাগ করিয়া ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হন এবং ভাষা, ছন্দ, কবিত্ব ভক্তি ও জ্ঞান-সম্পদে পরিপূর্ণ একশত সাতটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া "ভক্তি শতকম্" নামক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার রচিত শ্লোকগুলি দৃষ্টে অনায়াসে প্রতীতি জন্মে যে—পৃথিবী প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে তিনি অন্যতম। স্থানাভাব বিধায় উক্ত সংস্কৃত শ্লোকগুলি এখানে উদ্ধৃত না করিয়া শুধু তাহা পদ্যে বঙ্গানুবাদ করিয়াই দেওয়া হইল।

—ভক্তি-পর্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য—

দুঃখের চিরাবসান করিতে হইলে, কিরূপ ভক্তির প্রয়োজন এবং ভক্তির উৎস কিপ্রকারে কোন্‌দিকে তীব্র বেগে প্রবাহিত করিতে হয়, তাহা কবি রামচন্দ্র ভারতীর এই শ্লোকগুলিতে সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইয়াছে। এই অনুকরণে অনুপ্রাণিত ভক্ত নিশ্চয়ই সুখ-লোকের যাত্রী হইবেন। সুতরাং

ইহা প্রত্যেকেরই অনুসরণীয়। এই পর্বের চতুর্দ্দশ শ্লোকে ভারতী মহোদয় বলিয়াছেন—"আমি ত্রিভুবন পরীক্ষা করিয়াই রতনত্রয়ের শরণাপন্ন হইয়াছি।" ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, তাঁহার ভক্তি—প্রজ্ঞা-শাসিত। প্রত্যেক শ্লোকে যেন তাঁহার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কবি ভারতীর শ্লোকগুলি দৃষ্টে তখনকার উচ্চ শিক্ষিতদের ভক্তি, আর এখনকার উচ্চ শিক্ষিতদের ভক্তি, এতদুভয়ের পরখ করিয়া দেখারও যথেষ্ট সুযোগ লাভ ঘটিবে। এই নিমিত্ত ভক্তি পর্ব এখানে স্থাপন করা হইল। উচ্চ শিক্ষিত সুধীবর্গ কবি ভারতীর অনুকরণে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বীয় জীবন-ধারাকে প্রতিনিয়ত মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর করিলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

—ভক্তি-গাথা—

নমস্তস্মৈ ভগবতে বুদ্ধায় সম্যক্ সম্বুদ্ধায়।

(১)

জ্ঞান যাঁর পরিব্যাপ্ত সমস্ত বিষয়ে,
বাক্য যাঁর ক্লেশ ধ্বংসী আর দোষহীন,
যিনি হন লোভ-দ্বেষ-মোহশূন্য সদা,
লাভে যিনি সুখী দুঃখী না হন কখন,
যাঁর কাছে মধুময় অফুরন্ত কৃপা,
বহু প্রাণীর সুখ যিনি করেন বিধান,
সম্বুদ্ধ গিরীশ কিম্বা যাহা তিনি হন,
তিনি সত্য ভগবান ধ্রুব আমি জানি,
তাঁর পদে নমি আমি যোড় করি পাণি

(২)

দেব সত্ত্ব নহে মম বৈরী কদাচন,
হরি আর তীর্থঙ্কর দেব পুরন্দর,
ইহারাও নহে শত্রু আমার কখন,
বুদ্ধও আমার কভু নহে বন্ধুবর,
নহে তিনি পিতা মম নহে জ্ঞাতিজন,
এজগতে স্বজাতিও নহে মম তিনি
ইহাদের মধ্যে যিনি বীতরাগ আর,
সর্বজ্ঞতা গুণে যিনি হন বিমণ্ডিত,
তিনিই জগতে হন পণ্ডিত সেবিত।

(৩)

অবিদ্যা-জ্ঞানেতে ব্রহ্ম সদা আচ্ছাদিত,
বিষ্ণু দ্বারা মহামায়া হল আলিঙ্গিত।
কামাসক্ত হয়ে শিব আপন শরীরে—
ধারণ করিয়া রাখে পার্বতী দেবীরে।
এ সংসারে ভগবান মুনীন্দ্র কেবল,
অবিদ্যা ও মায়াশূন্য অনাসক্ত হন।
বল দেখি ভ্রাতৃগণ উঁহাদের মাঝে—
মুক্তি-হেতু কোনজনে, বুধজনগণ
করিবে সেবন-পূজা করিবে ভজন?

(৪)

বহুবিধ চেষ্টা ক'রে সাধক সুজন,
ব্রহ্ম বিষ্ণু-সত্ত্ব-পদ প্রাপ্ত হয় বটে—
তৃষ্ণা-হেতু পুনরায় সেই স্থান হতে
বিচ্যুত হইয়া আসে দুঃখময় ভবে।
এতাদৃশ জন্ম-জরা-মৃত্যু-ধর্মী পদে,

প্রাণীদের নাহি লাভ, বুঝিয়া সকলে,
ভগবান বুদ্ধ যেই জন্ম-মৃত্যু হীন
নির্বাণ-বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই
নির্বাণে প্রার্থনা কর, সার মাত্র এই।

(৫)

জ্ঞানাকর সূক্ষ্ম আর ব্যাপ্ত চরাচর,
নিরাকার তৃষ্ণাহীন অরূপ অনন্ত।
করুণাকর অজর সর্বজ্ঞতা সার,
সর্বোপাধি বিরহিত সর্বোচ্চ অমর—
দায়ক কামজয়ী বুদ্ধের সেব্য যাহা,
আমার আশ্রয় হোক্ জগতেতে তাহা।

(৬)

সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর মর্ত্ত্যো মহান্,
ক্লেশঘাতী জগজ্জয়ী অসীম বিশুদ্ধ,
স্বীয় বীর্য্যে ক্লেশহন্তা মহাকারুণিক
১ দ্বিবাহু ২ অবাহু আর ৩ দ্বিপদ ৪ অপদ,
৫ ত্রিমুখ ৬ দ্বিনেত্র আর ৭ সগুণ ৮ নির্গুণ,
৯ অনেত্র যিনিই ভবে তিনিই আমার
হউক আশ্রয় সদা ভবের মাঝার।

(৭)

যিনি যেন সদা নন্দ যথাযথ জ্ঞানী,
উদার হৃদয় যিনি সুবাক্য আলয়,
সজ্জনের সেরা যিনি সুজ্ঞান প্রাপক,
স্বীয়োদ্যমে সিদ্ধ আর সাধক প্রবর,
সর্বফল দাতা যিনি সুসৌম্য বদন,
কালমুক্ত সর্বব্যাপ্ত সে বুদ্ধ আমার
তিনিই আশ্রয় হোক্ প্রার্থী বারম্বার।

(৮)

স্বীয় যত্নে যেই জন প্রাপ্ত অভিজ্ঞান,
ভবভয়হারী যিনি নির্ভিক প্রধান,
প্রফুল্ল সুভগ আর বীতস্পৃহ যিনি,
কামজয়ী দশবল নিত্য যিনি ধারী,
চতুর্মার্গী সুপবিত্র, নহে অহঙ্কারী,
জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন সদানন্দ যিনি,
জাগতিক সর্বশক্তি-উচ্ছেদ সাধক
সে বুদ্ধ আশ্রয় মম নিরন্তর হোক।

(৯)

নীল পীত রক্তবর্ণ আর প্রভাস্বর,
চন্দ্র-আলো মত শুভ্র তুষার ধবল।
মঞ্জিষ্ঠার বর্ণ-সম পরম সুন্দর,
এই ষড়বর্ণ রশ্মি-জাল সমুজ্জ্বল
শিরোপরি নিত্য যিনি করেন ধারণ
সেই বুদ্ধ হোক মম প্রধান শরণ।

(১০)

শত্রু দ্বারা যিনি নহে কভু ভেদনীয়,
উজ্জ্বল সুবর্ণ বর্ণ সুতনু যাঁহার,
ত্রিপ্রজ্ঞ ত্রিযাম যিনি ত্রিশরণ সার
ত্রিভুবন খ্যাত আর দয়ার আধার,

১ আজ্ঞা হস্ত, শ্রদ্ধা হস্ত। ২ উপাদান ও নামরূপ এই পক্ষদ্বয় বিরহিত। ৩ স্বভাবপদ ও ঋদ্ধিপদ। ৪ উৎপত্তিস্থান রহিত। ৫ অনিমিত্ত বিমোক্ষ মুখ, অপ্রণিহিত বিমোক্ষ মুখ, শূন্যতা বিমোক্ষ মুখ। ৬ স্বভাবনেত্র, দিব্যনেত্র। ৭ শাসত দৃষ্টি, উচ্ছেদ দৃষ্টি। ৮ শীল সমাধি প্রভৃতি গুণ। ৯ সত্ত্ব-রজ-তম গুণ বিরহিত।

সম ত্রিবচন ভাষী, মৃদু হাস্যময়
অরুণের বর্ণসম ত্রিচীবর ধারী,
যাঁর পদ সুপ্রতিষ্ঠ জগত মাঝার
সেই বুদ্ধ নিত্য হোক শরণ আমার।

(১১)

নিত্য যাঁর সুপ্রসন্ন কমল বদন,
বিকশিত নীলোৎপল সম নেত্রদ্বয়,
দেব-নর-হিত-হেতু যেই মহাজন,
ত্রিপিটক করিয়াছে সৃজন, দেশন
নর্মগুণে গুণী যিনি আর যাঁর কাছে
স্বর্ণ রৌপ্য পাষাণাদি মৃত্তিকাদি সব
একই সমান, সেই সর্বজ্ঞ আবার
বুদ্ধই আশ্রয় হোক্ নিশ্চয় আমার।

(১২)

শ্রেষ্ঠ বীতরাগী যিনি মুক্তির আধার
শরণ গ্রহণ করি সে বুদ্ধের আমি।
বৈরাগ্য ধর্মের মধ্যে নব লোকুত্তর
ধর্মই উত্তম, সেই সদ্ধর্মের আমি
শরণ গ্রহণ করি মনের আনন্দে।
ভব-দুঃখ মুকুতির শরণির মত
বুদ্ধের আর্য্য শ্রাবক সঙ্ঘ যাহা
তাঁদেরো শরণ গ্রহী মুকুতি-কারণ,
দ্বিতীয় তৃতীয়বার ভক্তি সহকারে
শরণ গ্রহণ করি নতি করযোড়ে।

(১৩)

পুনঃ আমি লইতেছি বুদ্ধের শরণ,
গুরুরূপে বরিতেছি ত্রিলোক শিক্ষক।
পুনরপি তবগুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া
বন্দিতেছি ওহে বুদ্ধ চরণ তোমার।
তোমার শরণ যত করিগো গ্রহণ
ততই গ্রহিতে ইচ্ছা হয় অনুক্ষণ।

(১৪)

স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল বহুবার ভ্রমি
পরীক্ষা করিয়া তবে ওহে ভগবন্,
তব পদ-রেণু আমি করেছি আশ্রয়।
তুমিই দেবতা মম তুমিই শরণ
অন্য কোন গতি মোর নাহি হে
কখন।

(১৫)

সকল সংস্কার ধর্ম অনিত্য বলিয়া
জন্ম-জরা-মরণাদি দুঃখেতে পূরিত
অনাত্ম বলিয়া তাহা যাঁর প্রকাশিত
সেই বুদ্ধে শত আমি করি প্রণিপাত।
সেইরূপ ধর্ম আর সংঘকেও আমি
ভক্তি-ভরে দিবা-রাতি সতত প্রণমি।

(১৬)

বীত-তৃষ্ণ বীতরাগ ওহে ভগবন্
তব পাদ-পদ্মে মম প্রণাম অপার
হে মুনীন্দ্র, আমি তব শ্রীপদের রেণু
ক্ষণে ক্ষণে বন্দিতেছি, আর পুনঃ পুনঃ
অগ্রে ও পেছনে আর উভয় পাশেতে,
উপরে ও পূর্ব আদি দিক্ চতুষ্টয়ে,
আর অনুদিক্ দিয়ে তব শ্রীচরণ
বন্দিতেছি কায়-মনে ওহে ভগবন্

(১৭)

যে পথে করেছ তুমি সদা চলাচল,
যথায় দাঁড়িয়েছিলে আর নিসীদন,
যেথা সমাধিস্থ হয়ে করেছ শয়ন,

সেই সব পুণ্য-তীর্থ শত শতবার
বন্দিতেছি হে মুনীন্দ্র, আমি বারম্বার।

(১৮)

ওহে বুদ্ধ তথাগত তব জন্ম-স্থান
লুম্বিনী কানন যাহা অতি মহীয়ান্।
যেই তরু-মূলে তুমি প্রাপ্ত বোধি-জ্ঞান,
যেই স্থানে ধর্মচক্র ক'রেছ দেশন,
যেই স্থানে লভিয়াছ পরম নির্বাণ
সেই সব স্থান বন্দি ওহে ভগবান্।

(১৯)

সর্বদর্শী সর্বজ্ঞের বদন-কমলে—
রাজহংস তুল্য যাহা শোভে অনুপম,
রুচিকর চন্দ্র-আলো-তুল্য সুশোভন
কুন্দ-দন্ত সুশোভিত ছিল মহীয়ান্
দেবব্রহ্ম বন্দনীয় পরম সুন্দর
জনদের কল্পতরু সম ঋদ্ধিবান
সদ্ধর্মের চক্রভূত সেই দন্ত-ধাতু
ভক্তিভরে বন্দি আমি জয়তু জয়তু।

(২০)

ধরা-পৃষ্ঠে নাগলোকে, উদ্ধতন দেশে—
চক্রবাল শিরোপরি ত্রিকূট পর্বতে
কাঞ্চন-পর্বত-শৃঙ্গে বোধিতরু-মূলে
ধাতুরত্নে সুগঠিত যেই মূর্তিরাজে
সেই চৈত্যবরে আমি করি প্রদক্ষিণ
নতশিরে করিতেছি বন্দন পূজন।

(২১)

রত্নবেদী বজ্রাসনে শোভে যার মূল—
স্বর্ণাধারে যার মূলে সুরক্ষিত বারি,
যার মূলে বসি বুদ্ধ মার পরাজিয়া
সর্বজ্ঞতা লভিলেন ক্লেশ বিনাশিয়া
সেই বোধিরাজে নমি প্রফুল্ল হইয়া।

(২২)

শিরঃ মম, তুমি কর বুদ্ধকে প্রণাম,
হে কর্ণ মম, অদ্বয়বাদী ধর্ম সদা
অনুক্ষণ তৃপ্ত হও করিয়া শ্রবণ।
হে নয়ন, তুমি নিরুপম বুদ্ধ-দেহ
তৃপ্ত হও নিরবধি করি বিলোকন।
হে নাসিকে, তথাগত পাদ-পদ্ম চুমি
জনম সফল তব করহে সত্বর।
হে সখি রসনে, তুমি বুদ্ধের সতত
করি স্তুতি গান তৃপ্ত হও দিবারাত।
চিত্ত মম, চিন্ত সদা অরহত-গুণ,
ইহাতে জীবন আর না রহিবে ঊন।

(২৩)

ভব-দুঃখ হতে যিনি চায় পরিত্রাণ,
বুদ্ধ ধর্ম সংঘ এই রত্নত্রয় সদা
মহার্ঘ্য রতন বলি করিবে ধারণা,
অদ্য হতে আমি ধ্রুব করি এই পণ—
ত্রিভবের ভয়হারী যিনি সদা হন
সে বুদ্ধের শিষ্য আমি নিশ্চয় নিশ্চয়।
সেই ত্রিরত্নের প্রতি আত্মবলি দান
করিতেছি সদা আমি ওহে মহীয়ান্।
অদ্য হতে তদ্ভাব তৎপরায়ণ আমি
অন্য কোন গতি আর নাহি ভবে নাহি।
দেবারাধ্য ত্রিরতনে নিত্য নিত্য মম,
কোটি কোটি নমস্কার কোটি কোটি মম।

(২৪)

লাভ ও সৎকার পূজা করিয়া কামনা,
শরণেতে উপগত নহি তব কভু,

ভয়েও শরণ তব গ্রহীণা হে মুনে,
সূর্য্যবংশ নৃপ-সুত বলিয়াও নহে
বিদ্যালাভাশায় কিম্বা পিতৃপরম্পরা
জ্ঞাতিবশে শরণ তব না গ্রহী কভু,
সর্বজন উপকারী করুণা অপার
সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে পূর্ণ তুমি হে প্রধান।
এই সব লক্ষ্য করি সংসার সাগর
উত্তীর্ণের তীব্র আশা করিয়া পোষণ,
গ্রহীতেছি একমনে তোমার শরণ।

(২৫)

বৈরাগ্য তব আর সকল জীব প্রতি
মৈত্রী প্রজ্ঞা নানাবিধ গুণ-গন্ধসার
চন্দন সাগর-পঙ্কে হলে নিমজ্জিত,
প্রাণী যথা অন্য কোথা যে'তে নাহি
পারে।

পিতঃ বুদ্ধ, রাজা যদি দণ্ড দেয় মোরে
যদিও বা বিজ্ঞানেরা নিন্দে বহুতর
অথবা বান্ধবগণ ত্যাগে যদি মোরে
সহিতে পারিব তাহা, কিন্তু ভগবন।
তোমা বিনা অসম্ভব জীবন ধারণ।

(২৬)

স্বরগে নিরয়ে কিম্বা পশু-পক্ষীকুলে—
অথবা অসুর কিম্বা প্রেতের ভবনে,
কিম্বা নরলোকে আর ব্রহ্ম সাহচর্য্যে—
কর্ম অনুরূপ যেথা লভিব জনম,
হে সর্বজ্ঞ, মম মন সেই সেই স্থানে
কর্ণামৃত নির্ঝরিণী পাপ মল হীন
অসীম অনন্ত তব গুণ মহনীয়—
আশ্রয় হউক নিত্য মম বন্দনীয়,
দেবত্ব ব্রহ্মত্ব কিছু নহে প্রার্থনীয়।

(২৭)

আপনার গুণ-মূল্যে ক্রীত আমি হই,
দাস তব আর শিষ্য গুণ-হীণ।
তব সুদেশিত স্মৃতি মম সুখকর,
আপনার পুত্র আমি ওহে গুরুবর।
ওহে স্বামি, ওহে পিতঃ, ওহে বুদ্ধধন,
দুঃখ-ভব হতে মোরে করুন রক্ষণ।

(২৮)

তুমি মম পিতা-মাতা তুমি ভাই-বোন,
তুমিই প্রকৃত বন্ধু বিপদ সময়ে।
তুমি মম স্বামি-মিত্র নির্বাণ-দায়ক,
তুমি মম ভোগৈশ্বর্য্য তুমি হে জীবন।
তুমি মম ধন-ধান্য তুমি যশঃ মান,
তুমি হে মহিমা-বিদ্যা-শাস্তা মম তুমি।
হে বুদ্ধ, তুমিই সর্ব, তুমি মম তুমি।

(২৯)

হে বীতরাগ মুনীন্দ্র দয়ার সাগর,
হে সুগত অমৃতলাভী বুদ্ধ অনঘ,
হে ভব-পঞ্জর-বিদারক শুদ্ধ বুদ্ধ,
মম হৃদয়-কমল হউক হে তব
গন্ধকুটি, নিত্য আমি করি এই স্তব।

(৩০)

অনাত্মানিত্য অশুভ অতি দুঃখময়,
ভবচক্রে কর্ম-বেগে ভ্রাম্যমান মোর
ত্রাণকারী প্রভো, শুধু আপনি
আপনি!

ওহে প্রভু কৃপা-সিন্ধু, মম প্রতি অতি
হউন প্রসন্ন বুদ্ধ আমার সুগতি।

(৩১)

হে পরার্থ সাধক লোক-শ্রেষ্ঠ দেবেশ

হে জিষ্ণু জগদ্বন্দ্য, হে মম বন্দনীয়,
হে সজ্জন বন্দ্য বুদ্ধ, হে পাপ নাশক,
ওহে বুদ্ধ, মম প্রতি হউন প্রসন্ন।
হে পাপ-সংসার-কাম-মোহ-তম-হারী
কায়-মনো-বাক্যে আমি হে, ভক্ত তোমারি।

(৩২)

তব আজ্ঞা যেইজন প্রাণান্তেও কভু
নাহি করে উল্লঙ্ঘন শাসন-ভাষণ,
সে কুলপুত্র হয় প্রকৃত ভক্ত তব
শাসনধারী শিষ্য, সেই শরণাগত
উপাসক হতে পারে দাস আপনার
অন্য কারো কিন্তু নাহি কোন অধিকার।

(৩৩)

হে লোক নাথ বুদ্ধ,
ভব-হিত সাধনেতে হয় তব পূজা,
অহিতে হয় তোমারে পীড়া দান করা।
কিন্তু আমি এভবের হই অপকারী,
এই হেতু ভক্ত আমি বলিতে তোমার
হইতেছে লজ্জা বহু, জিনহে আমার।

(৩৪)

জীব-হিত-হেতু তুমি বহু ধন-জন,
রাজ্য-দেহ বহুবিধ করেছ বর্জন,
কিন্তু আমি সে জীবের হই অপকারী,
সেই হেতু মম কাছে কীইবা মুদিতা
কীইবা করুণা-মৈত্রী আছে ওহে ত্রাতা?

(৩৫)

দুশ্চরিত্রা নারীদের চিত্ত-বৃত্তি যথা
উপপতি-প্রতি সদা ধায়, মন তথা
চিত্ত-বৃত্তি ধায়, তোমায় করিয়া ত্যাগ
পঞ্চ কামগুণে। বিষয়ীর নহে কভু
মোক্ষ সিদ্ধি। হে মুনীন্দ্র, মম কি উপায়?
এবে মোরে করি লও দাস তব পায়।

(৩৬)

হে প্রিয়তম পুরুষোত্তম অগ্রবুদ্ধ,
হে শ্রেষ্ঠ, হে শ্রমহর ভুবন প্রসিদ্ধ,
কীর্ত্তিশীল, অনুত্তর প্রসাদ স্বরূপ।
আমি হই প্রতিপদে দাস অনুদাস
তব, আশ্রয় করুন দান ওহে বুদ্ধ,
তোমারি ওরাঙ্গা পদে; তুমি ওহে শুদ্ধ।

(৩৭)

হে দশবল, আমি এঘোর কলিকালে
জন্মিয়াছি, তাই শ্রদ্ধাগুণে চিত্ত মম
নিতান্ত দুর্বল, দীর্ঘকাল ধরি আমি
রাগ-দ্বেষাদি দুশ্চরিত্র সাগর-বক্ষে
তুঙ্গ বিপদ-তরঙ্গে নিমজ্জিত সদা,
তব ধর্ম-তরী আমি পাইব কেমনে?
ওহে জিন, হে সর্বজ্ঞ, কৃপাহস্ত তব
আশ্রয় রূপেতে মোরে করহ প্রদান,
যাহে আমি ভব হতে পাই পরিত্রাণ।

(৩৮)

শতবার করি আমি শোক
বহু দুঃখ সংসারের করিয়া দর্শন

হয়েছি নিতান্ত আমি ভয়েতে আকুল।
দারুণ তৃষ্ণায় আমি নিত্য অধোগামী
ওহে জিন, কৃপাহস্ত দিয়ে মোরে তুমি
করুন উদ্ধার দেব, তুমি মম স্বামী।

(৩৯)

হে জিন, কৃপা তব ভবে সবার প্রাপ্য।
দোষে দুষ্ট এই দীন মাগি তব কাছে,
কৃপা-বারি সিঞ্চি কর পবিত্র এ দীনে
এ ভবে কৃপায় তব একমাত্র মম
সুখ-শান্তি প্রভো, আর আনন্দ অপার
সাধু অসাধু কখন না বিচারি শশী
আলোক কি নাহি দেয় কিরণ বিকাশি ?

(৪০)

অনেক মূঢ়তা মম হয়েছে সঞ্চিত,
অন্ধ ও নির্দ্দয় আমি গুণহীন তথা,
বান্ধবতা-গন্ধমাত্র নাহি মম কাছে।
বিদ্যাহীন মম কাছে বহুবিধ পাপ
হ'য়েছে উদয়। হে দীনবন্ধো, সত্বর
চিত্ত-বিবেকহীন আমায় রক্ষা কর।

(৪১)

কায়-বাক্য-মনে যাহা জন্মে জন্মে পাপ
কৃত মম, সমুদায় তোমার চরণ—
স্মরণে ক্ষণে ক্ষণে হউক বিনাশন।

(৪২)

হে সুগত, মধুর মতে ! আমি তোমার
সম্মুখে সম্মুখে সদা হয়ে ভূপতিত
করিতেছি দণ্ডবৎ কোটি প্রণিপাত।
তোমার প্রভাব-বলে মম সর্বপাপ
সর্ব অকুশল কর্ম দুরীভূত হোক্,
পুনঃ তাহা প্রদুর্ভাব কভু নাহি হোক্।

(৪৩)

তব শ্রীপাদ-কমল বন্দি সদা, পূজি
পুষ্প অগুরু চন্দনে। তব পাদ-পদ্ম
সদা করি ধ্যান, তব পদই আমার
দেবতা, জগতে অন্য কিছু নহে আর।

(৪৪)

তব পদ ভিন্ন পিতঃ আমি কদাচন
অন্য কিছু নাহি স্মরি, নাহি পূজি
আর
অন্য কারে প্রণিপাত নাহি করি কভু।
অন্যে মম নাহি ধৈর্য্য, নাহি কাম্য আর
অন্য কিছু ভবে আমি না করি কামনা
দাসরূপে গ্রহ মোরে, ইহাই প্রার্থনা।

(৪৫)

প্রতি সভা-বাক্যে আর গৃহে-পথে-জলে
স্থানে স্থানে যেই কোন ঈর্য্যাপথ মাঝে
লোকনাথ বুদ্ধে যেন সদা মম মন
ধ্যানে রত থাকে তথা করিহে প্রার্থনা।

(৪৬)

রাগ-রজ বিরহিত চিত্তে সদা আমি
বুদ্ধকে দর্শন করি যেথা চোখে দেখি,
নিত্যই রাত্রিতে আমি তোমা মনে
রাখি
শয়ন করিগো বুদ্ধ, তাই তব সনে
বিয়োগ আমার কভু নাহি কোনক্ষণে।

(৪৭)

যেই দিন ঘন-ঘটা করিয়া আচ্ছন্ন,
ঝড় বৃষ্টি প্রবাহিয়া হয় অন্ধকার,
সেই দিন মোর জন্যে নহে দুরদিন।

অমৃতের সম বুদ্ধ-রত্ন যেই দিন
মম স্মৃতি করে ত্যাগ, সেই দিন হয়—
মম দুরদিন বটে, অন্য দিন নয়।
এরূপ দুর্দ্দিন কভু যেন মোর লাগি
নাহি হয়, ওহে বুদ্ধ, করযোড়ে মাগি।

(৪৮)

অমৃত দায়ক, ষড়াভিজ্ঞ, ধর্মরাজ,
ত্রিভুবন বন্দ্য, আর গৌতম, মুণীন্দ্র,
বলিয়া বলিয়া যেবা প্রতি দিবা তব
গুণ-গান করি যাপে হরষিত মনে।
যদ্যপি সে হয় মম শত্রুর প্রধান,
তথাপি সে ধন্য নরে নিত্য আমি স্মরি
করযোড়ে তাঁকে আমি নমস্কার করি।

(৪৯)

দশবল, জিন, সিদ্ধ, বজ্র বুদ্ধি,
সুগত, সর্বজ্ঞ, বুদ্ধ, শুদ্ধ, তথাগত,
শাক্যসিংহে যেইজন করেন স্মরণ,
সেইজন দাসবংশ হইলেও আমি
নিত্য তাঁকে কায়-মনে হর্ষ-চিত্তে নমি।

(৫০)

হে কামজয়ী অপরাজিত স্তুত্য শাস্তা,
হে বিভব বিনায়ক সর্বজ্ঞ বরেণ্য,
ওহে কবিবর বাদীবর শাক্য মুনে,
ওহে শুদ্ধোধন-সুত মুনিবর তুমি
প্রসন্ন হউন বুদ্ধ এ দীনের প্রতি
সকাতরে তব পদে করি এ মিনতি।

(৫১)

ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ খে'য়ে দিব্য সুধা
চ্যুত হ'য়ে কুকুরীর জটরেতে পুনঃ
নিতে পারে জনম, তা অসম্ভব নয়।
কিন্তু যেইজন তব উপদেশ-সুধা
করিয়াছে পান, আর কখন সেজন
মাতার জঠরে জন্ম না করে গ্রহণ।

(৫২)

হে ভগবন, এসংসারে জন্ম বার্দ্ধক্য
মরণাদি সর্ব দুঃখ পারি না সহিতে।
অতি দুঃখ পশুকুলে জনম গ্রহণ,
দিক্ ভ্রান্ত এবে আমি, এসব দেখিয়া
দয়া কর ওহে প্রভো, বলিয়ে কাঁদিয়া।

(৫৩)

জরাক্রান্ত মানবের নেত্র-হস্ত-পদ
পরবশ দেখি মম অস্থির অন্তর,
কাঁপিতেছে থর থর ওহে জিনবর।
কি করি উপায় প্রভো, ভাবিয়া আকুল,
দয়া ক'রে এই দীনে দাও মোক্ষ-কূল।

(৫৪)

দৃষ্ট না হলেও কভু শ্রবণের পথে—
আগত বিষয়ে যে সুখ সমুদ্ভব হয়,
সে সব বিষয়ে মম তৃষ্ণা বে'ড়ে যায়।
এই হেতু তব কাছে যেই শান্তি-বীজ
বিদ্যমান, উহাতেই নিত্য মম মন
মমতায় পূর্ণ আর স্থির নিমগন।

(৫৫)

পূর্ব পূর্ব জন্মে মম দেব নর লোকে
যেই সুখ দুঃখ সদা করিয়াছি ভোগ,
তাহা সব ক্ষণে ক্ষণে হয় বিবর্ত্তন
এই হেতু মম মন এই সব সুখে—
হয় না রমিত কভু ওহে ভগবন,

প্রত্যহ শর্করা-স্বাদ গ্রাহী লোকগণ
শর্করাতে দোষ যবে করে নিরীক্ষণ,
তাহতে বিরত হয় চিত্ত সেইক্ষণ।

(৫৬)

বহুমূল্য চিন্তামণি যদি মূর্খদের
করতলগত হয়, তথাপি তাহারা
তার প্রতি করে হেলা, নাজানি রতন
আমি যদি বুদ্ধ রত্ন করি পরিত্যাগ
কিরূপে হইতে পারি ধনী, গুণবান
কিরূপে বা হতে পারি পণ্ডিত প্রধান ?

(৫৭)

তব প্রতি যার আছে ভক্তি অচঞ্চল
হে জিন সেইই পুরুষ আর সেইই
কুলীন গুণবান সেইই বুদ্ধিমান।
সেই কীর্ত্তিমান, শূর সেই যে মহান্
সেজন সুখী সদা আর মহীয়ান্।

(৫৮)

তব প্রতি ভক্তি যার আছে অচঞ্চল
সংসারের সব তার কৃত অধ্যয়ন।
সব কিছু শুনিয়াছে সেই মহাজন
সব কিছু করিয়াছে সে যে অনুষ্ঠান
সারা বিশ্ব করিয়াছে জয় সুমহান্।

(৫৯)

মাতৃ-স্নেহ বশে পুত্র মাতার প্রদত্ত
বিষ-মিশ্র প্রাণ-হর খাদ্য পেয়ে যথা—
নাহি করে বিবর্জ্জন, তথারূপ নর
পিতৃপরম্পরা মিথ্যা মত-বাদ নানা
আদরেতে বিসর্জ্জন কখনো করে না।

(৬০)

জিন, তব গুণ আমি করিয়া কীর্ত্তন
হইয়াছি কবি পণ্ডিত জগদ্বিখ্যাত
তবে কেন না ত্যজিব মিথ্যাদৃষ্টী মত ?
রবি-কর-জাল যথা ঘন অন্ধকার
বিনাশিয়া দৃষ্টি-পথ করে পরিষ্কার।

(৬১)

সুগত চরণে যেবা হয় পরাঙ্মুখ
তপ যশঃ ধন ধান্যে আর অন্য ধনে
লাভ কি জগতে তার ? বিফল
জীবন।

সুগত-চরণ যাঁর হইয়াছে লাভ
তপ যশঃ ধনে তার নাহি প্রয়োজন
সুগত-চরণে যাঁর চিত্তের প্রসাদ
লাভ হয়, সেই জন পরমার্থ ধন
লভিয়া পরম সুখী হয় অনুক্ষণ
অন্য কিছু তার কাছে নাহি প্রয়োজন।

(৬২)

সুগত-চরণে যার ভক্তি মাত্র নাই,
ধরা-তলে জন্ম তার বিফল নিশ্চয়
দারুণ পাপীরা কভু তির্য্যকাদিকুলে
না জন্মিয়া নিরয়েতে পড়ে অবহেলে।

(৬৩)

যেবা তব উপসনা নাহি করে জিন,
সর্বশাস্ত্রবিদ্ কিম্বা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ
উচ্চকুলে জন্ম তার হউক অথবা
দিব্য রূপবান আর যুবার প্রধান
হলেও, সে মম পক্ষে অতি অভাজন
চণ্ডাল-সদৃশ তারে করিব গণন
দূর হতে বিবর্জ্জিয়া করিব গমন।

(৬৪)

মদ-মান-মাৎসর্য্যাদি যেই নরোত্তম
পরিহরি, করুণা ও শীল গুণোত্তম

সমাধি সম্পন্ন আর শান্তচিত্ত যিনি
সুগতের প্রতি যার ভক্তি অচঞ্চল।
হীনজাতি হলেও সে জন্মে জন্মে যেন
মম সখারূপে জন্ম করুণ গ্রহণ।

(৬৫)

যেই জন বুদ্ধ-পদ করিয়াছে পূজা,
সেই ভক্ত ইহলোকে দশদিনো যদি
জীবন ধারণ করে, তাহা শ্রেয়স্কর
কিন্তু যেবা বুদ্ধ-পদে করে নাই পূজা
নিযুত সহস্র:কোটি কল্পকালো যদি
জীবিতও থাকে সে, তার সেই জীবন
অতিশয় অনর্থক, তুচ্ছ অনুক্ষণ।

(৬৬)

হে দেব-নর গুরো,
যদি কেহ এই ভবে দারিদ্রতা-হেতু
তব পূজা করিবারে যদিও বা নারে
অপরে করিলে যদি তব পূজার্চ্চন
দেখিয়া শুনিয়া তারা হ'য়ে হৃষ্টমন
ভক্তিতে অনুমোদন তাহা যদি করে
সেই পুণ্যে মরণান্তে হইবে গমন
স্বরগে নিশ্চয়, তথা অপ্সরা বেষ্টিত
দিব্যৈশ্বর্য্যে দিব্য সুখে হবে আনন্দিত।
ইহার অন্যথা কভু না হয় নিশ্চয়
সুকর্মা ও সুভগের এই গতি হয়।

(৬৭)

অতিশয় রুচিকর পূজ্য শ্রেষ্ঠ তব
দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণে মণ্ডিত
অতীব বিচিত্র অশীতি অনুব্যঞ্জনে
অলঙ্কৃত, চিত্ররূপ তব প্রতিকৃতি
যেই নর দৃষ্টি-পথে করি আনয়ন
রমিত হইতে পারে, হে কবীন্দ্রবর,
সে নরে-সঞ্চিত পূর্ব পাপ সমুদায়
তাহাকে করিয়া ত্যাগ দূরে স'রে রয়।

(৬৮)

হে জিনবর,
স্বর্ণ মণি পাষাণাদি দিয়ে সুগঠিত
তব মূর্ত্তি, যেইজন সুপ্রসন্ন মনে
করেন বন্দনা, তিনি সজীব তোমাকে
বন্দনা করার ন্যায় সম পুণ্য-ফল
ভক্তি-চিত্ত হেতু লভে পুণ্য সুবিপুল।

(৬৯)

যেই জ্ঞানবান লোক বন-পুষ্প দিয়া
একবার মাত্র পূজে তোমার চরণ
ভক্তি সহকারে, তাঁহাকে আশ্রয় করে—
প্রণমমান দেবসংঘের সমুজ্জ্বল
কীরিটমালা হতেও উজ্জ্বল ইন্দ্রত্ব।
সার্থক জনম তার সার্থক নরত্ব।

(৭০)

হে গণ শরণ, সমন্ত ভদ্র, হে সাধো,
তোমার শরণে এক চিত্তক্ষণে জাত
মহাপুণ্যরাশি যদি স্বরূপ করিত
ধারণ, অসীমাকাশে ও তার না হ'ত
স্থানে সঙ্কুলান, বর্ণনার অতীত।

(৭১)

হে মুনে,
তবগুণ বর্ণনে যার প্রসন্নতা আসে
তার নিকট তবগুণ করে প্রবেশন
চন্দ্রোদয়ে সুপ্রসন্ন চন্দ্রকান্তমণি—
শিশিররূপে চন্দ্রাভা করি আকর্ষণ
স্বাভাবিক ক্রিয়ায় যথা করে ধারণ।

(৭২)

হে দেব সুগত,
বিষয় আশায়তৃষ্ণা করি পরিহার
যদি কেহ বারেক মাত্র তব উপদেশ
করে ত্যাগ হে সুগত, তার সেই দান
খরসান আসি দিয়ে তরুচ্ছেদ যথা
সর্বাশ্রব সমুচ্ছেদ হয় তার তথা।

(৭৩)

যার কাছে আছে সদা মিথ্যা দৃষ্টিভাব
সদা সে যদিও বা করে কর্ম সুকৃতি
তথাপি তাহাকে উহা দেয় দুর্বিপাক।
নিম্বরক্ষে বিশ্বরস করি আহরণ,
তিক্তরসে পরিণত হয়রে যেমন।

(৭৪)

তব পাদ-পদ্মে যেবা ভূপতি হয়ে,
আনন্দে প্রণতি দেয় ভক্তি সহকারে,
সে কুশলকর্মী কভু চারি অপায়েতে,
পতিত না হয় নাথ তোমার প্রভাবে।
দুর্গতিও নাহি লভে কোন ভবাভবে।

(৭৫)

তব উপদেশে আমি জ্ঞাত হয়ে উহা—
ভবদীয় পাদ-পদ্ম পূজিবার তরে
হইয়াছি রত. ওহে ভগবন, আমি।
মম চিত্ত-কুমতি বিধ্বংসী আর্য্য-ভক্তি
জন্মে জন্মে আর যুগ যুগান্তর ধরি
অচলা হোক্ সদা মোরে আশ্রয় করি।

(৭৬)

হে ভগবন,
ত্রিলক্ষণ যুত তব বাক্য মূল্যবান
স্মরণেতে ক্ষণকাল চিত্ত যদি মম
স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়, তখন তখন—
হস্ত পদ কর্ণ চক্ষু এই বৈরীচয়
সহসা চঞ্চল করি হৃদয় আমার
ব্যথিত করিয়া তোলে, ওহে বিনায়ক,
রক্ষা কর এই দীনে ঐ চাঞ্চল্য হ'তে
তবপদে ভক্তি যেন থাকে দৃঢ়মতে।

(৭৭)

নেত্রকে করিলে চেষ্টা বশে রাখিবারে
কর্ণমম হ'য়ে পড়ে অবাধ্য তখন।
কর্ণকে করিলে চেষ্টা বশে আনিবারে
জিহ্বা মম হয়ে পড়ে অবাধ্য তখন।
নাসিকাদি আর যত ইন্দ্রিয় নিচয়
সেরূপ অবাধ্য হয়ে চলে নিরন্তর
ইন্দ্রিয় নিচয় মম ওহে ভগবন,
বশে নাহি একযোগে আসে কদাচন।

(৭৮)

আকাশেতে বায়ু যথা সহজে উপায়ে
নিরোধ করিতে নারে কোন বিজ্ঞজনে
তেমতি চঞ্চল চিত্ত-গতি দুর্নিবার।
সম্যক্ বৈরাগ্য আর দীর্ঘকাল ধরি
ধ্যানাভ্যাস, পুনঃপুনঃ প্রজ্ঞার ভাবনা
মার্গের পূর্ণতা বশে ক্রমান্বয়ে মন
ধৈর্য্যপ্রাপ্ত হয়ে, হয় সুখে নিমগন।

(৭৯)

স্বভাবত চিত্ত হয় সুবিশুদ্ধ বটে—
কিন্তু চিরকালকৃত স্বীয় পাপ কাজে
সমাচ্ছন্ন চিত্তমম। একালিমাবৃত—
চিত্তের কৃত কলুষ কি প্রকারে হবে
কামাবার কুশল-বারিবিন্দু দিয়ে
বিধৌত দেব? আশ্বাস দাওহে বলিয়ে।

(৮০)

হে অনুত্তর,
রাগাদিতে সমলিন চিত্তের সন্ততি
মম, অতি অধিতপ্ত অবিশুদ্ধ আর।
ভবদীয় শুচিতর বচনামৃতের
প্রবাহেতে শীঘ্র মোরে বিশুদ্ধ করুন
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া মাগি বুদ্ধ ধন।

(৮১)

যেই যোগীদের সদা পরিশুদ্ধ মন,
তাঁরাই তোমার হয় দাস অনুপম।
ইচ্ছা কভু নাহি করে ইন্দ্রত্বও তাঁরা
তব প্রতি যাঁর আছে চিত্তের প্রসাদ।
দুষ্প্রাপ্য কি আছে ভবে এজীবনে তাঁর?
পরলোকে হয় ধ্রুব সুগতি তাঁহার।

(৮২)

যেই শিশু একবার অগ্নি পরশনে
অগ্নি-দাহ-দুঃখ বোধ করিয়াছে মনে
ভয় হেতু সেই শিশু অগ্নি কোন দিন
গ্রহণ করিতে যথা ইচ্ছে কখন
রাগ আদি দোষে দুষ্ট রূপাদি বিষয়—
বিষ গ্রহণে ইন্দ্রিয় নিচয় আমার
তথারূপ করিতেছে ক্ষয় অনিবার।

(৮৩)

হে জিন, বিষয়রূপী পিচাশ আমায়
না করিতে গ্রাস আর বার্দ্ধক্যের আগে
কুশল করমে দীনে অবিলম্বে রত
করুন করুন দেব বাৎসল্যের বশে।
শরণে আগত তব এই দীন হীনে
রক্ষা কর রক্ষা কর অনুকম্পাদানে।

(৮৪)

দার-পুত্র-দেহ-গৃহ আর বস্তু সব
মরিচিকা বারি-তুল্য যদিও বা জানি
তথাপি মমতা আর অহঙ্কার মোরে
নিত্য নিত্য নবভাবে আচ্ছাদন করে।
অবিদ্যার শক্তি ভবে কিবা গরিয়ান?
অবিদ্যাপাশাবদ্ধের নাহি পরিত্রাণ।

(

দার-পুত্র-পরিবার ধাতুপুঞ্জ মাত্র,
স্বীয় কর্মে এসবার উৎপত্তি নিশ্চয়,
স্বীয় কর্মে এই সব প্রবর্ত্তিত হয়,
স্বীয় কর্মে পুনঃ তাহা জীর্ণ নষ্ট হয়।
আমিও অনাত্মময় হই তথারূপ
ধাতুর পুঞ্জমাত্র। কিরূপেই বা আমি
তাদের হইব কিম্বা তারাও আমার
কিপ্রকারে হবে দেব? অনিত্য সংসার?

(৮৬)

রূপ আদি পঞ্চস্কন্ধে যার আত্মজ্ঞান
সে জ্ঞানে উৎপত্তি হয় নিত্য অভিমান
আরো হয় সদা সঞ্চার ভবস্পৃহার
ভব তৃষ্ণা ক্ষণে ক্ষণে মোহ উৎপাদনে
জননীর কাজ করে জন্মের কারণে।

(৮৭)

হে জিন
মোহবশে কৃত হয় শুভাশুভ কাজ,
সেই কর্ম হেতু হয় এই ত্রিভবেতে—
জন্ম জরা মরণাদি দুঃখ সমুদয়,
ভব দুঃখ-মূল হেতু অই আত্মজ্ঞান
মম সেই আত্ম-বুদ্ধি বাক্য আসি দিয়ে
সমুচ্ছেদ করি দাও করুণা করিয়ে।

(৮৮)

হে সর্বজ্ঞ দয়া-সিন্ধু তৃষ্ণা বিনাশক,
কুলীন অনন্তগুণী উপশান্ত তুমি
মুনীর মানস-হংস স্বামী তথাগত
করিতেছি আমি তব স্তুতি ভগবত।

(৮৯)

হে প্রভো মুনীন্দ্র,
ভোজনে শ্রবণে স্নানে দানে ঘ্রাণে আর
ধ্যানে দরশনে আর পরশে কথনে
প্রাতঃসন্ধ্যা নিশি'দিনে সকল সময়ে
তবপদে মমচিত্ত হউক রমিত,
তরুণীর প্রতি যথা তরুণের মন
রমিত হইয়া থাকে প্রতি অনুক্ষণ।

(৯০)

ওহে পিতঃ প্রভো, মম প্রিয় সখে গুরো
হে মম দেবতে মোক্ষ মাতঃ হে নিধান,
হে অভিষ্ট কল্পতরু উপাস্য প্রতিষ্ঠা
হে মম আরাধ্য আর দুঃখ বিনোদক,
হে মম সম্বিত্তে উদার ভাগ্য জীবন
হে সর্বজ্ঞ তুমি মোরে করহে পালন।

(৯১)

হে সর্বজ্ঞ, তব গুণ-কর্ম প্রশংসনে
ব্রহ্ম হয় অক্ষম, লজ্জায় অবনত
গুরু বৃহস্পতি দুর্বল, দিন নায়ক—
রবি অনায়ক হয় বিষ্ণু হয় মৌন
কবিশুক্র অকবি হয় ঈশঅনীশ
নাগরাজ হীনপ্রভ তবগুণ-জ্ঞানে
অখণ্ডিত ইন্দ্রবাক্য হয় বিখণ্ডিত
হে ত্রিদশপথে, তবগুণ গানে যদি
ইঁহারা অক্ষম, তবে মন্দভাগ্য তুচ্ছ
নর আমি কী বর্ণিব তবগুণ স্বচ্ছ?

(৯২)

যাঁর দেহে আছে নিত্য বত্রিশ প্রকার
মহাপুরুষ-লক্ষণ আর অশীতি—
অনুব্যঞ্জনে শোভিয়া প্রোজ্জ্বল সতত—
সেই মহান্ পুণ্যাত্মা বুদ্ধের কখন
না হবে চতুর্মুখ ব্রহ্মাদি দেবগণ
ষোড়াংশের একাংশও, আর নরগণ
হতে কি পারে, বুদ্ধের তুলনা কখন?

(৯৩)

তব দেহে মনোহর সুপ্রভামণ্ডল
কনক পর্বতে যথা দশদিক্ ব্যাপ্ত
ইন্দ্র-ধনু থাকে, তথারূপ তব দেহে
নিত্য আছে বিদ্যমান সুপ্রভামণ্ডল।
এই প্রভা ইহলোকে যাঁর দৃষ্ট হয়
ভিতর বাহির তাঁর সর্ব অন্ধকার
বিনাশিয়ে শীঘ্র পায় মোক্ষ-ধন সার।

(৯৪)

হে ভগবন,
বড় লোভনীয় তব সুন্দর লোচন
সুমধুর বাণী তব কর্ণ সুখকর।
সংসারের সর্বদুঃখ মোচন কারিণী
মহতী করুণা তব বড় উপকারী।
উপশান্ত বেশ তব জগত বিখ্যাত
সর্বজ্ঞতা পাণ্ডিত্য ও তথারূপ বটে,
যৌবনে সম্রাজ্য ত্যাগ আরো চমৎকার
এসব কারণে তব বৈরাগ্য অসীম
পরিব্যক্ত হইতেছে পরম মহিম।

(৯৫)

যার শরজালে পড়ি সর্বদেব-নর
পরাজিত পরাভূত সেই কামদেবে
অবহেলে দলিয়াছ দেখি দেবগণ
শৌর্য্য তব, করিয়াছে স্বীকার অসীম।
মোক্ষের সাক্ষাতে তব উদ্যোগ মহান্
প্রকটিত হইয়াছে ওহে ভগবন!
জগতের ত্রাণকারী শক্তি মহত্ত্বের
কী বর্ণিব তব আমি জ্ঞান হীন নর ?

(৯৬)

বেদে আছে ছাগ-অশ্ব বলির বিধান
প্রাণী-প্রতি স্নেহবশে সেই বেদ তুমি
করিয়াছ নিন্দা বহু ওহে ভগবন!
অদ্বিতীয় মৈত্রীময় তুমি যে মহান্!
দোষ দেখা শুধু যার জগতে অভ্যাস.
সে কভু দেখে না তব গুণের সম্পদ
মূর্খগণ তাই অহো! বলে এইরূপ
সুগত বেদের নিন্দা করে অপরূপ।

(৯৭)

জল কেলি-রতা দিব্য অপ্সরাগণের
বাহু-কুচ সঞ্চালনে আকাশ গঙ্গায়
সমুত্থিত ফেণা আর; ক্ষীরের সাগর,
কুমুদের ননী তব সুকীর্তি সুযশঃ
আলিঙ্গণ না করিবে যাহারে কখন
মন্দভাগ্য হয় সেই, এই ভব মাঝে।
হে আসক্তি-ব্যাধ-বৈদ্য-শ্রেষ্ঠ ভগবন্
অই মন্দ-ভাগ্য সনে মম কোন ক্ষণে
সঙ্গ নাহি হোক্, আমি প্রার্থী কায়-মনে।

(৯৮)

যাঁরা লয় তোমা হেন বুদ্ধের শরণ,
তাঁরা কভু দুর্গতিতে না করে গমন।
দুর্নিমিত্ত দুঃস্বপন এই ভবে আর
তাঁরা কভু নাহি দেখে এ শরণ-হেতু।
দুষ্ট সর্প, ক্রুরশত্রু, দুর্গ্রহ, দুর্ব্যাধি,
দুষ্ট প্রাণী দ্বারা কভু তাঁরা এই ভবে
আক্রান্ত নাহি হবে, ত্রিদশ-সুখ লভে।

(৯৯)

হে মুনীন্দ্র,
ইন্দ্রপুরে মাতা আর দেবের সভায়
সপ্তখণ্ড অভিধর্ম করিয়া দেশন
শাঙ্কশ্য নগর-দ্বারে নামিবার কালে
সহম্পতি ব্রহ্ম তব ছত্রের ধারণ
বিষ্ণু নিজে শ্বেত চামর, বৃহস্পতিও
নাগগণ গদ্য-পদ্যে ক'রেছিল স্তুতি,
ইন্দ্র নিজে শঙ্খ বাদ্যে ক'রেছিল নতি।
অন্য অন্য দেবগণ দীপ ধ্বজা ঘট
কেহ কেহ পারিজাত মান্দারাদি মালা
ভক্তিভরে নতশিরে করিয়া ধারণ
স্থিত হয়েছিল সবে আনন্দে মগন।

(১০০)

হে ভগবন,
পরনারী যেইজন মাতৃসম জানে,
পরধন যেইজন সদা লোভ হীন,
মিথ্যাবাক্য হতে সদা বিরত যেজন,
নাহি সেবে সুরা আদি নেশাবস্তু কভু,
প্রাণীবধ হতে সদা থাকেন বিরত,
শীলভঙ্গে যেইজন সদা ভয়শীল,
প্রাণীদের প্রতি সদা দয়াবান যেবা,
সর্ব অভিমান যেবা করিয়াছে ত্যাগ,

এহেন ধর্মাত্মাগণ চরণ তোমার
পূজিতে সমর্থ শুধু, ওহে কর্ণধার।

(১০১)

হে দেব-নর-গুরো,
প্রাণীহত্যা চুরি আর অব্রহ্ম আচার,
মিথ্যাবাক্য সুরাপান বিকাল ভোজন
নৃত্যগীত বাদ্যআদি শ্রবণে করণে
পুষ্পমাল্যে বিভূষিত, সুগন্ধি লেপনে,
উচ্চ শয্যা আসনাদি হতে যেই জন
সতত বিরত থাকে, সেই বুদ্ধিমান
বুদ্ধ-পুত্র বলি ভবে প্রসিদ্ধ মহান্।

(১০২)

স্রোতাপত্তি আদি করি মার্গ চতুষ্টয়ে
রাগ আদি সর্বদোষ করিয়া হনন
মূল যাঁর ছিন্ন আর ভবগতি নাশ
হইয়াছে এই ভবে, সেই মহাজন
ফলচিত্ত দোষত্রয় করি উপশম
উপশান্ত চিত্ত হ'য়ে সুখে বিহরয়।
মার্গ ধর্মে ক্লেশ ধ্বংস অতীব উত্তম
অমৃত অজর আর নির্বাণের হেতু
এই নব লোকত্তর ধর্মের কারণ
তব অনুশাসন, অপর কিছু নয়।
তুমি নিজে এশাসন-কারণ নিশ্চয়।

(১০৩)

স্রোতাপত্তি আদি তব চারি মার্গ-ফল
বড়ই নির্মল জ্ঞান বড়ই সুন্দর,
বিংশপ্রকার স্বকায় দৃষ্টি-গিরিরাজে
তোমার নির্মল জ্ঞানে করিয়া সংঘাত
রাগ-দ্বেষ আদি হতে সমুৎপন্ন পাপ
উৎপাটনে সুসমর্থ ওহে ভগবন্।
এহেতু মুনীন্দ্র তুমি আর্য্য অষ্টাঙ্গিক
মার্গ হতে কিপ্রকারে ভিন্নভাব হবে?
বুঝিনা হে আমি কভু ভ্রমিয়া ত্রিভবে।

(১০৪)

হে জিন,
এইসব খগ আর বিশ্ব চরাচর
এবিশাল চক্রবাল অনন্ত অসীম
অনন্ত জ্ঞানেতে তুমি এই সমুদায়
অবগত হয়ে সদা উপদেশ দান
করিয়াছ ওহে বুদ্ধ অনুক্ষণ তুমি
অনন্ত তোমার গুণ জ্ঞাত হও তুমি।

(১০৫)

ভবভয় বিনাশন শ্রীবুদ্ধের প্রতি
জন্মে জন্মে ভক্তি মম হউক সতত
বিবিধ প্রকারে, ধর্ম মম অনুশাস্তা
হউক সতত, আর সংঘও আমার
অনুত্তর পুণ্যভূমি হউক অপার।

(১০৬)

হে ত্রিলোক পূজ্য বুদ্ধ,
অতিশয় ভক্তিভাবে আপনার স্তুতি
করিয়া প্রভূত পুণ্য সঞ্চিয়াছি আমি,
এতৎ প্রভাবে ভবের সর্ব প্রাণীদের
সর্ববিধ পাপ-পঙ্ক হউক বিনাশ,
যোগাভ্যাসক্রমে সবে ক্রমে ক্রমে করি
সম্বুদ্ধের বোধিলাভ হোক্ ক্লেশ হরি।

(১০৭)

মনু আদি মান্ধাতারা গুণে সুবিখ্যাত
সূর্য্যবংশ পদ্মরূপী সূর্য্যরাজ-রাজ্

শ্রীলঙ্কা অধিপতি পরাক্রমবাহুরে
ধর্মানুশাসনে শাসন করেন যবে—
সেইকালে অত্যুত্তম গৌড়দেশ জাত
সুবুদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ শ্রীরামচন্দ্র—
ভারতীই শ্রোতাদের ধর্ম অর্থ মোক্ষ
এ ত্রিবর্গ সাধনার্থ **এভক্তি শতক্**
করেন রচনা বহু ভক্তি উৎপাদক।

(১০৮)

শাক্যমুনি ভগবান সর্বজ্ঞ বুদ্ধের
গৌড়দেশবাসী সে পরম উপাসক।
শ্রীবৌদ্ধাগম চক্রবর্ত্তী মহা আচার্য্য
মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ কবিবর
রামচন্দ্র ভারতী যে ভকতি শতক্
করিয়াছে সুরচনা, তাহা এইখানে
সমাপ্ত হইল এবে বহু স্তুতি গানে।

ভক্তি-পর্ব সমাপ্ত।

২৫। সুত্ত (পরিত্রাণ) পর্ব।

—দসধম্ম সুত্ত—

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।

ভিক্খূনং গুণসংযুত্তং যং দেসেসি মহামুনি,
যংসুত্বা পটিপজ্জন্তো সব্বদুক্খা পমুচ্চ'তি;
সব্বলোক হিতত্থা'য় পরিত্তং তং ভণাম হে!

এবম্মে সুতং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তত্র খো ভগবা 'ভিক্খু আ'মন্তেসি **ভিক্খবো** তি। **ভদন্তে** তি তে ভিক্খু ভগবতো পচ্চস্সোস্সুং। ভগবা এতদবোচ—'দস ইমে ভিক্খবে ধম্মা পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বা'। কতমে দস?

১। বেবণ্ণিয়ম্হি অজ্ঝুপগতো'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং। ২। পরপটিবদ্ধা মে জীবিকা'তি পব্বজিতেন …। ৩। অঞ্ঞো মে আকপ্পো করণীয়ো'তি পব্বজিতেন …। ৪। কচ্চি নু খো মে অত্তা সীলতো ন উপবদতী'তি পব্বজিতেন …। ৫। কচ্চি নু খো মং অনুবিচ্চ বিঞ্ঞূ সব্রহ্মচারী সীলতো ন উপবদন্তী'তি পব্বজিতেন …। ৬। সব্বেহি মে পিয়েহি-মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো'তি পব্বজিতেন …। ৭। কম্মস্সকোম্হি, কম্মদায়াদো,

কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণো ; যং কম্মং করিস্সামি—কল্যাণং বা পাপকং বা, তস্স দায়াদো ভবিস্সামী'তি পব্বজিতেন ...। ৮। কতভূতস্স মে রত্তিং দিবা বীতিপতন্তী'তি পব্বজিতেন ...। ৯। কচ্চি নু খো,হং সুঞ্ঞাগারে অভিরমামী'তি পব্বজিতেন ...। ১০। অথি নু খো মে উত্তরি মনুস্সধম্মা অলমরিয়ঞ্ঞাণদস্সনবিসেসো অধিগতো, সো'হং পচ্ছিমেকালে সব্রহ্মচারীহি পুট্ঠো মঙ্কু ন ভবিস্সামী'তি পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বং। ইমে খো ভিক্খবে দসধম্মা পব্বজিতেন অভিণ্হং পচ্চবেক্খিতব্বা'তি।

ইদমবোচ ভগবা অত্তমানা তে ভিক্খু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুং।

—মহামঙ্গল সুত্ত-২—

যং মঙ্গলং দ্বাদসহি চিন্তয়িংসু সদেবকা,
সোত্থানং নাধিগচ্ছন্তি অট্ঠতিংসঞ্চ মঙ্গলং ;
দেসিতং দেবদেবেন সব্বপাপ বিনাসনং,
সব্বলোক হিতত্থায় মঙ্গলং তং ভণাম হে !

এবম্মে সুতং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথ পিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া অভিক্কন্তবণ্ণা, কেবলকপ্পং জেতবনং ও ভাসেত্বা ; যেন ভগবা তেনুপ সঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ; ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ; ভগবন্তং গাথায় অজ্ঝভাসি—

১। বহুদেবা মনুস্সা চ, মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং ; আকঙ্খমানা সোত্থানং, ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং। ২। অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা ; পূজা চ পূজনীয়ানং এতং মঙ্গলমুত্তমং। ৩। পতিরূপদেসবাসো চ পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা ; অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং ...। ৪। বাহুসচ্চঞ্চ, সিপ্পঞ্চ, বিনয়ো চ, সুসিক্খিতো ; সুভাসিতা চ য়া বাচা, এতং ...। ৫। মাতা পিতু উপট্ঠানং পুত্তদারস্স সঙ্গহো ; অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং ...। ৬। দানঞ্চ ধম্মচরিয়া চ, ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো ; অনবজ্জানি কম্মানি, এতং ...। ৭। আরতি বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সংযমো ; অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং ...। ৮। গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুট্ঠি চ কতঞ্ঞুতা, কালেন ধম্মসবণং, এতং ... ৯। খন্তী চ সোবচস্সতা ; সমণানঞ্চ দস্সনং ; কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং ... ১০। তপো চ ব্রহ্মচরিয়াচ, অরিয়-সচ্চান দস্সনং ; নিব্বান সচ্ছিকিরিয়া চ, এতং ...। ১১। ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি, চিত্তং যস্স ন কম্পতি ; অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং। ১২। এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থম পরাজিতা ; সব্বত্থ সোত্থিং, গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গলমুত্তমং ॥

—রতন সুত্ত-৩—

কোটি সতসহস্‌সেসু, চক্কবালেসু দেবতা
যস্‌সাণম্পটিগ্‌গণ্‌হন্তি যঞ্চ বেসালিয়া পুরে।
রোগামনুস্‌সদুব্ভিক্খা, সম্ভূতং তিবিধং ভয়ং;
খিপ্পমন্তরধাপেসি, পরিত্তং তং ভণাম হে!

১। যানীধ ভূতানী সমাগতানি
ভূম্মানি বা যানী ব অন্তলিক্খে।
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু
অথোপি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং।

২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সব্বে
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজায়।
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং,
তস্মাহি নে রক্খথ অপ্পমত্তা।

৩। যঙ্কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা,
সগ্‌গেসু বা যং রতনং পণীতং।
ননো সমং অত্থি তথাগতেন,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৪। খয়ং বিরাগং অমতং পণীতং
যদজ্ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো।
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি
ইদম্পি ধম্মে ....।

৫। যংবুদ্ধসেট্‌ঠো পরিবণ্ণয়ী সুচিং,
সমাধিমানন্তরিকঞ্‌ঞ’মাহু;
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি
ইদম্পি ধম্মে ....।

৬। যে পুগ্‌গলা অট্‌ঠসতং পসত্থা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্খিণেয়্যা সুগতস্‌স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি।
ইদম্পি সঙ্ঘে ....।

৭। যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্‌হেন
নিক্কামিনো গোতম সাসনম্হি
তে পত্তিপত্তা অমতং বিগয্‌হ
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা
ইদম্পি সঙ্ঘে............।

৮। যথিন্দখীলো পঠবিং সিতোসিয়া
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো,
তথুপমং সপ্পুরিসং বদামি
যো অরিয়সচ্চানি অবেচ্চ পস্‌সতি
ইদম্পি সঙ্ঘে ....।

৯। যে অরিয় সচ্চানি বিভাবয়ন্তি
গম্ভীরপঞ্‌ঞেন সুদেসিতানি,
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা
ন তে ভবং অট্‌ঠমং আদিয়ন্তি।
ইদম্পি সঙ্ঘে............।

১০। সহাবস্‌স দস্‌সন সম্পদায়
তয়স্‌সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি।
সক্কায়দিট্‌ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ,
সীলব্বতং বা'পি যদত্থি কিঞ্চি।
চতুহপায়েহি চ বিপ্পমুত্তো
ছ চা'ভিট্‌ঠানানি অভব্বো কাতুং
ইদম্পি সঙ্ঘে............।

১১। কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপক
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা,
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছাদায়
অভব্বতা দিট্‌ঠ পদস্স বুত্তা।
ইদম্পি সঙ্ঘে............... ।
১২। বনপ্পগুম্বে য়থা ফুস্সিতগ্গে
গিম্হানমাসে পঠমস্মিং গিম্হে
তথুপমং ধম্মবরং অদেসয়ি
নিব্বানগামিং পরমং হিতায়।
ইদম্পি বুদ্ধে ... ... ।
১৩। বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহরো
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসয়ি,
ইদম্পি বুদ্ধে .... ।
১৪। খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং,
তে খীণবীজা অবিরূল্‌হিচ্ছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা য়থায়ং পদীপো।
ইদম্পি সঙ্ঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।
১৫। য়ানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা য়ানি ব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দেবমনুস্স-পূজিতং
বুদ্ধং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।
১৬। য়ানীধ ভূতানী সমাগতানি
ভুম্মানি বা য়ানি ব অন্তলিক্খে,
তথাগতং দে/ নুস্স পূজিতং
ধম্মং নমস্‌/.ম সুবত্থি হোতু।
১৭। য়ানিধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা য়ানি ব অন্তলিক্খে
তথাগতং দেবমনুস্স-পূজিতং
সঙ্ঘং নমস্সাম সুবত্থি হোতু।

করণীয় মেত্ত সুত্ত—৪—

য়স্সানুভাবতো য়ক্খা নেব দস্সেন্তি ভিংসনং;
য়ম্হি চেবানুয়ুঞ্জন্তো রত্তিন্দিবমতন্দিতো।
সুখং সুপতি সুত্তো চ, পাপং কিঞ্চি ন পস্সতি;
এবমাদি গুণুপেতং পরিত্তং তং ভণাম হে!

১। করণীয়মত্থ কুসলেন য়ন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজূ চ সুজূ চ সুবচো চ'স্স, মদু অনতিমানী।
২। সন্তুস্সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।
৩। ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি য়েন বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয়্যুং,
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু, সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা।
৪। য়ে কেচি পান ভূতাত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘং বা য়ে মহন্তা বা মজ্ঝিমা রস্সকা অণুক থূলা।

৫। দিট্‌ঠা বা য়েব অদিট্‌ঠা য়ে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা।
৬। ন পরো পরং নিকুব্বেথ, না তমঞ্‌ঞেথ কত্থচি নং কিঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্‌ঞা নাঞ্‌ঞমঞ্‌ঞস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয়্য।
৭। মাতা য়থা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্ত মনুরক্‌খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
৮। মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
৯। তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সায়ানো বা য়াব তস্‌স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয়্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।
১০। দিট্‌ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্‌সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয়্য গেধং নহি জাতু গব্‌ভসেয়্যং পুনরেতীতি।

খন্ধ পরিত্ত—৫—

সব্বাসীবিসজাতিনং দিব্বমন্তাগদং বিয়,
য়ং নাসেসি বিসং ঘোরং সেসং চা'পি পরিস্‌সয়ং
আণক্‌খেত্তম্‌হি সব্বথ, সব্বদা সব্বপাণীনং
সব্বসোপি নিবারেতি পরিত্তং তং ভণাম হে!

এবম্মে সুতং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথ পিণ্ডিকস্‌স আরামে। তেন খো পন সময়েন; সাবত্থিয়ং অঞ্‌ঞতরো ভিক্‌খু অহিনা দট্‌ঠো কালকতো হোতি। অথ খো সম্বহুলা ভিক্‌খু; যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু, উপসঙ্কমিত্বা; ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু; একমন্তং নিসিন্না খো তে ভিক্‌খু ভগবন্তং এতদবোচুং—"ইধ ভন্তে সাবত্থিয়ং অঞ্‌ঞতরো ভিক্‌খু, অহিনা দট্‌ঠো কালকতো'তি।"

ন হি নূন সো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু; চত্তারি অহিরাজকুলানি মেত্তেন চিত্তেন ফরি; সচে হি সো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু চত্তারি অহিরাজকুলানি মেত্তেন চিত্তেন ফরেয়্য; নহি সো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু; অহিনা দট্‌ঠো কালং করেয়্য। কতমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি? বিরূপক্‌খং অহিরাজকুলং, এরাপথং অহিরাজকুলং, ছব্যাপুত্তং অহিরাজকুলং, কণ্‌হাগোতমকং অহিরাজকুলং; ন হি নূন সো ভিক্‌খবে ভিক্‌খু, ইমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি মেত্তেন চিত্তেন

করি; সচে হি সো ভিক্খবে ভিক্খু ইমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি; মেত্তেন চিত্তেন ফরেয্য; নহি সো ভিক্খবে ভিক্খু; অহিনা দট্ঠো কালং করেয্য। "অনুজানামি ভিক্খবে ইমানি চত্তারি অহিরাজকুলানি মেত্তেন চিত্তেন ফরিতুং, অত্তগুত্তিয়া, অত্তরক্খায়, অত্তপরিত্তায়াতি।" ইদমবোচ ভগবা—ইদং বত্বা সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা --

১। বিরূপক্খেহি মে মেত্তং, মেত্তং এরাপথেহি মে,
ছব্যাপুত্তেহি মে মেত্তং, মেত্তং কণ্হাগোতমকেহি চ।

২। অপাদকেহি মে মেত্তং, মেত্তং দ্বিপাদকেহি মে;
চতুপ্পাদেহি মে মেত্তং, মেত্তং বহুপ্পাদে হি মে।

৩। মা মং অপাদকো হিংসি, মা মং হিংসি দ্বিপাদকো,
মা মং চতুপ্পদো হিংসি, মা মং হিংসি বহুপ্পদো।

৪। সব্বে সত্তা সব্বে পাণা সব্বে ভূতা চ কেবলা;
সব্বে ভদ্রানি পস্সন্তু, মা কিঞ্চি পাপমাগমা।

৫। অপ্পমাণো বুদ্ধো, অপ্পমাণো ধম্মো, অপ্পমাণো সঙ্ঘো।
পাপামবন্তনি সিরিংসপানি, অহি, বিচ্ছিকা, সতপদী, উন্নাভী, সরভূ, মূসিকা

৬। কতা মে রক্খা, কতা মে পরিত্তা, পটিক্কমন্তু ভূতানি।
সোহং নমো ভগবতো, নমো সত্তন্নং সম্মাসম্বুদ্ধানং।

—মেত্ত সুত্ত ৬—

অগগিক্খন্ধোপমং সুত্বা জাত সংবেগ ভিক্খুনং,
অস্সাদত্থায় দেসেসি, যং পরিত্তং মহামুনি;
সব্বলোক হিতত্থায় পরিত্তং তং ভণাম হে!

এবম্মে সুতং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তত্র খো ভগবা ভিক্খু আমন্তেসি **ভিক্খবো** তি, **ভদন্তেতি** তে ভিক্খু ভগবতো পচ্চস্সোস্সুং। ভগবা এতদবোচ—মেত্তায় ভিক্খবে চেতোবিমুত্তিয়া-আসেবিতায়ভাবিতায়-বহুলীকতায়-যানিকতায়-বত্থুকতায়-অনুট্ঠিতায়-পরিচিতায়-সুসমারদ্ধায়; একাদসানিসংসা পাটিকঙ্খা। কতমে, একাদস? "সুখং সুপতি, সুখং পটিবুজ্ঝতি, ন পাপকং সুপিনং পস্সতি, মনুস্সানং পিয়ো হোতি, অমনুস্সানং পিয়ো হোতি, দেবতা রক্খন্তি, নাস্স অগ্গি বা বিসং বা সত্থং বা কমতি, তুবটং চিত্তং সমাধিয়তি, মুখবণ্ণো বিপ্পসীদতি.

অসম্মূল্হো কালং করোতি, উত্তরিং অপ্পটিবিজ্ঝন্তো ব্রহ্মলোকূপগো হোতি ?" মেত্তায় ভিক্খবে "চেতোবিমুত্তিয়া-আসেবিতায়-ভাবিতায়-বহুলীকতায়-যানিকতায়-বত্থুকতায়-অনুট্‌ঠিতায়-পরিচিতায়-সুসমারদ্ধায়।" ইমে একাদসানিসংসা পাটিকঙ্খা'তি। ইদমবোচ ভগবা, অত্তমনা তে ভিক্খু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুং।

—মেত্তানি সংস ৭—

পূরেন্তো বোধিসম্ভারে নাথো তেমিয়জাতিয়ং
মিত্তানিসংসং যং আহ সুনন্দং নাম সারথিং
সব্বলোক হিতত্থায় পরিত্তং তং ভণাম হে।

পহূত ভক্খো, ভবতি বিপ্পবুত্থো সকা ঘরা, বহু নং উপজীবন্তি যো মিত্তানং ন দূভতি।
যং যং জনপদং যাতি নিগমে রজধানিয়ো, সব্বত্থ পূজিতো হোতি যো। … ।
না'স্স চোরা পসহন্তি নাতিমঞ্ঞেন্তি খত্তিয়ো, সব্বে আমিত্তে তরতি যো … ।
না'স্স চোরাপসহন্তি নাতিমঞ্ঞেন্তি খত্তিয়ো, সব্বে আমিত্তে তরতি যো … ।
অক্কুদ্ধো সঘরং এতি সভায় পটিনন্দিতো, ঞাতীনং উত্তমো হোতি যো … ।
সক্কত্বা সক্কতো হোতি গরু হোতি সগারবো, বণ্ণকিত্তিভতো হোতি যো … ।
পূজকো লভতে পূজং বন্দকো পটিবন্দনং, যসো কিত্তিঞ্চ পপ্পোতি যো … ।
আগ্গি যথা পজ্জলতি দেবতব বিরোচতি, সিরিয়া অজহিতো হোতি যো … ।
গাবো তস্স পজায়ন্তি খেত্তে বুত্থং বিরূহতি, বুত্থানং ফলমস্নাতি যো … ।
দরিতো পব্বতাতো বা রুক্খতো পতিতো নরো, চুতো পতিট্‌ঠং লভতি যো … ।
বিরূল্হ মূলসন্তানং নিগ্রোধমিব মালুতো, অমিত্তা নপ্পসহন্তি যো মিত্তানং নদূভতি।

—মোর পরিত্ত ৮—

পূরেন্তো বোধিসম্ভারে নিব্বত্তং মোর যোনিয়ং,
যেন সংবিহিতারক্খং মহাসত্তং বনেচরা।
চিরস্সং বায়মন্তাপি নেব সক্খিংসু গণ্হিতুং,
ব্রহ্মমন্তন্তি অক্খাতং পরিত্তং তং ভণাম হে!

উদেতয়ং—চক্খুমা একরাজা, হরিস্সবণ্ণো পঠবিপ্পভাসো।

তং তং নমস্সামি হরিস্সবণ্ণং পঠবিপ্পভাসং, তয়জ্জগুত্তা বিহরেমু দিবসং।

যে ব্রাহ্মণা—বেদগূ সব্বধম্মে, তে মে নমো তে চ মং পালয়ন্তু।

নমত্থু বুদ্ধানং নমত্থু বোধিয়া, নমো বিমুত্তানং নমো বিমুত্তিয়া ;
ইমং সো পরিত্তং কত্বা মোরো চরতি এসনা।

অপেত্তায়ং—চক্খুমা একরাজা, হরিস্সবন্নো পঠবিপ্পভাসো।
তং তং নমস্সামি হরিস্সবন্নং পঠবিপ্পভাসং, তয়জ্জগুত্তা বিহারমু দিবসং।

যে ব্রাহ্মণা—বেদগূ সব্বধম্মে, তে মে নমো তে চ মং পালয়ন্তু।
নমত্থু বুদ্ধানং নমত্থু বোধিয়া, নমো বিমুত্তানং নমো বিমুত্তিয়া।
ইমং সো পরিত্তং কত্বা মোরো বাসমকপ্পয়ি।

—চন্দ পরিত্ত ৯—

রাহুনা গহিতো চন্দো যুত্তো য়সসানুভাবতো,
সব্ববেরি ভয়ং নাসং পরিত্তং তং ভণাম হে !

এবমে সুত্তং একং সময়ং ভগবা ; সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তেন খো পন সময়েন ; চন্দিমা দেবপুত্তো রাহুনা অসুরিন্দেন গহিতো হোতি ; অথ খো চন্দিমা দেবপুত্তো ভগবন্তং অনুস্সরমানো, তায়ং বেলায়ং ইমং গাথং অভাসি—

নামো তে বুদ্ধ বীরত্থু বিপ্পমুত্তোসি সব্বধী,
সম্বাধপটিপন্নোস্মি তস্স মে সরণং ভব'তি।

অথ খো ভগবা চন্দিমং দেবপুত্তং আরব্ভ রাহুং অসুরিন্দং গাথায় অজ্ঝভাসি—

তথাগতং অরহন্তং চন্দিমা সরণং গতো,
রাহু চন্দং পমুঞ্চস্সু বুদ্ধা লোকানুকম্পাকা'তি।

অথ খো রাহু অসুরিন্দো চন্দিমং দেবপুত্তং মুঞ্চিত্বা তরমানরূপো ; য়েন বেপচিত্তি অসুরিন্দো তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা সংবিগ্গো লোমহট্ঠজাতো একমন্তং অট্ঠাসি, একমন্তং ঠিতং খো রাহুং অসুরিন্দং বেপচিত্তি অসুরিন্দো গাথায় অজ্ঝভাসি—

কিন্নু সন্তরমানো'ব রাহু চন্দং পমুঞ্চসি,
সংবিগগোরূপো আগম্ম কিন্ন ভীতো'ব তিট্ঠসীতি ?
সত্তধা মে ফলে মুদ্ধা জীবন্তো ন-সুখং লভে,
বুদ্ধগাথাভিগীতোম্হি নো চে মুঞ্চেয্য চন্দিমং।

—সুরিয় পরিত্তং ১০—

সুরিয়ো রাহু গহীতো মুত্তো য়সসানুভাবতো,
সব্বেবোরি ভয়ং নামং পরিত্তং তং ভণাম হে।

এবম্মে সুতং একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তেন খো পন সময়েন সুরিয়ো দেবপুত্তো রাহুনা অসুরিন্দেন গহিতো হোতি। অথ খো সুরিয়ো দেবপুত্তো ভগবন্তং অনুস্সরমানো, তায়ং বেলায়ং ইমং গাথং অভাসি—

নমো তে বুদ্ধ বীরত্থু বিপ্পমুত্তসি সব্বধি,
সম্বাধ পটিপন্নোস্মি তস্স মে সরণং ভবা'তি।

অথ খো ভগবা সুরিয়ং দেবপুত্তং আরব্ভ রাহুং অসুরিন্দং গাথায় অজ্ঝভাসি—

তথাগতং অরহন্তং সুরিয়ো সরণং গতো,
রাহু সুরিয়ং পমুঞ্চস্সু বুদ্ধা লোকানুকম্পকাতি।
য়ো অন্ধকারে তমসী পভঙ্করো, বেরোচনো মণ্ডলি উগ্গতেজো,
মা রাহু গিলিচরং অন্তলিক্খে, পজং মম রাহু পমুঞ্চ সুরিয়ন্তি।

অথ খো রাহু অসুরিন্দো, সুরিয়ং দেবপুত্তং মুঞ্চিত্বা তরমানরূপো, য়েন বেপচিত্তি অসুরিন্দো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা সংবিগ্গো লোমহট্ঠজাতো একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতং খো রাহুং অসুরিন্দং বেপচিত্তি অসুরিন্দো গাথায় অজ্ঝভাসি—

কিন্নু সন্তরমানো'ব রাহু সুরিয়ং পমুঞ্চসি,
সংবিগ্গরূপো আগম্ম কিন্নু ভীতো'ব তিট্ঠসি'তি ?
সত্তধা মে ফলে মুদ্ধা জীবন্তো ন সুখং লভে,
বুদ্ধগাথাভি গীতোম্হি নো চে মুঞ্চেয়্য সুরিয়ং।

—ধজগ্গ পরিত্ত ১১—

য়স্সানুস্সরণেনা'পি অন্তলিক্খে'পি পাণিনো,
পতিট্ঠামধিগচ্ছন্তি ভূমিয়ং বিয় সব্বথা।
সব্বূপদ্দবজালম্হা য়ক্খ চোরাদি সম্ভবা,
গণনা ন চ মুত্তানং পরিত্তং তং ভণাম হে।

১। এবম্মে সুতং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তত্র খো ভগবা ভিক্খু আমন্তেসি-ভিক্খবো'তি। ভদন্তে'তি তে ভিক্খু ভগবতো পচ্চস্সোসুং ভগবা এতদবোচ—

২। ভূতপুব্বং ভিক্খবে ! দেবাসুর সঙ্গামো সমুপব্বূল্হো অহোসি। অথ খো ভিক্খবে ! সক্কো দেবানামিন্দো, দেবে তাবতিংসে আমন্তেসি—সচেবো

মারিসা ! দেবানং সঙ্গামগতানং, উপ্পজ্জেয্য ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা ; মমেব তস্মিং সময়ে ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ ; মমং হি বো ধজগ্গং উল্লোকয়তং য়ং ভবিস্সতি ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীয়িস্সতি ।

৩। নো চে মে ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ, অথ পজাপতিস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ। পজাপতিস্স হি বো দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকয়তং, য়ং ভবিস্সতি ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীয়িস্সতি।

৪। নো চে পজাপতিস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ ; অথ বরুণস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ ; বরুণস্স হি বো দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকয়তং ; য়ং ভবিস্সতি ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীয়িস্সতি

৫। নো চে বরুণস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ, অথ ঈসানস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ ; ঈসানস্স হি বো দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকয়তং য়ং ভবিস্সতি ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীয়িস্সতি।

৬। তং খো পন ভিক্খবে ! সক্কস্স বা দেবানমিন্দস্স ধজগ্গং উল্লোকয়তং, পজাপতিস্স বা দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকয়তং বরুণস্স বা দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকয়তং, ঈসানস্স বা দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকয়তং, য়ং ভবিস্সতি ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীয়েথাপি নো পি পহীয়েথ।

৭। তং কিস্স হেতু ? সক্কোহি ভিক্খবে ! দেবানমিন্দো, অবীতরাগো, অবীতদোসো, অবীতমোহো, ভীরুচ্ছম্ভী উত্রাসী পলায়ী।

৮। অহঞ্চ খো ভিক্খবে ! এবং বদামি—সচে তুম্হাকং ভিক্খবে ! অরঞ্ঞগতানং বা, রুক্খমূলগতানং বা সুঞ্ঞাগারগতানং বা ; উপ্পজ্জেয্য ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা ; মমেব তস্মিং সময়ে অনুস্সরেয্যাথ। "ইতি'পি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণ সম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ, অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথী, সত্থা দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি।" মমং হি বো ভিক্খবে ! অনুস্সরতং য়ং ভবিস্সতি ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীয়িস্সতি।

৯। নো চে মং অনুস্সরেয্যাথ অথ ধম্মং অনুস্সরেয্যাথ। "স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো সন্দিট্ঠিকো অকালিকো এহিপস্সিকো ওপনায়িকো পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী'তি।' ধম্মং হি বো ভিক্খবে ! অনুস্সরতং, য়ং ভবিস্সতি ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা সো পহীয়িস্সতি।

১০। নো চে ধম্মং অনুস্সরেয্যাথ অথ সংঘং অনুস্সরেয্যাথ; " সুপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, সামীচি পাটিপন্নো ভগবতো সাবক সঙ্ঘো। য়দিদং চত্তারি পুরিসয়ুগানি অট্ঠপুরিসপুগ্গলা, এস ভগবতো সাবক সঙ্ঘো, আহুনেয্যো, পাহুনেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলিকরণীয়ো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা'তি।" সঙ্ঘং হি বো ভিক্খবে অনুস্সরতং য়ং ভবিস্সতি ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং লোমহংসো বা সো পহীয্যিস্সতি।

১১। তং কিস্স হেতু? তথাগতো হি ভিক্খবে! অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বীতরাগো, বীতদোসো, বীতমোহো, অভীরু, অচ্ছম্ভী, অনুত্রাসী অপলায়ী'তি। ইদমবোচ ভগবাইদং বত্বা সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা—

১২। অরঞ্ঞে রুক্খমূলে বা সুঞ্ঞাগারে বা ভিক্খবো,
অনুস্সরেথ সম্বুদ্ধং ভয়ং তুম্হাকং নো সিয়া।

১৩। নো চে বুদ্ধং সরেয্যাথ লোকজেট্ঠং নরাসভং
অথ ধম্মং সরেয্যাথ নিয্যানিকং সুদেসিতং।

১৪। নো চে ধম্মং সরেয্যাথ নিয্যানিকং সুদেসিতং,
অথ সঙ্ঘং সরেয্যাথ পুঞ্ঞক্খেত্তং অনুত্তরং।

১৫। এবং বুদ্ধং সরন্তানং ধম্মং সঙ্ঘঞ্চ ভিক্খবো,
ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো ন হেস্সতি।

—মহাকস্সপত্থের বোজ্ঝাঙ্গ ১২—

য়ং মহাকস্সপত্থেরো পরিত্তং মুনি সন্তিকা,
সুত্বা তস্মিং খণেয়েব অহোসি নিরুপদ্দবো;
বোজ্ঝাঙ্গং বলসংয়ুত্তং পরিত্তং তং ভণামহে!

১। এবম্মে সুতং—একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। তেন খো পন সময়েন আয়স্মা মহাকস্সপো পিপ্পলীগুহায়ং বিহরতি আবাধিকো দুক্খীতো বাল্হগিলানো; অথ খো ভগবা সায়ণ্হ সময়ং পতিসল্লানা বুট্ঠিতো; য়েনায়স্মা মহাকস্সপো তেনুপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি। নিসজ্জ খো ভগবা আয়স্মন্তং মহাকস্সপং এতদবোচ।

২। কচ্চিতে কস্সপ খমনীয়ং? কচ্চি যাপনীয়ং? কচ্চি দুক্খা বেদনা পটিক্কমন্তি নো অভিক্কমন্তি? পটিক্কমোসানং পঞ্ঞায়তি নো অভিক্কমো'তি? ন মে ভন্তে খমনীয়ং ন যাপনীয়ং; বাল্হা মে দুক্খা বেদনা অভিক্কমন্তি নো পটিক্কমন্তি; অভিক্কমোসানং পঞ্ঞায়তি নো পটিক্কমোতি।

৩। সত্তিমে কস্সপ! বোজ্ঝাঙ্গা, ময়া সম্মদক্খাতা ভাবিতা বহুলীকতা; অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্তন্তি। কতমে সত্ত?

সতিসম্বোজ্ঝঙ্গো "খো কসসপ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো; অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি।" ধম্মবিচয়সম্বোজ্ঝাঙ্গো "খো … সংবত্ততি।" বিরিয়সম্বোজ্ঝাঙ্গো "খো … সংবত্ততি।" পীতিসম্বোজ্ঝঙ্গো "খো … সংবত্ততি।" পসসদ্ধিসম্বোজ্ঝঙ্গো "খো … সংবত্ততি।" সমাধিসম্বোজ্ঝঙ্গো "খো … সংবত্ততি।" উপেকখাসম্বোজ্ঝাঙ্গো খো কসসপ! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো; অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি।

৪। ইমে খো কসসপ! সত্ত বোজ্ঝাঙ্গা; ময়া সম্মাদক্খাতা ভাবিতা বহুলীকতা; অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্তন্তী'তি। তগ্ঘ ভগবা বোজ্ঝঙ্গা, তগঘ সুগত বোজ্ঝঙ্গা'তি।

৫। ইদমেবোচ ভগবা। অত্তমনো আয়স্মা মহাকস্সপো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দি। উট্ঠাহি চায়স্মা মহাকস্সপো তম্হা আবাধা, তথা পহীনো চায়স্মা তো মহাকস্সপস্স সো আবাধো অহোসি।

—মহামোগগল্লানত্থের বোজ্ঝাঙ্গা-১৩—

মোগগল্লানো পি থেরো য়ং পরিত্তং মুনিসন্তিকা,
সুত্বা তস্মিং খনেয়েবা অহোসি নিরুপদ্দবো;
বোজ্ঝঙ্গ বলসংযুত্তং পরিত্তং তং ভণাম হে!

১। এবম্মে সুতং—একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। তেন খো পন সময়েন, আয়স্মা মহামোগ্গল্লানো গিজ্ঝকুটে পব্বতে বিহরতি আবাধিকো দুক্খিতো বাল্হগিলানো; অথ খো ভগবা সায়ণ্হসময়ং, পতিসল্লানা বুট্ঠিতো, য়েনায়স্মা মহামোগ্গল্লানো তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা পঞ্ঞত্তে আসনে নিসীদি। নিসজ্জ খো ভগবা আয়স্মন্তং মহামোগগল্লানং এতদবোচ—

২। কচ্চিত্তে মোগ্গল্লান! খমনীয়ং? কচ্চি যাপনীয়ং? কচ্চি দুক্খা বেদনা? পটিক্কমন্তি নো অভিক্কমন্তি? পটিক্কমোসানং পঞ্ঞায়তি নো অভিক্কমোতি। ন মে ভন্তে খমনীয়ং ন যাপনীয়ং বাল্হা মে দুক্খা বেদনা অভিক্কমন্তি নো পটিক্কমন্তি অভিক্কমোসানং পঞ্ঞায়তি নো পটিক্কমোতি।

৩। সত্তিমে মোগ্গল্লায়ন! বোজ্ঝঙ্গা ময়া সম্মদক্খাতা ভাবিতা বহুলীকতা, অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্তন্তি। কতমে সত্ত?

সতিসম্বোজ্ঝঙ্গো খো মোগ্গল্লান! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি"। ধম্মবিচয়সম্বোজ্ঝঙ্গো "খো… সংবত্ততি"। বিরিয়সম্বোজ্ঝঙ্গো "খো…সংবত্ততি"। পীতিসম্বোজ্ঝঙ্গো "খো… সংবত্ততি"। পস্সদ্ধিসম্বোজ্ঝঙ্গো "খো…সংবত্ততি"। সমাধি সম্বোজ্ঝঙ্গো "খো… সংবত্ততি"। উপেক্খাসম্বোজ্ঝঙ্গো "খো মোগ্গল্লান! ময়া সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো, অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি"।

৪। ইমে খো মোগ্গল্লান! সত্ত বোজ্ঝঙ্গা ময়া সম্মদক্খাতা ভাবিতা বহুলীকতা, অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্তন্তী'তি। তগঘ ভগবা বোজ্ঝঙ্গা, তগ্ঘ সুগত বোজ্ঝঙ্গাতি।

৫। ইদমেবোচ ভগবা। অত্তমনো আয়স্মা মহামোগ্গল্লানো ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দি। বুট্ঠাহি চা'য়স্মা মহামোগ্গল্লানো তম্হা আবাধা। তথা পহীনো চা'য়স্মতো মহামোগ্গল্লানস্স সো আবাধো অহোসি।

—মহাচুন্দথের বোজ্ঝঙ্গা-১৪—

১। এবম্মে সুতং—একং সময়ং ভগবা, রাজগহে বিহরতি বেলুবনে কলন্দক নিবাপে। তেন খো পন সময়েন, ভগবা আবাধিকো হোতি দুক্খিতো বাল্হ গিলানো। অথ খো আয়স্মা মহাচুন্দো সায়ণ্হসময়ং পতিসল্লানা বুট্ঠিতো, যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসিদি। একমন্তং নিসিন্নং খো আয়স্মন্তং মহাচুন্দং ভগবা এতদবোচ—

২। পাটিভন্তু তং চুন্দ! বোজ্ঝঙ্গা'তি। সত্তিমে ভন্তে বোজ্ঝঙ্গা ভগবতা সম্মদক্খাতা ভাবিতা বহুলীকতা, অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্তন্তি। কতমে সত্ত?

সতিসম্বোজ্ঝঙ্গো "খো ভন্তে! ভগবতা সম্মদক্খাতো ভাবিতো বহুলীকতো, অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি।" ধম্মবিচয়সম্বোজ্ঝঙ্গো "খো… সংবত্ততি।" বিরিয়সম্বোজ্ঝঙ্গো "খো … সংবত্ততি।" পীতিসম্বোজ্ঝঙ্গো "খো … সংবত্ততি।" পস্সদ্ধিসম্বোজ্ঝঙ্গো "খো … সংবত্ততি।" সমাধিসম্বোজ্ঝঙ্গো "খো … সংবত্ততি।" উপেক্খা সম্বোজ্ঝঙ্গো "খো ভন্তে! ভগবতা সম্মদক্খাতো ভাবিতো, বহুলীকতো, অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি।"

৩। ইমে খো ভন্তে! সত্ত বোজ্ঝঙ্গা ভগবতা সম্মদক্খাতা ভাবিতা বহুলী-কতা, অভিঞ্ঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্তন্তীতি।

৪। ইদমবোচায়স্মা মহাচুন্দো. সমনুঞ্ঞো সত্থা অহোসি বুট্‌ঠাহি চ ভগবা তম্‌হা আবাধা। তথা পহীনো চ ভগবতো সো আবাধো অহোসি।

—গিরিমানন্দ সুত্ত-১৫—

থেরো য়ং গিরিমানন্দো আনন্দথের সন্তিকা,
সুত্বা তস্মিং খণেয়েব অহোসি নিরুপদ্দবো ;
দস সঞ্ঞাপসংযুত্তং পরিত্তং তং ভণাম হে!

১। এবম্মে সুতং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথ-পিণ্ডিকস্‌স আরামে। তেন খো পন সময়েন আয়স্মা গিরিমানন্দো আবাধিকো হোতি দুক্খিতো বাল্‌হগিলানো; অথ খো আয়স্মা আনন্দো, যেন ভগবা তেনুপ-সঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদি। একমন্তং নিসিন্নো খো আয়স্মা আনন্দো ভগবন্তং এতদবোচ—

২। আয়স্মা ভন্তে গিরেমানন্দো আবাধিকো দুক্খিতো বাল্‌হগিলানো। সাধু ভন্তে ভগবা যেনায়স্মা গিরিমানন্দো তেনুপসঙ্কমতু অনুকম্পং উপাদায়া'তি। সচে খো ত্বং আনন্দ! গিরিমানন্দস্‌স ভিক্খুনো উপসঙ্কমিত্বা দস্‌সঞ্ঞা ভাসেয়্যাসি, ঠানং খো পনেতং বিজ্জতি য়ং গিরিমানন্দস্‌স ভিক্খুনো দস্‌সঞ্ঞা সুত্বা সো আবাধো ঠানসো পটিপ্পস্‌সম্ভেয়্য।

৩। কতমে দস? অনিচ্চসঞ্ঞা, অনত্তসঞ্ঞা, অসুভসঞ্ঞা, আদীনবসঞ্ঞা পহানসঞ্ঞা, বিরাগসঞ্ঞা, নিরোধসঞ্ঞা, সব্বলোকে অনভিরতিসঞ্ঞা, সব্ব-সঙ্খারেসু অনিচ্চসঞ্ঞা, আনাপাণসতী'তি।

৪। কতমাচানন্দ! **অনিচ্চসঞ্‌ঞা**? ইধানন্দ ভিক্‌খু অরঞ্‌ঞগতো বা রুক্‌খমূলগতো বা সুঞ্‌ঞাগারগতো বা; ইতি পটিসংচিক্‌খতি; রূপং অনিচ্চং, বেদনা অনিচ্চা, সঞ্‌ঞা অনিচ্চা, সংখারা অনিচ্চা, বিঞ্‌ঞাণং অনিচ্চন্তি। ইতি ইমেসু পঞ্চসুপাদনক্‌খন্ধেসু অনিচ্চানুপস্‌সী বিহরতি; অয়ং বুচ্চতানন্দ অনিচ্চসঞ্‌ঞা।

৫। কতমাচানন্দ! **অনত্তসঞ্‌ঞা**? ইধানন্দ ভিক্‌খু অরঞ্‌ঞগতো বা রুক্‌খমূলগতো বা সুঞ্‌ঞাগারগতো বা; ইতি পটিসংচিক্‌খতি—চক্‌খুং অনত্তা, রূপং অনত্তা, সোতং অনত্তা, সদ্দা অনত্তা, ঘাণং অনত্তা, গন্ধা অনত্তা, জিহ্বা অনত্তা, রসা অনত্তা, কায়ো অনত্তা, ফোট্‌ঠব্বা অনত্তা, মনো অনত্তা, ধম্মা অনত্তা'তি ইতি ইমেসু ছসু অজ্ঝত্তিক বাহিরেসু আয়তনেসু অনত্তানুপস্‌সী বিহরতি; অয়ং বুচ্চতানন্দ! অনত্তসঞ্‌ঞা।

৬। কতমাচানন্দ! **অসুভসঞ্‌ঞা**? ইধানন্দ ভিক্‌খু ইমমেব কায়ং উদ্ধং পাদতলা, অধো কেসমত্থকা; তচপারিয়ন্তং পুরং নানপ্পকারস্‌স অসুচিনো পচ্চবেক্‌খতি। অত্থি ইমস্মিং কায়ে—কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো; মংসং, নহারু, অট্‌ঠি, অট্‌ঠিমিঞ্জা, বক্কং; হদয়ং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্‌ফাসং; অন্তং, অন্তগুণং, উদরিয়ং, করীসং; পিত্তং, সেমহং, পুব্বো, লোহিতং, সেদো, মেদো; অস্‌সু, বসা, খেলো, সিঙ্ঘাণিকা, লসিকা, মুত্তন্তি। ইতি ইমস্মিং কায়ে অসুভানুপস্‌সী বিহরতি; অয়ং বুচ্চতানন্দ! অসুভসঞ্‌ঞা।

৭। কতমাচানন্দ! **আদীনবসঞ্‌ঞা**? ইধানন্দ ভিক্‌খু অরঞ্‌ঞগতো বা রুক্‌খমূলগতো বা সুঞ্‌ঞাগারগতো বা; ইতি পটিসংচিক্‌খতি—বহুদুক্‌খো খো অয়ং কায়ো বহু আদানবো। ইতি ইমস্মিং কায়ে বিবিধা আবাধা উপ্পজ্জন্তি। সেয়্যথীদং—চক্‌খুরোগো, সোতরোগো, ঘাণরোগো, জিহ্বারোগো, কায়রোগো, সীসরোগো, কণ্ণরোগো, মুখরোগো, দন্তরোগো, কাসো, সাসো, পিণাসো, ডহো, জরো, কুচ্ছিরোগো, মুচ্ছা, পক্‌খন্দিকা, সূলা, বিসূচিকা, কুট্‌ঠং, গণ্ডো, কিলাসো, সোসো, অপমারো, দদ্দু, কণ্ডু, কচ্ছু, রখসা, বিতচ্ছিকা, লোহিতপিত্তং, মধুমেহো, অংসা, পিলৃহকা, ভগন্দলূহা, পিত্তসমুট্‌ঠানা আবাধা, সেমহসমুট্‌ঠানা আবাধা, বাতসমুট্‌ঠানা আবাধা, সন্নিপাতিকা আবাধা, উতুপরিণামজা আবাধা, বিসমপরিহারজা আবাধা, ওপক্কমিকা আবাধা, কম্মবিপাকজা আবাধা, সীতং, উণ্‌হং, জিঘচ্ছা, পিপাসা, উচ্চারো, পস্‌সাবো'তি। ইতি ইমস্মিং কায়ে আদীনবানুপস্‌সী বিহরতি; অয়ং বুচ্চতানন্দ! আদীনবসঞ্‌ঞা।

৮। কতমাচানন্দ! **পহাণসঞ্ঞা?** ইধানন্দ ভিক্খু উপ্পন্নং **কামবিতক্কং** নাধিবাসেতি পজহতি; বিনোদেতি ব্যন্তিকরোতি অনভাবং গমেতি; উপ্পন্নং **ব্যাপাদবিতক্কং** নাধিবাসেতি পজহতি; বিনোদেতি ব্যন্তি করোতি অনভাবং গমেতি; উপ্পন্নং **বিহিংসাবিতক্কং** নাধিবাসেতি পজহতি; বিনোদেতি ব্যন্তি-করোতি অনভাবং গমেতি; উপ্পন্নুপ্পন্নে **পাপকে** অকুসলে ধম্মে নাধিবাসেতি পজহতি; বিনোদেতি ব্যন্তিকরোতি অনভাবং গমেতি; অয়ং বুচ্চতানন্দ! পহাণসঞ্ঞা।

৯। কতমাচানন্দ **বিরাগসঞ্ঞা?** ইধানন্দ ভিক্খু! অরঞ্ঞগতো বা রুক্খমূলগতো বা সুঞ্ঞাগারগতো বা; ইতি পটিসংচিক্খতি। এতং সন্তং এতং পণীতং যদিদং সব্বসংখার সমথো। সব্বূপধিপটিনিস্সগ্গো তণ্হক্খয়ো বিরাগো নিব্বানন্তি; অয়ং বুচ্চতানন্দ! বিরাগসঞ্ঞা।

১০। কতমাচানন্দ! **নিরোধসঞ্ঞা?** ইধানন্দ! ভিকখু অরঞ্ঞগতো বা রুক্খমূলগতো বা সুঞ্ঞাগারগতো বা ইতি পটিসংচিক্খতি—এতং সন্তং এতং পণীতং যদিদং সব্বসংখার সমথো; সব্বূপধিপটিনিস্সগ্গো তণ্হক্খয়ো নিরোধো নিব্বানন্তি। অয়ং বুচ্চাতানন্দ! নিরোধসঞ্ঞা।

১১। কতমাচানন্দ! সব্বলোকে অনভিরতিসঞ্ঞা? ইধানন্দ ভিক্খু যে লোকে উপাযুপাদানা চেতসো; অধিট্ঠানাভিনিবেসানুসয়া; তে পজহন্তো বিরমতি ন উপাদিয়ন্তো; অয়ং বুচ্চতানন্দ! সব্বলোকে অনভিরতিসঞ্ঞা।

১২। কতমাচানন্দ! সব্বসংখারেসু **অনিচ্চসঞ্ঞা?** ইধানন্দ ভিক্খু সব্ব-সংখারেহি অট্টিয়তি হরায়তি জিগুচ্ছতি; অয়ং বুচ্চাতানন্দ! সব্বসংখারেসু অনিচ্চসঞ্ঞা।

১৩। কতমাচানন্দ! **আনাপাণসতি?** ইধানন্দ! ভিক্খু অরঞ্ঞগতো বা রুক্খমূলগতো বা সুঞ্ঞাগারগতো বা নিসীদতি পল্লঙ্কং আভুজিত্বা; উজুং কায়ং পণিধায় পরিমুখং সতিং উপট্ঠপেত্বা—সো সতোব অস্সসতি সতো পস্সসতি। দীঘং বা অস্সসন্তো দীঘং অস্সসামী'তি পজানাতি, দীঘং বা পস্সসন্তো দীঘং পস্সসামী'তি পজানাতি। রস্সং বা অস্সসন্তো রস্সং অস্সসামী'তি পজানাতি। রস্সং বা পস্সসন্তো রস্সং পস্সসামী'তি পজানাতি। সব্বকায় পটিসংবেদী অস্সসিস্সামী'তি সিক্খতি, সব্বকায় পটিসংবেদী পস্সসিস্সামী'তি সিক্খতি, পস্সম্ভয়ং কায়সঙ্খারং অস্সসিস্সামী'তি সিক্খতি, পস্সম্ভয়ং

কায়সঙ্খারং পস্সসিস্সামী'তি সিকখতি। পীতিপটিসংবেদী অস্সসিস্সামী'তি সিক্খতি, পীতিপটিসংবেদী পস্সসিস্সামী'তি সিক্খতি। সুখপটিসংবেদী অস্সসিস্সামী'তি সিক্খতি, সুখপটিসংবেদী পস্সসিস্সামী'তি সিক্খতি। চিত্তসংখার পটিসংবেদী অস্সসিস্সামী'তি সিক্খতি, চিত্তসংখার পটিসংবেদী পস্সসিস্সামীতি সিক্খতি। পস্সম্ভয়ং চিত্তসঙ্খারং অস্সসিস্সামী'তি সিক্খতি, পস্সম্ভয়ং চিত্তসঙ্খারং পস্সসিস্সামী'তি সিক্খতি। চিত্তপটিসংবেদী অস্সসিসসামী'তি সিক্খতি, চিত্তপটিসংবেদী পসসসিসসামী'তি সিক্খতি। অভিপ্পমোদয়ং চিত্তং অসসসিসসামী'তি সিক্খতি, অভিপ্পমোদয়ং চিত্তং পসসসিসসামী'তি সিক্খতি। সমাদহং চিত্তং অসসসিসসামী'তি সিক্খতি, সমাদহং চিত্তং পসসসিসসামী'তি সিক্খতি। বিমোচয়ং চিত্তং অসসসিসসামী'তি সিক্খতি, বিমোচয়ং চিত্তং পসসসিসসামী'তি সিকখতি। অনিচ্চানুপসসী অসসসিসসামী'তি সিকখতি, অনিচ্চানুপসসী পসসসিসসামীতি সিকখতি। বিরাগানুপসসী অসসসিসসামীতি সিকখতি, বিরাগানুপসসি পসসসিসসামীতি সিকখতি। নিরোধানুপসসী অসসসিসসামী'তি সিকখতি, নিরোধানুপসসী পসসসিসসামী'তি সিকখতি। পটিনিসসগগানুপসসী অসসসিসসামী'তি সিকখতি, পটিনিসসগগানুপসসী পসসসিসসামী'তি সিকখতি। অয়ং বুচ্চতানন্দ! আনাপাণসতি।

১৪। সচে খো ত্বং আনন্দ! গিরিমানন্দসস ভিক্খুনো উপসঙ্কমিত্বা ইমা দসসঞ্ঞা ভাসেয্যাসি, ঠানং খো পনেতং বিজ্জতি, য়ং গিরিমানন্দসস ভিকখুনো ইমা দসসঞ্ঞা সুত্বা সো আবাধো ঠানসো পটিপ্পসসম্ভেয়্যা'তি।

১৫। অথ খো আয়স্মা আনন্দো, ভগবতো সন্তিকে ইমা দসসঞ্ঞা উগ্গহেত্বা' য়েনায়স্মা গিরিমানন্দো তেনুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা আয়স্মতো গিরিমানন্দসস ইমা দসসঞ্ঞা অভাসি। অথ খো আয়স্মতো গিরিমানন্দসস ইমা দসসঞ্ঞা সুত্বা সো আবাধো ঠানসো পটিপ্পসসম্ভি। বুট্ঠাহি চায়স্মা গিরিমানন্দো তম্হা আবাধা, তথা পহীনো চ পনায়স্মতো গিরিমানন্দসস সো আবাধো অহোসি।

—ধম্মচক্কপ্পবত্তন সুত্ত-১৬—

ভিকখুনং পঞ্চবগগীনং ইসিপতন নামকে,
মিগদায়ে ধম্মবরং য়ং তং নিব্বান পাপকং।
সহম্পতি নামকেন মহাব্রহ্মেন য়াচিতো,
চতুসচ্চং পকাসেন্তো লোকনাথো অদেসয়ি।

নন্দিতং সব্বদেবেহি সব্বসম্পত্তি সাধকং,
সব্বলোক হিতথায় ধম্মচক্কং ভণাম হে!

১। এবং মে সুত্তং—একং সময়ং ভগবা বারাণসিয়ং বিহরতি ইসিপতনে মিগদায়ে। তত্র খো ভগবা পঞ্চবগ্গিয়ে ভিকখূ আমন্তেসি।

২। দ্বে মে ভিক্খবে অন্তা পব্বজিতেন ন সেবিতব্বা; কতমে দ্বে?—য়ো'চায়ং **কামেসু কামসুখল্লিকানুয়োগো**; হীনো, গম্মা, পোথুজ্জনিকো, অনরিয়ো, অনত্থসংহিতো; য়ো'চায়ং **অত্তকিলমথানুয়োগো**, দুক্খো, অনরিয়ো, অনত্থসংহিতো; এতে তে ভিক্খবে! উভো অন্তে অনুপগম্ম **মজ্ঝিমা পটিপদা** তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা; চক্খুকরণী, ঞাণকরণী, উপসমায়, অভিঞ্ঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি।

৩। কতমা চ সা ভিক্খবে! **মজ্ঝিমা পটিপদা** তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা, চক্খুকরণী, ঞাণকরণী, উপসমায় অভিঞ্ঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায় সংবত্ততি? অয়মেব **অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো**; সেয়্যথীদং—সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কপ্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্তো, সম্মাআজীবো, সম্মাবায়ামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি। অয়ং খো সা ভিক্খবে **মজ্ঝিমা পটিপদা** তথাগতেন অভিসম্বুদ্ধা চক্খুকরণী, ঞাণকরণী, উপসমায়, অভিঞ্ঞায়, সম্বোধায়, নিব্বানায়, সংবত্ততি।

৪। ইদং খো পন ভিক্খবে দুক্খং অরিয়সচ্চং—জাতিপি দুক্খা, জরাপি দুক্খা, ব্যাধিপি দুক্খা, মরণম্পি দুক্খং, অপ্পিয়েহি সম্পয়োগো দুক্খো, পিয়েহি বিপ্পয়োগো দুক্খো; য়ম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং, সংখিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা দুক্খা।

৫। ইদং খো পন ভিক্খবে! দুক্খসমুদয়ং অরিয়সচ্চং,—য়া'য়ং তণ্হা পোনোব্ভবিকা, নন্দীরাগসহগতা, তত্রতত্রাভিনন্দিনী, সেয়্যথীদং—কামতণ্হা, ভবতণ্হা, বিভবতণ্হা।

৬। ইদং খো পন ভিক্খবে! দুক্খনিরোধং অরিয়সচ্চং,—য়ো তস্সা য়েব তণ্হায়; অসেস-বিরাগ, নিরোধো, চাগো, পটিনিস্সগ্গো, মুত্তি, অনালয়ো।

৭। ইদং খো পন ভিক্খবে! দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চং,—অয়মেব অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো। সেয়্যথীদং—সম্মাসঙ্কপ্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্তো, সম্মাআজীবো, সম্মাবায়ামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি।

৮। ইদং **দুক্খং অরিয়সচ্চন্তি** মে ভিক্খবে! পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণং উদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি। তং খো পনিদং দুক্খং অরিয়সচ্চং **পরিঞ্ঞেয়্যন্তি** মে ভিক্খবে! … আলোকো উদপাদি। তং খো পনিদং দুক্খং অরিয়সচ্চং **পরিঞ্ঞাতন্তি** মে ভিক্খবে! … আলোকো উদপাদি।

৯। ইদং **দুক্খসমুদয়ং অরিয়সচ্চন্তি** মে ভিক্খবে! … আলোকো উদপাদি। তং খো পনিদং দুক্খসমুদয়ং অরিয়সচ্চং **পহাতব্বন্তি** মে ভিক্খবে! … আলোকো উদপাদি। তং খো পনিদং দুক্খসমুদয়ং অরিয়সচ্চং **পহীনন্তি** মে ভিক্খবে! … আলোকো উদপাদি।

১০। ইদং **দুক্খনিরোধং অরিয়সচ্চন্তি** মে ভিকখবে! … আলোকো উদপাদি। তং খো পনিদং দুক্খনিরোধং অরিয়সচ্চং **সচ্ছিকাতব্বন্তি** মে ভিকখবে! … আলোকো উদপাদি। তং খো পনিদং দুক্নিরোধং অরিয়সচ্চং **সচ্ছিকতন্তি** মে ভিকখবে! … আলোকো উদপাদি।

১১। ইদং **দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চন্তি** মে ভিক্খবে! আলোকো উদপাদি। তং খো পনিদং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চং **ভাবেতব্বন্তি** মে ভিক্খবে! … আলোকো উদপাদি। তং খো পনিদং দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিয়সচ্চং **ভাবিতন্তি** মে ভিক্খবে! পুব্বে অননুস্সুতেসু ধম্মেসু চক্খুং উদপাদি, ঞাণংউদপাদি, পঞ্ঞা উদপাদি, বিজ্জা উদপাদি, আলোকো উদপাদি।

১২। যাবকিবঞ্চ মে ভিক্খবে! ইমেসু চতুসু অরিয়সচ্চেসু; এবং তি-পরিবট্টং দ্বাদসাকারং যথাভূতং ঞাণদস্সনং ন সুবিসুদ্ধং অহোসি, নেব তাবাহং ভিক্খবে সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে, সস্সমণ ব্রাহ্মণিয়া পজায় স দেব-মনুস্সায়; অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধোতি পচ্চঞ্ঞাসিং।

১৩। যতো চ খো মে ভিক্খবে ইমেসু চতুসু অরিয়সচ্চেসু; এবং **তি-পরিবট্টং দ্বাদসাকারং** যথাভূতং ঞাণদস্সনং সুবিসুদ্ধং অহোসি; অথা'হং ভিকখবে! সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে; সস্সমণ ব্রাহ্মণিয়া পজায় সদেবমনুস্সায় অনুত্তরং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুদ্ধো'তি পচ্চঞ্ঞাসিং।

১৪। 'ঞাণঞ্চ পন মে দস্সনং উদপাদি; অকুপ্পা মে চেতো বিমুত্তি; অয়মন্তিমাজাতি নত্থিদানি পুনব্ভবো'তি। ইদমবোচ ভগবা, অত্তমানা **পঞ্চবগ্গিয়া ভিকখু** ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি।

১৫। ইমস্মিঞ্চ পন বেয়্যাকরণস্মিং ভঞ্ঞমানে; আয়স্মতো কোণ্ডঞ্ঞস্স বিরজং বীতমলং ধম্মচক্খুং উদপাদি; 'যং কিঞ্চি সমুদয়ধম্মং সব্বন্তং নিরোধধম্মন্তি।' পবত্তিতে চ পন ভগবতা ধম্মচক্কে ভুম্মা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—

১৬। "এতং ভগবতা বারাণসিয়ং ইসিপতনে মিগদাযে; অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং অপ্পতিবত্তিয়ং; সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা, দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুণা বা কেনচি বা লোকস্মিন্তি।"

১৭। **ভুম্মানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, চাতুম্মহারাজিকাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **চাতুম্মহারাজিকানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, তাবতিংসা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **তাবতিংসানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা য়ামাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **য়ামানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, তুসিতা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **তুসিতানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, নিম্মাণরতীদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **নিম্মাণরতীনং** দেবানং সদ্দং সুত্বা পরনিম্মিত বসবত্তিনোদেবা সদ্দমনুসসাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি" **পরনিম্মিতবসবত্তীনং** দেবানং সদ্দং সুত্বা; ব্রহ্মপারিসজ্জা দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **ব্রহ্মপারিসজ্জানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা ব্রহ্মপুরোহিতাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **ব্রহ্মপুরোহিতানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, মহাব্রহ্মাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **মহাব্রহ্মানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, পরিত্তাভাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি। **পরিত্তাভানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা অপ্পমাণাভাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **অপ্পমাণাভানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, আভাস্সরাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—এতং...লোকস্মিন্তি।" **আভাস্সরানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, পরিত্তসুভাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **পরিত্তসুভানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, অপ্পমাণসুভাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **অপ্পমাণসুভানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, সুভকিণ্হকাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **সুভকিণ্হকানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, বেহপ্ফলাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **বেহপ্ফলানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, অবিহাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **অবিহানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, আতপ্পাদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **আতপ্পানং** দেবানং সদ্দং সুত্বা, সুদস্সিদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং...লোকস্মিন্তি।" **সুদস্সানং**

দেবানং সদ্দং সুত্বা, সুদস্সিদেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং ..লোকস্মিন্তি।" **সুদস্সীনং** দেবানং সদ্দং **সুত্বা অকণিট্ঠকা** দেবা সদ্দমনুস্সাবেসুং—"এতং **ভগবতা বারাণসিয়ং ইসিপতনে মিগদায়ে, অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং অপ্পতিবত্তিয়ং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুণা বা কেনচি বা লোকস্মিন্তি।"**

১৮। ইতিহ তেন খণেন তেন মুহুত্তেন; য়াব ব্রহ্মলোকা সদ্দো অব্ভুগগচ্ছি। অয়ঞ্চ দসসহস্সি **লোকধাতু** সংকম্পি, সম্পকম্পি, সম্পবেধি; অপ্পমাণো চ উল্হারো ওভাসো লোকে পাতুরহোসি; অতিক্কম্ম দেবানং দেবানুভাবন্তি। অথ খো ভগবা উদানং উদানেসি—"অঞ্ঞাসি বত ভো কোণ্ডঞ্ঞো, অঞ্ঞাসি বত ভো কোণ্ডঞ্ঞো'তি।" ইতি হিদং আয়স্মতো কোণ্ডঞ্ঞস্স **অঞ্ঞাকোণ্ডঞ্ঞোত্বেব** নামং অহোসি।

—:•:—

—আলবক সুত্তং-১৭—

১। এবং মে সুতং—একং সময়ং ভগবা আলবিয়ং বিহরতি আলবকস্স য়ক্খস্স ভবনে। অথ খো আলবকো য়ক্খো য়েন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং এতদবোচ—"নিকখম সমণা'তি 'সাধাবুসো'তি, ভগবা নিকখমি; 'পবিস সমণা'তি, সাধাবুসো'তি, ভগবা পাবিসি। ততিয়ম্পি খো আলবকো য়কখো ভগবন্তং এতদবোচ—'নিকখম সমণা'তি' ভগবা নিকখমি; পবিস সমণা'তি, 'সাধাবুসো'তি, ভগবা পাবিসি। চতুত্থম্পি খো আলবকো য়কখো ভগবন্তং এতদবোচ—'নিকখম সমণা'তি,। নখ্বা'হং আবুসো নিকখমিসসামি। য়ং তে করণীয়ং তং করোহী'তি। পঞ্হং তং সমণ পুচ্ছিস্সামি, সচে মে ন ব্যাকরিস্সসি চিত্তং বা তে খিপিস্সামি, হদয়ং বা তে ফালেস্সামি, পাদেসু বা গহেত্বা পারগঙ্গায়ং খিপিস্সামী'তি। নখ্বাহন্তং আবুসো পস্সামি সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে সস্সমণ ব্রাহ্মণিয়া পজায় সদেবমনুস্সায় য়ো মে চিত্তং বা খিপেয়্য, হদয়ং বা ফালেয়্য, পাদেসু বা গহেত্বা পারগঙ্গায়ং খিপেয়্য, অপিচ ত্বং আবুসো পুচ্ছ য়দাকঙ্খসী'তি। অথ খো আলবকো য়কখো ভগবন্তং গাথায় অজ্ঝভাসি—

২। কিংসূ'ধ বিত্তং পুরিসস্‌স সেট্‌ঠং ? কিংসু সুচিণ্ণং সুখমাবহাতি ?
কিংসু হবে সাদুতরং রসানং ? কথং জীবিং জীবিতমাহু সেট্‌ঠং'তি ?

৩। সদ্ধী'ধ বিত্তং পুরিসস্‌স সেট্‌ঠং, ধম্মো সুচিণ্ণো সুখমাবহাতি ;
সচ্চং হবে সাদুতরং রসানং, পঞ্ঞাজীবিং জীবিতমাহু সেট্‌ঠং'তি ?

৪। কথংসু তরতি ওঘং ? কথংসু তরতি অণ্ণবং ? কথংসু দুক্খং অচ্চেতি ?
কথংসু পরিসুজ্ঝতি ?

৫। সদ্ধায় তরতি ওঘং, অপ্পমাদেন অণ্ণবং, বীরিযেন দুক্খং অচ্চেতি,
পঞ্ঞায় পরিসুজ্ঝতি।

৬। কথংসু লভতে পঞ্ঞং ? কথংসু বিন্দতে ধনং ? কথংসু কিত্তিং পপ্পোতি ?
কথং মিত্তানি গন্থতি ? অস্মালোকা পরং লোকং, কথং পেচ্চ ন সোচতি ?

৭। সদ্দহানো অরহতং ধম্মং নিব্বানপত্তিয়া,
সুস্‌সূসা লভতে পঞ্ঞং অপ্পমত্তো বিচক্খণো।

৮। পতিরূপকারী ধুরবা উট্‌ঠাতা বিন্দতে ধনং,
সচ্চেন কিত্তিং পপ্পোতি দদং মিত্তানি গন্থতি।

৯। যস্‌সে'তে চতুরো ধম্মা সদ্ধস্‌স ঘরমেসিনো,
সচ্চং ধম্মো ধিতি চাগো সবে পেচ্চ ন সোচতি।
অস্মালোকা পরং লোকং সবে পেচ্চ ন সোচতি।

১০। ইঙ্ঘ অঞ্ঞেপি পুচ্ছস্‌সু পুথু সমণ ব্রাহ্মণে,
যদি সচ্চা দমা চাগা খন্ত্যা ভীয্যো ন বিজ্জতি।

১১। কথং নু'দানি পুচ্ছেয্যং পুথু সমণ ব্রাহ্মণে,
সো'হং অজ্জ পজানামি যো অত্থো সম্পরাযিকো।

১২। অত্থায বত মে বুদ্ধো বাসায়ালবিমাগমি,
সো'হং অজ্জ পজানামি যত্থ দিন্নং মহপ্ফলং।

১৩। সো'হং বিচরিস্‌সামি গামাগামং পুরাপুরং,
নমস্‌সমানো সম্বুদ্ধং ধম্মস্‌স চ সুধম্মতং'তি।

১৪। এবং বুত্তে আলবকো যক্‌খো ভগবন্তং এতদবোচ—অভিক্কন্তং ভো গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতমো! সেয্যথাপি ভো গোতমো! নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূলহস্‌স বা মগ্‌গং আচিক্‌খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য, চক্‌খুমন্তো রূপানি দক্‌খিন্তী'তি।

১৫। এবমেবং ভোতা গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো এসা'হং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ, উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু, অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতন্তি।

কসিভারদ্বাজ সুত্তং-১৮

১। এবং মে সুতং—একং সমযং ভগবা মগধেসু বিহরতি দক্খিণ-গিরিস্মিং একনালাযং ব্রাহ্মণগামে। তেন খো পন সমযেন কসিভারদ্বাজস্স ব্রাহ্মণস্স পঞ্চমত্তানি নঙ্গলসতানি পযুত্তানি হোন্তি বপ্পকালে। অথখো ভগবা পুব্বণ্হসমযং নিবাসেত্বা পত্তচীবরমাদায় যেন কসিভারদ্বাজসস ব্রাহ্মণস্স কম্মন্তো তেনুপসঙ্কমি। তেন খো পন সময়েন কসিভারদ্বাজো ব্রাহ্মণস্স পরিবেসনা বত্ততি। অথখো ভগবা যেন পরিবেসনা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। অদ্দসা খো কসিভারদ্বাজো/ব্রাহ্মণো ভগবন্তং পিণ্ডায ঠিতং, দিস্বান ভগবন্তং এতদবোচ—অহং খো সমণ! কসামি চ, বপামি চ, কসিত্বা চ বপিত্বা চ ভুঞ্জামি, ত্বম্পি সমণ! কসস্সু চ বপস্সু চ, কসিত্বা চ বপিত্বা চ ভুঞ্জসসু'তি। অহম্পি খো ব্রাহ্মণ! কসামি চ বপামি চ, কসিত্বা চ বপিত্বা চ ভুঞ্জামী'তি।

২। ন খো পন মযং পস্সাম ভোতা গোতমস্স যুগং বা নঙ্গলং বা ফালং বা পাচনং বা বলিবদ্দে বা, অথচ পন ভবং গোতমো এবমাহ—"অহম্পি খো ব্রাহ্মণ কসামি চ বপামি চ কসিত্বা চ বপিত্বাচ ভুঞ্জামীতি।'

অথখো কসিভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

৩। কস্সকো পটিজানাসি ন চ পস্সাম তে কসিং,
~~কসিং নো~~ কসিনো পুচ্ছিতো ব্রূহি যথা জানেমু তে কসিং।

৪। সদ্ধাবীজং তপো বুট্ঠি পঞ্ঞা মে যুগ নঙ্গলং,
হিরিঈসা, মনো যোত্তং সতি মে ফাল পাচনং।

৫। কাযগুত্তো বচীগুত্তো আহারে উদরে যতো,
সচ্চং করোমি নিদ্দানং সোরচ্চং মে পমোচনং।

৬। বীরিযং মে ধুরধোরযহং যোগক্খেমাধিবাহনং,
গচ্ছতি অনিবত্তন্তি যত্থ গন্ত্বা ন সোচতি।

৭। এবমেসা কসীকট্ঠা সা হোতি অমতপ্‌ফলা,
এতং কসিং কসিত্বান সব্বদুক্খা পমুচ্চতী'তি।

৮। অথখো কসীভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো মহতিযা কংসপাতিযা পাযাসং বড্‌ঢেত্বা ভগবতো উপনামেসি. ভুঞ্জতু ভবং গোতমো পাযাসং; কস্সকো ভবং গোতমো যংহি ভবং গোতমো অমতপফলং কসিং কসতী'তি।

৯। গাথাভিগীতং মে অভোজনীযাং, সম্পস্সতং ব্রাহ্মণ নেস ধম্মো,
গাথাভিগীতং পনুদন্তি বুদ্ধা, ধম্মে সতি ব্রাহ্মণ বুত্তিরেসা।

১০। অঞ্ঞেন চ কেবলীনং মহেসিং, খীণাসবং কুক্কুচ্চ বূপসন্তং,
অন্নেন পানেন উপট্ঠহস্সু, খেত্তং হি তং পুঞ্ঞপেক্খস্স হোতী'তি।

১১। অথ কস্স চা'হং ভো গোতম! ইমং পাযাসং দম্মীতি? ন খ্বাহন্তং ব্রাহ্মণ! পস্সামি সদেবকে লোকে সমারকে সব্রহ্মকে সস্সমণ ব্রাহ্মণিযা পজায সদেবমনুস্সায যসস সো পাযাসো ভুত্তো সম্মাপরিণামং গচ্ছেয্য, অঞ্ঞত্র তথাগতস্স বা তথাগতসাবকস্স বা। তেনহি ত্বং ব্রাহ্মণ! তং পাযসং অপ্পহরিতে বা ছড্ডেহি অপ্পাণকে বা উদকে ওপিলাপেহী'তি। অথখো কসিভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো তং পাযাসং অপ্পাণকে উদকে ওপিলাপেসি। অথখো সো পাযাসো উদকে পক্খিত্তো চিচ্চিটাযতি চিটিচিটাযতি সন্ধূপাযতি সম্পধূপাযতি; সেয্যথাপি নাম—ফালো দিবসসন্তত্তো উদকে পক্খিত্তো চিচ্চিটাযতি চিটিচিটাযতি সন্ধূপাযতি সম্পধূপাযতি। এবমেব সো পাযাসো উদকে পক্খিত্তো চিচ্চিটাযতি চিটিচিটাযতি সন্ধূপাযতি সম্পধূপাযতি। অথখো কসিভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো সংবিগগো লোমহট্ঠজাতো যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতো পাদেসু সিরসা নিপতিত্বা ভগবন্তং এতদবোচ—

১২। অভিক্কন্তং ভো গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতম! সেয্যথাপি ভো গোতম নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য মূল্‌হস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য, চক্খুমন্তো রূপানি দক্খিন্তী'তি। এবমেব ভোতা গোতমেন অনেক পরিযাযেন ধম্মো পকাসিতো এসাহং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি ধম্মঞ্চ ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ। লভেয্যামহং ভোতো গোতমস্স সন্তিকে পব্বজ্জং লভেয্যং উপসম্পদন্তি। অলত্থ খো কসীভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবতো সন্তিকে পব্বজ্জং অলত্থ উপসম্পদং। অচিরূপসম্পন্নো খো পনাযস্মা

ভারদ্বাজো একোবুপকট্ঠো অপ্পমত্তো আতাপী পহিতত্তো বিহরন্তো ন চিরস্সেব যস্সত্থায কুলপুত্তা সম্মদেব অগারস্মা অনাগারিযং পব্বজন্তি। তদনুত্তরং ব্রহ্মচরিয পরিযোসানং দিট্ঠেব ধম্মে সযং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা উপসম্পজ্জ বিহাসি। খীণাজাতি বুসিতং ব্রহ্মচরিযং কতং করণীয নাপরং ইত্থত্তাযা'তি অঞ্ঞাসি। অঞ্ঞতরো চ খো পনাযস্মা ভারদ্বাজো অরহতং অহোসি।

—:•:—

—পরাভব সুত্ত-১৯—

এবম্মে সুতং—একং সমযং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথ-পিণ্ডিকস্স আরামে। অথখো অঞ্ঞতরা দেবতা অভিক্কন্তায রত্তিযা অভিকন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা যেন ভগবা তেনুপসঙ্কমি, উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায অজ্ঝভাসি—

২। পরাভবন্তং পুরিসং মযং পুচ্ছাম গোতমং,
ভগবন্তং পুট্ঠমাগম্ম কিং পরাভবতো মুখং?

৩। সুবিজানো ভবং হোতি সুবিজানো পরাভবো,
ধম্মকামো ভবং হোতি ধম্মদেস্সী পরাভবো।

৪। ইতিহেতং বিজানাম পঠমো সো পরাভবো,
দুতিযং ভগবা ব্রূহি কিং পরাভবতো মুখং?

৫। অসন্তস্স পিযা হোন্তি সন্তে ন কুরুতে পিযং,
অসতং ধম্মং রোচেতি তং পরাভবতো মুখং।

৬। ইতিহেতং বিজানাম দুতিযো সো পরাভবো,
ততিযং ভগবা ব্রূহি কিং পরাভবতো মুখং?

৭। নিদ্দাসীলী সভাসীলী অনুট্ঠাতা চ যো নরো,
অলসো কোধপঞ্ঞানো তং পরাভবতো মুখং।

৮। ইতিহেতং বিজানাম ততিযো সো পরাভবো,
চতুত্থং ভগবা ব্রূহি কিং পরাভবতো মুখং?

৯। যো মাতরং বা পিতরং বা জিণ্ণকং গতযোব্বনং,
পহুসন্তো ন ভরতি তং পরাভবতো মুখং।
১০। ইতিহেতং বিজানাম চতুত্থো সো পরাভবো,
পঞ্চমং ভগবা ব্রূহি কিং পরাভবতো মুখং?
১১। যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা অঞ্‌ঞং বা'পি বণিব্বকং,
মুসাবাদেন বঞ্চেতি তং পরাভবতো মুখং।
১২। ইতিহেতং বিজানাম পঞ্চমো সো পরাভবো,
ছট্‌ঠমং ভগবা ব্রূহি কিং পরাভবতো মুখং?
১৩। পহূতবিত্তো পুরিসো সহিরঞ্‌ঞো সভোজনো,
একো ভুঞ্জতি সাদূনি তং পরাভবতো মুখং।
১৪। ইতিহেতং বিজানাম ছট্‌ঠমো সো পরাভবো,
সত্তমং ভগবা ব্রূহি কিং পরাভবতো মুখং?
১৫। জাতিত্থদ্ধো ধনত্থদ্ধো গোত্তত্থদ্ধো চ যো নরো,
সঞাতিং অতিমঞ্‌ঞেতি তং পরাভবতো মুখং।
১৬। ইতিহেতং বিজানাম সত্তমো সো পরাভবো,
অট্‌ঠমং ভগবা ব্রূহি কিং পরাভবতো মুখং?
১৭। ইত্থীধুত্তো সুরাধুত্তো অক্খধুত্তো চ যো নরো,
লদ্ধং লদ্ধং বিনাসেতি তং পরাভবতো মুখং।
১৮। ইতিহেতং বিজানাম অট্‌ঠমো সো পরাভবো,
নবমং ভগবা ব্রূহি কিং পরাভবতো মুখং?
১৯। সেহি দারেহি'হি সন্তুট্‌ঠো বেসিয়াসু পদুস্সতি,
পদুস্সতি পরদারেসু তং পরাভবতো মুখং।
২০। ইতিহেতং বিজানাম নবমো সো পরাভবো,
দসমং ভগবা ব্রূহি কিং পরাভবতো মুখং?
২১। অতীত যোব্বনো পোসো আনেতি তিম্বরুত্থনিং,
তস্সা ইস্সা ন সুপতি তং পরাভবতো মুখং।
২২। ইতিহেতং বিজানাম দসমো সো পরাভবো,
একাদসমং ভগবা ব্রূহি কিং পরাভবতো মুখং?
২৩। ইত্থী সোণ্ডিং বিকিরণিং পুরিসং বা'পি তাদিসং,
ইস্সরিয়স্মিং ঠপাপেতি তং পরাভবতো মুখং।

২৪। ইতিহেতং বিজানাম একাদসমো সো পরাভবো,
দ্বাদসমং ভগবা ব্রূহি কিং পরাভবতো মুখং ?
২৫। অপ্পভোগো মহাতণ্‌হো খত্তিযে জাযতে কুলে,
সো চ রজ্জং পত্থযতি তং পরাভবতো মুখং।
২৬। এতে পরাভবে লোকে পণ্ডিতো সমবেক্‌খিয,
অরিযদস্‌সনসম্পন্নো স লোকং ভজতে সিবং।

—বসল-সুত্ত-২০—

১। এবং মে সুতং—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথ পিণ্ডিকস্‌স আরামে। অথখো ভগবা পুব্বণ্‌হ সমযং নিবাসেত্বা পত্ত-চীবরমাদায সাবত্থিযং পিণ্ডায পাবিসি। তেন খো পন সমযেন অগ্‌গিক-ভারদ্বাজস্‌স ব্রাহ্মণস্‌স নিবেসনে অগ্‌গিপজ্জলিতো হোতি আহুতি পগ্‌গহিতা। অথখো ভগবা সাবত্থিযং সপদানং পিণ্ডায চরমানো যেন অগ্‌গিকভারদ্বাজস্‌স ব্রাহ্মণস্‌স নিবেসনং তেনুপসঙ্কমি। অদ্দসা খো অগ্‌গিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং দূরতো'ব আগচ্ছন্তং দিস্বান ভগবন্তং এতদবোচ—"তত্রে'ব মুণ্ডক! তত্রেব সমণক! তত্রেব বসলক! তিট্‌ঠহী'তি।" এবং বুত্তে ভগবা অগগিক ভারদ্বাজং ব্রাহ্মণং এতদবোচ "জানাসি পন ত্বং ব্রাহ্মণ বসলং বা বসলকরণে বা ধম্মেতি?" নখ্বাহং ভো গোতম! জানামি বসলং বা বসলকরণে বা ধম্মেতি?" (~~নখ্বাহং ভো গোতমো! জানামি বসলং বা বসলকরণে বা ধম্মেতি?~~) সাধু মে ভবং গোতমো তথা ধম্মং দেসেতু যথাহং জানেয্যং বসলং বা বসলকরণে বা ধম্মেতি। তেনহি ব্রাহ্মণ! সুণাহি সাধুকং মনসি করোহি ভাসিস্‌সামী'তি। এবন্তোতি খো অগগিকভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবতো পচ্চস্‌সোসি ভগবা এতদবোচ—

২। কোধনো উপনাহী চ পাপমক্‌খি চ যো নরো,
বিপন্নদিট্‌ঠি মায়াবী—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।
৩। একজং বা দ্বিজং বাপি—যোধ পনানি হিংসতি
যস্‌স পানে দযা নত্থি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৪। যো হন্তি পরিরুন্ধতি গামানি নিগমানি চ,
নিগ্গাহকো সমঞ্ঞাতো তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৫। গামে বা যদি বা রঞ্ঞে যং পরেসং মমায়িতং,
থেয্যা অদিন্নং আদিযতি তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৬। যো হবে ইণমাদায়—চুজ্জমানো পলাযতি,
ন হি তে ইণমত্থীতি তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৭। যো বে কিঞ্চিক্খকম্যতা পন্থস্মিং বজতং জনং,
হন্ত্বা কিঞ্চিক্খমাদেতি তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৮। অত্তহেতু পরহেতু—ধন হেতু চ যো নরো,
সক্খিপুট্ঠো মুসা ব্রূতি তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

৯। যো ঞাতীনং বা—সখানং বা দারেসু পতিদিস্সতি,
সহসা সম্পিযাযতি তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১০। যো মাতরং বা পিতরং বা জিণ্ণকং গত যোব্বনং,
পহুসন্তো ন ভরতি তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১১। যো মাতরং বা পিতরং বা—ভাতরং ভগিনিং সসুং,
হন্তি রোসেতি বাচায—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১২। যো অত্থং পুচ্ছিতো সন্তো—অনত্থমনুসাসতি,
পটিচ্ছন্নেন মন্তেতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৩। যো কত্বা পাপকং কম্মং—মা মং জঞ্ঞাতি ইচ্ছতি,
যো পটিচ্ছন্নকম্মন্তো—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৪। যো বে পরকুলং গন্ত্বা—ভুত্বান সুচি ভোজনং,
আগতং ন পটিপূজেতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৫। যো ব্রাহ্মণং বা সমনং বা অঞ্ঞং বাপি বণিব্বকং,
মুসাবাদেন বঞ্চেতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৬। যো ব্রাহ্মণং বা সমণং বা—ভত্তকালে উপট্ঠিতে,
রোসেতি বাচা ন চ দেতি—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৭। অসতং যোধ পব্রূতি—মোহেন পলিগুণ্ঠিতো,
কিঞ্চিক্খং নিজিগীসানো—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৮। যোচত্তানং সমুক্কংসে—পরঞ্চমবজানতি,
নিহীনো সেন মানেন—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

১৯। রোসকো কদরিয়ো চ পাপিচ্ছো—মচ্ছরি সঠো,
অহিরিকো অনোত্তাপী—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

২০। যো বুদ্ধং পরিভাসতি—অথবা তস্স সাবকং,
পরিব্বাজং গহট্ঠং বা—তং জঞ্ঞা বসলো ইতি।

২১। যো হবে অনরহা সন্তো—অরহং পটিজানাতি,
চোরো সব্রহ্মকে লোকে—এস খো বসলাধমো।

২২। ন জচ্চা বসলো হোতি—ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
কম্মুনা বসলো হোতি—কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো।

২৩। তদমিনা বিজানাথ—যথা মেদং নিদস্সনং
চণ্ডালপুত্তো সোপাকো—মাতঙ্গো ইতি বিস্সুতো।

২৪। সো যসং পরমং পত্তো—মাতঙ্গো যং সুদুল্লভং,
অগচ্ছুং তস্সুপট্ঠানং—খত্তিয়া ব্রাহ্মণা বহু।

২৫। সো দেবয়ানমারুয্হ—বিরজং সো মহাপথং,
কামরাগং বিরাজেত্বা—ব্রহ্মলোকূপগো অহু

২৬। নতং জাতি নিবারেসি—ব্রহ্মলোকুপপত্তিয়া,
অজ্ঝায়কা কুলেজাতা—ব্রাহ্মণ মন্তবন্ধুনো।

২৭। তে চ পাপেসু কম্মেসু—অভিণহমুপদিস্সরে,
দিট্ঠেবধম্মে গারয়্হা—সম্পরায়ে চ দুগ্গতিং;
ন তে জাতি নিবারেতি—দুগ্গচ্চা গরহায় বা।

২৮। ন জচ্চা বসলো হোতি—ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো,
কম্মুনা বসলো হোতি—কম্মুনা হোতি ব্রাহ্মণো।

২৯। এবং বুত্তে আগ্গিক ভারদ্বাজো ব্রাহ্মণো ভগবন্তং এতদবোচ—"অভিক্কন্তং ভো গোতম! অভিক্কন্তং ভো গোতম! সেয্যথাপি ভো গোতম! নিক্কুজ্জিতং বা উক্কুজ্জেয্য, পটিচ্ছন্নং বা বিবরেয্য, মূল্হস্স বা মগ্গং আচিক্খেয্য, অন্ধকারে বা তেলপজ্জোতং ধারেয্য চক্খুমন্তো রূপানি দক্খিন্তীতি। এবমেবং ভোতা গোতমেন অনেক পরিয়াযেন ধম্মো পকাসিতো. এসাহং ভগবন্তং গোতমং সরণং গচ্ছামি, ধম্মঞ্চ ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ, উপাসকং মং ভবং গোতমো ধারেতু অজ্জতগ্গে পাণুপেতং সরণং গতং।

—সচ্চবিভঙ্গ সুত্ত—২১

১। এবং মে সুতং—একং সময়ং ভগবা বারাণসিযং বিহরতি ইসিপতনে মিগদাযে। তত্রখো ভগবা ভিকখূ আমন্তেসি ভিক্খবো'তি, ভদন্তে'তি তে ভিকখূ ভগবতো পচ্চস্সোসুং ভগবা এতদবোচ—তথাগতেন ভিক্খবে অরহতা সম্মাসম্বুদ্ধেন বারাণসিয়ং ইসিপতনে মিগদাযে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং অপ্পতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুণা বা কেনচি বা লোকস্মিং, যদিদং চতুন্নং অরিযসচ্চানং আচিক্খনা দেসনা পঞ্ঞাপনা পট্ঠপনা বিবরণা বিভজনা উত্তানি কম্মং। কতমেসং চতুন্নং? দুক্খস্স অরিযসচ্চস্স আচিক্খনা-পে-দুক্খ সমুদযস্স অরিযসচ্চস্স আচিক্খণা-পে-দুক্খনিরোধস্স অরিযসচ্চস্স আচিক্খনা-পে-দুক্খনিরোধ গামিনী পটিপদা অরিযসচ্চস্স আচিক্খণা-পে-তথাগতেন ভিক্খবে অরহতা সম্মাসম্বুদ্ধেন বারাণসিযং ইসিপতনে মিগদাযে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং অপ্পতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুণা বা কেনচি বা লোকস্মিং, যদিদং ইমেসং চতুন্নং অরিযসচ্চানং আচিক্খনা-পে—।

২। সেবেথ ভিক্খবে সারিপুত্তমোগ্গল্লানে, ভজেথ ভিক্খবে সারিপুত্তমোগ্গল্লানে, পণ্ডিতা ভিক্খুনং অনুগ্গহকা ব্রহ্মচারীনং। সেয্যথাপি-ভিক্খবে! জনেত্তি এবং সারিপুত্তো, সেয্যথাপি জাতস্স আপাদেতা এবং মোগ্গল্লানো, সারিপুত্তো ভিক্খবে সোতাপত্তিফলে বিনেতি, মোগ্গল্লানো উত্তমত্থে বিনেতি, সারিপুত্তো ভিক্খবে পহোতি চত্তারি অরিযসচ্চানি বিত্থারেন আচিক্খিতুং দেসেতুং পঞ্ঞাপেতুং পট্ঠপেতুং বিবরিতুং বিভজিতুং উত্তানি কাতুন্তি। ইদমবোচ ভগবা ইদং বত্বা সুগতো উট্ঠাযাসনা বিহারং পাবিসি।

৩। তত্র খো আযস্মা সারিপুত্তো অচিরপকন্তস্স ভগবতো ভিকখূ আমন্তেসি আবুসো ভিক্খবো'তি। আবুসো'তি তে ভিক্খু আয়স্মতো সারিপুত্তস্স পচ্চস্সোসুং আযস্মা সারীপুত্তো এতদবোচ—তথাগতেন আবুসো অরহতা সম্মাসম্বুদ্ধেন বারাণসিযং ইসিপতনে মিগদাযে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিতং অপ্পতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুণা বা কেনচি বা লোকস্মিং যদিদং চতুন্নং অরিযসচ্চানং আচিক্খনা-পে-কতমেসং চতুন্নং? দুক্খস্স অরিযসচ্চস্স আচিক্খনা-পে-দুক্খসমুদযস্স অরিযসচ্চস্স আচিক্খনা-পে-দুক্খনিরোধস্স অরিযসচ্চস্স আচিক্খনা-পে-দুকখনিরোধগামিনী পটিপদা অরিযসচ্চস্স আচিকখনা-পে—

৪। কতমঞ্চাবুসো **দুক্খং** অরিযসচ্চং? জাতিপি দুক্খা জরাপি দুক্খা মরণম্পি দুক্খং সোকপরিদেব দুক্খদোমনস্সুপাযাসাপি দুক্খা যম্পিচ্ছং নলভতি তম্পি দুক্খং সঙ্খিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা দুক্খা।

৫। কতমা চাবুসো **জাতি**? যা তেসং তেসং সত্তানং তম্হি তম্হি সত্তনিকাযে জাতি সঞ্জাতি ওক্কন্তি অভিনিব্বত্তি খন্ধানং পাতুভাবো আযতনানং পটিলাভো অযং বুচ্চাতাবুসো জাতি।

৬। কতমা চাবুসো **জরা**? যা তেসং তেসং সত্তানং তম্হি তম্হি সত্তনিকাযে জরা জীরণতা খণ্ডিচ্চং পালিচ্চং বলিত্তচতা আযুনো সংহানি ইন্দ্রিযানং পরিপাকো অযং বুচ্চাতাবুসো জরা।

৭। কতমঞ্চাবুসো **মরণং**? যা তেসং তেসং সত্তানং তম্হা তম্হা সত্তনিকাযা চুতি চবনতা ভেদো অন্তরধানং মচ্চু মরণং কলাকিরিযা খন্ধানং ভেদো কলেবরস্স নিক্খেপো ইদং বুচ্চাতাবুসো মরণং।

৮। কতমা চাবুসো **সোকো**? যো খো আবুসো অঞ্ঞতরঞ্ঞতরেন ব্যসনেন সমন্নাগতস্স অঞ্ঞতরঞ্ঞতরেন দুক্খধম্মেন ফুট্ঠস্স সোকো সোচনা সোচিতত্তং অন্তোসোকো অন্তোপরিসোকো অযং বুচ্চাতাবুসো সোকো।

৯। কতমা চাবুসো **পরিদেবো**? যো খো আবুসো অঞ্ঞতরঞ্ঞতরেন ব্যসনেন সমন্নাগতস্স অঞ্ঞতরঞ্ঞতরেন দুক্খধম্মেন ফুট্ঠস্স আদেবো পরিদেবো আদেবনা পরিদেবনা আদেবিতত্তং পরিদেবিতত্তং অযং বুচ্চাতাবুসো পরিদেবো।

১০। কতামঞ্চাবুসো **দুক্খং**? যং খো আবুসো কাযিকং দুক্খং কাযিকং অসাতং কাযসম্ফস্সজং দুক্খং অসাতং বেদযিতং ইদং বুচ্চাতাবুসো দুক্খং।

১১। কতমঞ্চাবুসো **দোমনস্সং**? যং খো আবুসো চেতসিকং দুক্খং চেতসিকং অসাতং মনোসম্ফস্সজং দুক্খং অসাতং বেদযিতং ইদং বুচ্চাতাবুসো দোমনস্সং।

১২। কতমো চাবুসো **উপাযাসো**? যো খো আবুসো অঞ্ঞতরঞ্ঞতরেন ব্যসনেন সমন্নাগতস্স অঞ্ঞতরঞ্ঞতরেন দুক্খধম্মেন ফুট্ঠস্স আযাসো উপাযাসো আযাসিতত্তং উপাযাসিতত্তং অযং বুচ্চাতাবুসো উপাযাসো।

১৩। কতমঞ্চাবুসো **যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং**? জাতিধম্মানং আবুসো সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, অহো বত মযং ন জাতি ধম্মা অস্সাম, ন চ বত নো জাতি আগচ্ছেয্যাতি। ন খো পনেতং ইচ্ছায পত্তব্বং, ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

জরা ধম্মানং আবুসো সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, "অহো বত মযং ন জরাধম্মা অস্সাম, ন চ বত নো জরা আগচ্ছেয্যা'তি। ন খো পনেতং ইচ্ছায পত্তব্বং, ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

ব্যাধিধম্মানং আবুসো সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, অহো বত মযং ন ব্যাধিধম্মা অস্সাম ন চ নো ব্যাধি আগচ্ছেয্যাতি। ন খো পনেতং ইচ্ছায পত্তব্বং, ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

মরণ ধম্মানং আবুসো সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি অহো বত মযং ন মরণধম্মা অস্সাম ন চ বত নো মরণং আগচ্ছেয্যা'তি। ন খো পনেতং ইচ্ছায় পত্তব্বং, ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

সোকপরিদেব দুক্খদোমনস্সুপাযাসধম্মানং আবুসো সত্তানং এবং ইচ্ছা উপ্পজ্জতি, অহো বত মযং ন সোকপরিদেব দুক্খদোমনস্সুপাযাসা ধম্মা অস্সাম ন চ বত নো সোকপরিদেব দুক্খদোমনস্সুপাযাসা আগচ্ছেয্যুন্তি। ন খো পনেতং ইচ্ছায পত্তব্বং ইদম্পি যম্পিচ্ছং ন লভতি তম্পি দুক্খং।

১৪। কতমা চাবুসো সঙ্খিত্তেন পঞ্চু পাদানক্খন্ধা দুক্খা? সেয্যথীদং—রূপূপাদানক্খন্ধো, বেদনূপাদানকখন্ধো, সঞ্ঞুপাদানকখন্ধো, সঙ্খারুপাদক্খন্ধো, বিঞ্ঞাণুপাদানকখন্ধো, ইমে বুচ্চতাবুসো সঙ্খিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা দুক্খা, ইদং বুচ্চতাবুসো দুক্খং অরিযসচ্চং।

১৫। কতমঞ্চাবুসো দুক্খসমুদযং অরিযসচ্চং? যা'যং তণ্হা পোনোব্ভবিকা নন্দিরাগ সহগতা তত্র তত্রাভিনন্দিনী সেয্যথীদং—কামতণ্হা ভবতণ্হা বিভবতণ্হা, ইদং বুচ্চতাবুসো দুক্খসমুদযং অরিযসচ্চং।

১৬। কতমঞ্চাবুসো দুক্খনিরোধ অরিযসচ্চং? যো তস্সাযেব তণ্হায অসেস বিরাগ নিরোধো চাগো পটিনিস্সগ্গো মুত্তি অনালযো, ইদং বুচ্চতাবুসো দুক্খনিরোধং অরিযসচ্চং।

১৭। কতমঞ্চাবুসো দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিযসচ্চং? অযমেব অরিযো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো। সেয্যথীদং—সম্মাদিট্ঠি, সম্মাসঙ্কপ্পো, সম্মাবাচা, সম্মাকম্মন্তো, সম্মাআজীবো, সম্মাবাযামো, সম্মাসতি, সম্মাসমাধি।

১৮। কতমা চাবুসো সম্মাদিট্ঠি? যং খো আবুসো দুক্খে ঞাণং, দুক্খসমুদযে ঞাণং, দুক্খনিরোধে ঞাণং, দুক্খনিরোধগামিনা পটিপাদায ঞাণং, অযং বুচ্চতাবুসো সম্মাদিট্ঠি।

১৯। কতমা চাবুসো সম্মাসঙ্কপ্পো? নেক্খম্মসঙ্কপ্পো, অব্যাপাদসঙ্কপ্পো, অবিহিংসাসঙ্কপ্পো, অযং বুচ্চতাবুসো সম্মাসঙ্কপ্পো।

২০। কতমা চাবুসো সম্মাবাচা? মুসাবাদা বেরমণী, পিসুনবাচা বেরমণী, ফরুসবাচা বেরমণী, সম্ফপ্পলাপা বেরমণী, অযং বুচ্চতাবুসো সম্মাবাচা।

২১। কতমা চাবুসো সম্মা কম্মন্তো? পাণাতিপাতা বেরমণী, অদিন্নাদানা বেরমণী, কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণী, অযং বুচ্চতাবুসো সম্মাকম্মন্তো।

২২। কতমা চাবুসো সম্মাআজীবো? ইধাবুসো অরিযসাবকো মিচ্ছাআজীবং পহায সম্মাআজীবেন জীবিকং কপ্পেতি, অযং বুচ্চতাবুসো সম্মাআজীবো।

২৩। কতমা চাবুসো সম্মাবাযামো? ইধাবুসো ভিক্খু অনুপ্পন্নানং পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং অনুপ্পাদায-ছন্দং জনেতি, বাযমতি, বীরিযং আরভতি, চিত্তং পগ্গণ্হাতি পদহতি, উপ্পন্নানং পাপকানং অকুসলানং ধম্মানং পহানায ছন্দং জনেতি, বাযমতি, বীরিযং আরভতি, চিত্তং পগ্গণ্হতি পদহতি, অনুপ্পন্নানং কুসলানং ধম্মানং উপ্পাদায ছন্দং জনেতি, বাযমতি, বীরিযং আরভতি, চিত্তং পগ্গণ্হতি পদহতি; উপ্পন্নানং কুসলানং ধম্মানং ঠিতিযা, অসম্মোসায, ভিয্যোভাবায, বেপুল্লায, ভাবনায পারিপূরিযা, ছন্দং জনেতি, বাযমতি, বিরিযং আরভতি, চিত্তং পগ্গণ্হতি পদহতি, অযং বুচ্চতাবুসো সম্মাবাযামো।

২৪। কতমাচাবুসো সম্মাসতি? ইধাবুসো ভিক্খু কাযে কাযানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝা দোমনস্সং, বেদনানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝা দোমনস্সং। চিত্তে চিত্তানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝা দোমনস্সং। ধম্মেসু ধম্মানুপস্সী বিহরতি আতাপী সম্পজানো সতিমা বিনেয্য লোকে অভিজ্ঝা দোমনস্সং, অযং বুচ্চতাবুসো সম্মাসতি।

২৫। কতমা চাবুসো সম্মাসমাধি? ইধাবুসো ভিক্খু বিবেচ্চেব কামেহি বিবিচ্চ অকুসলেহি ধম্মেহি সবিতক্কং সবিচারং বিবেকজং পীতিসুখং পঠমজ্ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি, বিতক্কবিচারানং বূপসমা অজ্ঝত্তং সম্পসাদনং চেতসো একোদিভাবং অবিতক্কং অবিচারং সমাধিজং পীতিসুখং দুতিযজ্ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি, পীতিযা চ বিরাগা উপেক্খকো চ বিহরতি, সতো চ সম্পজানো সুখং চ কাযেন পটিসংবেদেতি, যত্তং অরিযা আচিক্খন্তি উপেক্খকো সতিমা সুখবিহারীতি, ততিযজ্ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি। সুখস্স চ পহানা দুক্খস্স

চ পহানা পুব্বেব সোমনস্স দোমনস্সানং অত্থঙ্গমা অদুক্খং অসুখং উপেক্খা সতি পরিসুদ্ধিং চতুত্থজ্ঝানং উপসম্পজ্জ বিহরতি, অযং বুচ্চাতাবুসো সম্মাসমাধি। ইদং বুচ্চাতাবুসো দুক্খনিরোধগামিনী পটিপদা অরিযসচ্চং।

২৬। তথাগতেন আবুসো অরহতা সম্মাসম্বুদ্ধেন বারাণসিযং ইসিপতনে মিগদাযে অনুত্তরং ধম্মচক্কং পবত্তিত্তং, অপ্পতিবত্তিযং সমণেন বা ব্রাহ্মণেন বা দেবেন বা মারেন বা ব্রহ্মুনা বা কেনচি বা লোকস্মিং যদিদং ইমেসং চতুন্নং অরিযসচ্চানং আচিক্খণা দেসনা পঞ্ঞাপনা পট্ঠপনা বিবরণা বিভজনা উত্তানি কম্মন্তি। ইদমবোচাযস্মা সারিপুত্তো অত্তমনা তে ভিক্খু আযস্মতো সারিপুত্তস্স ভাসিতং অভিনন্দুং।

—আটানাটিয সুত্তং-২২—

অপ্পসন্নেহি নাথস্স, সাসনে সাধুসম্মতে,
অমনুস্সেহি চণ্ডেহি, সদা কিব্বিসকারীহি।
পরিসানং চতস্সন্নং, অহিংসায চ গুত্তিযা,
যং দেসেসি মহাবীরো, পরিত্তং তং ভণাম হে।

বিপস্সিস্স নমত্থু চক্খুমন্তস্স সিরীমতো, সিখিস্সপি নমত্থু সব্বভূতানুকম্পিনো।
বেস্সভুস্স নমত্থু ন্হাতকস্স তপস্সিনো, নমত্থু ককুসন্ধস্স মারসেনপ্পমদ্দিনো।
কোণাগমনস্স নমত্থু ব্রাহ্মণস্স বুসীমতো, কস্সপস্স নমত্থু বিপ্পমুত্তস্স সব্বধি।
অঙ্গীরসস্স নমত্থু সক্যপুত্তস্স সিরীমতো, যো ইমং ধম্মং দেসেসি সব্বদুক্খা পনূদনং।
যে চাপি নিব্বুতা লোকে যথাভূতং বিপস্সিসুং, তে জনা অপি সুণাথ মহন্তা বীতসারদা।
হিতং দেবমনুস্সানং যং নমস্সন্তি গোতমং, বিজ্জাচরণসম্পন্নং মহন্তং বীতসারদং।
এতে চ'ঞ্ঞে চ সম্বুদ্ধা অনেক সতকোটিযো, সব্বেবুদ্ধা সমসমা সব্বে বুদ্ধা মহিদ্ধিকা।
সব্বে দসবলূপেতা বেসারজ্জেহি উপাগতা, সব্বে তে পটিজানন্তি আসভট্ঠানমুত্তমং।
সীহনাদং নাদন্তে তে পরিসাসু বিসারদা, ব্রহ্মচক্কং পবত্তেন্তি লোকে অপ্পটিবত্তিযং।

উপেতা বুদ্ধধম্মেহি অট্ঠারসহি নাযকা, বত্তিংসলকৃখণূপেতা সীত্যানুব্যঞ্জন-ধরা।
ব্যামপ্পভায সুপ্পভা সব্বে তে মুনিকুঞ্জরা, বুদ্ধা সব্বঞ্ঞুনো, এতে সব্বে খীণাসবা জিনা।
মহাপ্পভা মহাতেজা মহাপঞ্ঞা মহাব্বলা, মহাকারুণিকা ধীরো সব্বেসানং সুখাবহা।
দীপা নাথা পতিট্ঠা চ তাণা লেণা চ পাণীনং, গতি বন্ধু মহস্সাসা সরণা চ হিতেসিনো।
সদেবকস্স লোকস্স সব্বে এতে পরাযণা, তেসাহং সিরসা পাদে বন্দামি পুরিসুত্তমে।
বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে, সযনে আসনে ঠানে গমনে চাপি সব্বদা।
সদা সুখেন রক্খন্তু বুদ্ধা সন্তিকরা তুবং, তেহি তং রক্খিতো সন্তো মুত্তো সব্বভযেহি চ।
সব্বরোগ বিনিম্মুত্তো সব্বসন্তাপ বজ্জিতো, সব্ববের মতিক্কন্তো নিব্বুতো চ তুবং ভব।
তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তি মেত্তবলেন চ, তেপি তুম্হে অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।

পুরত্থিমস্মিং দিসাভাগে সন্তিভূতা মহিদ্ধিকা,
তেপি তুম্হে অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
দক্খিণস্মিং দিসাভাগে সন্তিদেবা মহিদ্ধিকা,
তেপি তুম্হে অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
পচ্ছিমস্মিং দিসাভাগে সন্তিনাগা মহিদ্ধিকা,
তেপি তুম্হে অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
উত্তরস্মিং দিসাভাগে সন্তি যক্খা মহিদ্ধিকা,
তেপি তুম্হে অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
পুরত্থিমেন ধতরট্ঠো দক্খিণেন বিরূল্হকো,
পচ্ছিমেন বিরূপক্খো কুবেরো উত্তরং দিসং।
চত্তারো তে মহারাজা লোকপালা যসস্সিনো,
তেপি তুম্হে অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা দেব-নাগা মহিদ্ধিকা,
তেপি তুম্হে অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
ইদ্ধিমন্তো চ যে দেবা বসন্তা ইধ সাসনে,
তেপি তুম্হে অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চ।
সব্বীতিযো বিবজ্জন্তু সোকো রোগো বিনস্সতু,
মা তে ভবত্বন্তরাযো সুখী দীঘাযুকো ভব।
অভিবাদনসীলিস্স নিচ্চং বুড্ঢাপচাযিনো,
চত্তারো ধম্মা বড্ঢন্তি আযু বণ্ণো সুখং বলন্তি।

—:০:—

—অঙ্গুলিমাল পরিত্তং-২৩—

পরিত্তং যং ভণন্তস্‌স নিসিন্নট্‌ঠানধোবনং,
উদকম্পি বিনাসেতি সব্বমেব পরিস্‌সযং।
সোত্থিনা গব্ভবুট্‌ঠানং, যঞ্চ সাধেতি তং খণে।
থেরস্‌স অঙ্গুলিমালস্‌স লোকনাথেন ভাসিতং,
কপ্পট্‌ঠাযিং মহাতেজং পরিত্তং তং ভণাম হে।

যতো হং ভগিনি অরিযায জাতিযা জাতো,
নাভি জানামি সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেতা;
এতেন সচ্চবজ্জেন সোত্থিতে হোতু গব্ভস্‌স। ৩।

—সীবলী পরিত্তং-২৪—

পূরেন্তং পারমী সব্বা সব্বে পচ্চেক নাযকা,
সীবলী গুণতেজেন পরিত্তং তং ভণাম হে।

ন জালিতীতি জালিতাবী আ ঈ উ আম ইস্বাহা বুদ্ধসালি বুদ্ধ সত্যম্‌।

১। পদুমুত্তরো নাম জিনো সব্বধম্মেসু চক্খুমা,
ইতো সতসহস্‌সম্হি কপ্পে উপ্পজ্জি নাযকো।

২। সীবলী চ মহাথেরো সো'রহো পচ্চযাদিনং,
পিযো দেবমনুস্‌সানং পিযো ব্রাহ্মণমুত্তমং;
পিযো নাগ সুপণ্ণানং পীণিন্দ্রিযং নমাম্যহং।

৩। **নাসং সীমো চ মোসীসং নাহজালীতি সংজলিং,**
সদেব-মনুস্‌স পূজিতং সব্বলাভা ভবন্তু মে।

৪। সত্তাহং দ্বারমূলহোহং মহাদুক্খং সমপ্পিতো,
মাতা মে ছন্দ দানেন এবমাসি সুদুক্খিতা।

৫। কেসেসু ছিজ্জমানেসু অরহত্তমপাপুণিং,
দেব-নাগ-মনুস্সা চ পস্সযানুপনেন্তি মে।

৬। পদুমুত্তর নামঞ্চ বিপস্সিং চ বিনাযকং,
সংপূজযিং পমুদিতো পচ্চযেহি বিসেসতো।

৭। ততো তেসং বিসেসেন কম্মানং বিপুলুত্তমং,
লাভং লভামি সব্বত্থ বনে গামে জলে থলে।

৮। তদা দেবো পণীতেহি, মমথায় মহামতি,
পচ্চযেহি মহাবীরো, সসংঘো লোকনাযকো।

৯। উপট্ঠিতো মহাবুদ্ধো গন্ত্বা রেবতমদ্দস,
ততো জেতবনং গন্ত্বা এতদগ্গে ঠপেসি মং।

১০। রেবতং দস্সনত্থায যদা যাতি বিনাযকে,
তিংস ভিক্খু সহস্সেহি, সহ লোকগ্গ নাযকো।

১১। লাভীনং সীবলী অগ্গো, মম সিস্সেসু ভিক্খবো,
সব্বলোকহিতো সত্থা কিত্তযী পরিসাসু মং।

১২। কিলেসা ঝাপিতা ময্হং ভবা সব্বে সমূহতা,
নাগো'ব বন্ধনং ছেত্বা, বিহরামি অনাসবো।

১৩। সাগতং বত মে আসি বুদ্ধসেট্ঠস্স সন্তিকং,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তো কতং বুদ্ধস্স সাসনং।

১৪। পটিসম্ভিদা চতস্সো চ বিমোক্খাপি চ অট্ঠিমে,
ছলভিঞ্ঞা সচ্ছিকতা, কতং বুদ্ধস্স সাসনং।

১৫। বুদ্ধপুত্তো মহাথেরো সীবলী জিনসাবকো,
উগ্গতেজো মহাবীরো তেজসা জিনসাসনং।

১৬। রক্খন্তা সীলতেজেন ধনবন্তো যসস্সিনো,
এবং তেজানুভাবেন সদা রক্খন্তু সীবলী।

১৭। কপ্পট্ঠাযীতি বুদ্ধস্স বোধিমূলে নিসীদযী,
মারসেনপ্পমদ্দন্তো, সদা রক্খন্তু সীবলী।

১৮। দসপারমিতপ্পত্তো পব্বজী জিনসাসনে,
গোতমং সাক্যপুত্তোসি থেরেন মম সীবলী।

১৯। মহাসাবকা অসীতীসু পুণ্ণথেরো যসস্‌সিনো,
ভবভোগে অগ্‌গলাভীসু উত্তমঙ্গেন সীবলী।

২০। এবং অচিন্তিযা বুদ্ধা বুদ্ধধম্মা অচিন্তিযা,
অচিন্তিযেসু পসন্নানং বিপাকো হোতি অচিন্তিযো।

২১। তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তিমেত্তবলেন চ,
তেপি মং অনুরক্‌খন্তু সব্বদুক্‌খ বিনাসনং।

২২। তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তিমেত্তবলেন চ,
তেপি মং অনুরক্‌খন্তু সব্বভয বিনাসনং।

২৩। তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তিমেত্ত বলেন চ,
তেপি মং অনুরক্‌খন্তু সব্বরোগ বিনাসনং।

—:•:—

—জযমঙ্গলট্‌ঠ গাথা-২৫—

১। বাহুং সহস্‌সমভিনিম্মিত সাবুধন্তং, গিরিমেখলং উদিত ঘোর-সসেন-মারং।
দানাদিধম্মবিধিনা জিতবা মুনিন্দো, তন্তেজসা ভবতু মে জযমঙ্গলানি॥

২। মারাতিরেকমভিযুজ্ঝিত সব্বরত্তিং, ঘোরম্পনালবকমক্‌খমথদ্ধযক্‌খং।
খন্তি সুদন্তবিধিনা জিতবা মুনিন্দো, তন্তেজসা ভবতু মে জযমঙ্গলানি॥

৩। নালাগিরিং গজবরং অতিমত্তভূতং, দাবগ্‌গিচক্কমসনীব সুদারুণন্তং।
মেত্তম্বুসেকবিধিনা জিতবা মুনিন্দো, তন্তেজসা ভবতু মে জযমঙ্গলানি॥

৪। উক্‌খিত্তখগ্‌গমতিহত্থ সুদারুণন্তং, ধাবন্তি যোজনপথঙ্গুলিমালবন্তং।
ইদ্ধিভিসংখতমনো জিতবা মুনিন্দো, তন্তেজসা ভবতু মে জযমঙ্গলানি॥

৫। কত্বান কট্‌ঠমুদরং ইব গব্ভিনীযা, চিঞ্চায দুট্‌ঠবচনং জনকাযমজ্ঝে।
সন্তেন সোমবিধিনা জিতবা মুনিন্দো, তন্তেজসা ভবতু মে জযমঙ্গলানি।

৬। সচ্চং বিহায মতিসচ্চকবাদকেতুং, বাদাভিরোপিতমনং অতিঅন্ধভূতং.
পঞ্ঞাপদীপজলিতো জিতবা মুনিন্দো, তন্তেজসা ভবতু মে জযমঙ্গলানি॥

৭। নন্দোপনন্দ ভুজগং বিবুধং মহিদ্ধিং, পুত্তেন থের ভুজগেন দমাপযন্তো.।
ইদ্ধূপদেস বিধিনা জিতবা মুনিন্দো, তন্তেজসা ভবতু মে জযমঙ্গলানি॥

৮। দুগ্‌গাহদিট্‌ঠি ভুজগেন সুদট্‌ঠহথং, ব্রহ্মং বিসুদ্ধি জুতিমিদ্ধি বকাভিধানং।
ঞাণাগদেন বিধিনা জিতবা মুনিন্দো, তন্তেজসা ভবতু মে জযমঙ্গলানি॥

৯। এতাপি বুদ্ধ-জযমঙ্গল-অট্‌ঠগাথা, যো বাচকো দিনে দিনে সরতে অতন্দি।
হিত্বান'নেক বিবিধানি চুপদ্দবানি, মোক্‌খং সুখং অধিগমেয্য নরো সপঞ্‌ঞো॥

—মহাজযমঙ্গল গাথা-২৬—

১। মহাকারুণিকো নাথো হিতায সব্বপাণিনং,
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমং;
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জযমঙ্গলং।

২। জযন্তো বোধিযামূলে সক্যানং নন্দিবড্‌ঢনো,
এবং তুযহং জযো হোতু জযস্সু জযমঙ্গলং।

৩। সক্কত্বা বুদ্ধরতনং ওসধং উত্তমং বরং,
হিতং দেব-মনুস্সানং বুদ্ধতেজেন সোত্থিনা;
নস্সন্তুপদ্দবা সব্বে দুক্‌খা বূপসমেন্তু তে।

৪। সক্কত্বা ধম্মরতনং ওসধং উত্তমং বরং,
পরিলাহূপসমনং ধম্মতেজেন সোত্থিনা;
নস্সন্তুপদ্দবা সব্বে ভযা বূপসমেন্তু তে।

৫। সক্কত্বা সঙ্ঘরতনং ওসধং উত্তমং বরং,
আহুণেয্যং পাহুণেয্যং সংঘতেজেন সোত্থিনা;
নস্সন্তুপদ্দবা সব্বে রোগা বূপসমেন্তু তে।

৬। যং কিঞ্চি রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু,
রতনং বুদ্ধ-ধম্ম-সঙ্ঘসমং নত্থি তস্মা সোত্থি ভবন্তু তে।

৭। নত্থি মে সরণং অঞ্‌ঞং বুদ্ধো-ধম্মো-সঙ্ঘো মে সরণং বরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু তে জযমঙ্গলং।

৮। সব্বীতিযো বিবজ্জন্তু সব্বরোগো বিনস্সতু,
মা তে ভবত্বন্তরাযো সুখী দীঘাযুকো ভব।

৯। ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্খন্তু সব্বদেবতা,
সব্ব বুদ্ধ-ধম্মা-সঙ্ঘানুভাবেন সদা সোত্থি ভবন্তু তে।

১০। নক্খত্ত যক্খ ভূতানং পাপগ্গহো নিবারণা,
পরিত্তস্সানুভাবেন হন্তু তেসং উপদ্দবে।

১১। যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, যো চা'মনাপো সকুণস্স সদ্দো
পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং,
বুদ্ধ-ধম্মা-সঙ্ঘানুভাবেন বিনাসমেন্তু।

—•—

—জিনপঞ্জর গাথা-২৭—

১। জযাসনগতা বীরা জেত্বা মারং সবাহিনিং,
চতুসচ্চামতরসং যে পিবিংসু নরাসভা।

২। তণ্হঙ্করাদযো বুদ্ধা অট্ঠবীসতি নাযকা,
সব্বে পতিট্ঠিতা মযহং মথকে তে মুনিস্সরা।

৩। সিরে পতিট্ঠিতা বুদ্ধা ধম্মো চ মম লোচনে,
সঙ্ঘো পতিট্ঠিতো মযহং উরে সব্বগুণাকরো।

৪। হদযে অনুরুদ্ধো চ সারিপুত্তো চ দক্খিণে,
কোণ্ডঞ্ঞো পিট্ঠিভাগস্মিং মোগ্গল্লানোসি বামকে।

৫। দক্খিনে সবণে মযহং আহুং আনন্দ রাহুলা,
কস্সপো চ মহানামো উভোস্সুং বাম সোতকে।

৬। কেসন্তে পিট্ঠিভাগস্মিং সুরিযো'ব পভঙ্করো,
নিসিন্নো সিরিসম্পন্নো সোভিতো মুনিপুঙ্গবো।

৭। কুমার কস্সপো নাম মহেসী চিত্রবাদকো,
সো মযহং বদনে নিচ্চং পতিট্ঠাসি গুণাকরো।

৮। পুন্নো অঙ্গুলিমালো চ উপালি নন্দ সীবলী,
থেরা পঞ্চ ইমে জাতা ললাটে তিলকা মম।

৯। সেসাসী'তি মহাথেরা বিজিতা জিনসাবকা,
জলন্তা সীলতেজেন অঙ্গমঙ্গে সুসণ্ঠিতা।

১০। রতনং পুরতো আসি দক্খিণে মেত্তসুত্তকং,
ধজগ্গং পচ্ছতো আসি বামে অঙ্গুলিমালকং।

১১। খন্ধমোর পরিত্তঞ্চ আটানাটিয সুত্তকং।
আকাসচ্ছাদনং আসি সেসা পাকারসঞ্ঞিতা।

১২। জিনানবলসংযুত্তে ধম্মপাকারলঙ্কতে,
বসতো মে চতুকিচ্চেন সদা সম্বুদ্ধ পঞ্জরে।

১৩। বাতপিত্তাদি সঞ্জাতা বাহিরজ্ঝত্তুপদ্দবা,
অসেসা বিলযং যন্তু অনন্ত গুণতেজসা।

১৪। জিনপঞ্জরমজ্ঝট্ঠং বিহরন্তং মহীতলে,
সদা পালেন্তু মং সব্বে তে পুরিসাসভা।

১৫। ইচ্চেবমচ্চন্তকতো সুরক্খো, জিনানুভাবেন জিতুপদ্দবো,
বুদ্ধ-ধম্মা-সংঘানুভাবেন হতারি সঙ্ঘো ;
চরামি সদ্ধম্মানুভাব পালিতো।

১৬। সদ্ধম্মপাকার পরিক্খিতোস্মি, অট্ঠারিযা অট্ঠদিসাসু হোন্তি ;
এত্থন্তরে অট্ঠনাথা ভবন্তি, উদ্ধং বিতানং'ব জিনা ঠিতা মে।

১৭। ভিন্দন্তো মারসেনং মম সিরসি ঠিতো. বোধিমারুয্হ সত্থা,
মোগ্গল্লানোসি বামে বসতি ভুজতটে, দক্খিণে সারিপুত্তো।
স্ম ধম্মো মজ্ঝে উরস্মিং বিহরতি ভবতো, মোক্খতো মোরযোনিং,
সম্পত্তো বোধিসত্তো চরণযুগতো, ভানুলোকেক নাথো।

১৮। সব্বাবমঙ্গলমুপদ্দব-দুন্নিমিত্তং, সব্বীতি-রোগ গহদোসমসেস নিন্দা,
সব্বন্তরায ভযদুস্সুপিনং অকন্তং,
বুদ্ধ-ধম্মা-সঙ্ঘানুভাবপবরেন পযাতু নাসং। *

—:•:—

* অপরের জন্য হইলে মম স্থলে তব, মযহং স্থলে তুযহং, মে স্থলে তে, মং স্থলে তং, চরামি স্থলে চরাসি এবং পরিক্খিতোস্মি স্থলে পরিক্খিতোসি বলিতে হইবে। যাঁহারা সর্ব্বদা এই "জিনপঞ্জর গাথা" পাঠ করেন, তাঁহাদের সর্ব্বত্র জয়লাভ হয় এবং যাবতীয় রোগ, গ্রহদোষ ও যক্ষভয়াদি বিদূরীত হইয়া পরমা শান্তি লাভ হয়।

—সুপুব্বণ্হ সুত্ত-২৮—

১। যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, যো চামনাপো সকুণস্স সদ্দো,
পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং, বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেন্তু।

২। দুক্খপ্পত্তা চ নিদ্দুক্খা ভয়প্পত্তা চ নিব্ভয়া,
সোকপ্পত্তা চ নিস্সোকা, হোন্তু সব্বেপি পাণিনো।

৩। এত্তাবতা চ অম্হেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,
সব্বেদেবানুমোদন্তু, সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া।

৪। দানং দদন্তু সদ্ধায়, সীলং রক্খন্তু সব্বদা,
ভাবনাভিরতা হোন্তু, গচ্ছন্তু দেবতাগতা।

৫। সব্বে বুদ্ধা বলপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং বলং,
অরহন্তানঞ্চ তেজেন রক্খং বন্ধামি সব্বসো।

৬। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা, সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং,
ননো সমং অত্থি তথাগতেন, ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৭। ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্খন্তু সব্বদেবতা,
সব্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থি ভবন্তু তে।

৮। মহাকারুণিকো নাথো, হিতায় সব্বপাণীনং,
পূরেত্বা পারমী সব্বা, পত্তো সম্বোধিমুত্তমং।

৯। জয়ন্তো বোধিয়ামূলে, সক্যানং নন্দিবড্ঢনো,
এবমেব জয়ো হোতু জয়স্সু জয়মঙ্গলে।

১০। অপরাজিত পল্লঙ্কে সীসে পুথুবিপুক্খলে,
অভিসেকে সম্বুদ্ধানং অগ্গপ্পত্তো পমোদতি।

১১। সুনক্খত্তং সুমঙ্গলং, সুপ্পভাতং সুহুট্ঠিতং,
সুখণো সুমুহুত্তো চ, সুযিট্ঠং ব্রহ্মচারীসু।

১২। পদক্খিণং কায়কম্মং বাচাকম্মং পদক্খিণং,
পদক্খিণং মনোকম্মং পণিধী তে পদক্খিণা।

১৩। অঞ্ঞা কোণ্ডঞ্ঞ পমুখে ভিক্খু খীণাসবে জিনো,
বিধাতুং ধম্মদুতেয়্যং বিস্সজ্জেসি তহিং তহিং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৪। উরুবেলং জিনো গন্ত্বা অচ্ছেরং পাটিহারিয়ং,
দস্সয়িত্বা তহিং ভিক্খু দমেসি কস্সপাদিকে। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৫। সসাবকো জিনো গন্ত্বা রম্মং রাজগহং পুরং,
বিম্বিসারং সানুচরং মনুজিন্দং অবোধয়ি। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৬। পটিগ্গহিতো বুদ্ধেন রম্মে বেলুবনুত্তমে,
মহামহী পকম্পিত্থ নচ্চমানাব পীতিয়া। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৭। তত্থ বস্সং বসিত্বান ততো রাজগহে পুরে,
ঞাতীনং সংগহত্থায় অগমা কপিলং পুরং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৮। সমাগন্ত্বা তহিং ঞাতি অভিমানং অকংসু তে,
তং সুত্বা সো মহাবীরো রবিরংসাভ মুগ্গতো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৯। পাটিহিরং জিনো গন্ত্বা নভে রতনচংকমে,
সাকিয়ানং নরিন্দানং অকারিমানমদ্দনং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২০। সংসারসাগরা লোকং সন্তারেন্তো সদেবকং,
সাবত্থী নগরে রম্মে চিরকালং বসী জিনো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২১। গণ্ডম্বরুক্খমূলম্হি যমকং পাটিহারিয়ং,
দস্সেত্বা তিত্থীয়ে বুদ্ধো পলাপেসি তহিং তহিং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২২। পদানং বীতিহারেত্বা তীহিদেবনগিস্সরে,
পাটিহিরাবসানম্হি অগমাসি নরুত্তমো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২৩। গন্ত্বা সুরিন্দভবনং মহন্তে পণ্ডুকম্বলে,
নিসীদি বুদ্ধো পীঠেব জিনো বরসীলাসনে। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২৪। তিদসিন্দপুরে বস্সং বসং মাসত্তযন্তহিং,
দেবানং দেসয়িত্বা বুদ্ধো অভিধম্মমনুত্তরং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২৫। বুত্থবস্সো পবারেত্বা মণিনিস্সেনিয়ং মুনি,
বত্তমানম্হি সক্কারে মনুস্সপথমাগমী। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২৬। ব্রহ্মাসুরসুরাদীহি পরিকিণ্ণো তথাগতো,
ওরোহন্তো মহন্তং সো অচ্ছেরং দস্সয়ী তদা। এতেন…জয়মঙ্গলং।

—২য় জয়মঙ্গল (চতুচত্তারিংস) গাথা-৩০—

১। মহাকারুণিকো নাথো, হিতায় সব্বপাণীনং,
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমং।
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

২। ফলনিব্বানজং সেরী সেবমানো বসুন্ধুনো,
বোধিমূলে বসি সত্ত দিবসানি বিনায়কো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৩। সত্তাহং ঠিতকো বুদ্ধো এ্াপেতুঞ্চ কতঞ্ঞুতং,
বোধিং অনিমিসকৃখিনি সম্পপূজেসি পূজিয়ং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৪। বিমুত্তিজং সুখং বিন্দং পরিপুণ্ণো মনোরথো,
চংকমে চংকমী বুদ্ধো সত্তাহং রতনাময়ে। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৫। নিসিন্নো ভগবা রম্মে মন্দিরে রতনুজ্জলে,
সত্তাহং সম্মসী সম্মা ধম্মধাতুমনুত্তরং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৬। সংখোভয়িত্বা মাবিথী মুখমুত্তবনং সুভং,
সত্তাহং অজপালস্স মূলে বুদ্ধসসী বসী। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৭। সত্তাহং মুচলিন্দস্স ফনীনো ভোগমন্দিরে,
বসী বসা মহাবীরো তদানুগ্গহ বুদ্ধিয়া। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৮। ভুঞ্জমানো সুখং সেট্‌ঠং চিরলদ্ধং বিমুত্তিজং,
রাজায়তনমূলম্হি সত্তাহং ভগবা বসী। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৯। সীলাময় চতুপত্তম্হি মহারাজেহি আহটে,
মুখেরেখাবসেনম্হি মধুপিণ্ডং অভুঞ্জি সো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১০। নন্দোপনন্দ ভোগিন্দং উগ্গতেজং মুনিস্সরো,
ত্বথমা সকতেজেন সরণেসু নিবেসয়ি। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১১। অয়িট্‌ঠো ব্রাহ্মণা বুদ্ধো রম্মে বারাণসীপুরে,
ধম্মচক্কং পবত্তেসি পরিসাসু বিনায়কো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১২। মাপয়িত্বা ধম্মনাবং কতপুঞ্ঞেং মহাজনং,
ভবণ্ণবস্স পাপেসি পারং কারুণিকো জিনো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৩। পদক্খিণানি কত্বান, লভন্তেত্থ পদক্খিণে,
তে অথলদ্ধা সুখিতা, বিরূলহা বুদ্ধসাসনে,
আরোগা সুখিতা, হোথা, সহ সব্বেহি ঞাতী'ভি।

—জয়মঙ্গল গাথা-২৯—

১। অবিজ্জা অণ্ডকোসম্হি সত্তে তণ্হা জলম্বুজে,
তম্হট্ঠানা নিক্খাপেসি যেসনা ঞাণতেজসা;
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

২। মহামোহান্ধকারেন অভিভূতে মহাজনে,
পঞ্ঞাচক্খুং লভাপেসি ঞাণলোকেন সো জিনো; এতেন···জয়মঙ্গল।

৩। রাগাদি অগ্গিজালেহি দড্ঢ কায়ং মহাজনং,
নিব্বাপেসি ইরনাথো অট্ঠমগ্গঙ্গ বারিনা; এতেন···জয়মঙ্গলং।

৪। চতুরোঘেহি বুয়্হন্তে গম্ভীরে সংসারণ্ণবে,
উত্তারেসি সো বীরো ধম্মনাবায় নায়কো; এতেন···জয়মঙ্গলং।

৫। সংসার চারকং লোকং নিচ্চং দুক্খেন পীল্হিতং,
নিব্বানপুরং পাপেসি যানথা য়েন সো জিনে; এতেন···জয়মঙ্গলং।

৬। কট্ঠমুখাদি সব্বেহি দড্ঢকায়ং মহাজনং,
নিব্বাপেসি মহাবীরো নাথো তিলোকবিস্সুতো; এতেন···জয়মঙ্গলং।

৭। সংসার দুক্খ কন্তার কিলেসচোর পীল্হিতং,
খেমন্তভূমিং তারেসি সত্থবাহো বিনায়কো; এতেন···জয়মঙ্গলং।

৮। পঞ্চচত্তালিস বস্সানি ঠত্বা লোকং সদেবকং,
পিবয়িত্বা ধম্মরসং নিব্বুতো সসাবকো;
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

—:•:—

—২য় জয়মঙ্গল (চতুচত্তারিংস) গাথা-৩০—

১। মহাকারুণিকো নাথো, হিতায় সব্বপাণীনং,
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমং।
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

২। ফলনিব্বানজং সেরী সেবমানো বসুত্তমো,
বোধিমূলে বসি সত্ত দিবসানি বিনায়কো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৩। সত্তাহং ঠিতকো বুদ্ধো ঞাপেতুঞ্চ কতঞ্ঞুতং,
বোধিং অনিমিসক্খিনি সম্পপূজেসি পূজিয়ং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৪। বিমুত্তিজং সুখং বিন্দং পরিপুণ্ণো মনোরথো,
চংকমে চংকমী বুদ্ধো সত্তাহং রতনাময়ে। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৫। নিসিন্নো ভগবা রম্মে মন্দিরে রতনুজ্জলে,
সত্তাহং সম্মসী সম্মা ধম্মধাতুমনুত্তরং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৬। সংখোভয়িত্বা মাবিথী মুখসুন্দবনং সুভং,
সত্তাহং অজপালস্স মূলে বুদ্ধসসী বসী। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৭। সত্তাহং মুচলিন্দস্স ফণীনো ভোগমন্দিরে,
বসী বসী মহাবীরো তদামুগ্গহ বুদ্ধিয়া। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৮। ভুঞ্জমানো সুখং সেট্ঠং চিরলদ্ধং বিমুত্তিজং,
রাজায়তনমূলম্হি সত্তাহং ভগবা বসী। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৯। সীলাময় চতুপত্তম্হি মহারাজেহি আহটে,
সুখেরেখাবসেনম্হি মধুপিণ্ডং অভুঞ্জি সো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১০। নন্দোপনন্দ ভোগিন্দং উগ্গতেজং মুনিস্সরো,
ত্বধমী সকতেজেন সরণেসু নিবেসয়ি। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১১। অয়িট্ঠো ব্রাহ্মণা বুদ্ধো রম্মে বারাণসীপুরে,
ধম্মচক্কং পবত্তেসি পরিসাসু বিনায়কো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১২। মাপয়িত্বা ধম্মনাবং কতপুঞ্ঞে মহাজনং,
ভবন্নবস্স পাপেসি পারং কারুণিকো জিনো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৩। পদক্খিণানি কত্বান, লভন্তত্থে পদক্খিণে,
তে অত্থলদ্ধা সুখিতা, বিরূল্হা বুদ্ধসাসনে,
আরোগা সুখিতা, হোথা, সহ সব্বেহি ঞাতী'ভি।

—জয়মঙ্গল গাথা-২৯—

১। অবিজ্জা অণ্ডকোসম্হি সত্তে তণ্হা জলম্বুজ,
তম্হট্ঠানা নিক্খাপেসি দেসনা ঞাণতেজসা;
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

২। মহামোহান্ধকারেন অভিভূতে মহাজনে,
পঞ্ঞাচক্খুং লভাপেসি ঞাণলোকেন সো জিনো; এতেন…জয়মঙ্গল।

৩। রাগাদি অগ্গিজালেহি দড্ঢ কায়ং মহাজনং,
নিব্বাপেসি করুনাখো অট্ঠমগ্গঙ্গ বারিনা; এতেন…জয়মঙ্গলং।

৪। চতুরোঘেহি বুয্হন্তে গম্ভীরে সংসারণ্ণবে,
উত্তারেসি যো বীরো ধম্মনাবায় নায়কো; এতেন…জয়মঙ্গলং।

৫। সংসার চারকং লোকং নিচ্চং দুক্খেন পীল্হিতং,
নিব্বানপুরং পাপেসি য়ানথা যেন সো জিনে; এতেন…জয়মঙ্গলং।

৬। কট্ঠমুখাদি সব্বেহি দড্ঢকায়ং মহাজনং,
নিব্বাপেসি মহাবীরো নাথো তিলোকবিজ্জতো; এতেন…জয়মঙ্গলং।

৭। সংসার দুক্খ কন্তার কিলেসচোর পীল্হিতং,
খেমন্তভূমিং তারেসি সত্থবাহো বিনায়কো; এতেন…জয়মঙ্গলং।

৮। পঞ্চচত্তালিস বস্সানি ঠত্বা লোকং সদেবকং,
পিবয়িত্বা ধম্মরসং নিব্বুতো সসাবকো;
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

—:•:—

—সুপুব্বণ্হ সুত্ত-২৮—

১। যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ, যো চামনাপো সকুণস্স সদ্দো,
পাপগ্গহো দুস্সুপিনং অকন্তং, বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেন্তু।

২। দুক্খপ্পত্তা চ নিদুক্খা ভয়প্পত্তা চ নিব্ভয়া,
সোকপ্পত্তা চ নিস্সোকা, হোন্তু সব্বেপি পাণিনো।

৩। এত্তাবতা চ অম্হেহি সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং,
সব্বেদেবানুমোদন্তু, সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া।

৪। দানং দদন্তু সদ্ধায়, সীলং রক্খন্তু সব্বদা,
ভাবনাভিরতা হোন্তু, গচ্ছন্তু দেবতাগতা।

৫। সব্বে বুদ্ধা বলপ্পত্তা পচ্চেকানঞ্চ যং বলং,
অরহন্তানঞ্চ তেজেন, রক্খং বন্ধামি সব্বসো।

৬। যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা, সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং,
ননো সমং অত্থি তথাগতেন ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

৭। ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্খন্তু সব্বদেবতা,
সব্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থি ভবন্তু তে।

৮। মহাকারুণিকো নাথো, হিতায় সব্বপাণীনং,
পূরেত্বা পারমী সব্বা, পত্তো সম্বোধিমুত্তমং।

৯। জয়ন্তো বোধিয়ামূলে, সক্যানং নন্দিবড্ঢনো,
এবমেব জয়ো হোতু জয়স্সু জয়মঙ্গলে।

১০। অপরাজিত পল্লঙ্কে সীসে পুথুবিপুক্খলে,
অভিসেকে সব্ববুদ্ধানং অগ্গপ্পত্তো পমোদতি।

১১। সুনক্খত্তং সুমঙ্গলং, সুপ্পভাতং সুহুট্ঠিতং,
সুখণো সুমুহুত্তো চ, সুয়িট্ঠং ব্রহ্মচারীসু।

১২। পদক্খিণং কায়কম্মং বাচাকম্মং পদক্খিণং,
পদক্খিণং মনোকম্মং পণিধী তে পদক্খিণা।

১৩। অঞ্ঞা কোণ্ডঞ্ঞপমুখে ভিক্খূ খীণাসবে জিনো,
বিধাতুং ধম্মদূতেয্যং বিস্সজ্জেসি তহিং তহিং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৪। উরুবেলং জিনো গন্ত্বা অচ্ছেরং পাটিহারিয়ং,
দস্সয়িত্বা তহিং ভিক্খূ দমেসি কস্সপাদিকে। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৫। সসাবকো জিনো গন্ত্বা রম্মং রাজগহং পুরং,
বিম্বিসারং সানুচরং মনুজিন্দং অবোধয়ি। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৬। পটিগ্গহিতো বুদ্ধেন রম্মে বেলুবনুত্তমে,
মহামহী পকম্পিত্থ নচ্চমানাব পীতিয়া। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৭। তত্থ বস্সং বসিত্বান ততো রাজগহে পুরে,
ঞাতীনং সংগহত্থায় অগমা কপিলং পুরং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৮। সমাগন্ত্বা তহিং ঞাতি অভিমানং অকংসু তে,
তং সুত্বা সো মহাবীরো রবিবণ্ণাভ মুগ্গতো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

১৯। পাটিহিরং জিনো গন্ত্বা নভে রতনচংকমে,
সাকিয়ানং নরিন্দানং অকরিমানমদ্দনং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২০। সংসারসাগরা লোকং সন্তারেন্তো সদেবকং,
সাবত্থী নগরে রম্মে চিরকালং বসী জিনো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২১। গণ্ডম্বরুক্খমূলম্হি য়মকং পাটিহারিয়ং,
দস্সেত্বা তিত্থীয়ে বুদ্ধো পলাপেসি তহিং তহিং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২২। পদানং বীতিহারেত্বা তীহিদেবনগিস্সরে,
পাটিহিরাবসানম্হি অগমাসি নরুত্তমো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২৩। গন্ত্বা সুরিন্দভবনং মহন্তে পণ্ডুকম্বলে,
নিসীদি বুদ্ধো পীঠেব জিনো বরসীলাসনে। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২৪। তিদসিন্দপুরে বস্সং বসং মাসত্তয়ন্তহিং,
দেবানং দেসয়িত্বা বুদ্ধো অভিধম্মমনুত্তরং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২৫। বুত্থবস্সো পবারেত্বা মণিনিস্সেনিয়ং মুনি,
বত্তমানম্হি সকারে মনুস্সপথমাগমী। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২৬। ব্রহ্মাসুরসুরাদীহি পরিকিণ্ণো তথাগতো,
ওরোহন্তো মহন্তং সো অচ্ছেরং দস্সয়ী তদা। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২৭। দেবরোহণকালম্হি আনুভাবং মহেসিনো,
পস্সিংসু য়ে তদা সব্বে বুদ্ধত্তং পত্থয়িংসু তে। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২৮। সংকস্স নগরদ্বারে ধম্মে বুদ্ধেন দেসিতে,
বহুন্নং জনকায়ানং ধম্মাভিসময়ো অহু। এতেন…জয়মঙ্গলং।

২৯। অনত্থকারী লোকস্স চোরং অঙ্গুলিমালকং,
সদ্ধম্মে নিয়োজেসি মুনিন্দো নরসারথী। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৩০। বিস্সুত্তং মদবেগেন নালাগিরিকরিস্সরং,
মেত্তস্সচ্চেন সম্বুদ্ধো নিব্বদং অকরী ভুসং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৩১। যক্খং আলবকং বুদ্ধো দুদ্দমং অতিকক্খলং,
বিনয়ঞ্ঞু পবেদেসি সোত্তাপত্তিফলুত্তমো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৩২। বধকো দেবদত্তম্হি চোরে অঙ্গুলিমালকে,
ধনপালে রাহুলেচাপি সব্বত্থ সমমানসো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৩৩। চতুদ্দিসোপয়াতেহি বাতেহি পব্বতো বিয়,
অকম্পনীয়ো সম্বুদ্ধো লোকধম্মেহি অট্ঠহি। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৩৪। ধম্মাধিপতিনোপাদে ফুল্লপঙ্কেরুহোপমে,
দিস্সতে সব্বসো সব্বো অয়ং লোকো অসংকরো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৩৫। অচিন্তেয়্যপ্পভাবংহি উত্তমস্স মহেসিনো,
পস্সিতুং নেব সক্কোন্তি ব্রহ্মলোকগতা অপি। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৩৬। সব্বম্ম দেসনাকালে পিট্ঠিভাগাদি নিস্সিতা,
পুন্নচন্দব গগনে মুখং পস্সন্তি সত্থুনো। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৩৭। মুনিন্দো মূলভাষায় দেসেন্তো ধম্মমুত্তমং,
জানন্তি সত্তা সব্বেপি সকভাষায় সব্বসো। এতেন…জয়মঙ্গলং

৩৮। আভুগ্গ নিয়্যসিসাসু পরিসাসু বিনায়কো,
চিত্তে গহেত্বা দেসেসি সব্বং তেসং বিসুং বিসুং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৩৯। উন্নাতমুকো মজ্ঝিম্হি মুনিন্দো বুদ্ধ লুপমা,
উগ্গচ্ছন্তো গহেত্বাগগং ভবগ্গম্পি গচ্ছতি। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৪০। অহু পুব্বুপসন্নস্স জলিতো বিয় অগ্গিনো,
গঞ্ঞাপেতুং গতি নত্থি পত্তান অচলং পদং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৪১। ঞাতা সব্বস্স সম্বুদ্ধো সব্বম্মা চ তমোনুদো,
সংঘো সুপটিপন্নোতি য়ং তং অবিতথং ধুবং। এতেন…জয়মঙ্গলং।

৪২। জাতিহুক্খপরেতানং বুদ্ধাদি রতনত্তয়ং,
সব্বদা সব্বপাপানং তাণং লেনং পরায়নং। এতেন⋯জয়মঙ্গলং।

৪৩। নত্থিমে সরণং অঞ্‌ঞং বুদ্ধো-ধম্মো-সঙ্ঘো-মে সরণংবরং,
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতুতে জয়মঙ্গলং।

৪৪। ইচ্চেব সচ্চাকিরিয়ং কুরুতে জনো যো, পাতো চ সায়ম্পি বুদ্ধগুণে গহেত্বা;
সব্বং পরিস্সয়মিদং পি চ হত্থমেতং, পচ্ছা স নিব্বুতিপদং সমুপেতি সেট্ঠং।

(যিনি বুদ্ধ-গুণ অনুসরণ করিয়া এই "তেতাল্লিশটি" সত্যক্রিয়া সংযুক্ত গাথা প্রাতঃ সন্ধ্যায় আবৃত্তি করিবেন, তাঁহার যাবতীয় আপদ-বিপদ বিধ্বংস হইবে এবং তিনি অন্তিমে শ্রেষ্ঠ নির্বাণ-পদে সমুন্নীত হইবেন।)

—অট্‌ঠ বিসতি পরিত্ত—৩১—

তণ্‌হঙ্করো মহাবীরো ⋯ (২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ⋯ সক্যপুঙ্গবো।
তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তিমেত্তবলেন চ,
তেপি মং অনুরক্খন্তু আরোগ্যেন সুখেন চাতি।
য়ংদুন্নিমিত্তং ⋯ ⋯ বিনাসমেন্তু।
দুক্খপ্পত্তা চ ⋯ সব্বসো। (সুপুব্বণহ সুত্তের ২।৩।৪।৫ গাথা।)
নক্খত্তয়ক্খভূতানং ⋯ উপদ্দবে।
আকাসট্‌ঠা চ ভুম্মট্‌ঠা দেবা নাগা মহিদ্ধিকা,
পুঞ্‌ঞং তং অনুমোদিত্বা চিরং রক্খন্তু সাসনং।

—:•:—

—ভুমি সুত্ত—৩২—

ইন্দাদিভি উপবাতি ভি দেবেহি রক্খিতং বরং,
য়ক্খচোরাদি চণ্ডেহি অকতব্বং বিহিংসকং।
দানসীলাদি ধম্মেহি সুরম্মতং সুখসম্ভবং,
ভূম্মকং লোকনাথেন ভাসিতং জয়মঙ্গলং।
এবমাদিগুণোপেতং পরিত্তং তং ভনামহে।

এবম্মে সুত্তং— একং সময়ং ভগবা, রাজগহে বিহরতি গিজ্ঝকুটে পব্বতে। তেন খো পন সময়েন য়েন রকখেন্তু, গিনাগেন য়েন রকখেন্তু, গুত্তেন য়েন রকখেন্তু, দেবেন য়েন রকখেন্তু, ইন্দেন য়েন রকখেন্তু, ব্রহ্মণে য়েন রকখেন্তু, সুপন্নেন য়েন রকখেন্তু, নাগেন য়েন রকখেন্তু, গন্ধব্বেন য়েন রকখেন্তু, পুব্বদিসেন য়েন রকখেন্তু অগ্গিদিসেন য়েন রকখেন্তু, দকখিণদিসেন য়েন রকখেন্তু, নেরত্তিদিসেন য়েন রকখেন্তু, পচ্ছিমদিসেন য়েন রকখেন্তু, বয়ব্বদিসেন য়েন রকখেন্তু, উত্তরাদিসেন য়েন রকখেন্তু, ঈসানদিসেন য়েন রকখেন্তু, ভূমিদিসেন য়েন রকখেন্তু, আকাসাদিসেন য়েন রকখেন্তু, সব্ব দিসেন য়েন রকখেন্তু, অপ্পমেয়্যো বুদ্ধো, অপ্পমেয়্যো ধম্মো, অপ্পমেয়্যো সঙ্ঘো, য়থা য়থা অপাদকো বা, য়থা য়থা দ্বিপাদকো বা, য়থা চতুপ্পাদো বা, য়থা য়থা বহুপ্পাদো বা, পাদবন্ধং, উরুবন্ধং, জঙ্ঘবন্ধং, হদয় বন্ধং, দন্ত বন্ধং, মুখ বন্ধং, চকখু বন্ধং, সোতবন্ধং, ঘাণবন্ধং, জিহ্বাবন্ধং, কায়বন্ধং, সীসবন্ধং, নমো বুদ্ধস্স, নমো ধম্মস্স, নমো সঙ্ঘস্স। সকল লোকধাতু মাতা-পিতু বুদ্ধ রকখেন্তু কত্তং, সকল লোকধাতু মাতা-পিতু ধম্মরকখন্তু কত্তং, সকল লোকধাতু মাতা-পিতু সঙ্ঘ রকখন্তু কত্তং। রত্তিং বা দিবং বা সদা মং রকখন্তু দেবতা।

ইমং ভূমি পরিত্তস্স অনুভাবেন ইমস্মিং অম্হাকং লোকে, ইমস্মিং অম্হাকং বিধ্বংসেন্তু সরীরে য়ে কেচি রোগা, য়ে কেচি উপদ্দবা, সব্বে ভয় বিনাসন্তু নিব্বাপেন্তু'তি।

—:•:—

—রতন উন্নাস পরিত্ত-৩৩—

রাজানো চ ভয়ং চোর অগ্গি উদক মেব চ,
সিহং ব্যগ্ঘো বিসং ভূতো অকাল মরণেন চ,
সব্বে মংগানিহি মুত্তানং ঠপেত্বা কালমারিতো
আয়ুবণ্ণং বলঞ্চেব সুখং কিত্তিঞ্চ বড্ঢতু।
সুখঞ্চ বলং পঞ্ঞঞ্চ বড্ঢবং,
এবমাদি গুণোপেতং পরিত্তং তং ভনাম হে।
একস্মিং সময়ে নাথো বসন্তে তিদসালয়ে,
পরিচ্ছত্তক মূলম্হি পণ্ডুকম্বল নামকে।
সিলাসনে নিসিন্নো আদিচ্চো বায় গব্বরে,
চকবালা সহস্সেহি দসসহস্সকম্পি সব্বসো।

সন্নে নিসিন্নো দেবানং গণেন পরিবারিতো,
মাতরং পমুখং কত্বা তস্স পঞ্ঞায় তেজসা।
অভিধম্মকথং মগ্গ দেবানং সব্বদত্তরি,
তদাকালে দেবপুত্তো সুপ্পতিট্ঠিতো নামকো।
মরণভয়ম্পি দোসো সম্বুদ্ধং উপসঙ্কমি,
সম্বুদ্ধং উপগন্ত্বান সক্কচ্চং সরণং গতো।
তং খণে দেবপুত্তস্স ইমং ধম্মং মদেসয়ি—
যং কিঞ্চি রতনং লোকে ৩
সকত্বা বুদ্ধরতনং ৩
নত্থিমে সরণং অঞ্ঞং বুদ্ধোমে সরণং বরং,
বুদ্ধো সব্ব লোকস্স তাণং লেনং পরায়নং।
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং। ৩
সরীরম্হিং তে বুদ্ধোসেট্ঠো সারিপুত্তো চ দক্খিণে;
বামাংসে মোগ্গল্লানো পুরতো পিটকত্তয়ং।
পচ্ছিমেন চ আনন্দো সমন্তা চ খীণাসবো,
চাতুদ্দিসা লোকপালা ইন্দা দেবা চ ব্রহ্মণো।
তেসঞ্চ আনুভাবেন দিব্বসুখং লভন্তু মে,
তেসঞ্চ অনুভাবেন পুঞ্ঞং আয়ু চ বড্ঢতু,
এবং বুদ্ধং সরন্তানং ... ... ন হেস্সতী'তি।

—তিরো কুড্ড সুত্তং-৩৪—

১। তিরোকুড্ডেসু তিট্ঠন্তি সন্ধিসিঙ্ঘাটকেসু চ,
দ্বারবাহাসু তিট্ঠন্তি আগন্ত্বান সকং ঘরং।
২। পহুতে অন্নপানম্হি খজ্জভোজ্জে উপট্ঠিতে,
ন তেসং কোচি সরতি সত্তানং কম্মপচ্চয়া।
৩। এবং দদন্তি ঞাতীনং যে হোন্তি অনুকম্পকা,
সুচিং পণীতং কালেন কপ্পিয়ং পানভোজনং।
ইদং বো ঞাতীনং হোতু সুখিতা হোন্তু ঞাতয়ো
৪। তে চ তত্থ সমাগন্ত্বা ঞাতিপেতা সমাগতা,
পহুতে অন্নপানম্হি সক্কচ্চং অনুমোদরে।

৫। চিরং জীবন্তু নো ঞাতী য়েসং হেতু লভামসে,
অম্হাকঞ্চ কতা পূজা দায়কা চ অনিপ ফলা।
৬। নহি তত্থ কসি অত্থি গোরক্খেত্ত ন বিজ্জতি,
বণিজ্জা তাদিসী নত্থি হিরঞ্ঞেন কয়াক্কয়ং।
ইতো দিন্নেন য়াপেন্তি পেতা কালকতা তহিং।
৭। উন্নমে উদকং বুট্ঠং য়থা নিন্নং পবত্ততি,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।
৮। যথা বারিবহা পূরা পরিপূরেন্তি সাগরং,
এবমেব ইতো দিন্নং পেতানং উপকপ্পতি।
৯। অদাসি মে, অকাসি মে, ঞাতি মিত্তা সখা চ মে,
পেতানাং দক্খিণা দজ্জা পুব্বে কতমনুস্সরং।
১০। ন হি রুণ্ণং বা সোকো বা য়া চ'ঞ্ঞা পরিদেবনা,
ন তং পেতানং অত্থায় এবং তিট্ঠন্তি ঞাতয়ো।
১১। অয়ঞ্চ খো দক্খিনা দিন্না সঙ্ঘম্হি সুপ্পতিট্ঠিতা,
দীঘরত্তং হিতা'য়স্স ঠানসো উপকপ্পতি।
১২। সো ঞাতিধম্মো চ অয়ং নিদস্সিতো,
পেতানং পূজা চ কতা উলারা, বলঞ্চ ভিক্খুনমনুপ্পদিন্নং;
তুম্হেহি তুপুঞ্ঞং পসুতং অনপ্পকন্তি।

- নিধিকণ্ড সুত্তং-৩৫ -

১। নিধিং নিধেতি পুরিসো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে অত্থায় মে ভবিস্সতি।
২। রাজতো বা দুরুত্তস্স চোরতো পীলিতস্স বা,
ইণস্স বা পমোক্খায় দুব্ভিক্খে আপদাসু বা
এতদত্থায় লোকস্মিং নিধি নাম নিধীয়তি।
৩। তাব-সুনিহিতো সন্তো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
ন সব্বো সব্বদা এব তস্স তং উপকপ্পতি।

৪। নিধী বা ঠানা চবতি, সঞ্ঞা বা'স্স বিমুয্হতি,
নাগা বা অপনামেন্তি য়ক্খা বা পি হরন্তি নং।

৫। অপ্পিয়া বা পি দায়াদা উদ্ধরন্তি অপস্সতো,
য়দা পুঞ্ঞক্খয়ো হোতি সব্বমেতং বিনস্সতি।

৬। য়স্স দানেন সীলেন সংয়মেন দমেন চ,
নিধী সুনিহিতো হোতি ইত্থিযা পুরিসস্স বা,

৭। চেতিয়ম্হি চ সঙ্ঘে বা পুগ্গলে অতিথীসু বা,
মাতরি পিতরি বা পি অথো জেট্ঠম্হি ভাতরি,

৮। এসো নিধি সুনিহিতো অজেয়্যো অনুগামিকো,
পহায় গমনীয়েসু এতং আদায় গচ্ছতি।

৯। অসাধারণমঞ্ঞেসং অচোরাহরণো নিধী,
কয়িরাথ ধীরো পুঞ্ঞানি য়ো নিধি অনুগামিকো।

১০। এস দেবমনুস্সানং সব্বকামদদো নিধি,
য়ং য়দেবাভিপত্থেন্তি, সব্বমেতেন লব্ভতি।

১১। সুবণ্ণতা সুস্সরতা সুসণ্ঠানা সুরূপতা,
আধিপচ্চপরিবারো সব্বমেতেন লব্ভতি।

১২। পদেসরজ্জং ইস্সরিয়ং চক্কবত্তিসুখম্পিয়ং,
দেবরজ্জম্পি দিব্বেসু সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৩। মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ য়া রতি,
য়া চ নিব্বানসম্পত্তি সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৪। মিত্তসম্পদমাগম্ম য়োনিসো বে পযুঞ্জতো,
বিজ্জাবিমুত্তিবসীভাবো সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৫। পটিসম্ভিদা বিমোক্খা চ য়া চ সাবকপারমী,
পচ্চেকবোধি বুদ্ধভূমি সব্বমেতেন লব্ভতি।

১৬। এবং মহিদ্ধিকা এসা য়দিদং পুঞ্ঞসম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি পণ্ডিতা কতপুঞ্ঞতন্তি।

—:•:—

—বোজ্ঝঙ্গ পরিত্তং-৩৬—

সংসারে সংসরন্তানং সব্বদুক্খবিনাসনে,
সত্তধম্মে চ বোজ্ঝঙ্গে মারসেনপ্পমদ্দিনো।
বুজ্ঝিত্বা য়েপি মে সত্তা তিভবমুত্তকুত্তমা,
অজাতিং অজরা ব্যাধিং অমতং নিব্ভয়ং গতা।
এবমাদি গুণূপেতং অনেক গুণসঙ্গহং,
ওসধঞ্চ ইমং মন্তং বোজ্ঝঙ্গন্তং ভণাম হে।

১। বোজ্ঝঙ্গো সতিসঙ্খাতো, ধম্মানং বিচয়ো তথা,
বিরিয়ং পীতি পস্‌সদ্ধি বোজ্ঝঙ্গা চ তথাপরে।
সমাধুপেক্‌খবোজ্ঝঙ্গা সত্তেতে সব্বদস্‌সিনা,
মুনিনা সম্মদক্‌খাতা, ভাবিতা বহুলীকতা।
সংবত্তন্তি অভিঞ্‌ঞায় নিব্বানায় চ বোধিয়া,
এতেন সচ্চবজ্জেন সোত্থি তে হোতু সব্বদা।
২। একস্মিং সময়ে নাথো মোগ্‌গল্লানঞ্চ কস্‌সপং,
গিলানে দুক্‌খিতে দিস্বা বোজ্ঝঙ্গে সত্ত দেসয়ি।
তে চ তং অভিনন্দিত্বা, রোগা মুচ্চিংসু তং খণে,
এতেন সচ্চবজ্জেন সোত্থি তে হোতু সব্বদা।
৩। একদা ধম্মরাজাপি গেলঞ্‌ঞেনাভিপীলিতো,
চুন্দত্থেরেন তঞ্‌ঞেব ভণাপেত্বান সাদরং,
সম্মোদিত্বা চ আবাধা, তম্হা বুট্‌ঠাসি ঠানসো,
এতেন সচ্চবজ্জেন সোত্থি তে হোতু সব্বদা।
৪। পহীনা তে চ আবাধা, তিণ্ণন্নম্পি মহেসিনং,
মগ্‌গাহতকিলেসাব, পত্তানুপত্তিধম্মতং ;
এতেন সচ্চবজ্জেন সোত্থি তে হোতু সব্বদা।

—:০:—

—আটানাটিয় সুত্তং-৩৭—

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স!

১। এবম্মে সুতং—একং সময়ং ভগবা রাজগহে বিহরতি **গিজ্ঝকূটে** পব্বতে। অথ খো চত্তারো মহারাজা মহতিয়া চ য়ক্খসেনায়, মহতিয়া চ গন্ধব্বসেনায়, মহতিয়া চ কুম্ভণ্ডসেনায়, মহতিয়া চ নাগসেনায় চতুদ্দিসং রক্খং ঠপেত্বা, চতুদ্দিসং গুম্বং ঠপেত্বা, চতুদ্দিসং ওবরণং ঠপেত্বা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং গিজ্ঝকূটং ওভাসেত্বা য়েন ভগবা তেনুপসঙ্কমিংসু। উপসঙ্কমিত্বা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। তে পি খো য়ক্খা অপ্পেকচ্চে ভগন্তবং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু, অপ্পেকচ্চে ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদিংসু, সম্মোদনীয়ং কথং সারাণীয়ং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। অপ্পেকচ্চে য়েন ভগবা তেনঞ্জলিং পণামেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। অপ্পেকচ্চে নাম-গোত্তং সাবেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। অপ্পেকচ্চে তুণ্হীভূতা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্নো খো বেস্সবণো মহারাজা ভগবন্তং এতদবোচ— * সন্তি হি ভন্তে উলারা য়ক্খা ভগবতো অপ্পসন্না, সন্তি হি ভন্তে উলারা য়ক্খা ভগবতো পসন্না, সন্তি হি ভন্তে মজ্ঝিমা য়ক্খা ভগবতো অপ্পসন্না, সন্তি হি ভন্তে মজ্ঝিমা য়ক্খা ভগবতো পসন্না, সন্তি হি ভন্তে নীচা য়ক্খা ভগবতো অপ্পসন্না, সন্তি হি ভন্তে নীচা য়ক্খা ভগবতো পসন্না। য়েভুয়্যেন খো পন ভন্তে য়ক্খা অপ্পসন্নায়েব ভগবতো। তং কিস্স হেতু? ভগবা হি ভন্তে পাণাতিপাতা বেরমণিয়া ধম্মং দেসেতি, অদিন্নাদানা বেরমণিয়া ধম্মং দেসেতি, কামেসুমিচ্ছাচারা বেরমণিয়া ধম্মং দেসেতি, মুসাবাদা বেরমণিয়া ধম্মং দেসেতি, সুরা-মেরেয়-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণিয়া ধম্মং দেসেতি। য়েভুয়্যেন খো পন ভন্তে য়ক্খা অপ্পটিবিরতা য়েব পাণাতিপাতা, অপ্পটিবিরতা অদিন্নাদানা, অপ্পটিবিরতা কামেসুমিচ্ছাচারা, অপ্পটিবিরতা মুসাবাদা, অপ্পটিবিরতা সুরা-মেরেয়-মজ্জ-পমাদট্ঠানা, তেসং তং হোতি অপ্পিয়ং অমনাপং। সন্তি হি ভন্তে ভগবতো সাবকা অরঞ্ঞে বনপত্থানি পন্তানি সেনাসনানি পটিসেবন্তি; অপ্পসদ্দানি অপ্পনিগ্ঘোসানি বিজনবাতানি মনুস্সরাহসেয়্যকানি পটিসল্লানসারুপ্পানি। তত্থ সন্তি উলারা য়ক্খা নিবাসিনো, য়ে ইমস্মিং ভগবতো পাবচনে অপ্পসন্না। তেসং পসাদায় উগ্গণ্হাতু ভন্তে ভগবা **আটানাটিয়ং রক্খং** ভিক্খূনং ভিক্খুণীনং উপাসকানং উপাসিকানং গুত্তিয়া রক্খায়

অবিহিংসায় ফাসু বিহারায়াতি। আধিবাসেসি ভগবা তুণ্হীভাবেন। অথ খো বেস্সবণো মহারাজা ভগবতো অধিবাসনং বিদিত্বা তায়ং বেলায়ং ইমং **আটানাটিয়ং রক্খং** অভাসি।

২। বিপস্সিস্স নমত্থু চক্খুমন্তস্স সিরীমতো,
সিখিস্সপি নমত্থু সব্বভূতানুকম্পিনো।

৩। বেস্সভূস্স নমত্থু নহাতকস্স তপস্সিনো,
নমত্থু ককুসন্ধস্স মারসেনা পমদ্দিনো।

৪। কোণাগমনস্স নমত্থু ব্রাহ্মণস্স বুসীমতো,
কস্সপস্স নমত্থু বিপ্পমুত্তস্স সব্বধি।

৫। অঙ্গীরসস্স নমত্থু সক্যপুত্তস্স সিরীমতো,
য়ো ইমং ধম্মং দেসেসি সব্বদুক্খাপনূদনং।

৬। য়েচা'পি নিব্বুতা লোকে য়থাভূতং বিপস্সিসুং,
তে জনা অপিসুণা মহন্তা বীতসারদা।

৭। হিতং দেবমনুস্সানং য়ং নমস্সন্তি গোতমং,
বিজ্জাচরণসম্পন্নং মহন্তং বীতসারদং।

৮। য়তো উগ্গচ্ছতি সুরিয়ো আদিচ্চো মণ্ডলী মহা,
য়স্সচুগ্গচ্ছমানস্স সংবরীপি নিরুজ্ঝতি।

৯। য়স্সচুগ্গতে সুরিয়ে দিবসোতি পবুচ্চতি,
রহদো'পি তত্থ গম্ভীরো সমুদ্দো সরিতোদকো,

১০। এবং তং তত্থ জানন্তি সমুদ্দো সরিতোদকো,
ইতো সা পুরিমা দিসা ইতি নং আচিক্খাতি জনো।

১১। য়ং দিসং অভিপালেতি মহারাজা য়সস্সি সো,
গন্ধব্বানং অধিপতি ধতরট্ঠো ইতি নাম সো

১২। রমতি নচ্চগীতেহি গন্ধব্বেহি পুরক্খতো,
পুত্তাপি তস্স বহবো একনামা'তি মে সুতং।

১৩। অসীতিং দস একো চ ইন্দনামা মহব্বলা,
তে চাপি বুদ্ধং দিস্বান বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুনং।

১৪। দুরতোব নমস্সন্তি মহন্তং বীতসারদং,
নমো তে পুরিসাজঞ্ঞা নমো তে পুরিসুত্তম।

১৫। কুসলেন সমেক্খসি, অমনুস্সাপি তং বন্দন্তি, সুতং নেতং অভিণ্হসো, তস্মা এবং বদেমসে জিনং বন্দথ গোতমং জিনং বন্দাম গোতমং। বিজ্জাচরণসম্পন্নং বুদ্ধং বন্দাম গোতমং।

১৬। য়েন পেতা পবুচ্চন্তি পিসুণা পিট্ঠিমংসিকা,
পাণাতিপাতিনো লুদ্দা চোরা নেকতিকা জনা।

১৭। ইতো সা দক্খিণা দিসা ইতি নং আচিক্খতি জনো,
য়ং দিসং অভিপালেতি মহারাজা য়সস্সি সো।

১৮। কুম্ভণ্ডানং অধিপতি বিরুল্হো ইতি নাম সো,
রমতি নচ্চগীতেহি কুম্ভণ্ডেহি পুরক্খতো।

১৯। পুত্তাপি তস্স বহবো একনামাতি মে সুতং,
অসীতিং দস একো চ ইন্দনামা মহব্বলা।

২০। তে চা'পি বুদ্ধং দিস্বান বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুনং,
দুরতোব নমস্সন্তি মহন্তং বীতসারদং ;
নমো তে পুরিসাজঞ্ঞ নমো তে পুরিসুত্তম।

২১। কুসলেন সমেক্খসি, অমনুস্সা'পি তং বন্দন্তি সুতং নেতং অভিণ্হসো। তস্মা এবং বদেমসে, জিনং বন্দথ গোতমং, জিনং বন্দাম গোতমং, বিজ্জাচরণসম্পন্নং বুদ্ধং বন্দাম গোতমং।

২২। য়ত্থ চোগ্গচ্ছতি সুরিয়ো আদিচ্চো মণ্ডলী মহা,
য়স্স চোগ্গচ্ছমানস্স দিবসো'পি নিরুজ্ঝতি।

২৩। য়স্স চোগ্গচ্ছতে সুরিয়ে সংবরীতি পবুচ্চতি,
রহদো পি তত্থ গম্ভীরো সমুদ্দো সরিতোদকো।

২৪। এবঞ্ঞং তত্থ জানন্তি সমুদ্দো সরিতোদকো,
ইতো সা পচ্ছিমা দিসা ইতি নং আচিক্খতি জনো।

২৫। য়ং দিসং অভিপালেতি মহারাজা য়সস্সি সো,
নাগানং অধিপতি বিরূপক্খো ইতি নাম সো।

২৬। রমতি নচ্চগীতেহি নাগেহেব পুরক্খতো,
পুত্তাপি তস্স বহবো একনামা'তি মে সুতং।

২৭। অসীতিং দস একো চ ইন্দনামা মহব্বলা,
তে চা'পি বুদ্ধং দিস্বান বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুনং ;

২৮। দুরতো'ব নমস্সন্তি মহন্তং বীতসারদং।
নমো তে পুরিসাজঞ্ঞ নমো তে পুরিসুত্তম।

কুসলেন সমেক্খসি, অমনুস্সাপি তং বন্দন্তি সুতং নেতং অভিণ্হসো।, তস্মা এবং বদেমসে জিনং বন্দথ গোতমং জিনং বন্দাম গোতমং। বিজ্জাচরণসম্পন্নং বুদ্ধং বন্দাম গোতমং।

২৯। য়েন উত্তরকুরুরম্মা মহানেরু সুদস্সনো,
মনুস্সা তত্থ জায়ন্তি অমমা অপরিগ্গহা।

৩০। ন তে বীজং পবপন্তি নপিনীয়ন্তি নঙ্গলা,
অকট্ঠ পাকিমং সালিং পরিভুঞ্জন্তি মানুসা।

৩১। অকণং অথুসং সুদ্ধং সুগন্ধং তণ্ডুলপ্ফলং,
তুণ্ডিকীরে পচিত্বান ততো ভুঞ্জন্তি ভোজনং।

৩২। গাবিং একখুরং কত্বা অনুয়ন্তি দিসো দিসং,
পসুং একখুরং কত্বা অনুয়ন্তি দিসো দিসং।

৩৩। হত্থীবাহনং কত্বা অনুয়ন্তি দিসো দিসং,
পুরিসং বাহনং কত্বা অনুয়ন্তি দিসো দিসং।

৩৪। কুমারী বাহনং কত্বা অনুয়ন্তি দিসো দিসং,
কুমার বাহনং কত্বা অনুয়ন্তি দিসো দিসং।

৩৫। তে য়ানে অভিরুহিত্বা সব্বদিসা—
অনুপরিয়ন্তি পচারা তস্স রাজিনো,
হত্থিয়ানং অস্সয়ানং দিব্বং য়ানং উপট্ঠিতং,
পাসাদা সিবিকা চেব মহারাজস্স য়সস্সিনো।

৩৬। তস্স চ নগরা অহু অন্তলিক্খে সুমাপিতা,
আটানাটা কুসিনাটা পরকুসিনাটা নাটপুরিয়া পরকুসিতনাটা।

৩৭। উত্তরেন কপিবন্তো জনোঘমপরেনচ নবনবতিয়ো অম্বর অম্বরবতিয়ো আলকমন্দা নাম রাজধানী। কুবেরস্স খো পন মারিস মহারাজস্স বিসাণা নাম রাজধানী। তস্মা কুবেরো মহারাজা বেস্সবণো'তি পবুচ্চতি। পচ্চেসন্তো পকাসেন্তি ততোলা তত্তলা ততোতলা; ওজসি তেজসি ততোজসি সুরোরাজা অরিট্ঠোনেমি। রহদোপি তত্থ ধরণী নাম, য়তো মেঘা পবস্সন্তি বস্সা য়তো পতায়ন্তি, সভাপি তত্থ ভগলবতী নাম য়ত্থ য়ক্খা পয়িরুপাসন্তি।

৩৮। তত্থ নিচ্চফলা রুক্খা নানাদিজগণায়ুতা,
ময়ুর কোঞ্চভিরুদা কোকিলাভিহি বগ্গুভি।
৩৯। জীবঞ্জীবক সদ্দেত্থ অথো ওট্ঠ ব চিত্তকা,
কুকুত্থকা কুলীরকা বনে পোক্খরসাতকা।
৪০। সুক সালিহিক সদ্দেত্থ দণ্ডমানবকানি চ,
সোভতি সব্বকালং সা কুবের নলিনী সদা।
৪১। ইতো সা উত্তরা দিসা ইতি নং আচিক্খতি জনো,
য়ং দিসং অভিপালেতি মহারাজা য়সস্সিসো।
৪২। য়ক্খানং অধিপতি কুবেরো ইতি নাম সো,
রমতি নচ্চগীতেহি য়ক্খেহি চ পুরক্খতো।
৪৩। পুত্তাপি তস্স বহবো একনামা'তি মে সুতং,
অসীতিং দস একো চ ইন্দনামা মহব্বলা।
৪৪। তে চা'পি বুদ্ধং দিস্বান বুদ্ধং আদিচ্চবন্ধুনং,
দূরতোব নমস্সন্তি মহন্তং বীতসারদং।
নমো তে পুরিসাজঞ্ঞ নমোতে পুরিসুত্তম।

৪৫। কুসলেন সমেক্খসি, অমনুস্সাপি তং বন্দন্তি সুতং নেতং অভিণ্হসো। তস্মা এবং বদেমসে জিনং বন্দথ গোতমং জিনং বন্দাম গোতমং, বিজ্জাচরণসম্পন্নং বুদ্ধং বন্দাম গোতমন্তি। অয়ং খো সা মারিসা **আটানাটিয়া** রক্খা, ভিক্খুনং ভিক্খুণীনং উপাসকান উপাসিকান গুত্তিয়া রক্খায় অবিহিংসায় ফাসু বিহারায়া'তি।

৪৬। য়স্স কস্সচি মারিস, ভিক্খুস্স বা ভিক্খুণীয়া বা উপাসকস্স বা উপাসিকায় বা, অয়ং আটানাটিয়া রক্খা সুগ্গহীতা ভবিস্সতি সমত্তা পরিয়াপুতা, তঞ্চে অমনুস্সো, য়ক্খো বা য়ক্খিণী বা য়ক্খপোতকো বা য়ক্খপোতিকা বা য়ক্খমহামত্তো বা য়ক্খপারিসজ্জো য়ক্খপচারো বা গন্ধব্বো বা গন্ধব্বী বা গন্ধব্বপোতকো বা গন্ধব্বপোতিকা বা গন্ধব্বমহামত্তো বা গন্ধব্বপারিসজ্জো বা গন্ধব্বপচারো বা কুম্ভণ্ডো বা কুম্ভণ্ডী বা কুম্ভণ্ডপোতকো বা কুম্ভণ্ডপোতিকা বা কুম্ভণ্ডমহামত্তো বা কুম্ভণ্ডপারিসজ্জো বা কুম্ভণ্ডপচারো বা নাগো বা নাগিনী বা নাগপোতকো বা নাগপোতিকা বা নাগমহামত্তো বা নাগপারিসজ্জো বা নাগপচারো বা পদুট্ঠচিত্তো গচ্ছন্তং বা অনুগচ্ছেয়্য, ঠিতং বা উপতিট্ঠেয়্য নিসিন্নং বা উপনিসীদেয়্য, নিপন্নং বা উপনিপজ্জেয়্য, ন মে সো মারিস অমনুস্সো লভেয়্য, গামেসু বা নিগমেসু বা সক্কারং বা গরুকারং বা; ন মে সো মারিস অমনুস্সো লভেয়্য আলকমন্দায়

রাজধানীয়া বত্থুং বা বাসং বা; ন মে সো মারিস অমনুস্‌সো লভেয্য য়ক্‌খানং সামীতিং গন্তুং। অপিস্‌সু নং মারিস অমনুস্‌সা অনবয়্‌হম্পি নং কারেয়্যুং অবিবয়্‌হং। অপিস্‌সু নং মারিস অমনুস্‌সা, অত্তাহি পি পরিপুণ্ণাহি পরিভাসাহি পরিভাসেয্যুং। অপিস্‌সু নং মারিস অমনুস্‌সা রিত্তম্পি পত্তং সীসে নিক্কুজ্জেয্যুং অপিস্‌সু নং মারিস অমনুস্‌সা সত্তধা'পিস্‌স মুদ্ধং ফালেয্যুং। সন্তিহি মারিস অমনুস্‌সা চণ্ডা রুদ্ধা রভসা, তেনেব মহারাজানং আদিয়ন্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং আদিয়ন্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং পুরিসকানং আদিয়ন্তি, তে খো তে মারিস অমনুস্‌সা; মহারাজানং অবরুদ্ধা নাম বুচ্চন্তি। সেয়্যথাপি—মারিস, রঞ্‌ঞো মাগধস্‌স বিজিতে চোরা তেনেব রঞ্‌ঞো মাগধস্‌স পুরিসকা আদিয়ন্তি, ন রঞ্‌ঞো মাগধস্‌স পুরিসকানং পুরিসকানং আদিয়ন্তি, তে খো তে মারিস মহাচোরা, রঞ্‌ঞো মাগধস্‌স অবরুদ্ধা নাম বুচ্চন্তি; এবমেব খো মারিস সন্তি হি অমনুস্‌সা চণ্ডা রুদ্ধা রভসা, তেনেব মহারাজানং আদিয়ন্তি, ন মহারাজানং আদিয়ন্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং আদিয়ন্তি, ন মহারাজানং পুরিসকানং পুরিসকানং আদিয়ন্তি, তে খো তে মারিস অমনুস্‌সা মহারাজানং অবরুদ্ধা নাম বুচ্চন্তি, য়ো হি কোচি মারিস অমনুস্‌সো, য়ক্‌খো বা য়ক্‌খিণী বা য়ক্‌খপোতকো বা য়ক্‌খপোতিকা বা য়ক্‌খমহামত্তো বা য়ক্‌খপারিসজ্জো বা য়ক্‌খপচারো বা গন্ধব্বো বা গন্ধব্বী বা গন্ধব্বপোতকো বা গন্ধব্বপোতিকা বা গন্ধব্বমহামত্তো বা গন্ধব্বপারিসজ্জো বা গন্ধব্বপচারো বা কুম্ভণ্ডো বা কুম্ভণ্ডী বা কুম্ভণ্ডপোতকো বা কুম্ভণ্ডপোতিকা বা কুম্ভণ্ড-মহামত্তো বা কুম্ভণ্ডপারিসজ্জো বা কুম্ভণ্ডপচারো বা, নাগো বা নাগিনী বা নাগপোতকো বা নাগপোতিকা বা নাগমহামত্তো বা নাগপারিসজ্জো বা নাগপচারো বা পদুট্‌ঠচিত্তো ভিক্‌খুং বা ভিক্‌খুণীং বা উপাসকং বা উপাসিকং বা গচ্ছন্তং বা অনুগচ্ছেয্য, ঠিতং বা উপতিট্‌ঠেয্য, নিসিন্নং বা উপনিসীদেয্য নিপন্নং বা উপনিপজ্জেয্য। ইমেসং য়ক্‌খানং মহায়ক্‌খানং, সেনাপতীনং মহাসেনাপতীনং উজ্ঝাপেতব্বং বিক্কন্দিতব্বং বিরবিতব্বং, অয়ং য়ক্‌খো গণ্হাতি, অয়ং য়ক্‌খো আবিসতি, অয়ং য়ক্‌খো হেঠেতি, অয়ং য়ক্‌খো বিহেঠেতি, অয়ং য়ক্‌খো হিংসতি, অয়ং য়ক্‌খো বিহিংসতি, অযং য়ক্‌খো ন মুঞ্চতী'তি। কতমেসং য়ক্‌খানং মহায়ক্‌খানং সেনাপতীনং মহাসেনাপতীনং?

৪৭। ইন্দো সোমো বরুণো চ ভারদ্বাজো পজাপতি,
চন্দনো কামসেট্‌ঠো চ কিন্নুঘণ্ডু নিঘণ্ডু চ।
পণাদো ওপমঞ্‌ঞো চ দেবসুতো চ মাতলি,
চিত্তসেনো চ গন্ধব্বো নলোরাজা জনেসভো।

সাতাগিরো হেমবতো পুণ্ণকো করতিয়ো গুলো,
সীবকো মুচলিন্দো চ বেস্সামিত্তো য়ুগন্ধরো।
গোপালো সুপ্পগেধো চ হিরি নেত্তি চ মন্দিয়ো,
পঞ্চালো চণ্ডো আলবকো পজ্জুন্নো সুমনো সুমুখো দধীমুখো,
মণিমানী চরো দীঘো অথো সেরিস্সকো সহ।

৪৮। ইমেসং য়ক্খানং মহায়ক্খানং সেনাপতীনং মহাসেনাপতীনং উজ্ঝাপেতব্বং বিক্কন্দিতব্বং বিরবিতব্বং। অয়ং য়ক্খো গণ্হাতি, অয়ং য়ক্খো আবিসতি, অয়ং য়ক্খো হেঠেতি, অয়ং য়ক্খো বিহেঠেতি, অয়ং য়ক্খো হিংসতি, অয়ং য়ক্খো বিহিংসতি, অয়ং য়ক্খো ন মুঞ্চতী'তি। অয়ং খো সা মারিস অটানাটিয়া রক্খা ভিক্খূনং ভিক্খুনীনং উপাসকানং উপাসিকানং গুত্তিয়া রক্খায় অবিহিংসায় ফাসু বিহারায়া'তি।

৪৯। হন্দ চ'দানি ময়ং মারিস গচ্ছাম, বহুকিচ্চা ময়ং বহুকরণীয়া'তি। য়স্সদানি তুম্হে মহারাজানো কালং মঞ্ঞথা'তি *। অথ খো চত্তারো মহারাজা উট্‌ঠায়াসনা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা তত্থেবন্তরধায়িংসু। তে পি খো য়ক্খা উট্‌ঠায়াসনা অপ্পেকচ্চে ভগবন্তং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা তত্থেবন্তরধায়িংসু। অপ্পেকচ্চে ভগবতা সদ্ধিং সম্মোদিংসু, সম্মোদনীয়ং কথং সারাণীয়ং বীতিসারেত্বা তত্থেবন্তরধায়িংসু। অপ্পেকচ্চে য়েন ভগবা তেনঞ্জলিং পণামেত্বা তত্থেবন্তরধায়িংসু। অপ্পেকচ্চে নামগোত্তং সাবেত্বা তত্থেবন্তরধায়িংসু। অপ্পেকচ্চে তুণ্হীভূতা তত্থেবন্তরধায়িংসু'তি।

১। অথ খো ভগবা তস্সা রত্তিয়া অচ্চয়েন ভিক্খূ আমন্তেসি। ইমং ভিক্খবে রত্তিং চত্তারো মহারাজা মহতিয়া চ য়ক্খসেনায় মহতিয়া চ গন্ধব্বসেনায় মহতিয়া চ কুম্ভণ্ডসেনায় মহতিয়া চ নাগসেনায় চতুদ্দিসং রক্খং ঠপেত্বা চতুদ্দিসং গুম্বং ঠপেত্বা চতুদ্দিসং ওবরণং ঠপেত্বা অভিক্কন্তায় রত্তিয়া অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং গিজ্ঝকূটং ওভাসেত্বা য়েনাহং তেনুপসঙ্কমিংসু। উপসঙ্কমিত্বা মং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। তে পি খো ভিক্খবে য়ক্খা অপ্পেকচ্চে মং অভিবাদেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। অপ্পেকচ্চে মম সদ্ধিং সম্মোদিংসু। সম্মোদনীয়ং কথং সারাণীয়ং বীতিসারেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। অপ্পেকচ্চে য়েনাহং তেনঞ্জলিং পণামেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। অপ্পেকচ্চে নামগোত্তং সাবেত্বা একমন্তং নিসীদিংসু। অপ্পেকচ্চে তুণ্হীভূতা একমন্তং নিসীদিংসু। একমন্তং নিসিন্নো খো ভিক্খবে বেস্সবণো মহারাজা মং এতদবোচ—(* এখানে ৩৫০ পৃষ্ঠায় ফুলচিহ্নের পর হইতে ৩৫৬ পৃষ্ঠায় ফুলচিহ্নের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বিষয় পাঠ করিতে

হইবে *।) অথ খো ভিক্খবে চত্তারো মহারাজা উট্ঠায়াসনা মং অভিবাদেত্বা পদক্খিণং কত্বা তত্থেবন্তরধায়িংসু। অপ্পেকচ্চে মম সদ্ধিং সম্মোদিংসু। সম্মোদনীয়ং কথং সারাণীয়ং বীতিসারেত্বা তত্থেবন্তরধায়িংসু। অপ্পেকচ্চে য়েনাহং তেনঞ্জলিম্পণামেত্বা নামগোত্তং সাবেত্বা তত্থেবন্তরধায়িংসু। অপ্পেকচ্চে তুণ্হীভূতা তত্থেবন্তরধায়িংসু'তি।

উগ্গণ্হথ ভিক্খবে আটানাটিয়ং রক্খং পরিয়াপুণাথ ভিক্খবে আটানাটিয়ং রক্খং। ধারেথ ভিক্খবে আটানাটিয়ং রক্খং, অত্থসংহিতায় ভিক্খবে আটানাটিয়া রক্খা ভিক্খুনং ভিক্খুণীনং উপাসকানং উপাসিকানং গুত্তিয়া রক্খায় অবিহিংসায় ফাসু বিহারায়া'তি।

ইদমবোচ ভগবা :—অত্তমনা তে ভিক্খু ভগবতো ভাসিতং অভিনন্দুন্তি।

—মহাসময় সুত্তং-৩৮—

১। এবং মে সুত্তং একং সময়ং ভগবা সক্কেসু বিহরতি কপিলবত্থুস্মিং মহাবনে মহতা ভিক্খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং পঞ্চমত্তেহি ভিক্খুসতেহি সব্বেহেব অরহন্তেহি। দসহি চ লোকধাতুহি দেবতা য়েভুয়্যেন সন্নিপতিতা হোন্তি ভগবন্তং দস্সনায় ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ। অথ খো চতুন্নং সুদ্ধবাসকায়িকানং দেবানং এতদহোসি—অয়ং খো ভগবা সক্কেসু বিহরতি কপিলবত্থুস্মিং মহাবনে মহতা ভিক্খুসঙ্ঘেন সদ্ধিং পঞ্চমত্তেহি ভিক্খুসতেহি সব্বেহেব অরহন্তেহি দসহি চ লোকধাতুহি দেবতা য়েভুয়্যেন সন্নিপতিতা হোন্তি ভগবন্তং দস্সনায় ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ। য়ন্নূন ময়ম্পি য়েন ভগবা তেনুপসঙ্কমেয়্যাম, উপসঙ্কমিত্বা ভগবতো সন্তিকে পচ্চেকগাথং ভাসেয়্যামা'তি। অথ খো তা দেবতা সেয়্যথাপি নাম বলবা পুরিসো সম্মিঞ্জিতং বা বাহং পসারেয়্য পসারিতং বা বাহং সম্মিঞ্জেয়্য, এবমেব সুদ্ধাবাসেসু দেবেসু অন্তরহিতা ভগবতো পুরতো পাতুরহেসুং। অথ খো তা দেবতা ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠংসু। একমন্তং ঠিতা খো একা দেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি—

মহাসময়ো পবনস্মিং দেবকায়া সমাগতা,
আগতম্হা ইমং ধম্মসময়ং দক্খিতায়ে অপরাজিত সঙ্ঘন্তি।
অথ খো অপরাদেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি—
তত্র ভিক্খবো সমাদহংসু চিত্তমত্তনো উজুক মকংসু,
সারথী'ব নেত্তানি গহেত্বা ইন্দ্রিয়ানি রক্খন্তি পণ্ডিতাতি।

৩। অথ খো অপরাদেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি—
ছেত্বা খীলং ছেত্বা পলিঘং ইন্দখীলং উহচ্চমনেজা,
তে চরন্তি সুদ্ধা বিমলা চক্খুমতা সুদন্তা সুসুনাগাতি।

৪। অথ খো অপরাদেবতা ভগবতো সন্তিকে ইমং গাথং অভাসি—
য়েকেচি বুদ্ধং সরণং গতাসে নতে গমিস্সন্তি অপায়ভূমিং
পহায় মানুসং দেহং দেবকায়ং পরিপূরেস্সন্তী'তি।

৫। অথ খো ভগবা ভিক্খু আমন্তেসি, য়েভুয়্যেন ভিক্খবে দসসু লোকধাতুসু দেবতা সন্নিপাতিতা; তথাগতং দস্সনায় ভিক্খুসঙ্ঘঞ্চ। যে'পিতে ভিক্খবে অহেসুং অতীতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা, তেসম্পি ভগবন্তানং এতপরমায়েব দেবতা সন্নিপতিতা অহেসুং সেয়্যথাপি ময়্হং এতরহি। য়ে পি তে ভিক্খবে ভবিস্সন্তি অনাগতমদ্ধানং অরহন্তো সম্মাসম্বুদ্ধা তেসম্পি ভগবন্তানং এতপরমায়েব দেবতা সন্নিপতিতা ভবিস্সন্তি, সেয়্যথাপি ময়্হং এতরহি। আচিক্খিস্সামি ভিক্খবে দেবকায়ানং নামানি, কিত্তয়িস্সামি ভিক্খবে দেবকায়ানং নামানি, দেসিস্সামি ভিক্খবে দেবকায়ানং নামানি। তং সুণাথ, সাধুকং মনসি করোথ, ভাসিস্সামী'তি। এবম্ভন্তে'তি খো তে ভিক্খু ভগবতো পচ্চস্সোসুং; ভগবা এতদবোচ—

৬। সিলোক মনুকস্সামি যথ ভুম্মাতিদস্সিতা,
যে সিতা গিরিগব্ভারং পহিতত্তা সমাহিতা।

৭। পুথু সীহাবসল্লীনা লোমহংসাভি সম্ভুনো,
ওদাত মনসা সুদ্ধা বিপ্পসন্নমনাবিলা।

৮। ভীয়্যো পঞ্চসতে ঞত্বা বনে কাপিলবত্থবে,
ততো আমন্তয়ী সত্থা সাবকে সাসনেরতে।

৯। দেবকায়া অভিক্কন্তা তে বিজানাথ ভিক্খবো,
তে চ আতপ্পমকরুং সুত্বা বুদ্ধস্স সাসনং।

১০। তেসং পাতুরহুঞাণং অমনুস্সান দস্সনং,
অপ্পেকে সতমদ্দক্খুং সহস্সং অথ সত্ততিং।

১১। সতং একে সহস্সানং অমনুস্সানমদ্দসুং,
অপ্পেকেনন্ত মদ্দক্খুং দিসা সব্বাফুটা অহু।

১২। তঞ্চ সব্বং অভিঞ্ঞায় ববকৃখিত্বান চকৃখুমা,
ততো আমন্তয়ী সত্থা সাবকে সাসনেরতে।

১৩। দেবকায়া অভিক্কন্তা তে বিজানাথ ভিকৃখবো,
যে বোহং কিত্তয়িস্সামি গিরাহি অনুপুব্বসো।

১৪। সত্তসহস্‌সা তে য়কৃখা ভুম্মা কাপিলবথবা,
ইদ্ধিমন্তো জুতীমন্তো বণ্ণবন্তো য়সস্‌সিনো ;
মোদমানা অভিক্কামুং ভিকৃখুনং সমিতিং বনং।

১৫। ছ সহস্‌সা হেমবতা য়কৃখা নানত্তবণ্ণিনো,
ইদ্ধিমন্তো ... ... সমিতিং বনং।

১৬। সাতাগিরা তিসহস্‌সা য়কৃখা নানত্তবণ্ণিনো,
ইদ্ধিমন্তো ... ... সমিতিং বনং।

১৭। ইচ্চেতে সোলস সহস্‌সা য়কৃখা নানত্তবণ্ণিনো,
ইদ্ধিমন্তো ... ... সমিতিং বনং।

১৮। বেস্‌সামিত্তা পঞ্চসতা য়কৃখা নানত্তবণ্ণিনো,
ইদ্ধিমন্তো ... ... সমিতিং বনং।

১৯। কুম্ভীরো রাজগহিকো বেপুল্লস্‌স নিবেসনং,
ভীয়্যো নং সতসহস্‌সং য়কৃখানং পয়িরুপাসতি ;
কুম্ভীরো রাজগহিকো সোপাগা সমিতিং বনং।

২০। পুরিমঞ্চ দিসং রাজা ধতরট্‌ঠো তম্পসাসতি,
গন্ধব্বানং অধিপতি মহারাজা য়সস্‌সি সো।

২১। পুত্তাপি তস্‌স বহবো ইন্দনামা মহব্বলা,
ইদ্ধিমন্তো ... ... সমিতিং বনং।

২২। দকৃখিণঞ্চ দিসং রাজা বিরূল্‌হো তম্পসসাতি,
কুম্ভণ্ডানং অধিপতি মহারাজা য়সস্‌সি সো।

২৩। পুত্তাপি তস্‌স বহবো ইন্দনামা মহব্বলা,
ইদ্ধিমন্তো ... ... সমিতিং বনং।

২৪। পচ্ছিমঞ্চ দিসং রাজা বিরূপকৃখো তম্পসাসতি,
নাগানং চ অধিপতি মহারাজা য়স্‌সস্‌সি সো।

২৫। পুত্তাপি তস্‌স ... ... সমিতিং বনং।

২৬। উত্তরং চ দিসং রাজা কুবেরো তম্পসাসতি,
য়ক্খানং অধিপতি মহারাজা যসস্সি সো।
২৭। পুত্তাপি তস্স ... ... সমিতিং বনং।
২৮। পুরত্থিমেন ধতরট্‌ঠো দক্খিণেন বিরূলহকো,
পচ্ছিমেন বিরূপক্খো কুবেরো উত্তরং দিসং।
২৯। চত্তারো তে মহারাজা সমন্তা চতুরো দিসা,
দদ্দল্লমানো অট্‌ঠংসু বনে কাপিলবত্থবে।
৩০। তেসং মায়াবিনো দাসা আগুং বঞ্চনিকা সঠা,
মায়া কুটেণ্ডু বেটেণ্ডু বিটুচ্চ বিটুডো সহ।
৩১। চন্দনো কামসেট্‌ঠো চ কিন্নুঘণ্ডু নিঘণ্ডু চ,
পনাদো ওপমঞ্ঞো চ দেবসূতো চ মাতলী।
৩২। চিত্তসেনো চ গন্ধব্বো নলোরাজা জনেসভো,
আগুং পঞ্চ সিখোচে'ব তিম্বরু সুরিয়-বচ্ছসা।
৩৩। এতে চ'ঞ্ঞে চ রাজানো গন্ধব্বা সহ রাজুভি,
মোদমানা অভিক্কামুং ভিক্খুনং সমিতিং বনং।
৩৪। অথাগুং নাগসা নাগা বেসালা সহ তচ্ছকা,
কম্বলস্সতরা আগূ পায়াগা সহ ঞাতিভি।
৩৫। য়ামুনা ধতরট্‌ঠা চ আগূ নাগা য়সস্সিনো,
এরাবণো মহানাগো সোপাগ সমিতিং বনং।
৩৬। য়ে নাগরাজে সহসা হরন্তি-দিব্বাদ্বিজা পক্খী বিসুদ্ধচক্খু,
বেহাসয়া তে বনজমজ্ঝাপত্তা-চিত্রা সুপন্না ইতি তেসং নামানি।
৩৭। অভয়ং তদা নাগরাজানমাসি-সুপণ্ণতো খেমমকাসি বুদ্ধো,
সণ্‌হাহি বাচাহি উপব্হয়ন্তা-নাগা সুপণ্ণা সরণমগমংসু বুদ্ধং।
৩৮। জিতা বজির হত্থেন সমুদ্দং অসুরা সিতা,
ভাতরো বাসবস্সেতে ইদ্ধিমন্তো য়সস্সিনো।
৩৯। কালকঞ্জা মহাভিংসা অসুরা দানবেঘসা,
বেপচিত্তি সুচিত্তি চ পহারাদো নমুচী সহ।
৪০। সতঞ্চ বলিপুত্তানং সব্বে বেরোচনামকা,
সন্নয্হিত্বা বলিং সেনং রাহুভদ্দ মুপাগমুং,
সময়োদানি ভদ্দন্তে ভিক্খুনং সমিতিং বনং।

৪১। আপো চ দেবা পঠবী চ তেজো বায়ো তদাগমুং,
বরুণা বারুণা দেবা সোমা চ য়সসা সহ।

৪২। মেত্তা করুণা কায়িক আগুং দেবা য়সস্সিনো,
দসেতে দসধা কায়া সব্বে নানত্তবণ্ণিনো।

৪৩। ইদ্ধিমন্তো ··· ··· ··· সমিতিং বনং।

৪৪। বেণ্হু চ দেবা সহলী চ অসমা চ দুবে য়মা,
চন্দস্সূপনিসা দেবা চন্দমাগু পুরক্খত্বা।

৪৫। সুরিয়স্সূপনিসা দেবা সুরিয়মাগুং পুরক্খত্বা,
নক্খত্তানি পুরক্খিত্বা আগু মন্দবলাহকা।

৪৬। বসূনং বাসবো সেট্ঠো সক্কোপাগ পুরিন্দদো,
দসেতে দসধা কায়া সব্বে নানত্তবণ্ণিনো।

৪৭। ইদ্ধিমন্তো ··· ··· ··· সমিতিং বনং।

৪৮। অথাগুং সহভূদেবা জলমগ্গি সিখরিব,
অরিট্ঠকা চ রোজা চ উম্মা পুপ্ফা নিভাসিনো।

৪৯। বরুণা সহ ধম্মা চ অচ্চুতা চ অনেজকা,
সুলেয়্য রুচিরা আগুং আগুং বাসবনেসিনো।

৫০। দসেতে দসধাকায়া সব্বে নানত্তবণ্ণিনো,
ইদ্ধিমন্তো ··· ··· ··· সমিতিং বনং।

৫১। সমানা মহাসমানা মানুসা মানুসুত্তমা,
খিড্ডা পদূসিকা আগুং আগুং মনোপদূসিকা।

৫২। অথাগুং হরয়ো দেবা য়ে চ লোহিতবাসিনো,
পারগা মহাপারগা আগুং দেবা য়সস্সিনো।

৫৩। দসেতে দসধাকায়া সব্বে নানত্তবণ্ণিনো,
ইন্দিমন্তো ··· ··· ··· সমিতিং বনং।

৫৪। সুক্কা করুম্হা অরুণা আগুং বেঘনসা সহ,
ওদাত গয়্হা পামোক্খা আগুং দেবা বিচক্খণা।

৫৫। সদা মত্তা হারগজা মিস্সকা চ য়সস্সিনো,
থনয়ং আগু পজ্জুন্নো য়ো দিসা অভিবস্সতি।

৫৬। দসেতে দসধাকায়া সব্বে নানত্তবণ্ণিনো,
ইদ্ধিমন্তো ··· ··· ··· সমিতিং বনং।

৫৭। যেমিয়া তুসিতা রামা কট্ঠকা চ য়সস্সিনো,
লম্বিতকা লামসেট্ঠা জোতিনামা চ আসবা

৫৮। নিম্মাণরতিনো আগুং আগুং পরনিম্মিতা,
দসেতে দসধা কায়া সব্বে নানত্তবণ্ণিনো।

৫৯। ইদ্ধিমন্তো ··· ··· ··· সমিতিং বনং।

৬০। সট্ঠেতে দেবনিকায়া সব্বে নানত্তবণ্ণিনো।
নামন্বয়েন আগঞ্ছুং য়ে'ঞ্ঞে সদিসা সহ।

৬১। পবুত্থজাতিং অখিলং ওঘাতিণ্ণমনাসবং,
দক্খেম ওঘতরং নাগং চন্দং'ব অসিতাতিগং।

৬২। সুব্রহ্মা পরমত্তো চ পুত্তা ইদ্ধিমতো সহ,
সনঙ্কুমারো তিস্সো চ সোপাগ সমিতিং বনং।

৬৩। সহস্সং ব্রহ্মলোকানং মহাব্রহ্মাভি তিট্ঠতি,
উপপন্নো জুতীমন্তো চ ভীস্মাকায়ো য়সস্সি সো।

৬৪। দসেত্থ ইস্সরা আগুং পচ্চেক বসবত্তিনো,
তেসঞ্চ মজ্ঝতো আগ হারিতো পরিবারিতো।

৬৫। তে চ সব্বে অভিক্কন্তে সইন্দে দেবে সব্রহ্মকে,
মারসেনা অভিক্কামুং পস্স কণ্হস্স মন্দিয়ং।

৬৬। এথ গণ্হথ বন্ধথ রাগেন বদ্ধ মত্থু বে,
সমন্তা পরিবরেথ মা বো মুঞ্চিত্থ কোচিকং।

৬৭। ইতি তত্থ মহাসেনো কণ্হসেনং আপেসয়ি,
পাণিনা থল মাহচ্চ সরং কত্বান ভেরবং।

৬৮। য়থা পবুস্সকো মেঘো থনয়ন্তো সবিজ্জুকো,
তদা সো পচ্চুদাবত্তি সংকুদ্ধো অসয়ং বসি।

৬৯। তঞ্চ সব্বং অভিঞ্ঞায় ববক্খিত্বান চক্খুমা,
ততো আমন্তয়ী সত্থা সাবকে সাসনে রতে।

৭০। মারসেনা অভিক্কন্তা তে বিজানথ ভিক্খবো,
তে চ আতপ্পমকরুং সুত্বা বুদ্ধস্স সাসনং।

৭১। বীতরাগে'হপক্কামুং নেসং লোমম্পি ইঞ্জয়ুং,
সব্বে বিজিত সঙ্গামা ভয়াতীতা য়সস্সিনো।
মোদন্তি সহ ভুতেহি সাবকা তে জনে সুতা।

সূত্র পর্ব সমাপ্ত

—:•:—

প্রকীর্ণক পর্ব—২৬

—ধর্ম বিনয়ের স্বরূপ—

ইমে ধম্মা বিরাগায় সংবত্তন্তি নো সরাগায়, বিসঞ্ঞোগায় সংবত্তন্তি নো সঞ্ঞোগায়, অপচয়ায় সংবত্তন্তি নো আচয়ায়, অপ্পিচ্ছতায় সংবত্তন্তি নো মহিচ্ছতায়, সন্তুট্ঠিয়া সংবত্তন্তি নো অসন্তুট্ঠিয়া, পাবিবেকায় সংবত্তন্তি নো সংগনিকায়, বিরিয়ারম্ভায় সংবত্তন্তি নো কোসজ্জায়, সুভরতায় সংবত্তন্তি নো দুভরতায়। ধুবং ধারেয়্যাসি এসো **ধম্মো,** এসো বিনয়ো।

বঙ্গার্থ—যেই **ধর্ম** বিরাগ উৎপাদনে প্রবর্ত্তিত হয়, সরাগ উৎপাদনে নহে, ভব হইতে ভবান্তরে দশসংযোজন হইতে বিসংযোগের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়, সংযোগের জন্য নহে ; তৃষ্ণা ধ্বংসের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়, তৃষ্ণা সঞ্চয় বা বৃদ্ধির জন্য নহে ; অল্পেচ্ছার জন্যই প্রবর্ত্তিত হয়, মহেচ্ছার জন্য নহে ; যথালাভে সন্তুষ্টির জন্যই প্রবর্ত্তিত হয়, অসন্তুষ্টির জন্য নহে, প্রবিবেকের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়, অবিবেকের বা জনবহুলে রমিত হইবার জন্য নহে: দৃঢ়বীর্য্য উৎপাদনের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়, হীনবীর্য্য বা অলসতার জন্য নহে ; অল্পে নিজকে পোষণে প্রবর্ত্তিত হয়, দুর্ভরতার জন্য নহে ; নিশ্চয়ই তাহাই **ধর্ম** তাহাই **বিনয়** বলিয়া জানিবে।

ত্রিপিটক শাস্ত্র লিখার ফল বর্ণনা

ত্রিলোকগুরু মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ কুশীনগরে পরিনির্বাণ-মঞ্চে শায়িত অবস্থায় আনন্দ স্থবিরকে আহ্বান করিয় বলিয়াছিলেন—"হে আনন্দ, আমা কর্ত্তৃক যেই **ধর্ম-বিনয়** দেশনা এবং প্রজ্ঞাপ্ত করা হইয়াছে, আমার অবর্ত্তমানে তাহাই তোমাদের **শাস্তা** বা শিক্ষকরূপে বিদ্যমান থাকিবে। আমার বুদ্ধত্ব লাভের পর হইতে পরিনির্বাণ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ **পঁয়তাল্লিশ** বৎসর যাবৎ আমার ভাষিত ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধ প্রতিষ্ঠিত আছে ও থাকিবে। আমি একজনই পরিনির্বাপিত হইতেছি। এযাবৎ আমি একজনেই উপদেশ দিয়াছি ও অনুশাসন করিয়াছি। আমার পরিনির্বাণের পর এই ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধ ৮৪ হাজার **বুদ্ধরূপে** তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান ও অনুশাসন করিবে।" ভগবান বুদ্ধ নিজেই যেই ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, সেই ৮৪ হাজার শ্রেষ্ঠ ধর্মস্কন্ধই বুদ্ধের **ধর্মকায়**। যেহেতু :— এই ধর্মস্কন্ধ সমূহ বুদ্ধ হইতে সম্ভূত। তদ্ধেতু বুদ্ধ ৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধকে ৮৪ হাজার বুদ্ধের পর্য্যায়ে স্থাপন করিয়াছেন।

'জাতক পন্নাস' গ্রন্থে ত্রিপিটক লিখার যেই বিস্তৃত ফল বর্ণনা আছে, সর্ব-সাধারণের অবগতির জন্য তাহা হইতে কয়েকটি মাত্র গাথার শুধু বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

বঙ্গার্থ— ১। ত্রিপিটক শাস্ত্রের এক একটি অক্ষর এক একটি **বুদ্ধমূর্ত্তির** ন্যায়। তদ্ধেতু পণ্ডিতগণ [এই কল্পনা নিয়া] ত্রিপিটক লিখিবেন। ২। ত্রিপিটক প্রতি-ষ্ঠিত থাকিলে ৮৪ হাজার পরিমাণ সম্বুদ্ধও বিদ্যমান থাকিবেন। ৩। ভগবান বুদ্ধের **বিনয়, সূত্র** ও **অভিধর্ম** এই পরিয়ত্তি ধর্মে যে অক্ষর সমূহ আছে, তন্মধ্যে প্রত্যেকটি অক্ষর এক একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ন্যায় সমফল দায়ক। ৪। সেই জন্য পণ্ডিতগণ দেব-নর ও নির্বাণ সম্পত্তি লাভের ইচ্ছা পোষণ করিয়া ধর্ম-চৈত্যরূপী ধর্মগ্রন্থ লিখিবেন বা লিখাইবেন। ৫। ত্রিপিটক গ্রন্থ লেখক দশবিধ পুণ্যক্রিয়া বস্তু এবং কায়-বাক্য-মন, এই ত্রিবিধ সুচরিত ধর্ম পূর্ণ করেন।

৬। ত্রিপিটক লেখকগণ বুদ্ধের শাসনে **পরিয়ত্তি, প্রতিপত্তি** ও **প্রতিবেধ** অর্থাৎ ত্রিপিটকে বর্ণিত শিক্ষা, আচরণ ও অধিগম এই ত্রিবিধ সদ্ধর্ম উত্তমরূপে পূর্ণ করেন। ৭। লোকনাথ বুদ্ধের শাসনে অর্থাৎ সমুদায় ত্রিপিটক গ্রন্থে যতগুলি অক্ষর আছে, উহার প্রত্যেকটি অক্ষর বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ন্যায় ফলদায়ক। ৮। তদ্ধেতু ত্রিবিধ সম্পত্তি ইচ্ছাকারী পণ্ডিতগণ ত্রিপিটকের অক্ষর সমূহ নিজে লিখিবেন অথবা অপরের দ্বারা লিখাইবেন। ৯। সমগ্র ত্রিপিটকে অক্ষরের পরিমাণ চুরানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার। ১০। যাহারা ত্রিপিটক শাস্ত্র লিখিবেন, তাঁহারা যেন মনে করেন, চুরানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১১। শাস্তার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করার ন্যায় যাঁহারা ত্রিপিটকের অক্ষর সমূহ লিখিয়া থাকেন, ত্রিজগতে তাঁহারা সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ দেহধারী ও সূর্য্যের ন্যায় তেজবান হইয়া থাকেন। ১২। যাঁহারা ত্রিপিটকের অক্ষর লিখান, তাঁহারা কোন সময় নারী, নপুংসক ও উভয় ব্যঞ্জকত্ব প্রাপ্ত হন না। সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ দেহ লাভ করেন। ১৩। তাঁহাদের কোন প্রকার উপদ্রবে মৃত্যু হয় না। বিষ, অস্ত্র অথবা মন্ত্রশক্তি দ্বারাও মৃত্যু হয়না। শত্রু রাজাগণও হিংসা করেন না, শত্রুর করুণা লাভ করেন। ১৪। সুবিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে ও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। কখনও হীন, নীচকুলে জন্ম গ্রহণ করেন না। ১৫। তাঁহারা কখনও মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হন না, পক্ষাঘাত, মূখ, বধির কিম্বা অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন না এবং চতুর্বিধ অপায় হইতে বিমুক্ত থাকেন।

১৬। যিনি ত্রিপিটকের অক্ষর লিখাইয়া থাকেন, তিনি জন্মে জন্মে কখনও মাতৃগর্ভে দুঃখ পান না, ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েও দুঃখ পান না এবং প্রসবিনী মাতারও কোন দুঃখ হয় না। ১৭। তাঁহারা জন্মে জন্মে সর্বদা সুখেই অভিবর্দ্ধিত হন এবং ধন-সম্পত্তি ও যশঃ কীর্ত্তি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তাঁহাদের অভিবৃদ্ধি হয়। ১৮। তাঁহারা পর জন্মে মাতৃ-জঠরে উৎপন্ন হইলেও গর্ভমলে লিপ্ত হন না, শ্লেষ্মাদিতে অপবিত্র না হইয়া পরিশুদ্ধ বস্ত্রে উজ্জ্বল মণির ন্যায় ভূমিষ্ঠ হন। ১৯। তাঁহারা জন্মে জন্মে মাতৃ-জঠরে সুখে অভিবর্দ্ধিত হইয়া ধর্মাসন হইতে অবতরণ করার ন্যায় মাতৃ-জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকেন। ২০। ইন্দ্ররাজ যেমন বিপুলভাবে সুধা দ্বারা পূজিত হন এবং চক্রবর্ত্তীরাজা যেমন শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গাদি দ্বারা পূজা প্রাপ্ত হন, তাঁহারাও জন্মে জন্মে সেইরূপ পূজিত হন। ২১। সেই শান্ত মনুষ্যগণ ইহলোক হইতে মৃত্যুর পর যদি দেবলোক প্রাপ্ত হন, তথায় তাঁহারা অতি মনোরম শ্রেষ্ঠ বিমান লাভ করেন। ২২। সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিব্য মনোরম তুর্য্য-শব্দে দেবলোকে নিত্য উত্তমরূপে প্রমোদিত হন এবং সর্বদা সর্ববিষয়ে আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহারা চিরকাল অতি উত্তম সুখ ভোগ করিতে থাকেন। ২৩। তাঁহাদের দেব-আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিলে, পুনঃ তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে আরও শ্রেষ্ঠতর জন্ম লাভ করেন। ২৪। তাঁহারা ত্রিভবের একমাত্র সারভূত সম্বুদ্ধত্ব, পচ্চেক বুদ্ধত্ব, শ্রাবকত্ব ও মহানুভবত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতি শ্রেষ্ঠ ও অগ্র নির্বাণ-সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা ত্রিপিটকান্তর্গত যে কোন বহি বাঁধাইয়া দেন, ত্রিপিটকান্তর্গত বহি লিখিবার জন্য কাগজ, কলম, দোয়াত, কালি, টেবিল ও কাঁচি দান করেন, তাঁহারাও জন্মে জন্মে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান হইয়া থাকেন।

২৬। যাঁহারা নিজে ত্রিপিটক শাস্ত্র লিখেন, কিম্বা অপরের দ্বারা লিখাইয়া থাকেন, আর যাঁহারা ইহা অনুমোদন করেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে **মৈত্রেয় বুদ্ধের** প্রজ্ঞাবান শিষ্য হইবেন। ২৭। তাঁহারা যেই মনোজ্ঞ সুখ কামনা করেন, ভবিষ্যতে সেই সমস্ত মনোজ্ঞ সুখ লাভ করিবেন।

ত্রিবিধ দায়ক

দানদাস, দান সহায় ও দানপতি ভেদে দায়ক তিন প্রকার। (১) যাহারা নিজে উত্তম খাদ্য খায় ও উত্তম বস্ত্র পরিভোগ করে, কিন্তু অপরকে দিবার সময় নিকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য-পরিভোগ্য বস্তু প্রদান করে, তাহাদিগকে "দানদাস" বলা হয়। (২) যাহারা নিজে যেইরূপ খায় ও পরিভোগ করে, অপরকেও ঠিক সেইরূপ খাদ্য-ভোজ্য ও

পরিভোগ্য বস্তু দান করে, তাহাদিগকে **"দান সহায়"** বলা হয়। (৩) যাহারা নিজে যেরূপ খায় ও পরিভোগ করে, কিন্তু দান দিবার সময় উৎকৃষ্ট বস্তুই দান করে, তাহারা **"দানপতি"** নামে অভিহিত হয়।

প্রভুত খাদ্য ভোজ্য ও পুত্র-কন্যা লাভের উপায়

(১) যাহারা নিজেই কেবল দান করে, অপরের সাহচর্যে করে না বা অনুমোদনের সুযোগ দেয় না, অপরকে দানে উৎসাহিতও করেনা, তাহারা জন্মে জন্মে প্রভুত সম্পত্তিশালী হয় বটে, কিন্তু পুত্র-কন্যা লাভ করে না। (২) যাহারা কেবল অপরের দ্বারা দান দেওয়ায় এবং দান দিবার জন্য উৎসাহিত করে, অথচ নিজে দান দেয় না, তাহারা জন্মে জন্মে পুত্র-কন্যাদি পরিবার সম্পত্তি যথেষ্ট লাভ করে বটে, কিন্তু ভোগ-সম্পদ লাভ করে না। (৩) যাহারা নিজেও দান দেয় না, অপরের দ্বারাও সম্পাদন করায় না, বরঞ্চ অপরের উৎসাহ-শ্রদ্ধা নষ্ট করে, ও দানের অগুণ বর্ণনা করে, তাহারা জন্মে জন্মে নিকৃষ্ট যবাগু ও উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পায় না। অতিশয় দীন-হীন কাঙ্গাল ও পরিবার-সম্পত্তি বিহীন হইয়া জীবন ধারণ করে। (৪) যাহারা নিজেও দান দেয়, এবং অপরের দ্বারাও দান দেওয়ায় এবং দানে উৎসাহিত করে, তাহারা জন্ম-জন্মান্তরে সুদীর্ঘকাল যাবৎ প্রভুত ভোগ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং বহুজন সম্পন্ন পরিবার লাভ করে। সুতরাং যাঁহারা অনির্বাণ কাল নানাবিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা মোহ-কার্পণ্যের বশীভূত না হইয়া অপ্রমত্তভাবে নিজেও দান দিবেন, শীল পালন ও ভাবনা করিবেন এবং অপরকেও তদনুরূপ পুণ্যকর্মে নিযুক্ত করিবেন। মিষ্টি বা কড়া কথা বলিয়া অপরকে যে কোন পুণ্যকর্ম হইতে চ্যুত করা **মহাপাপ**। প্রিয় কথায় হউক বা অপ্রিয় কথায় হউক পুণ্যকর্মে নিয়োজিত করিলে, তাহাতে **মহাপুণ্য** লাভ হয়।

ভিক্ষু দর্শনের ফল

মঙ্গল সূত্রের "সমণনঞ্চ দস্সনং" এই মাঙ্গল্য বাক্যের বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে যে শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত প্রসন্নচিত্তে ও প্রীতি-নেত্রে ভিক্ষু শ্রমণদিগকে দর্শন করিলে, সেই দর্শন জনিত পুণ্য-প্রভাবে বহু জন্মে কোন প্রকার চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয় না। সর্বদা বিশুদ্ধকুলে জন্ম লাভ হয় ও অতি শ্রীযুক্ত হয়। চক্ষুদ্বয় সুলক্ষণযুক্ত মনোরম হয়। বহু জন্ম দেব-মনুষ্যলোকে শ্রীসৌভাগ্যের অধিকারী হয়। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলে জ্ঞানবান, প্রখর চক্ষু-জ্যোতিঃ ও দিব্য দৃষ্টি লাভ করে। আর যাহারা ভিক্ষু-শ্রামণের দেখিয়া চিত্তে ঈর্ষাভাবের উদ্রেক করে, সর্বদা অহিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিচরণ করে,

এবং দুর্নাম প্রচার করে, তাহারা প্রেতলোকে জন্ম নিয়া দারুণ প্রেত-দুঃখ ভোগ করে। ইহার বিস্তৃত বিপাক-বিষয় **"প্রেত কাহিনী"** গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ভগবান **বুদ্ধ** যখন বেদীয় নামক পর্বতের **"ইন্দ্রশাল গুহায়"** অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একটি উলুক [পেচক] ভগবান পিণ্ডাচরণে যাইবার সময় অর্দ্ধেক পথ বুদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত। পুনঃ ভগবান গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় অর্দ্ধেক পথ হইতে আগুবাড়াইয়া লইত। একদা সন্ধ্যার সময় ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় ঐ উলুক বুদ্ধের সম্মুখে ডানাদ্বয় প্রসারিত ও মাথা নীচু করিয়া ভগবানকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিতে ছিল। ভগবান পেচকের এতাদৃশ বন্দনা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। আনন্দ স্থবির ভগবানের এই হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান পেচকের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিলেন।

"অনুত্তর ভিক্ষুসংঘ ও আমার প্রতি চিত্তপ্রসন্নতা হেতু এই পেচক কল্পকাল পর্য্যন্ত কোন প্রকার দুর্গতিতে জন্মগ্রহণ করিবে না। সে দেবলোক হইতে চ্যুত হইয়া এই কুশল-কর্ম্ম-প্রভাবে ভবিষ্যতে **সোমনস্স** নামক প্রসিদ্ধ এক অনন্তজ্ঞানী মহাপুরুষ হইবে।

—শ্রদ্ধা—

১। কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করার নাম **শ্রদ্ধা**। ২। শীলবানদিগকে দর্শনের ইচ্ছা, সদ্ধর্ম শ্রবণের ইচ্ছা ও কার্পণ্য ময়লা ত্যাগের ইচ্ছার নামই শ্রদ্ধা। ৩। মনুষ্যগণ যে শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত হইয়া ভিক্ষু শ্রামণাদির সেবা করে, দীন, দুঃখী, পথিক ও যাচকদের উপকার করে, সেই শ্রদ্ধা আগম, অধিগম, অবকল্পন ও প্রসাদ শ্রদ্ধা ভেদে চারিপ্রকার। যথা— বোধিসত্ত্বগণের বুদ্ধত্ব প্রার্থনার সময় হইতে যেই শ্রদ্ধা অবিচলিতভাবে থাকে, তাহাই **আগম শ্রদ্ধা**। আর্য্য শ্রাবকগণ যেই শ্রদ্ধাবলে লোকুত্তর ধর্ম লাভ করে, সেই শ্রদ্ধাকে **অধিগম** শ্রদ্ধা বলে। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, এই শব্দত্রয় শ্রবণ করা মাত্রই যেই অচলা শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা **অবকল্পন** শ্রদ্ধা নামে কথিত হয়। যেই শ্রদ্ধা চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করে, তাহাকে **প্রসাদ** শ্রদ্ধা বলে।

—ত্রিবিধ পুণ্য কর্ম্ম—

কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম ভেদে কর্ম **তিন প্রকার**। যথা—ভিক্ষু আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আগুবাড়াইয়া লওয়া, বিহার সম্মার্জ্জন ও লেপন করা আসনাদি ঝাড়িয়া ও পাতিয়া দেওয়া, পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল আনিয়া দেওয়া অর্থাৎ শরীরের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দান ও শীলময় কার্য্য সম্পাদন করার নাম **কায়িক পুণ্য কর্ম্ম**।

ভিক্ষুগণ পিণ্ডাচরণ করিতেছেন দেখিয়া যবাগূ দাও, অন্ন দাও, ব্যঞ্জন দাও ও সুগন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা কর, উপোসথশীল পালন কর, ধর্ম শ্রবণ কর, বন্দনা ও ভাবনা কর, রোগীর সেবা কর ও ঔষধ পথ্য দান কর, দরিদ্রকে অন্ন-বস্ত্র দান কর, সেতু দাও, রাস্তা মেরামত কর, ইত্যাদি যত প্রকার কুশল জনক বাক্য হইতে পারে, তাহাতে জন-সাধারণকে উৎসাহিত করিয়া সৎকার্য্যে নিয়োগ করার নাম—**বাচনিক** পুণ্য কর্ম। সকল প্রাণীর মঙ্গল চিন্তা, মৈত্রী, করুণা মুদিতা ও উপেক্ষা চিন্তা, কায়গতস্মৃতি ও অনিত্য-দুঃখ অনাত্ম ইত্যাদি যত প্রকার কুশল জনক চিন্তা হইতে পারে, তাহাই **মানসিক** পুণ্য কর্ম।

—অজ্ঞানবশে কৃতকর্মের ফল—

ছোট বালক বালিকাগণ পিতা-মাতার অনুকরণে বুদ্ধ-বন্দনা, ভিক্ষু-বন্দনা, চৈত্য-বন্দনা ও পুষ্প পূজাদি করিলে, পুণ্য চেতনা না থাকিলেও তাহাদের পুণ্য সঞ্চয় হয়। এমন কি পশু-পক্ষী তির্য্যগ্ জাতিরাও যদি লোকের দেখাদেখি ধর্ম্মশ্রবণ ও চৈত্যাদি বন্দনা করে, তাহাতেও তাহাদের পুণ্য সঞ্চয় হয়। অজ্ঞান কৃত কুশলকর্মে যেমন সুখ-বিপাক উৎপন্ন হয়, তথা অজ্ঞানকৃত অকুশল কর্মেও দুঃখ-বিপাক উৎপন্ন হয়। অবোধ ছেলে-মেয়েরা যদি পিতা-মাতাকে হস্ত-পদাদি দ্বারা প্রহার করে, ভিক্ষু শ্রমণেরদিগকে আক্রোশ ও কটুক্তি করে এবং প্রাণী হত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করে, ইহাতেও তাহাদের পাপ সঞ্চয় হয়। গো-মহিষ-সিংহ-ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী, ভিক্ষু-গৃহী অথবা যে কোন প্রাণীকে আক্রমণ করিলে, জীবন নাশ করিলে, অথবা দুঃখ প্রদান করিলে, তাহাদেরও পাপ সঞ্চয় হইয়া থাকে। কুশল কর্মের ফলাফল উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া যদি কুশলকার্য্য সম্পাদন করে, তবে তাহা মহাফলদায়ক হয়। সুতরাং কর্ম ও কর্মফলে প্রগাঢ় বিশ্বাস জ্ঞান রাখিয়াই পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—দান যজ্ঞের ত্রিবিধ চেতনা—

দানকর্ম সম্পাদন করিবার সময় পূর্বচেতনা, মুঞ্চন চেতনা ও অপর চেতনা, এই ত্রিবিধ চেতনা উৎপন্ন হয়। দানীয় বস্তু সংগ্রহের সময় যেই চিত্ত উৎপন্ন হয়, তাহা **পূর্বচেতনা**। দান দেওয়ার সময় যেই চেতনা উৎপন্ন হয়, তাহা **মুঞ্চন** চেতনা। আর দান দেওয়ার পর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যেই চেতনা উৎপন্ন হয়, তাহা **অপর চেতনা**।

— দান যজ্ঞের সম্পদ —

পুব্বেব দান সুমনো দদং চিত্তং পসাদয়ে,

দত্বা অত্তমনো হোতি এসা য়ঞ্ঞস্‌স সম্পদা।

দান দেওয়ার পূর্বে, দান দিবার সময় এবং দান দেওয়ার পরে চিত্তে শ্রদ্ধা-**প্রযুক্ত** আনন্দভাব উৎপন্ন করিবে। এই শ্রদ্ধা ও আনন্দভাবই দান-যজ্ঞের প্রধান **সম্পদ**। এই সম্পদযুক্ত দানই মহাফলদায়ক হয়।

—শ্রদ্ধা ভেদে কুশল কর্মের তারতম্যতা—

শ্রদ্ধার সহিত কুশল কর্ম সম্পাদন করিলে, সেই পুণ্য-প্রভাবে মৃত্যুর পর প্রতিরূপ দেশে জন্মগ্রহণ করে, মনোহর সুঠাম-সুস্থ-দেহ লাভ করে, সর্বজন প্রিয় হয়, এবং কল্যাণমিত্র লাভ করিয়া নিজকে সদ্ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অশ্রদ্ধায় কুশল কর্ম সম্পাদন করিলে, জন্মান্তরে বিশ্রী কদাকার দেহ লাভ করে, অন্য লোকের কথা দূরে থাক্, স্বীয় পিতা-মাতার ও অপ্রিয় হয়। তদ্ধেতু যে কোন **কুশল কর্ম** সম্পাদন করিবার সময় **কর্ম** ও **কর্মফলের** প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া **সুপ্রসন্ন** চিত্তেই করা উচিত।

—সল্পদানে বহু ফল—

শীলগুণে বিভূষিত ভিক্ষুকে ভিক্ষার সময় একচামচ মাত্র **অন্ন**, একখানা বিহার, [তাহা অন্ততঃ দীর্ঘ-প্রস্থে পাঁচ হাত প্রমাণ পর্ণশালা হইলেও] দান করিলে, সেই দান-ফলে দায়ক বহু জন্মাবধি দুর্গতি ভোগ করে না। এই সল্প পরিমাণ কুশল নির্বাণ লাভেরও হেতু হয়। পেতবত্থু ও অঙ্গুত্তর দশকে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা ও প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

পুদ্‌গলিক দান-ফলের তারতম্যতা—

গো-মহিষ-কুকুর-বিড়াল ও পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ প্রাণীকে দান দিবার সময় "এইপ্রাণী আমার পোষ্য ও উপকারী, ইহাদিগকে আহার দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।" এই ধারণা না রাখিয়া দান চেতনায় আহার দিলে এবং অপর তির্য্যক প্রাণীকেও আহার দিলে, দাতা সেই দানের ফলে **আয়ু-বর্ণ-সুখ-বল ও জ্ঞান শতজন্মাবধি** লাভ করিতে পারে। মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ পরপীড়ক, দুঃশীল, ব্যাধ ও কৈবর্ত্ত প্রভৃতিকে দান দিলে, **সহস্র জন্ম**; গোশীলাদি মিথ্যাশীল, মিথ্যাব্রতধারী পৃথক্-জনকে দান দিলে **লক্ষ জন্ম**; অষ্ট সমাপত্তি লাভী মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ তাপসকে দান দিলে **কোটি জন্মাবধি** উক্ত পঞ্চফল লাভ হইয়া থাকে। ত্রিশরণাপন্ন উপাসক উপাসিকাদিগকে ও **ক্ষুদ্র স্রোতাপন্ন** বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। **এতাদৃশ**

ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তিকে প্রদত্ত দানের ফল অনন্ত ও অপ্রমেয়। আর পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীলধারী গৃহী এবং সদ্য প্রব্রজিত শ্রামণের, ভিক্ষু, শীলবান ব্রত সম্পন্ন ভিক্ষু ও বিদর্শন কর্মস্থান ভাবনাকারী ভিক্ষু প্রভৃতিকে প্রদত্ত দানের ফল ক্রমান্বয়ে একটার চেয়ে অপরটার ফল অত্যধিক। দৃঢ় পরাক্রমের সহিত বিদর্শন কর্মস্থান ভাবনাকারী স্রোতাপত্তি মার্গলাভী সদৃশ কথিত হইয়াছে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সম্যকৃসম্বুদ্ধকে প্রদত্ত দানের ফল একটার চেয়ে আর একটা ক্রমান্বয়ে বিপুল ফল দায়ক। সামান্য ধূলীকণার পক্ষে মহাপৃথিবী যেমন অনন্ত ও অপ্রমেয়, স্রোতাপন্ন হইতে ক্রমাগয়ে স্তরে স্তরে সম্যকৃসম্বুদ্ধের হাতে দান দেওয়ার ফলও তদ্রূপ একটার চেয়ে আর একটা অধিক ফল দায়ক। ভগবান বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানে এই তারতম্যতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

— সপ্তবিধ সংঘ —

সংঘ সাত প্রকার যথা— (১) বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উভয় সংঘ, (২) বুদ্ধ মূর্ত্তি বা বুদ্ধের পূতাস্থি প্রমুখ উভয় সংঘ, (৩) ভিক্ষু সংঘ, (৪) ভিক্ষুণী সংঘ, (৫) "সংঘ হইতে একজন ভিক্ষু ও একজন ভিক্ষুণী চাই" এইরূপে নির্দ্ধারিত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সংঘ, (৬) উক্তরূপে নির্দ্ধারিত শুধু ভিক্ষু সংঘ, (৭) নির্দ্ধারিত কেবল ভিক্ষুণী সংঘ। এবম্বিধ যে কোন সংঘক্ষেত্রে প্রদত্ত দানই **সংঘদান** নামে অভিহিত।

(১) **বুদ্ধ প্রমুখ উভয় সংঘ**— একদিকে ভিক্ষু সংঘ, অপরদিকে ভিক্ষুণী সংঘ এবং মধ্যভাগে বুদ্ধকে উপবেশন করাইয়া যেই সংঘদান করা হয়, তাহাই **বুদ্ধ প্রমুখ উভয় সংঘে দান**। (২) বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী সংঘের সম্মুখে বুদ্ধ মূর্ত্তি কিম্বা বুদ্ধের পূতাস্থি রক্ষা করিতে হয়। প্রথমে দানীয় বস্তু হইতে কিছু কিছু লইয়া সুসজ্জিতভাবে বুদ্ধ-পূজা করার পর উভয় সংঘে দান করিতে হয়। উক্ত পূজায় ঘৃত ও তৈল থাকিলে, তদ্দ্বারা প্রদীপ পূজা, বস্ত্র থাকিলে, তদ্দ্বারা ধ্বজা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে হয়। সঙ্ঘের প্রতি যাহার অচলা ভক্তি শ্রদ্ধা, তাহার সংঘদানই মহাফলপ্রদ হয়। সংঘের পক্ষ হইতে সংঘদান গ্রহণোদ্দেশ্যে প্রেরিত কোন দুঃশীল ভিক্ষু বা শ্রামণেরকে দেখিয়া দায়কের মনে উৎকণ্ঠা ও অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে, সেই দান সংঘদান মধ্যে গণ্য হয় না। আর দায়ক সংঘদানোদ্দেশ্যে সংঘ হইতে একজন সাধারণ ভিক্ষু চাহিলে সংঘ যদি একজন সুশীল ও প্রধান ভিক্ষু প্রেরণ করেন, দায়ক তাহাকে দেখিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেও তাহার সেই দান সংঘদান মধ্যে পরিগণিত হয় না।

দায়ক সংঘদান উদ্দেশ্যে সংঘের নিকট একজন ভিক্ষু যাচ্ঞা করিলে, সংঘের পক্ষ হইতে যদি কোন ভিক্ষু অথবা শ্রামণের প্রেরিত হয়, তাহার সুশীলতা-দুঃশীলতা গুণাগুণের কোনও বিচার বা চিন্তা না করিয়া সমচিত্ত, গৌরব ও শ্রদ্ধাসহকারে সংঘ

উদ্দেশ্যে দান করিলে, সেই দানই হইবে সংঘদান।

—প্রব্রজ্যা পর্বে লিখিত কুমার-প্রশ্ন-উত্তরের

—নাতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা—

১। অণুপরমাণু হইতে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রাণী পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেই একমাত্র **আহারেই** সংস্থিত। ২। সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদনা ও বিজ্ঞান, এই স্কন্ধ চতুষ্টয়কে **নাম** এবং রূপকেই **রূপস্কন্ধ** বুঝায়। **নামরূপ** বলিলে এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিই বুঝিতে হইবে। ৩। সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, ও অসুখ অদুঃখ অর্থাৎ উপেক্ষা বেদনা ভেদে **বেদনা** তিন প্রকার। ৪। দুঃখ আর্য্যসত্য, দুঃখসমুদয় আর্য্যসত্য, দুঃখনিরোধ আর্য্যসত্য ও দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য্যসত্যকেই **চতুরার্য্যসত্য** বলে। এই চারি আর্য্যসত্যকে বিশেষরূপে জানিবার যেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই আর্য সত্য **জ্ঞান** বা **সম্যক্‌দৃষ্টি জ্ঞান**। ৫। নাম-রূপের অপর নাম **পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধ**। ৬। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, স্পর্শ, ও মন এই ষড়বিধ আয়তনকেই আধ্যাত্মিক **ষড়ায়তন** বলে।

৭। **সপ্ত বোধ্যঙ্গের ব্যাখ্যা**- বোধ্যঙ্গ অর্থ বোধি বা জ্ঞান লাভের অঙ্গ। (১) স্মৃতিমান হওয়া, স্মৃতিতে নৈপুণ্যতা লাভ করা এবং পূর্ব-কৃত ও ভাবিত বিষয় বস্তু অনুস্মরণকরিবার শক্তিকে **স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ** বলে। (২) স্মৃতিসহযোগে প্রজ্ঞাদ্বারা ধর্ম গবেষণা করা, বিচার করা ও দর্শন করার সামর্থ্যকে **ধর্মবিচয়** সম্বোধ্যঙ্গ বলে। (৩) প্রজ্ঞাদ্বারা ধর্ম গবেষণা, বিচার ও দর্শন করার নিমিত্ত আরব্ধ অশীথিল উদ্যোগকেই **বীর্য্য** সম্বোধ্যঙ্গ বলে। (৪) আরব্ধ উদ্যোগীর যেই নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে **প্রীতি** সম্বোধ্যঙ্গ বলে। (৫) প্রীত মনার দেহ-চিত্তের যেই শান্তি-প্রশান্তিভাব উৎপন্ন হয়, সেই ভাবকেই **প্রশান্তি** সম্বোধ্যঙ্গ বলে। (৬) দেহ-মন প্রশান্ত হইলে, চিত্ত একাগ্র হয়। সেই একাগ্রতাভাবকে **সমাধি** সম্বোধ্যঙ্গ বলে। (৭) সমাধিস্থ চিত্ত সুষ্ঠুরূপে মধ্যস্থতাভাব অবলম্বন করিয়া ভাবনায় রত হওয়াকে **উপেক্ষা** সম্বোধ্যঙ্গ বলে।

৮। আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ— (১) চতুরার্যসত্যে সম্যক্‌জ্ঞানকে **সম্যক্ দৃষ্টি** বলে। (২) নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপদ সংকল্প ও অবিহিংসা সংকল্পবশে **সম্যক্ সংকল্প** ত্রিবিধ। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চকামগুণ পরিভোগ ত্যাগ করিয়া বিরাগতা প্রাপ্তির সংকল্পকেই **নৈষ্ক্রম্য** সংকল্প বলে। "অমুক আমার প্রতি অনর্থ আচরণ করিল, আমার অনিষ্ট করিতেছে" ইত্যাদি বলিয়া যেই

চিত্তাঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া মৈত্রীচিত্ত পরায়ণতাকেই **অব্যাপন্ন** সংকল্প বলে। হিংসা দ্বেষ ত্যাগের পর সর্ব প্রাণীর প্রতি করুণা পরায়ণ হইয়া আত্মমুক্তি লাভের সঙ্কল্পকে **অবিহিংসা** সংকল্প বলে।

(৩) **সম্যক্‌বাক্য** চারিপ্রকার। যথা—মিথ্যা-ভাষণে বিরত হইয়া সত্যভাষণে আত্ম-নিয়োগ, ভেদবাক্য সংযুক্ত পিশুন-বাক্য হইতে বিরত হইয়া সাম্য ও প্রীতি-সম্মিলন জনক বাক্য ভাষণ করা, কর্কশবাক্য ভাষণ হইতে বিরত হইয়া কর্ণসুখকর নির্দ্দোষ সদর্থ পূর্ণ জনপ্রিয় বাক্য ভাষণ করা, অনর্থক গল্প-গুজব-ঠাট্টা-বিদ্রূপাদি সম্প্রলাপ বাক্য ভাষণ হইতে বিরত হইয়া অর্থসংযুক্ত বাক্য ভাষণ করা। মিতভাষী, ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী হওয়া। (৪) "সম্যক্ কর্মান্ত" তিনপ্রকার। যথা— প্রাণী হত্যা, চুরি ও পরদার লঙ্ঘন, এই ত্রিবিধ কায়িক অকুশল কর্ম হইতে বিরত হওয়াকে **সম্যক্ কর্মান্ত** বলে। (৫) অসদুপায় ত্যাগ করিয়া সদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করার নাম **সম্যক্ আজীব** (৬) 'সম্যক্ সৎচেষ্টা" চারিপ্রকার। যথা—অনুৎপন্ন অকুশল অনুৎপত্তির জন্য চেষ্টা, উৎপন্ন অকুশলের বিনাশের জন্য চেষ্টা, অনুৎপন্ন কুশলের উৎপত্তির জন্য চেষ্টা, এবং উৎপন্ন কুশলের সংস্থিতির জন্য, অবিনাশের জন্য, বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা লাভের জন্য এবং ভাবনা পূর্ণ হইবার জন্য প্রবলা ইচ্ছা করা, উদ্যোগ করা ও চিত্ত স্থির করাকে **সম্যক্ চেষ্টা** বলে। (৭) কায়ে ৩২ প্রকার অশুভ দর্শন, বেদনা সমূহের অনিত্যতা দর্শন, কোন্ সময়ে কোন্ চিত্ত উৎপন্ন হইল, তাহা স্মৃতি সহযোগে জানা এবং স্বীয় চিত্তে কামেচ্ছাদি থাকিলে, তাহা জানা, না থাকিলে তাহাও জানা দর্শন করা, তাহা স্মৃতিসহকারে উদ্যোগের সহিত ধারণ করিয়া লোভ ও দৌর্মণস্য ত্যাগ করাকে **সম্যক্ স্মৃতি** বলে। (৮) সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ চেষ্টা, সম্যক্ আজীব ও সম্যক্ স্মৃতি, এই সপ্ত অঙ্গ সমন্বিত চিত্তের একাগ্রতাকে **সম্যক্ সমাধি** বলে।

৯। **নবসত্ত্বাবাস**—নয় প্রকার প্রাণী নয় প্রকার বাসস্থানে বাস করে। যথা—(১) মনুষ্যগণ নানাকৃতি ও নানা সংজ্ঞাবিশিষ্ট সত্ত্ব। (২) ব্রহ্মকায়িক দেবগণ নানাকৃতিও এক সংজ্ঞা বিশিষ্ট সত্ত্ব। (৩) আভস্বর দেবতাবৃন্দ একাকৃতি দেহ ও নানাসংজ্ঞা বিশিষ্ট সত্ত্ব। (৪) শুভকীর্ণক দেবগণ একাকৃতি দেহ ও একসংজ্ঞা বিশিষ্ট সত্ত্ব। (৫) অসংজ্ঞ ব্রহ্ম লোকের সত্ত্বগণ চেতনা ও সংজ্ঞা বিহীন সত্ত্ব। (৬) সকল প্রকার রূপ সংজ্ঞা অতিক্রম করিয়া প্রতিঘ সংজ্ঞা ধ্বংসের পর অন্য সংজ্ঞায় মনোনিবেশ না করিয়া আকাশানন্তায়তনে উপগত সত্ত্বগণ। (৭) সর্বপ্রকার আকাশানন্তায়তন অতিক্রম

করিয়া অনন্ত বিজ্ঞানায়তনে উপগত সত্ত্বদের বাসস্থানই সপ্তম সত্ত্বাবাস। (৮) সর্ব-প্রকার বিজ্ঞানায়তন অতিক্রমের পর শূন্যতা সংজ্ঞা লাভ করিয়া আকিঞ্চণায়তনে উপগত সত্ত্বগণ। (৯) আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করিয়া নৈবসংজ্ঞা না সংজ্ঞায়তনে উপগত সত্ত্বগণ। মনুষ্য লোক হইতে এই ভবাগ্র পর্য্যন্ত, এতন্মধ্যে উক্ত নয় প্রকার সত্ত্ব বাস করে।

১০। **অরহতের দশ অঙ্গ** —অশৈক্ষ্য সম্যক্‌দৃষ্টি, অশৈক্ষ্য সম্যক্‌সঙ্কল্প, অশৈক্ষ্য সম্যক্‌বাক্য, অশৈক্ষ্য সম্যক্ কর্মান্ত, অশৈক্ষ্য সম্যকাজীব, অশৈক্ষ্য সম্যক্‌চেষ্টা, অশৈক্ষ্য সম্যক্‌স্মৃতি, অশৈক্ষ্য সম্যক্ সমাধি, অশৈক্ষ্য সম্যক্‌জ্ঞান ও অশৈক্ষ্য সম্যক্-বিমুক্তি।

শৈক্ষ্য অশৈক্ষ্যের সংজ্ঞা— স্রোতাপন্ন হইতে অরহত মার্গ লাভী পর্যন্ত। এই সাত শ্রেণীর পুদ্‌গলের শিখিবার অনেক কিছু বাকী থাকে। যেহেতু ঃ— তাঁহারা অরহত্বকল লাভ করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা অরহত্বফল লাভ করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহাঁদের আর শিখিবার কিছুই থাকে না, তদ্ধেতু তাহাঁদিকেই **অশৈক্ষ্য** পুদ্‌গল বলে।

—সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্ম—

চারি প্রকার স্মৃত্যুপস্থান। যথা—কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানু-দর্শন ও ধর্ম্মানুদর্শন। স্মৃতিসহকারে এই চতুর্বিধ অনুদর্শনকে **স্মৃত্যুপস্থান** বলে। [ইহার নাতি বিস্তৃতার্থ, "কুমার প্রশ্নোত্তরে নাতি বিস্তৃত" ব্যাখ্যায় আর্য্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গের (৭) নং সম্যক্‌স্মৃতির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।]

চারিপ্রকার সম্যক্ চেষ্টা। [ইহার ব্যাখ্যা ও আর্য্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গের (৬) নং সম্যক্ চেষ্টার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ। যথা— ছন্দঋদ্ধি, বীর্য ঋদ্ধি, চিত্তঋদ্ধি ও মীমাংসাঋদ্ধি। চতুর্থধ্যান লাভের পরই এই চতুর্বিধ ঋদ্ধিপাদ [ঐশীশক্তি] লাভ হয়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়। যথা— শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি, ও প্রজ্ঞেইন্দ্রিয়।

পঞ্চ বল। যথা— শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাবল।

সপ্ত বোধ্যঙ্গ। [কুমার প্রশ্নোত্তরের নাতি বিস্তৃত ব্যাখ্যায় ৭নং ব্যাখ্যা দেখ]

আর্য্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ। [কুমার প্রশ্নোত্তরের নাতি বিস্তৃত ব্যাখ্যায় ৮নং ব্যাখ্যা দেখ।] এই সাইত্রিশ প্রকার বিষয়ের সমষ্টিকেই "সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় ধর্ম" বলে।

—বুদ্ধ বর্ষের নাম—

মুসিকো উসভো ব্যাগ্ঘো সস নাগ তথাপরে,
সপ্পস্সজ কপি চেব কুক্কুট সোণ সূকরা।

১। মুষিক, ২। বৃষভ, ৩। ব্যাঘ্র, ৪। শশক, ৫। নাগ, ৬। সর্প, ৭। অশ্ব, ৮। অজ, ৯। কপি, ১০। কুক্কুট, ১১। কুকুর, ১২। শূকর।

- বুদ্ধবর্ষ গণনা—

অম্হাকং খো পন ভগবা দীপঙ্কর পাদ-মূলতো পট্‌ঠায়, পঠমং দান পারমী, দুতিয়ং সীলপারমী, ততিয়ং নেক্‌খম্মপারমী, চতুত্থং পঞ্‌ঞাপারমী, পঞ্চমং বিরিয়পারমী, ছট্‌ঠমং খন্তিপারমী, সত্তমং সচ্চপারমী, অট্‌ঠমং অধিট্‌ঠান পারমী, নবমং মেত্তপারমী, দসমং উপেক্‌খা পারমী'তি দসপারমিয়ো, দস উপপারমিয়ো, দস পরমত্থ পারমিয়োতি সমতিংস পারমিয়ো পূরেত্বা, বেস্সন্তরত্তভাবে নিব্বত্তিত্বা পঞ্চ মহাপরিচ্চাগে কত্বা, তুসিতপুরে নিব্বত্তিত্বা, চতুমহাদেব রাজূহি কতা'রধনং পটিচ্চ, পঞ্চমহাবিলোকনে বিলোকেত্বা সুদ্ধোধন মহারাজনং নিস্সায় মহামায়া দেবিয়া কুচ্ছিম্হিং পটিসন্ধিং গহেত্বা দসমাসচ্চয়েন মাতুকুচ্ছিতো নিক্‌খমিত্বা, একুনতিংস সংবচ্ছরে মহাভিনিক্‌খমণং নিক্‌খমিত্বা ছব্বস্সানি মহাপধানং পদহিত্বা পঞ্চতিংসতিমে সংবচ্ছরে বেসাখ পুণ্ণমায়ং সম্মাসম্বোধিং অভিসম্বুজ্ঝিত্বা পঞ্চচত্তালীস সংবচ্ছরানি বসিত্বা, সপ্পসংবচ্ছরে বেসাখপুণ্ণমিয়ং ভূম্মবারে পরিনিব্বায়ি। তস্স খো পন ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স সাসনং পঞ্চবস্স সহস্সানি পবত্তিস্সতি।

১। [ইদানি খো পন দ্বে সহস্স একুন পঞ্চসত সংবচ্ছরানি চেব চত্তারি মাসানি চ সত্তরস দিবসানি অতিক্কন্তানি। দ্বে সহস্স পঞ্চসত সংবচ্ছরানি চেব সত্তমাসানি চ তয়োদস দিবসানি চ অবসিট্‌ঠানি। অয়ং অস্স সংবচ্ছরে বস্সা উতু। অস্মিং উতুম্হি অস্সয়ুজ মাসস্স সুক্কপক্‌খো দুতিয়ং সুক্কবারামিবংতি দট্‌ঠব্বং।]

বঙ্গার্থ—আমাদের বোধিসত্ত্ব সুমেধ তাপস দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে বুদ্ধত্ব প্রার্থনার পর হইতে ১ম দান, ২য় শীল, ৩য় নৈষ্ক্রম্য, ৪র্থ প্রজ্ঞা, ৫ম বীর্য্য, ৬ষ্ঠ ক্ষান্তি, ৭ম সত্য, ৮ম অধিষ্ঠান, ৯ম মৈত্রী, এবং ১০ম উপেক্ষা পারমী; এই দশবিধ পারমী, দশবিধ উপপারমী ২, ও দশবিধ পরমার্থ পারমী, মোট ত্রিশপ্রকার পারমী পূর্ণ করেন।

তৎপর তিনি বেস্সান্তর জন্মে **পঞ্চমহাদান** ৪ দিয়া তুষিতপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তথায় চারি মহাদেব রাজের প্রার্থনায় **পঞ্চমহাদর্শনীয়** ৫ বিষয়

দর্শন করিয়া। *

শুদ্ধোধন মহারাজের ঔরষে মহামায়াদেবীর গর্ভে উৎপন্ন হন। তিনি দশমাস পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া **ঊনত্রিংশ** বৎসর বয়সে মহাভিনিষ্ক্রমণ করেন। ছয়বৎসর যাবৎ কঠোর তপস্যা করিয়া **পঁয়ত্রিশ** বৎসর বয়সে বৈশাখী পুর্ণিমা তিথিতে **সম্যক্‌সম্বোধি** প্রাপ্ত হন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া জগতে **পঁয়তাল্লিশ** বৎসরবধি অবস্থিতির পর বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসে সর্পসংবৎসরে মঙ্গলবারে **পরিনির্বাপিত** হন। সেই অহরত সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শাসন পৃথিবীতে **পাঁচহাজার** বৎসর থাকিবে।

[বর্ত্তমান পাঁচহাজার বৎসরের মধ্যে দুইহাজার চারিশত নিরানব্বই বৎসর চারিমাস সতর দিবস অতীত হইয়াছে। আর দুইহাজার পাঁচশত বৎসর সাতমাস ত্রয়োদশ দিবস অবশিষ্ট আছে। এখন অশ্ব সংবৎসরের বর্ষাঋতু। এই ঋতুতে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের অদ্য দ্বিতীয় দিন শুক্রবার বলিয়া দ্রষ্টব্য।] (এই বুদ্ধবর্ষ গণনাটি ১৩৬৩ বাংলার ১৯শে আশ্বিন শুক্রবারে লিখা হইল।)

— বুদ্ধের দোকান —

মহাকারুণিক তথাগত সম্যক্‌সম্বুদ্ধ মানবগণের প্রতি করুণা করিয়া বলিয়াছেন যে আমি ভবরোগগ্রস্ত মহাজনসঙ্ঘকে দেখিয়া অমৃতের দোকান খুলিয়াছি। উক্ত রোগ হইতে পরিত্রাণকামিগণ শ্রদ্ধামূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া পান কর। অমৃত-প্রার্থীরা শ্রদ্ধায় অর্জিত কুশলকর্মরূপ মহাধন সঙ্গে করিয়া এই দোকানে উপস্থিত হও। এই দোকান হইতে কুশলকর্মরূপ অমৃত ক্রয় করিয়া ভবরোগ হইতে মুক্ত হও। জনগণ শ্রদ্ধায় অর্জিত কুশলকর্মের বিনিময়ে অমৃত-ফল গ্রহণ করে। যাহারা এই অমৃত-ফল ক্রয় করিয়াছে, জগতে তাহারাই সুখী হইয়া থাকে। জগতে বিষধ্বংসকারী যেই ঔষধ সমূহ আছে, তন্মধ্যে ধর্মৌষধির ন্যায় অন্য কোন মহৌষধ নাই। সকলে এই ঔষধ পান কর। এই মহৌষধ পান করিয়া অজর অমর হও। আমার এই অমৃতের দোকান হইতে ধর্মামৃত ক্রয় কর এবং তাহা পান করিয়া উপাধিক্ষয়ে উপশান্ত হও।

* ১। এই হইতে প্রত্যহ বন্দনার সময় বৎসর, মাস, দিন, ঋতু, পক্ষ ও বার যোগ করিয়া বলিতে হইবে। * পুত্র, ধন ও রাজ্য দানকে দান পারমী বলে। ২। স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দানকে উপপারমী বলে। ৩। নিজের জীবন দানকে দান পরমার্থ পারমী বলে। * এক একটি পারমীকে উক্ত দান পারমী, দান উপপারমী ও দান পরমার্থ পারমী দ্বারা গুণ করিলে ৩০টি পারমী হয়। ৪। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা রাজ্য ও ধন দানকে পঞ্চমহাদান বলে। ৫। কাল, দ্বীপ, দেশ, মাতা ও পিতা; এই পঞ্চমহাদর্শনীয় বিষয়।

—ভুক্তানু-মোদন—

দায়ক ভোজ্যবস্তু দানের সঙ্গে প্রতিগ্রাহককে পাঁচটি বিষয় দান করে। যথা—আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল ও প্রজ্ঞা। তাঁহারা **আয়ু** দান করিয়া দেব-নরলোকে দীর্ঘায়ু লাভ করে। **বর্ণ** দানে জন্মজন্মান্তরে সৌন্দর্য্য-লাবণ্য লাভ করে। **সুখ** দানে জন্মান্তরে সুখের ভাগী হয়। **বল** দানে জন্মান্তরে বলশালী হয়। **প্রজ্ঞা** দান করিয়া জন্মান্তরে মহাপ্রজ্ঞাবান হয়। দাতাগণ কোন জন্মে উক্ত পাঁচটি বিষয় হইতে বঞ্চিত হয় না।

এজগতে মানবগণ দান দ্বারা **স্বর্গ** সম্পত্তি, **মার** সম্পত্তি, **চক্রবর্ত্তী** সম্পত্তি, ও **ব্রহ্ম** সম্পত্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। তাঁহারা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিলে, চক্রবর্ত্তী রাজা হয়। তাঁহাদের চক্রবর্ত্তী সম্পত্তির কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হয়। চক্রবর্ত্তী রাজাকে সকলে আদর করে, শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। সেই পূর্বসঞ্চিত দান-পুণ্যের প্রভাবে শ্রাবক পারমী জ্ঞান, পচ্চেকবুদ্ধ-জ্ঞান এমন কি সম্যক্‌সম্বুদ্ধ-জ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ হয়। দানে সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভোগ সম্পত্তি স্থির থাকে। দান নিজকে রক্ষা করে, দান করিলে নরকে যায় না, দান স্বর্গের সোপান। দান দ্বারা **নির্ব্বাণ** সুখ প্রাপ্ত হয়।

—বুদ্ধের নিকট সুভ মানবের চতুর্দ্দশ প্রশ্ন—

১। মনুস্‌সা অপ্পায়ুকা দিস্‌সন্তি, ২। দীঘায়ুকা দিস্‌সন্তি, ৩। বব্‌হাবাধা দিস্‌সন্তি, ৪। অপ্পাবাধা দিস্‌সন্তি, ৫। দুব্বণ্ণা দিস্‌সন্তি, ৬। বণ্ণবন্তো দিস্‌সন্তি, ৭। অপ্পেসক্‌খা দিস্‌সন্তি, ৮। মহেসক্‌খা দিস্‌সন্তি, ৯। অপ্পভোগা দিস্‌সন্তি, ১০। মহাভোগা দিস্‌সন্তি, ১১। নীচকুলীনা দিস্‌সন্তি, ১২। উচ্চকুলীনা দিস্‌সন্তি, ১৩। দুপ্পঞ্ঞা দিস্‌সন্তি, ১৪। পঞ্ঞাবন্তা দিস্‌সন্তি।

বঙ্গার্থ—মনুষ্যগণের মধ্যে ১। অল্পায়ু, ২। দীর্ঘায়ু, ৩। বহু ব্যাধিগ্রস্ত, ৪। নীরোগী, ৫। বিশ্রী, ৬। সুশ্রী, ৭। পরাক্রমহীন অবহেলার পাত্র, ৮। মহাপরাক্রমশালী গৌরবের পাত্র, ৯। অল্প ভোগ-সম্পত্তিশালী, ১০। মহাভোগ সম্পত্তিশালী, ১১। হীনবংশীয়, ১২। উচ্চবংশীয়, ১৩। দুষ্প্রাজ্ঞ, ও ১৪। প্রজ্ঞাবান দেখা যায়। মানবগণের মধ্যে এইরূপ হীন-শ্রেষ্ঠ তারতম্য দেখা যায় কেন?

বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত উত্তর—"কম্মস্‌সকা মানব সত্তা, কম্ম দায়দা, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণা, কম্মং সত্তে বিভজতি, যদিদং **হীনপ্পণীততায়াতি**।"

বঙ্গার্থ— হে সুভ, জীবগণ স্বকৃত কর্মই ভোগ করে, স্বীয় ২ কর্মেরই উত্তরাধিকারী হয়, কর্মানুযায়ীই জন্মগ্রহণ করে, কর্মই নিজের বন্ধু-স্বরূপ এবং কর্মই নিজের আশ্রয় স্বরূপ। কর্মই সত্ত্বদিগকে হীন-শ্রেষ্ঠে বিভাগ করে।

পণ্ডিতাভিমানী সুভ ভগবানের এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর বুঝিতে না পারিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার জন্য পুনঃ ভগবানকে প্রার্থনা করিলেন। ভগবান পুনঃ তাহা বিস্তৃতভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সুভের প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর—১। প্রাণীহত্যাকারী নরনারিগণ মৃত্যুর পর তির্য্যক, প্রেত অসুর ও নিরয়াদিতে উৎপন্ন হয়। তাহারা মনুষ্যত্ব লাভ করিলেও **অল্পায়ুসম্পন্ন** হয়। ২। প্রাণীদের প্রতি মৈত্রী পরায়ণ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর স্বর্গ কিম্বা মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া **দীর্ঘায়ুসম্পন্ন** হয়। ৩। হস্ত, দণ্ড, ঢিল ও অস্ত্রের দ্বারা প্রাণীকে নিষ্পীড়নকারী ব্যক্তিগণ **চারিঅপায়ে** উৎপন্ন হয়। তাহারা মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইলেও **দুরারোগ্য** পীড়াগ্রস্ত হয়। ৪। প্রাণীদের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ ব্যক্তিগণ **নিরোগী** হয়। ৫। ক্রোধান্ধ নরনারিগণ জন্মে জন্মে **বিশ্রী** ও কদাকার হয়। ৬। দয়ালু নরনারিগণ জন্মে জন্মে **সুশ্রী** ও লাবণ্যময় হয়। ৭। অপরের লাভ সৎকার, সম্মান, বন্দনা ও পূজা দর্শনে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মে **পরাক্রমহীন** অবহেলার পাত্র হয়। ৮। পরের লাভ-সৎকার দর্শনে আনন্দলাভী ঈর্ষাহীন ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মে **মহাপরাক্রমশালী** গৌরবের পাত্র হয়। ৯। কৃপণগণ জন্মে জন্মে ভোগসম্পত্তি লাভে **বঞ্চিত** হয়। ১০। দাতাগণ জন্মে জন্মে **মহাধনবান** হয়। ১১। অহঙ্কারী ব্যক্তি **হীনকুলে** জন্মগ্রহণ করে। ১২। নিরহঙ্কারী নর-নারিগণ জন্মে জন্মে **উচ্চকুলে** জন্মগ্রহণ করে। ১৩। যাহারা কুশলাকুশল সম্বন্ধে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করে না, করিতেও চাহে না, তাহারা জন্মে জন্মে **নির্বোধ** হয়। ১৪। কুশলাকুশল সম্বন্ধে প্রশ্নকারিগণ জন্মে জন্মে **মহাজ্ঞানী** হইয়া থাকে। ভগবানের এই সারগর্ভ উপদেশ জ্ঞানীমাত্রেরই চিন্তা করা এবং তদনুরূপ আচরণ করা একান্তই প্রয়োজন।

—বুদ্ধ মূর্ত্তির জীবন্যাস—

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স। ৩॥

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং, গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং। গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি, সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং। বিসঙ্খার-গতং চিত্তং, তণ্হানং খয়মজ্ঝগা'তি। ৩॥

হেতুপচ্চয়ো, আরম্মণ পচ্চয়ো, অধিপতি পচ্চয়ো, অনন্তর পচ্চয়ো, সমনন্তর পচ্চয়ো, সহজাত পচ্চয়ো, অঞ্ঞমঞ্ঞ পচ্চয়ো, নিস্‌সয় পচ্চয়ো, পুরেজাত পচ্চয়ো, পচ্ছাজাত পচ্চয়ো, আসেবন পচ্চয়ো, কম্ম পচ্চয়ো, বিপাক পচ্চয়ো, আহার পচ্চয়ো, ইন্দ্রিয় পচ্চয়ো, ঝান পচ্চয়ো, মগ্‌গ পচ্চয়ো, সম্পযুত্ত পচ্চয়ো, বিপ্পযুত্ত পচ্চয়ো, অত্থি পচ্চয়ো, নত্থি পচ্চয়ো, বিগত পচ্চয়ো, অবিগত পচ্চয়ো'তি।

ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্‌স উপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি, য়দিদং অবিজ্জা পচ্চয়া সংখারা, সংখারা পচ্চয়া বিঞ্ঞাণং, বিঞ্ঞাণ পচ্চয়া, নামরূপং, নামরূপ পচ্চয়া সলায়তনং, সলায়তন পচ্চয়া ফস্‌সো, ফস্‌স পচ্চয়া বেদনা, বেদনা পচ্চয়া তণ্‌হা, তণ্‌হা পচ্চয়া উপাদানং, উপাদানং পচ্চয়া ভবো, ভব পচ্চয়া জাতি, জাতি পচ্চয়া জরামরণং-সোক পরিদেব দুক্‌খ-দোমনস্‌সুপায়াসা সম্ভবন্তি। এবমেতস্‌স কেবলস্‌স দুক্‌খক্‌খন্ধস্‌স সমুদয়ো হোতি।

ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্‌স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি—য়দিদং অবিজ্জায়ত্বেব অসেস বিরাগ নিরোধা সংখার নিরোধো, সংখার নিরোধা বিঞ্ঞাণ নিরোধো, বিঞ্ঞাণ নিরোধা নামরূপ নিরোধো, নামরূপ নিরোধা সলায়তন নিরোধো, সলায়তন নিরোধা ফস্‌স নিরোধো, ফস্‌স নিরোধা বেদনা মিরোধো, বেদনা নিরোধা তণ্‌হা নিরোধো, তণ্‌হা নিরোধা উপাদান নিরোধো, উপাদান নিরোধা ভব নিরোধো ভব নিরোধা জাতি নিরোধো, জাতি নিরোধা-জরা মরণং-সোক-পরিদেব-দুক্‌খ-দোমনস্‌সুপায়াসা নিরুজ্ঝন্তি। এবমেতস্‌স কেবলস্‌স দুক্‌খক্‌খন্ধস্‌স নিরোধো হোতি।

জয়ন্তো বোধিয়া মূলে সক্যানং নন্দি বড্‌ঢনো, এবমেব জয়ো হোতু জয়স্‌সু জয়মঙ্গলে। অপরাজিত পল্লঙ্কে সীসে পুথুবিপুক্‌খলে, অভিসেক সব্বুদ্ধানং অগ্‌গপ্পত্তো পমোদতি ॥ ৩ ॥ ইতিপিসো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জাচরণ সম্পন্নো সুগতো লোকাবিদূ অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথি সত্থা দেবমনুস্‌সানং বুদ্ধো ভগবা'তি ॥ ৩ ॥

—পব্বাজনীয় কম্মবাচা—

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স ॥ ৩ ॥

সুণাতু মে ভন্তে সংঘো, য়ে তে অমনুস্‌সা ইমস্মিং গামে বসন্তা বুদ্ধে অপ্পসন্না, ধম্মে অপ্পসন্না, সংঘে অপ্পসন্না, বিরূপা বিগচ্ছা, দুদ্দসিকা, চণ্ডা, বালুহা, দুট্‌ঠা, উংরুদ্ধা, ওরুদ্ধা, অবরুদ্ধা ; তে গামং বিহেসেয়্যুং বিহেঠেয়্যুং, বিনাসেয়্যুং, অপরজ্ঝেয়্যুং। য়দি সঙ্ঘস্‌স পত্তকল্লং সঙ্ঘো, তে অমনুস্‌সে অবরুদ্ধে পণমেয়্য, পব্বাজেয়্য, পটিক্কামেয়্য। ন তেহি অমনুস্‌সেহি অবরুদ্ধেহি ইমস্মিং গামে বত্থব্বং, এসা ঞত্তি।

[সুণাতু মে ভন্তে সঙ্ঘো, য়ে তে অমনুস্‌সা ইমস্মিং গামে বসন্তা বুদ্ধে অপ্পসন্না, ধম্মে অপ্পসন্না, সঙ্ঘে অপ্পসন্না, বিরূপা, বিগচ্ছা, দুদ্দাসিকা, চণ্ডা, বালূহা, দুট্‌ঠা উংকুদ্ধা, ওরুদ্ধা, অবরুদ্ধা ; তে গামং বিহেসেয়ুং বিহেঠেয়্যুং বিনাসেয়্যুং অপরজ্ঝেয়্যুং। সঙ্ঘো, তে অমনুস্‌সে অবরুদ্ধে পণামেতি পব্বাজেতি পটিক্কামেতি। ন তেহি অমনুস্‌সেহি অবরুদ্ধেহি ইমস্মিং গামে বথব্বন্তি। য়স্‌সায়স্মতো খমতি তেসং অমনুস্‌সানং অবরুদ্ধানং পণামনা পব্বাজনা পটিক্কামনা। নতেহি অমনুস্‌সেহি ইমস্মিং গামে বথব্বন্তি। সো তুণ্‌হস্‌স য়স্‌স নক্‌খমতি সো ভাসেয়্য।]

দুতিয়ম্পি এতমত্থং বদামি.......... ..। ততিয়ম্পি এতমত্থং বদামি.........।

(এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে বন্ধনীর অভ্যান্তরস্থ কর্মবাক্‌টা বলিতে হইবে।)

পণামিত্য সংঘেন অমনুস্‌সা অবরুদ্ধা, ন তেহি অমনুস্‌সেহি অবরুদ্ধেহি ইমস্মিং গামে বথব্বন্তি। খমতি সংঘস্‌স তস্মা তুণ্‌হী এবমেতং ধারয়ামি। পক্কমথ তুম্‌হে অমনুস্‌সা অবরুদ্ধা, বিনস্‌সথ তুমহে অমনুস্‌সা অবরুদ্ধা। পক্কন্তা পক্কন্ত হোথা। পটিক্কন্তা পটিক্কন্তাব হোথা, নট্‌ঠা নট্‌ঠাব হোথা, বিনট্‌ঠা বিনট্‌টা হোথা'তি।

—পুকুরের জল তর্পণ—

ইমং তলকস্‌স উদকং তিরতনানুভাবেন
পরিসুদ্ধাতু, পজ্জুন্নো অভিবস্‌সতু। ৩॥

—ক্ষমা প্রার্থনার পর আশীর্বাদ দান—

ইচ্ছিতং পত্থিতং তুয়্‌হং খিপ্পমেব সমিজ্ঝতু,
পূরেন্তো চিত্ত সংকপ্পো চন্দো পন্নরসো য়থা।
ইচ্ছিতং পত্থিতং তুয়্‌হং সব্বমেব সমিজ্ঝতু,
পূরেন্তো চিত্তসঙ্কপ্পো মণিজ্যোতি রসো য়থা'তি॥

বঙ্গার্থ — তোমার ইপ্সিত-প্রার্থীত বিষয় সমূহ শীঘ্রই লাভ হউক এবং শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ও জ্যোতির্ময় মণি রশ্মির ন্যায় তোমার সমস্ত চিত্ত-সঙ্কল্প পরিপূর্ণ হউক।

— সীবলী মন্ত্র —

১। নমো সিদ্ধ সীবলী রাজা পঠবিয়া সব্বতোমেব আকাসে উদকেন নেবিসং সং হস্‌সং তম্পি সারেমি সব্বলাভং উপেন্তুমে। ২। নমামহং মহালাভীং সীবলী নাম অরহন্তং তস্‌স তেজেন সব্বলাভং উপেন্তুমে। ৩। নমো থেরস্‌স য়তো হোতি য়স্‌স পিয়ায়ন্তি য়স্‌স য়ন্তি নমো নমঃ। ৪। নমো থেরস্‌সত্তি

সোনামকিং মে সুতং এতং সব্বনেতি সীবলী তেজানং এবং সীবলী নমঃ নবিস্সন্তি নমঃ। ৫। নমো তেজং লোকেন সেট্‌ঠং নরাসভং এতং তেজেন সেট্‌ঠং নরাহতিং তেজ নমঃ। ৬। নমো সোভিস দিস্সন্তি তেজি পিয়স্সর্পাতি নমঃ। ৭। নমো জাতি জলাগার বিসদন আকাস অহন্তিং ব ঈবদাহন্তি য়স্স থেরস্স তে জয়তে নমঃ। ৮। বুদ্ধং সিং সিং সিদ্ধিং নমো, মুনি মুনি সী মুনি মুনি স্বাহা।

—সীবলী কবচ—

ইতিপি	অরহং	সম্মা	বিজ্জা	তস্স	সুগ	সং
ইতিপি	অরহং	সম্মা	বিজ্জা	সম্প	সুগ	সং
বিজ্জা	স্সং	মদ্ধে	অরহং	নেতা	তো	ওদ্ধ
অরহং	গম	রোপ্প	লোক	নিসং	[illegible]	স্সা
বিদূ	অধো	মত্ত	সসর	নাগ	ধামি	দেবিং
নদ্ধে	ভগবা	অরহং	ধম্মবু	ধম্মা	বিসং	মপি
তনবু	গচ্ছা	নিমিন	মম্বি	সরগ	ক্কেত	সরঙ্গ
দ্ধো	মেঘ	রণ	বত্তি	নমো	সরণ	তেজ

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and pepole would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

~THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL~

The Teachings Of Great Master Yin Guang

Whether one is a layperson or has left the home-life, one should respect elders and be harmonious to those surrounding him. One should endure what others cannot, and practice what others cannot achieve. One should take others' difficulties unto oneself and help them succeed in their undertakings. While sitting quietly, one should often reflect upon one's own faults, and when chatting with friends, one should not discuss the rights and wrongs of others. In every action one makes, whether dressing or eating, from dawn to dusk and dusk till dawn, one should not cease to recite the AMITABHA Buddha's name. Aside from Buddha recitation, whether reciting quietly or silently, one should not give rise to other improper thoughts. If wandering thoughts appear, one should immediately dismiss them. Constantly maintain a humble and repentful heart; even if one has upheld true cultivation, one should still feel one's practice is shallow and never boast. One should mind one's own .business and not the business of others. Only look after the good examples of others instead of bad ones. One should see oneself as mundane and everyone else as Bodhisattvas. If one can cultivate according to these teachings, one is sure to reach the Western Pure Land of Ultimate Bliss.

Homage to Amitabha! Amitabha!

GREAT VOW

BODHISATTVA EARTH-TREASURY
(BODHISATTVA KSITIGARBHA)

" Unless Hells become empty,
I vow not to attain Buddhahood;
Till all have achieved the Ultimate Liberation,
I shall then consider my Enlightenment full !"

Bodhisattva Earth-Treasury is
entrusted as the Caretaker of the World until
Buddha Maitreya reincarnates on Earth
in 5.7 billion years.

Reciting the Holy Name:
NAMO BODHISATTVA EARTH-TREASURY

Karma-erasing Mantra:
OM BA LA MO LING TO NING SVAHA

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

~The Vows of Samantabhadra~

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

~The Vows of Samantabhadra
Avatamsaka Sutra~

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：SADDHARMA-RATNA-CHYTTYA 佛教徒的生活規範》
財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F, No. 55, Sec. 1, Hang Chow South Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org
Mobile Web: m.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not to be sold.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
1,000 copies; August 2022
BA009 -18740